শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী

চির সুন্দর তুমি,—চির মধুময় তুমি,—
রসিকশেখর, তুমি হে স্বামী।
মধুর উজ্জল রসময় প্রেমে পূরাও এ হৃদয়,—
তোমার চরণে নামি।

সেবারাম।

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

প্রকাশিকা—

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী

ও

শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী

২৫, বাগবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

মুদ্রক—

শ্রী শ্রীলাল জৈন

জৈনসিদ্ধান্তপ্রকাশক প্রেস

৯, বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার,

কলিকাতা
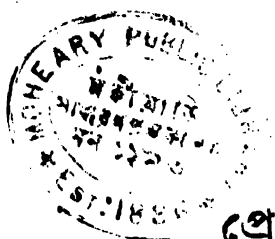
প্রেরণা

গ্রন্থ লিখিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু যাহা অনুভবের বিষয়,—আস্বাদনের বিষয়,—অপরের লেখা পড়িয়া সর্ব্বতোভাবে সে অনুভব,—সে আস্বাদন,—সম্ভাপর হয় কি না বলিতে পারি না। আমের মাধুর্য্য কেমন,—গোলাপের গন্ধ কেমন,—উহার বর্ণই বা কেমন, তাহা বর্ণন বা ব্যাখ্যার দ্বারা পরচিত্তের অধিগম্য করা যায় না। সে মাধুর্য্য সে সৌরভ্য ও সে সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইলে প্রত্যক্ষ সাধনার প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী,—গ্রন্থ লিখিয়া বুঝাইবার বিষয় নয়। বিশেষতঃ আমার ন্যায় স্বয়ং অজ্ঞ এ বিষয়ে অপরকে কি বুঝাইবে বা কি জানাইবে ? যিনি স্বয়ং উহা আস্বাদন করেন, তিনি নিজেও উহা প্রকাশ করিতে পারেন না। তাই শাস্ত্রকার বলেন,—

'মূকাস্বাদনবৎ।'

বোবা মধুর রস আস্বাদন করে তাহাতে তৃপ্তিলাভ করে, এবং আনন্দ উপভোগ করে, কিন্তু ভাষায় কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না। রসাস্বাদের পক্ষেও এই কথা। কিন্তু যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের কণামাত্রও জানিতে পায় নাই, তাহার পক্ষে তৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থ লেখিতে প্রয়াস পাওয়া বৎপরোনাস্তি ধৃষ্টতা।

কিন্তু এ অধম একেবারেই নিরুপায়। এ স্থলে বলাই বাহুল্য যে, আমি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমার মতই বৃদ্ধ,—আমার একজন প্রিয়তম পরম সুহৃৎ

আছেন। তিনি কুটীরবাসী দীন দরিদ্র হইলেও উদারতায় ও ভগবদ্ভক্তিতে প্রকৃতই মহাজন। তাঁহার এ সকল গুণের কোনও গুণ আমাতে নাই, তথাপি তিনি আমায় ভালবাসেন সুতরাং প্রিয়তম সুহৃদ্ বই আর কি বলিব? তাঁহার নাম আমাদের পাঠকবর্গের অজ্ঞাত নহে। তিনি তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে একেবারেই নারাজ কিন্তু আমি আর কিছু না করিতে পারিলেও একটী কার্য্য সহজেই করিতে পারি এবং কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। তাহা এই যে, সাধুচেতা পবিত্রাত্মা ভগবদ্ ভক্তগণের নাম প্রচার করা। সুতরাং আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম-সম্পাদনের পক্ষে ইহাও একটা সুযোগ। তাই এখানে ইহার ইচ্ছা বিরুদ্ধ হইলেও ইঁহার একটুকু পরিচয় দিতেছি। ইনি সেই বৃদ্ধ সুপ্রেমিক পবিত্রাত্মা শ্রীমদ্ বেহারী লাল রায়। আমার প্রণীত সাধন-কণিকা ও শ্রীনীলাচলে ব্রজমাধুরী, এবং পরধামগত শ্রীমদ্ বিপিন বিহারী গোস্বামি প্রণীত হরিভক্তি তরঙ্গিণী, দশমূল রস প্রভৃতি বহুল গ্রন্থ ইঁহারই প্রেরণায় একান্ত উৎসাহে উদ্যোগে এবং নিঃস্বার্থে অর্থ ব্যয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি বিরচনের প্রয়াসও ইঁহারই একান্ত প্রেরণা। এ গ্রন্থখানি মুদ্রণাদির ব্যয়ভারও ইহারই নিঃস্বার্থ দান। ইহাতে স্বার্থবুদ্ধি যে ইহার একেবারেই নাই তাহা নহে। সে স্বার্থ এই যে,—বাঙ্গালার সাধকগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-রসের সন্ধান পাইতে সমুৎসুক, যদি এতাদৃশ গ্রন্থ প্রচার দ্বারা তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও উপকার হয়, তাহাতে ইনি কৃতার্থ হইবেন,—

ইহাই ইহার একমাত্র স্বার্থ। এই ভাবকে স্বার্থত্ব বলুন বা পরার্থত্বই বলুন—ইহাই ইহার বিশুদ্ধ ও একমাত্র উদ্দেশ্য।

কিন্তু আমাহারা—এই উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সাধিত হইবে, তাহা ইহার বিচার করা উচিত ছিল। কিন্তু ভালবাসা বিচার জানে না। ইনি পথের নোড়া কুড়াইয়া উহাকে শালগ্রামের আসনে বসাইয়াছেন। বিড়ম্বনার একশেষ!

আমি আমার অযোগ্যতা ভালরূপেই জানি। কিন্তু ভালবাসার অত্যাচারে আমি অগত্যা পিপীলিকার পর্ব্বত ভার মাথায় করার ন্যায় এই ভার গ্রহণ করিলাম। শ্রীগোবিন্দের মধুময় নামই আমার একমাত্র ভরসা। পুস্তক রচনা করিতে বসিয়া বহুবার দয়াময় শ্রীগোবিন্দের নাম করিতে পারিব—শত বিড়ম্বনার মধ্যে ইহাও একটা আনন্দ।

ভাবিয়া দেখিয়াছি, ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছি শ্রীগোবিন্দ ব্যতীত আমার সাথের সাথী আর কেহ নাই। এ জগতের কতজনকেও কত কিছুকে, বন্ধু বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা আমার বন্ধন কাটিয়া দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। এখন বুঝিয়াছি, দীনবন্ধু শ্রীগোবিন্দই আমার নিত্য বন্ধু, চির সুহৃদ, ও চিরদিনের সাথের সাথী; তিনি সুন্দর ও চির মধুর।

যে সে প্রকারে তাঁহাকে ডাকা,—তাঁহার সহিত সুহৃৎসম্বন্ধটা দৃঢ় করিয়া লওয়া ভিন্ন এ জগতে আমার এখন আর অন্য কোন কাজ নাই,—অন্য কাজ করার ক্ষমতাও নাই। তবে আর কি করিব? একটা কিছু না করিয়া থাকা যায় না। তাই আমি

নিতান্ত অযোগ্য হইলেও এই সুখময় আনন্দময় রসময় ও মধুময় কাজের দুঃসহ ভার গ্রহণ করিলাম।

ইহাতে আমার প্রিয়তম সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বিহারী লাল রায় মহাশয়ের প্রীতি হইবে, আমারও অশেষ প্রকারে মঙ্গল হইবে। দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় জীবনের নিরসতা আসে, কেহ কেহ একথা বলেন। কিন্তু ভগবৎপ্রেমরসে বঞ্চিত হওয়ায় আমি স্বভাবতঃই নীরস—একবারেই মরুভূমি; বরং সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপিয়া নীরবে নীরবে নিজের কুটীরে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় ভগবৎ প্রেমরসের যৎকিঞ্চিৎ আভাস ভগবৎকৃপাতে পাইয়াছিলাম; নচেৎ প্রচলিত ভিক্ষা-কথিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপ হইতে সে ভাবের লেশাভাস সংগ্রহ করা—আমার পক্ষে অসম্ভব হইত।

আমি স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া কখনো যে শ্রীভগবৎ-রস-মাধুর্য্যের কণিকা আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইতাম, তাহা আমার ধারণার অতীত। জীবনের শেষ সীমায় শ্রীমদ্ বিহারী লাল রায় মহোদয়ের প্রেরণায় শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ সুন্দরের আস্বাদিত শ্রীভগবানের মাধুর্য্য সম্বন্ধীয় কতিপয় গ্রন্থের রসাস্বাদনে প্রলুব্ধ হইয়া এই মঙ্গলময় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এজন্য আমি শ্রীযুক্ত রায় মহোদয়ের নিকটে চির ঋণী। এখন তাঁহার এই প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গে আমার চিরবন্ধু চিরসাথী শ্রীগৌরগোবিন্দের প্রেরণারূপ কিঞ্চিৎ করুণা-কণা এবং জগদ্বাসী ভক্তগণের কৃপাশীর্ব্বাদই আমার একমাত্র ভরসা।

ভূমিকা

জীবনের প্রারম্ভে, মধ্যভাগে এবং অবসানে একটা কথা খুবই সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, যে ভগবানের উপাসনাই মানুষের প্রধানতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শ্রীগুরুর কৃপায় আমার এই শুষ্ক হৃদয়েও এই সত্যটি সরস ও সজীব ভাবে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানব দেহটি লইয়া অনেক দিন হইল এ সংসারে আসিয়াছি। এখানকার ভালমন্দ পাপপুণ্য সুখদুঃখ অনেক দেখিয়াছি, নিজেও ভোগ করিয়াছি; কিন্তু চিরদিনই সকলের উপর ঐ একটি কথাই মনে হইয়াছে যে এই অনন্ত পরিবর্ত্তনময় জগতে সংসারের সুখ বা সংসারের দুঃখ রূপে যাহা উপস্থিত হয়, তাহা ভাবিবার সবিশেষ প্রয়োজন নাই। আনন্দ হইতেই বিশ্বের উদ্ভব, আনন্দেই বিশ্বের অবস্থান—আনন্দই বিশ্বের লয়। এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আনন্দেরই মূর্ত্তি। উপনিষদের এই মহাসত্য মনে রাখিয়া আনন্দময়ের উপাসনাই মানুষের পরম পুরুষার্থ-লাভের একমাত্র সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা।

এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতের—এই দুঃখময় জগতের অন্তরালে যিনি শাশ্বত মহাসত্য রূপে বিরাজমান, তিনি আনন্দ স্বরূপ; তিনি প্রেমময়, রসময়, আনন্দময় ও মধুময়। তাঁহাতে চিত্ত রাখিতে পারিলে এই দুঃখময় বিশ্বও মধুময় বলিয়া অনুভূত হয়। তাই ঋগ্বেদের ঋষি নিজে অনুভব করিয়া উপদেশ করিলেন।

মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তমুতোষসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধুদ্যৌ রস্তুনঃ পিতা।
মধুমান্নো, বনস্পতি মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ।
ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু। ১ম মণ্ডল ৯১ সূক্ত,—ঋগ্‌বেদ ॥

ইহার ভাবার্থ এই যে মধুময় শ্রীভগবানের উপাসকগণের প্রতি বায়ু সকল মধু বর্ষণ করেন। তাঁহাদের জন্য সমুদ্র মাধুর্য্য রস ক্ষরণ করে, ওষধি সমূহ মধুময় হয়, দিনযামিনী এবং পৃথিবীর রজসকল মধুময় বলিয়া প্রতিভাত হয়। বারিবর্ষণ দ্বারা জগতের পালক স্বরূপ দ্যুলোকও মধুময় হয়। বনপালয়িতা বনস্পতি মাধুর্য্য ভাব বিস্তার করে, সর্ব্বপ্রেরক সূর্য্যদেবও মাধুর্য্য রসে বিভাবিত হয়েন, গাভী সকল মধুর রস প্রদান করে। সুতরাং সকলই মধু, মধু, মধু।

এই মন্ত্রের ঋষি নিজদের সম্বন্ধে এই মন্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন। ওষধি সমূহ আমাদের নিকট মধুময় হউক, দ্যুলোক আমাদের পক্ষে মধুময় হউক ইত্যাদি। ফলতঃ এই মন্ত্র পাঠে স্পষ্টতঃই উপলব্ধ হয় যে মধুময় শ্রীভগবানের উপাসকগণ এই নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটীকে মধুময় মূলতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত জানিয়াই বিশ্বের সকল পদার্থে সেই মধু-রূপের অনুভব করিবার জন্য এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন।

আমি অনেক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বহুবার বহুস্থানে শ্রীভগবন্মাধুর্য্য ভাব আলোচনায় এই শ্রুতির আলোচনা করিয়াছি

এখন অনেকেই এই শ্রুতিবাক্যের ভাব ও মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে আনন্দ-শ্রুতি দৃষ্ট হয়, ঋগ্বেদে তাহারও মূল আছে। বাস্তবিক ঋষিগণ সর্ব্ব বস্তুর প্রকৃত মূল-স্বরূপকে সত্যরূপে, সুন্দর রূপে, মঙ্গল রূপে, আনন্দ রূপে ও মধুরূপে অনুভূত করিয়াছেন, এবং সমগ্র জাগতিক পদার্থেই সেই মধুময়ের স্ফুরণ ও বিকাশ মানস নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

এই মধুময়, রসময়, প্রেমময় ও আনন্দময় শ্রীভগবানের উপাসনা বিশুদ্ধ আত্মার স্বাভাবিক ক্রিয়া। মোহের আবরণ তিরোহিত হইলে, মহাসত্যের এই সুমধুর সমুজ্জ্বল আলোক স্বতঃই মানব হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়—অবিদ্যার অগ্নিমান্দ্য অপসারিত ও প্রশমিত হইলে, মধুময় শ্রীভগবানের উপাসনা-ক্ষুধা স্বতঃই বৃদ্ধি পায়; তখন চির সুন্দর চির মধুর চিরদিনের সাথের সাথী,—হৃদয়-রঞ্জন চির সখার অনুসন্ধানে হৃদয় ব্যাকুল হয়, তখন এই জগতের প্রতি অণুতেই পরমমধুর শ্রীভগবানের প্রকাশ,—সমুজ্জ্বল সুপ্রকাশ অনুভব করিয়া উপাসক কৃতার্থ হয়েন।

ইহ জগতে জীবের অসংখ্য কর্ত্তব্যতা আছে, একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে শ্রীগোবিন্দের মধুময়ী উপাসনাই প্রধানতম কর্ত্তব্য বলিয়া একটি প্রেরণার উদয় হইয়াছে। মানব-সমাজের দুঃখ দূর করার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য। মানব-সমাজ-হিতৈষী শক্তিশালী মহাপুরুষেরা আপন আপন জ্ঞানশক্তি ও কর্ম্মশক্তির প্রভাবে চিরদিন জীবগণের

দুঃখ-অপনোদনের উপায় করিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছেন। এই সকল কর্ম্মবীরগণ আমার শ্রদ্ধার পাত্র ও নমস্য। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রভাবে মানুষের দৈহিক ও মানসিক দুঃখ যথাসম্ভব প্রশমিত করার প্রয়াস অবশ্যই কর্ত্তব্য।

কিন্তু আনন্দময়, প্রেমময় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় শ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দের উপাসনার ভাব জীবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে জীব যে আনন্দের অফুরন্ত উৎস পাইয়া ত্রিতাপ জ্বালা হইতে চিরনিস্কৃতি লাভে সমর্থ হয়, অন্যান্য উপায় সে আনন্দের কণিকামাত্রও দিতে পারে না—ভারতীয় ঋষিগণ ইহা মহাসত্য বলিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন—আর এই যে অতি অধম আমি—আমার অনন্ত দুঃখের মধ্যে পরম সৌভাগ্য এই যে—আমিও ঋষিদিগের এই উপদেশটিকে মহাসত্য বলিয়াই অনুভব করিতে পারিতেছি।

আনন্দলীলা-রস-বিগ্রহ প্রেমময় শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরই এ জগতে এই মধুময়ী উপাসনা স্বীয় লীলায় সুপ্রচারিত করিয়াছেন। তিনিই ব্রজরসের নিগূঢ় উপাসনার প্রবর্ত্তক। ব্রজ দেবীগণ শ্রীভগবানকে অখিল রসামৃত মুর্ত্তি বলিয়া সমুজ্জ্বল সমুন্নত মধুর রসে তাঁহার উপাসনায় নিরত নিমগ্ন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় লীলায় সরস সুন্দর সুমধুর উপাসনার এই মহাভাবটি অভি-ব্যক্ত করিয়া জীবদিগকে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময়ী নিগূঢ় ব্রজসোপসনার পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অবতরণের ইহাই মুখ্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন।

ভগবদবতরণের উদ্দেশ্য কি? ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শ্রীমুখে এতদুত্তরে বলিয়াছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।
যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

ভূ-ভার হরণ, জাগতিক ধারায় জীবের ক্লেশ-বিমোচন, ধর্ম্ম সংস্থাপন ভগবদবতরণের এক শ্রেণীর উদ্দেশ্য। কিন্তু অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-রসসিন্ধু প্রেমময় শ্রীভগবানের উপাসকগণ জাগতিক ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য ও সুখ দুঃখের কথা লইয়া শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপন করেন না। তাঁহারা উপাসনার প্রারম্ভে ধর্ম্মাচরণ করেন—কিন্তু সে ধর্ম্ম পরম ধর্ম্ম। যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে শ্রীভগবানে প্রেম-লক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব হয়, সেই সকল ভগবৎ-সেবাঙ্গই তাঁহারা পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। প্রেম-লক্ষণা ভক্তির সাধক বলিয়া তাঁহারা প্রেম-ভক্তির উদ্দীপক কর্ম্ম সমূহকে পরম ধর্ম্ম বা সাধনভক্তি আখ্যা প্রদান করেন। ফলতঃ শ্রীভগবানের অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-রসে নিমজ্জিত থাকিয়া তাহার আস্বাদনই তাঁহাদের সেবাব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই শ্রেণীর উপাসকগণের পরিতৃপ্তি ও চিত্ত-বিনোদনের জন্য স্বয়ং ভগবান যখন এই জগৎ-প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তখন সে উদ্দেশ্য ভূভারহরণাদি নহে—তিনি যে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময়, তাঁহার প্রেমিক ভক্তগণ তাঁহার লীলার প্রত্যেক ব্যাপারেই তাহার সুস্পষ্ট

নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া গাঢ়তররূপে তাঁহার ভাবরসে নিমজ্জিত হইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগৌর-অবতরণের অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর লিখিয়াছেন।—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশোবানয়ৈবা,
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ,
সৌখ্যং চাস্যাঃ মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দু॥

ভাবার্থ এই যে—অনন্ত প্রেম-মাধুর্য্য-সিন্ধু শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কি রূপ, শ্রীরাধা তাঁহার এই প্রণয় মহিমা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, তাঁহার সেই নিজ মাধুর্য্যই বা কি রূপ এবং তাঁহাকে অনুভব করিয়া শ্রীমতী শ্রীরাধার যে সুখ জন্মে, সেই সুখই বা কিরূপ,—এই ত্রিবিধ বাসনা-পূরণের লোভে প্রলুব্ধ হইয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব-কান্তি গ্রহণ করিয়া শচীর গর্ভসিন্ধুতে শ্রীশ্রীগৌরশশি রূপে আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীভগবানকে কিরূপে মধুময় ভাবে আস্বাদন করিতে হয়, তাহার জাগতিক লীলা-রস ও শ্রীব্রজলীলা-রস কিরূপে আস্বাদন করিতে হয়,—প্রেমিক ভক্তগণ তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; সুমধুর গৌরলীলার প্রত্যেক ব্যাপারে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্রজ-মাধুরীর অফুরন্ত উৎস সর্ব্বত্রই উৎসারিত হইয়াছে। সে লীলার অনুভবে নরক-হৃদয়েও গোলোকের পবিত্রতা সঞ্চারিত হয়, প্রতপ্ত, বিশুষ্ক মরু-হৃদয়ও প্রেম-ভক্তির মন্দাকিনী-ধারায় সরস

শীতল ও সুন্দর হইয়া উঠে, বিষাদ-বিষণ্ণ বিমর্ষ-বিষ-জর্জ্জরিত হৃদয়ও মহা মাধুর্য্যামৃতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সিন্ধু শ্রীগৌর-লীলার এই বিশিষ্টতা খুজিয়া বাহির করিতে হয় না—ইহা সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট, সমুজ্জ্বল এবং স্বতঃই দেদীপ্যমান।

পদকর্ত্তা শেখর রায় শ্রীগৌরের মহামাধুর্য্য অনুভব করিয়া লিখিয়াছেন :—

মধুর মধুর গৌরকিশোর মধুর মধুর নাট।
মধুর মধুর সব সহচর মধুর মধুর হাট॥
মধুর মধুর মৃদঙ্গ বাজত মধুর মধুর তান।
মধুর রসে মাতল ভকত গাওয়ে মধুর গান॥
মধুর হেলন মধুর দোলন মধুর মধুর গতি।
মধুর মধুর বচন-সুন্দর মধুর মধুর ভাতি॥
মধুর অধর জিনি শশধর মধুর মধুর হাস।
মধুর আরতি মধুর পিরীতি মধুর মধুর ভাষ॥
মধুর যুগল নয়ন রাতুল মধুর ইঙ্গিতে চায়।
মধুর প্রেমের মধুর বাদরে বঞ্চিত শেখর রায়॥

শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য অনুভব করিতে করিতে মাধুর্য্য-রসে এমন প্রগাঢ় রূপে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, যে কেবল এক মধুর মধুর শব্দ ভিন্ন সে মাধুর্য্য বর্ণনা করায় আর কোনও শব্দ তাঁহার মুখে উচ্চারিত হয় নাই, যথা :

মারঃ স্বয়ং নু মধুর-দ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু

বেণীমৃজো ন মম জীবিতবল্লভো নু
বালোঽয়মভ্যুদয়তি মম লোচনায়।
মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

শ্রুতি, পরম তত্ত্ব বস্তুকে যেমন আনন্দময় বলিয়াছেন, তেমনি মধুময়ও বলিয়াছেন। মধুময় পরম তত্ত্ব হইতেই যে এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, এবং তাঁহাতেই যে ইহার স্থিতি ও লয়—শ্রুতিতে ইহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতঃপূর্ব্বে যে "মধু বাতা" শ্রুতিটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অন্তরালেও এই পরম সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে।

অনন্ত মাধুর্য্যসিন্ধু শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-স্তোত্রে তাঁহার মাধুর্য্য-তত্ত্ব-সূচক বহুল ঋক্‌মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে এখানে দুই একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

যস্য ত্রি পূর্ণা মধুনা পদানি
অক্ষীয়মানা স্বধয়া মদন্তি।
য উ ত্রিধাতু পৃথিবী মুত
দ্যা মেকো দাধার ভুবনানি বিশ্বা॥ ১।১৫৪।৪

অর্থাৎ যে বিষ্ণুর ত্রিপাদামৃত চতুর্দ্দশ বিশ্ব ভুবনকে, বিশেষতঃ তদাশ্রিত জনগণকে মধুর রসে প্রমোদিত করেন, আমরা তাঁহারই শরণ গ্রহণ করি।

ইহার পরবর্ত্তী ঋক্‌টী আরও পরিস্ফুট, উহা এই :—

তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং
নরো যত্র দেবয়বো মদন্তি।
উরুক্রমস্য সহি বন্ধুঃ ইত্থা
বিষ্ণোঃ পদে পরম মধ্বঃ উৎসঃ ॥

১।১৫৪।৫ ঋক্

এস্থলে শ্রীসায়ণাচার্য্যের ভাষ্য হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় অংশের ভাষ্য গ্রহণ করা যাইতেছে :—

অস্য মহতো বিষ্ণোঃ প্রিয়ং প্রিয়ভূতং প্রসিদ্ধং পাথঃ অবিনশ্বরং ব্রহ্মলোকং (পাঠক মহোদয়গণ মনে রাখিবেন, শ্রীমৎ সায়নাচার্য্য অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী। কাজেই তিনি ব্রহ্মলোক বলিয়াছেন। নচেৎ 'গোকুল' বলাই সুসঙ্গত।) অশ্যাং ব্যাপ্নুয়াম্। তদেব বিশিষ্যতে স্থানে দেবয়বো দেবং দ্যোতনস্বভাবং বিষ্ণুমাত্মন মিচ্ছন্তো যজ্ঞাদিভিঃ (অর্থাৎ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈ যজ্ঞাদিভিঃ) প্রাপ্তুমিচ্ছন্তো নরা মদন্তি তৃপ্তিমনুভবন্তি। '(মদন্তি তৃপ্তিমনুভবন্তি, এরূপ অর্থ করা অপেক্ষা উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থ মদন মাদন প্রভৃতি পদ যেরূপ অর্থে ব্যবহৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ অর্থ করাই সুসঙ্গত। তদশ্যামিত্যন্বয়ঃ। পুনরপি তদেব বিশিষ্যতে। উরুক্রমস্য বিষ্ণোর্ব্যাপকস্য পরমেশ্বরস্য পরম উৎকৃষ্টে নিরতিশয়ে কেবলে সুখাত্মকে পদে স্থানে মধ্বো মধুরস্য উৎসো নিষ্যন্দো বর্ত্ততে। যত্র ক্ষুৎতৃষ্ণাজরামরণ-পুনরাবৃত্ত্যাদি ভয়ং নাস্তি; সংকল্পমাত্রেণ অমৃত কুল্যাদিভোগাঃ প্রাপ্যন্তে তাদৃশমিত্যর্থঃ। ততোধিকং

নাস্তীত্যাহ। ইত্থ ইত্থং উক্তপ্রকারেন সহি বন্ধুঃ। স খলু সর্ব্বেষাং সুকৃতানাং বন্ধুভূতো হিতকারী বা তস্য পদং প্রাপ্তবতাং ন পুনরাবৃত্তো ন চ পুনরাবর্ত্তন্তে ইতি শ্রুতেঃ তস্য বন্ধুত্বং। হি শব্দঃ সর্ব্ব-শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি প্রসিদ্ধি-দ্যোতনার্থং।”

ইহাই হইতেছে উক্ত মন্ত্রের সায়ণ ভাষ্য। বেদান্ত যাহাকে রসো বৈ সঃ” এবং “আনন্দমমৃতং” বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্রে যিনি “আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ” বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত ‘আনন্দঘন নন্দনন্দন” নামে যে তত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত যাহাকে ‘রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ’ বলিয়া বর্ণনা করিয়া চরম উপাস্য তত্ত্বরূপে নির্ণয় করিয়াছেন;— ঋগ্বেদের এই মধুময় ধামের অধীশ্বর অনন্তমাধুর্য্যের অফুরন্ত উৎস মধুর মোহন মূর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবনের সেই মধুর মোহন মুরলীধারী শ্রীমন্মদনমোহন ভিন্ন আর কেহই নহেন। তাঁহার ধাম নিত্য সুখময় ও নিত্য মধুময়। শ্রীচরিতামৃতকারও তাহাই বলেন;—

> অন্তঃপুর শ্রীগোলোক বৃন্দাবন।
> যাহা নিত্যস্থিত পিতামাতা বন্ধুগণ॥
> মধুর ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপাদি ভাণ্ডার।
> যোগমায়া দাসী যাহা রাসাদি লীলাগার॥

ঋক্‌মন্ত্রের “মধ্বঃ উৎসঃ” এবং শ্রীচরিতামৃতের “মাধুর্য্য-কৃপাদি ভাণ্ডার” পদদ্বয় একার্থসূচক।

অপিচ সায়ণাচার্য্য ঋক্‌মন্ত্রের বন্ধু শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন

স চ সর্ব্বেষাং সুকৃতীনাং হিতকারী। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহোদয়ের ব্যাখ্যাও এইরূপ যথা ;—

শ্রীলজ্জাদয়াকীর্ত্তি ধৈর্য্যবৈশারদীমতি
এই সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল মৃদু বদান্য কৃষ্ণ বিনা নহে অন্য
কৃষ্ণ করে জগতের হিত॥

বলা বাহুল্য শ্রীমৎ সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য অপেক্ষা শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামীর ব্যাখ্যান অধিকতর সরল সুন্দর ও সুপরিস্ফুট।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রীচরিতামৃতে উহা এইরূপ প্রকটিত হইয়াছে।

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ।
সখি হে কোন্ তপ কৈল গোপীগণ
কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী পিবি পিবি নেত্র ভরি
শ্লাঘ্য করে নেত্র তনু মন।
যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান
পর ব্যোম-স্বরূপের গণে।
তিঁহো সব অবতারী পর-ব্যোমের অধিকারী
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে।

সেইতো মাধুর্য্য সার   অন্য সিদ্ধি নাহি তার
তিঁহো মাধুর্য্যাদি গুণমণি।
আর সব প্রকাশে   তাঁর দত্ত গুণ ভাসে
যাহা যত প্রকাশ কার্য্য জানি॥

(২)

সনাতন কৃষ্ণ মাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু
মোর মন সন্নিপাতী   সব পিতে করে মতি
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় দেয় এক বিন্দু।
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর   মধুর হৈতে সুমধুর
তাতে যেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর   তাহা হৈতে সুমধুর
তাঁর যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর॥
মধুর হৈতে সুমধুর   তাহা হৈতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে   ব্যাপে যত ত্রিভুবনে
দশ দিক ব্যাপে যার পুর॥
স্মিত কিরণ সুকর্পূরে   পৈশে অধর মধুরে
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী ছিদ্র আকাশে   তার গুণ শব্দে পৈশে
ধ্বনিরূপে পেয়ে পরিণামে

শ্রুতি বলেন 'দেবযবো মদন্তি' শ্রীচরিতামৃত তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন—

'সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তিতে অতি বিশদরূপে এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পরম মধুময় তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। বৈদিক উপাসনার মহামন্ত্রও বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ফলতঃ যাঁহার মহা-মাধুর্য্যে সমগ্র জগৎ মধুময় বলিয়া অনুভূত হয়, সেই প্রেমময় রসময় ও মধুময় শ্রীভগবানের স্বরূপ-অনুভবের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপারিষদগণ যে সকল উপদেশ করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু রসাস্বাদন না করিলে নরনারীগণের আত্মা সাধনার উন্নততম অবস্থায় কোনও ক্রমে উন্নতি ও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না।

মধুময় শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর গম্ভীরা মন্দিরের নিভৃত নির্জ্জনে শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীপাদ রামানন্দ রায় সহ এই রস নিরন্তর আস্বাদন করিয়া প্রেমিক ভক্তগণের আস্বাদনের জন্য যে কৃপা প্রসাদ কণিকা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান করা শ্রীভগবন্মাধুর্য্য রসাস্বাদন-লোলুপ ভক্তমাত্রেরই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীচরিতামৃতের একটি পদ্য আমরা বহুবার বহুস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছি সে পদ্যটী এই :—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায়, শুনে পরম আনন্দ।

যখন দয়াময় শ্রীভগবানের কৃপায় সাধক সাধনা-রাজ্যের উন্নত স্তর হইতে উন্নততর স্তরে আরোহণ করিতে আরম্ভ করেন,

যখন তাঁহার আত্মসুখ-বাসনা একটির পর একটি করিয়া ক্রমেই অন্তর্হিত হইয়া যায়,—যখন স্বীয় ইন্দ্রিয় সুখের কোন বস্তুই আর সাধনার প্রার্থনার বিষয় বলিয়া গণ্য হয় না—সুখ দুঃখ ভাল মন্দ স্বর্গ নরক যখন ইন্দ্রজালের ন্যায় অসার বলিয়া মনে হয়,—মোক্ষ বাঞ্ছাও যখন কৈতবের মধ্যে গণ্য হয়;—তখন ধীরে ধীরে সাধকের হৃদয়-রাজ্যে ভক্তিদেবী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েন—তখন অনুরাগময়ী সেবার লালসায় সাধকের হৃদয় ভক্তিরসে পরিপ্লুত হয়। এই ভক্তির ক্রম-পরিপাকে সাধক, ভাব-রাজ্যে উপস্থিত হয়েন তখন তাঁহার যথাবস্থিত দেহজ্ঞান পর্য্যন্ত তিরোহিত হয়। এই অবস্থায় পুরুষাভিমান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন ক্রমশঃ শ্রীশ্রী মধুময় মদন-মোহনের সেবাযোগ্য মঞ্জরীর হাবভাবাদি চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে, সাধক তখন সেই ভাবে অভিভূত হইয়া ব্রজরসের ভজন নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন,—তখন তাঁহার সম্মুখ হইতে এই ব্যাবহারিক জগৎ অন্তর্হিত হয় এবং ইহার স্থানে এক মহারসের মহাকাব্যময় মহামাধুরীময় এক অভিনব রসময় চিরসুন্দর চির মধুর রাজ্যের দৃশ্যাবলি প্রকাশিত হইয়া উঠে। তিনি সেখানে তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম মাধুর্য্যময় চিরসুন্দর চির সখাকে লাভ করিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন হইয়া পড়েন। এখানেই তাঁহার সাধনার চরমা তৃপ্তি।

শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল মধুময় শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আস্বাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার তাদৃশ আস্বাদনের কৃপাকণার নিদর্শন এখনও আমরা তদীয়

শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত গ্রন্থের পদ্য সমূহে দেখিতে পাই। কিন্তু তাঁহার ভাবে বিভাবিত না হইলে কেবল পদ্যাক্ষরে সে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের অনুভব লাভ একবারেই অসম্ভব। কিন্তু তথাপি এই শ্রীগ্রন্থ খানিকে আমরা এ সম্বন্ধে কৃপাশীর্ব্বাদ বলিয়াই মনে করি। শ্রীমদ্ভাগবত বক্তা মহামুনি শুকদেবের ন্যায় শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গলও শ্রীভগবানের মধুময়ী লীলা আস্বাদন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার একটী বিখ্যাত নাম—**লীলাশুক**। কেহ কেহ লীলা-সুখ নামেও ইহাকে অভিহিত করেন। সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা-বর্ণনেই ইহার পরম সুখানুভব হয়, এই জন্যই এরূপ আখ্যা হইতে পারে। আমরা সর্ব্বত্রই এই গ্রন্থে শ্রীপাদ লীলাশুকের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতকেই প্রধানতম আস্বাদ্যরূপে অবলম্বন করিয়া— শ্রীপাদ জয়দেবাদি পদকর্ত্তৃগণের মধুময় পদ-রসের কণিকা আস্বাদনের প্রয়াস পাইব। রসগ্রন্থ বুঝাইবার বস্তু নহে—আস্বাদনের বস্তু। দয়াময়ের কৃপা ভিন্ন সে রসাস্বাদন অসম্ভব সুতরাং তাঁহার কৃপাই একমাত্র ভরসা।

আমি এস্থলে আমার অবলম্বনীয় শ্রীগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া ইহার পদ্যরসের কণিকামাত্র আস্বাদনের প্রয়াস পাইব। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে—

কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেমা-জ্ঞানে॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে, যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥

পূজ্যপাদ কবীন্দ্র শ্রীল বিল্বমঙ্গল-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে এক অলৌকিক অমৃত! যে রসে প্রেমিক ভক্তের প্রাণ সুশীতল হয়, আধ্যাত্মিকতায় চিত্ত পরিপুষ্ট হয়, যে রস নিত্যানন্দময় ধামে নিয়ত সঞ্চারিত ও প্রবাহিত হইয়া প্রেমময়কে শ্রীব্রজসুন্দরীগণের নিকট নবনবায়মান করিয়া দেয়, সেই অত্যুজ্জ্বল বিশুদ্ধ মাধুর্য্যরসে এই কাব্য গঠিত। ইহার ভাব যেমন সরস, তেমনি উচ্চতম। ইহার ভাষা যেমন পবিত্র, তেমনি সুললিত ও সুমধুর। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রকৃতই ইতর রাগ দূরে যায়, চিত্ত এক অনির্ব্বচনীয় অতি সুন্দর মাধুর্য্যময় ও নিত্যা-কর্ষণগুণশীল শ্রীবিগ্রহের অভিমুখে আকৃষ্ট হয়। স্বয়ং শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে এই শ্রীগ্রন্থ আনয়ন করিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণকে ইহার রসাস্বাদন করান, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

তবে প্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বা তীরে।
নানা তীর্থ দেখি তাহা দেবতা-মন্দিরে ॥
ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণব চরিত।
বৈষ্ণব সকলে পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত ॥
কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমা জ্ঞানে।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি ॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাইয়া।
মহারত্ন প্রায় পাই আইলা সঙ্গে লইয়া ॥

বঙ্গদেশীয় ভক্তগণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় এই মহারত্ন প্রথমতঃ দর্শন করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং এই শ্রীগ্রন্থখানি করুণাময় মহাপ্রভুর কৃপাদান বলিয়াই বলা যাইতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংও জীবশিক্ষার আদর্শরূপে নিরবধি এই গ্রন্থাস্বাদন করিতেন, যথা :—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রদিনে
গায়, শুনে পরম আনন্দ॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পারিষদগণের মধ্যে সকলেই এই শ্রীগ্রন্থে শ্রীবৃন্দাবন-সুধা পান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীরায় রামানন্দ প্রভু সহ একত্র ইহার রসাস্বাদনে বিভোর হইয়াছিলেন এবং নিরন্তর পাঠের জন্য গ্রন্থখানি নকল করিয়া লইয়াছিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

তীর্থযাত্রা কথা প্রভু সকল কহিলা।
কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুঁথি দিলা॥
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া।
প্রভু সহ আস্বাদিলা রাখিলা লিখিয়া॥

ফলতঃ এই গ্রন্থখানি কেবল পাঠের জিনিস নহে—নিরন্তর আস্বাদনের অমৃতময় মহাসামগ্রী বা ঘনীভূত মহারস। কিন্তু গুরূপদেশ ভিন্ন এই শ্রীগ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই। সাধারণ সাহিত্যরসিক পাঠকগণের হৃদয়ে ইহার পদ-

সাহিত্যে এবং কচিৎ কচিৎ উচ্চতম ভাবের যৎকিঞ্চিৎ স্ফুরণে তাঁহারা তাহাতেই চরিতার্থ হইয়া শতমুখে এই কাব্যের গুণ-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত রস হৃদয়ের অন্তরালে গূঢ় গম্ভীর প্রদেশে সংস্থিত; উহা সাধারণ পাঠকগণের একেবারেই দুর্লক্ষ্য।

ভক্ত পাঠকগণের প্রতি কৃপা করিয়া কৃপাময় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় এই শ্রীগ্রন্থের যে রসময়ী টীকা করিয়া রাখিয়াছেন, প্রেমিক ভক্তগণের পক্ষে উহা সঞ্জীবনী সুধা। এই টীকায় শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত গ্রন্থের লিখিত পদ্যগুলির সূচী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চতুর্থ পদ্যের টীকায় উহা সাধারণ ভাবে সমাবিষ্ট হইয়াছে। উহা এইরূপ—প্রথম শ্লোকে মঙ্গলাচরণ। দ্বিতীয় শ্লোকে বস্তু নির্দ্দেশ। তৃতীয় শ্লোকে লীলায় আত্ম-প্রবেশানুভব, তৎপরে ২৮টি শ্লোকে স্ফূর্ত্তি প্রার্থনা, ১ শ্লোকে আত্ম-নিশ্চয়, ৩৩টি শ্লোকে স্ফূর্ত্তিতে দর্শন প্রার্থনা, ৫ শ্লোকে স্ফূর্ত্তি সাক্ষাৎকার ভ্রম, ১৭ শ্লোকে পুনর্ব্বার দর্শনোৎকণ্ঠা, ২৮ শ্লোকে সাক্ষাৎ দর্শনের পর ভগবৎরূপের বাক্য মনের অগোচরত্ব বর্ণন, অতঃপরে ১৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত উক্তি প্রত্যুক্তি; এইরূপে ১১২টী শ্লোকে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর সারঙ্গ-রঙ্গদা টীকা ও যদুনন্দন ঠাকুরের তদনুগত পদ্য সহ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের যে সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্রই সুলভ। ঐ গ্রন্থে মূল শ্লোকের যে বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে,

তাহা পাঠে গ্রন্থের প্রকৃত রসাস্বাদন করা অসম্ভব। আমরা হস্ত লিখিত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর টীকার একখানি বিশুদ্ধ পাণ্ডুলিপিও পাইয়াছি।

শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুর অতি ধন্য। কেন না, তিনি সর্ব্বপ্রথমে বুঝিয়াছিলেন যে, শ্রীল কৃষ্ণদাসের টীকার সাহায্য ভিন্ন এই সুধাময় গ্রন্থ পাঠে সংস্কৃত ভাষা-অনভিজ্ঞ পাঠকগণের হৃদয়ে রসের উন্মেষ হইবে না। তাই তিনি বাঙ্গালা পদ্যে টীকার অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ঐ পদ্যানুবাদও এখন আমাদের নিকট সংস্কৃতের ন্যায় অনুভূত হয়, এবং স্থানে স্থানে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই মনে হয়। যাহাতে সকলেই এই গ্রন্থরূপ মহাসুধার আস্বাদন পাইতে সমর্থ হয়েন, তজ্জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর সারঙ্গ-রঙ্গদা টীকার প্রাঞ্জল গদ্য মর্ম্মানুবাদ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া অনেকেই মনে করেন কিন্তু কার্য্য অতি দুরূহ। অনেকেই আমাকে এজন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে আমার সম্পাদিত শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ও তৎপরে মৎ সম্পাদিত শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক মাসিক পত্রিকা দুইখানিতে আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

কিন্তু পরে নানা কারণে আমি সে প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। সারঙ্গ-রঙ্গদা টীকার বঙ্গানুবাদ সহ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের একখানি অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করা এখন আমার উদ্দেশ্য নহে। যাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া আমি এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তাঁহারও ঠিক তাদৃশ অভিপ্রায় নহে। শ্রীমৎ

কবিরাজ গোস্বামীর ব্যাখ্যা, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের রস-আস্বাদনের প্রধানতম উপায়। আমি তজ্জন্য তদীয় টীকার ভাবমাত্র প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া উহারই আলোকে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের রসতত্ত্ব বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছি—সেই প্রয়াসের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। স্থানে স্থানে গ্রন্থ নিহিত ভাবের উপযোগী মহাজনী সুমধুর পদাবলিও উদ্ধৃত করিয়াছি।

শ্রীপাদ রায় রামানন্দের শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকের গীতি-কবিতা, শ্রীপাদ জয়দেবের শ্রীগীত গোবিন্দের গান, শ্রীল চণ্ডীদাসের ও শ্রীল বিদ্যাপতির পদাবলি—শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিভৃত গম্ভীরা মন্দিরে আস্বাদন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদনের পক্ষে এই সকল সুধাময় সরস কাব্য বাস্তবিকই পরম সহায়। এই গ্রন্থে এই সকল পদগীতি হইতে সুধামধুর অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের কৃত সারঙ্গ-রঙ্গদা টীকার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহাতে প্রাচীন সুরসিক প্রেমিক ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের রসাস্বাদের লেশাভাসও প্রাপ্ত হইলে আমার শ্রম, এবং অর্থদাতার অর্থব্যয় সফল হইবে।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের অপর দুই শতক বলিয়া যে সকল শ্লোক বোম্বাই-নিবাসী ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণ দাস শ্রেষ্ঠী প্রাচীন পুথি হইতে মুদ্রিত করিয়াছেন, এই গ্রন্থে তাদৃশ প্রাচীন উড়িয়া এক

খানি গ্রন্থ দৃষ্টি করিয়া উক্ত দুই শতাধিক শ্লোকও মুদ্রিত হইল। এতদ্ব্যতীত শ্রীবিল্বমঙ্গল কৃত কোষকাব্য নামে যে একখানি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ বাগচী মহাশয় মুর্শিদাবাদের শ্রীরাধারমণ যন্ত্র হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে যে ৫০টি শ্লোক উক্ত দুই শতকের অতিরিক্ত দৃষ্ট হইল, তাহাও প্রকাশিত করা হইল।

এই গ্রন্থের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার,—ইহাতে শ্রীপাদ গোপাল ভট্টের টীকা প্রকাশ করা। ইহা অতীব দুষ্প্রাপ্য ও সুদুর্লভ। টীকাটি কোনও প্রকারে প্রদত্ত হইল। এই টীকা সংগ্রহে আমি যে কত প্রকার বিড়ম্বিত হইয়াছি, তাহা উক্ত টীকার ভূমিকায় প্রিয়তম পাঠকগণ ধৈর্য্যসহকারে পাঠ করিবেন। এ দেশে প্রয়োজনীয় গ্রন্থের আবিস্কার ও উহার সন্দর্শন লাভ করা যে কত জন্ম-সঞ্চিত পুণ্যের ফল, তাহা আমি কতকটা ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি। শ্রীমদ্ গোপাল ভট্টের টীকাটি অতি সার-গর্ভ উহার ভাষা কবিত্বময়ী সর্ব্বত্রই প্রতিভাময়ী, সুমধুরা ও প্রসন্ন-গম্ভীরা।

এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের আরও অনেকগুলি টীকা আছে, যথা—১। কর্ণানন্দ প্রকাশিনী ২। শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস কৃত টীকা। ৩। শঙ্কর কৃত টীকা। ৪। পাপ যল্লয় সূরিকৃত সুবর্ণ চষক টীকা। শুনিতে পাইয়াছি শ্রীচৈতন্য দাস কৃত সুবোধিনী নাম্নী একখানি টীকা আছে।

শেষোক্ত টীকাখানি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সংগ্রহ করেন। উহা এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে সংরক্ষিত আছে। এই টীকা

খানি সম্ভবতঃ আধুনিক। উহাতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের তিন শতকের টীকাই পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত টীকার প্রতিলিপি সংগৃহীত হইলে এই টীকাখানি প্রকাশ করার বাসনা আছে। শ্রীপাপ যল্লয় স্থরিও দক্ষিণ দেশীয়—সম্ভবতঃ দ্রাবিড় দেশীয়।

শ্রীমদ্ যদুনন্দনের পদ্যানুবাদ ব্যতীতও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের আরও দুই একখানি পদ্য বঙ্গানুবাদ আছে বলিয়া শুনিয়াছি। এই সকল টীকা ও বঙ্গানুবাদের বহুলতা দেখিয়া মনে হয় এই গ্রন্থখানি সর্ব্বত্রই সমাদৃত ছিল, সর্ব্বত্রই ভক্তি সহকারে অধীত হইত। এই গ্রন্থ খানি যে প্রাচীন বৈষ্ণবগণের নিত্য পাঠ্য ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রাচীন বৈষ্ণব পুস্তকাগারমাত্রেই ইহার বহুল পাণ্ডুলিপি দৃষ্ট হয়। আমি পুরীর শ্রীরাধাকান্ত মঠে ইহার অনেক পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি।

যে গ্রন্থখানি স্বয়ং শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণদেশীয় বৈষ্ণবগণের নিত্য পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে দর্শন করিয়া,—স্বয়ং উহার রসাস্বাদন করিয়া,—স্বীয় প্রিয় ভক্তগণের জন্য এ দেশে বহন করিয়া আনয়ন করিয়াছিলেন,—বহুল ভক্ত যাঁহার টীকা ও ভাষান্তর কার্য্যসম্পাদন করিয়া উহার রসাস্বাদন সুলভ ও সহজ করিয়া গিয়াছেন—শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীগম্ভীরা মন্দিরে প্রতিদিনই যে গ্রন্থের রসাস্বাদন করিতেন, এবং যে গ্রন্থ এ দেশেও বৈষ্ণবগণের নিত্য পাঠ্য ছিল, এবং এখনও যে গ্রন্থের সেইরূপ আদর বর্ত্তমান রহিয়াছে, আমি শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরীর লেশাভাস আস্বাদনের প্রয়াসী হইয়া সেই গ্রন্থ খানিকেই

প্রধানতম বা একমাত্র অবলম্বনীয়রূপে গ্রহণ করিয়া উহারই শ্লোকগুলির যৎকিঞ্চিৎ ভাবরস আস্বাদনের ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র,—আমার প্রিয়তম পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। ইহাতে তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দ হইলেও আমার শ্রম ও শ্রীযুক্ত রায় মহোদয়ের অমিত অর্থব্যয় সফল হইবে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিকগণ ঈশ্বর-তত্ত্ব নিরূপণ করার জন্য বহুল চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা এই বিষয়ে বহুল তর্ক উপস্থাপিত করিয়াছেন। ফলে নানাপ্রকার বাদের এবং বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি সে সকল বাদ-বিবাদের আলোচনা করিয়া ইহাই বুঝিয়াছি যে আমার মধুময় শ্রীগোবিন্দ প্রকৃতই অনন্ত। জীব তাঁহারই চিৎ স্বরূপের অংশকণা। জাগতিক জীবে তিনিই অনন্তভাবে বিভাবিত হইয়াছেন,— সুতরাং এই বাদ-বিবাদ সমূহ তাঁহারই অনন্তলীলার নিদর্শন। তাই আমি মনে করি—"সকলি ভক্তের বাক্য,— কিছু মিথ্যা নয়,"—কিন্তু আমার ভাবনা বৈদিক ঋষিদের মহাবাক্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে মধুময় বলিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে,—উপনিষদের মহাসত্যে তাঁহাকে সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অমৃত-আনন্দ-স্বরূপ এবং রস-স্বরূপ বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ তাঁহাকে রসময় ও প্রেমময় বলিয়াই বুঝাইয়াছেন। জার্মেন দার্শনিক ফিক্‌টে বাইবেলের ঠিক প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন "God is Love—Love is God" আমি এই সকল মহাসত্য শ্রীগোবিন্দের মহা-মাধুর্য্যের অন্তরালে অনুভব করিয়া তাঁহার সকল ভাব ও অভাব

এক মহামাধুর্য্যের অন্তর্গত বলিয়াই তাঁহার কৃপায় ও শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদে বুঝিয়াছি। কিন্তু এখনও মহামায়ার মহামোহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই—তাই সূতিকামন্দিরের আনন্দ-প্রদীপে ও শ্মশানের ভীষণ অনলে ভেদ-দৃষ্টি রহিয়াছে। মহৎ কৃপাই—এ দোষ-দর্শন-সংশোধনের প্রধানতম উপায়।

আমি বৈদিক মহাবাক্য "মধুবাতা" প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়া ইহাই সপ্রমাণ করিয়াছি যে যাঁহার এই বিশাল বিশ্বসৃষ্টি মধুময়ী, তিনি অবশ্যই মধুময়।

বেদান্ত বেদেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—"আনন্দ মমৃতং"—"রসোবৈ সঃ" ইত্যাদি। বেদান্ত সূত্রে প্রথমতঃই বলা হইয়াছে—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ"

অর্থাৎ যাহা হইতে এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে, যাহাতে উহার স্থিতি এবং লয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।"

এই মধুব্রহ্ম—আনন্দব্রহ্ম—অমৃতব্রহ্ম—রসব্রহ্ম হইতেই যখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব, তখন এই জগৎ দুঃখময় হইবে কেন—এই জগৎ বিষময় হইবে কেন,—এই জগৎ ত্রিতাপময় হইবে কেন?

ফলতঃ দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ জগৎকে দুঃখময় বলিয়াই বুঝিয়াই লইয়াছেন—এবং প্রকৃতির দুরন্ত প্রভাব হইতে পুরুষের বিচ্ছিত্তিকেই মুক্তির উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন—এই জগৎ দুঃখময়,—এসংসার ত্যাগ করিয়া—

শ্রীভগবানের বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত সকল সংস্রব ত্যগ করিয়া একান্তে অবস্থান করাই মুক্তি পথে পরিভ্রমণের একমাত্র উপায়। তাঁহারা বলেন—প্রচণ্ড নিদাঘের ভীষণ অত্যাচার, ঝটিকার বিশ্বসংহারিণী রুদ্রলীলা, রোগশোকের মর্ম্মন্তুদ বিষম বিষজ্বালা, সবল কর্তৃক দুর্ব্বলের প্রপীড়ন, বিষধর সর্পের মৃত্যু-দংশন, প্রভৃতি যে প্রকৃতি হইতে সহস্র প্রকার দুঃখ-বেদনার উৎপত্তি—সে প্রকৃতিকে মধুময়ী বলা যায় কিরূপে? রোগ-শোক-জরামরণ প্রভৃতি দুঃখ-দোষ-দর্শনে জগৎকে প্রত্যক্ষ দুঃখময় বলিয়া বুঝিয়া রাখাই সমীচীন।"

যাঁহারা সৃষ্টি-তত্ত্বের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে অসমর্থ, তাঁহারা জগৎকে দুঃখময় বলিয়া মনে করিবেন, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি আছে? কিন্তু যে সকল সাধক বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া ভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের দেখাই খাটি দেখা। উপরে উপরে দেখা কিছুই নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাদপদ্মাবলম্বী বৈষ্ণব বেদান্তিগণ এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুতেই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের অশেষ নিদর্শন দেখিয়া বেদ-বেদান্তের উক্ত মহাবাক্যেরই অকাট্য সত্যতার উপলব্ধি করেন, এবং চিরদিনই সেই আনন্দসাগরে নিমজ্জিত থাকেন। জগতের প্রত্যেক বস্তুই তাঁহাদের দৃষ্টিতে মধুময় হয়।

ইংরেজ কবি Wordsworth এই ভাবেই বিশ্বদর্শন করিতেন। তিনি বলেন—

All which we behold is full of blessings. অর্থাৎ আমরা যাহা কিছু দেখি, সকলই সকলই সুখময়—সকলই মধুময়।

> Sweet is the lore which Nature brings;
> Our meddling intllect

Miss-shapes the beauteous forms of things;
We murder to dissect.

এই কবির নিকট সমগ্র প্রকৃতি মধুময়ী বলিয়া উপলব্ধ হইয়াছে। পাঠকগণ ইহার Tables turned কবিতাটি পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। তিনি অপর এক স্থলেই লিখিয়াছেন—

We recieve but what we give
And in our life alone does Nature live.

অর্থাৎ জগৎকে আমরা যাহা দেই, জগতের নিকট আমরা তাহাই পাই। জগৎকে যদি আমরা দুঃখ দেই প্রতিদানে আমাদের ভাগ্যে দুঃখ বই আর কি থাকিবে? জগৎকে সুখ দাও, শান্তি দাও, আনন্দ দাও, প্রেম দাও তোমার জীবন মধুময় হইবে—ইহাই আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশেরই প্রতিধ্বনি। এ সম্বন্ধে এক খানি বৃহদায়তন গ্রন্থ লেখা চলে—কিন্তু এ ভূমিকায় সে অবকাশ নাই।

আধুনিক ভাবে জগদীশ্বরের মাধুর্য্যভাব প্রদর্শন করার উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াও এ গ্রন্থে তাহার আলোচনা করার অবসর ঘটিয়া উঠিল না। দয়াময় শ্রীভগবান্ যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা সম্ভবতঃ সে কার্য্য সম্পাদিত করিবেন। আমি যাঁহার প্রেরণায় এই গ্রন্থ রচনায় প্রয়াস পাইয়াছি, অন্ততঃ তিনি ও তাদৃশ ভগবদ্ভক্ত জনগণ ইহাতে তৃপ্তিলাভ করিলেই মাদৃশ ক্ষুদ্র লেখকের যথেষ্ট সৌভাগ্য—অলমিতি বিস্তরেণ—

শ্রীগৌর পূর্ণিমা
১৩২২ সাল

শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা
২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণমাধুরী

(১)

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ ॥
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥

সরল বঙ্গানুবাদঃ বর্ত্মোদ্দেশগুরু চিন্তামণি বেশ্যা ও মন্ত্রগুরু সোমগিরির জয় হউক, এবং যাঁহার পদরূপ কল্পতরুপল্লবশেখরে জয়শ্রী লীলা বশতঃ স্বয়ম্বর সুখলাভ করেন, আমার শিক্ষাগুরু সেই শিখিপিঞ্ছ-মৌলি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকার মর্ম্মানুবাদ।

প্রেমোন্মত্ত শ্রীলীলাশুকের হৃদয়ে শ্রীবৃন্দাবনদর্শন-লালসা বলবতী হইল। তিনি নিজালয় হইতে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং উক্ত শ্লোকে গুরুরূপ ইষ্ট দেবতার জয়কীর্ত্তন করিলেন। অন্যান্য গ্রন্থকারগণ যেমন বাঞ্ছিত-পূরণ ও বিঘ্ন-বিনাশনের জন্য গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করেন, প্রাগুক্ত মঙ্গলাচরণ

শ্লোকটী সেরূপ নহে। কেননা, এই গ্রন্থের পণ্ডনিচয় শ্রীলীলাশুক, গ্রন্থ করিবেন বলিয়া রচনা করেন নাই। তিনি প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রলাপের ন্যায় যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গীয় ভক্তগণ সেই সকল শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই প্রেমোন্মাদ প্রলাপে গ্রন্থনির্ম্মাণের প্রয়াসের কথা আদৌ আসিতে পারে না। এই শ্লোকটী মঙ্গলাচরণের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও ইহা অন্যান্য গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত মঙ্গলাচরণের শ্লোক নহে। পূর্ব্বে দাক্ষিণাপথবাসিগণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলার রীতি প্রচলিত ছিল। লীলাশুক কবীন্দ্র, সুতরাং তাঁহার প্রেমপ্রলাপ পদ্যাকারেই অভিব্যক্ত হইয়াছিল। প্রশ্ন হইতে পারে,—তিনি প্রেম-প্রলাপের মধ্যে শ্রীগুরুস্মরণ করিলেন কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে শয়ন ভোজন ও গমনাদিতে গুরু ও ইষ্ট দেবতা স্মরণ করাই শুদ্ধ-বৈষ্ণবের স্বভাব।

তাই লীলাশুক বলিলেন, "শ্রীসোমগিরি নামক আমার গুরুদেবের জয় হউক। আমার গুরুদেব সাক্ষাৎ চিন্তামণি।" যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই অভীষ্ট পূর্ণ হয়, তিনি চিন্তামণি নামে অভিহিত হয়েন। কাব্যপ্রকাশ বলেন, নমস্কার অর্থেও "জয়" শব্দের ব্যবহার আছে "গুরুদেবের শ্রীচরণে প্রণত হইলাম", "জয়তি" শব্দের এ অর্থও প্রকাশ পায়। তার পরে লীলাশুক বলিতেছেন, "আমার ইষ্টদেব শিখি-পিঞ্ছমৌলি শ্রীভগবানের জয় হউক।" ইহাতে নিত্যলীলালয়ে শ্রীবৃন্দাবনবিহারীর নিত্যলীলার কথা সূচিত হইল। এই শ্রীবৃন্দাবনবিহারী গুরুস্বরূপ। টীকাকার

পূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন এখানেও সেই সকল প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তদপেক্ষা বিস্তারিতভাবেও অনেক কথা বলিয়াছেন। এস্থলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পূর্ববচন ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি মহোদয়ের কৃত মর্ম্মানুবাদযুক্ত পয়ার উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

১। শিক্ষাগুরুকে তো জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥
নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাঽপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥

(শ্রীভাগবত ১১।১৬।৯)

অর্থাৎ হে ঈশ, তুমি বাহিরে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে দেহিগণের বিষয়-বাসনারূপ অশুভ বিনাশ করিয়া তাহাদের নিকট স্বীয় রূপ প্রকটন কর। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তোমার কর্ম্মসমূহ স্মরণ করিতে করিতে আনন্দে অধীর হয়েন এবং ব্রহ্মার ন্যায় পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াও তোমার ঋণশোধ করিতে পারিবেন না বলিয়া মনে করেন।

২। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

(শ্রীভগবদ্গীতা ১০।১০)

৩। আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা সূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
(শ্রীভাগবত ১১।১৭।২২)

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন, উদ্ধব, গুরুকে আমারই স্বরূপ বলিয়া জানিবে। মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহার অবমাননা করা কর্ত্তব্য নহে। গুরু সর্ব্বদেবময়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এইজন্য লিখিয়াছেন—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

মাধুর্য্য শিক্ষার আরও একটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই :—

কর্ণাকর্ণি সখী-জনেন বিজনে দূতি-স্তুতি-প্রক্রিয়া
পত্যুর্ব্বঞ্চন-চাতুরী-গুণনিকা কুঞ্জ-প্রয়াণে নিশি।
বাধির্য্যং গুরুবাচি বেণু-বিরুতাবুৎকর্ণতেতি ব্রতান্
কৈশোরেণ তবাস্তু কৃষ্ণ গুরুণা গৌরীগণঃ পাঠ্যতে॥

অর্থাৎ বিজনে কি প্রকারে সখীগণের সহিত কাণাকাণি করিয়া কথা বলিতে হয়, কিরূপেই বা দূতির খোসামুদি করিতে হয়, কি প্রকারে পতিবঞ্চনা-চাতুর্য্য লাভ করিতে হয়, নিশিতে কি কৌশলে কুঞ্জে গমন করিতে হয়, গুরুজনের বচন শুনিয়াও কি প্রকারে বধিরের ন্যায় আচরণ করিতে হয়, মুরলীরব শ্রবণে কি প্রকারে উৎকর্ণ হইতে হয়, হে কৃষ্ণ, ব্রজ-গৌরীগণ তোমার নবকৈশোর-রূপ গুরুর নিকট এই সকল বিষয়ে অধুনা শিক্ষালাভ করেন।

নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের এই সকল শিক্ষার আদি-গুরু। শ্রীকৃষ্ণের এই সকল মাধুর্য্যের অনুভব করিয়া লীলাশুক বলিলেন, "শিখি-পিঞ্ছমৌলি শ্রীকৃষ্ণই আমার শিক্ষাগুরু"। টীকাকার এখানে গ্রন্থকারের শ্লোকও প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্‌যথা—

প্রেমদঞ্চ মে কামদঞ্চ মে
বেদনঞ্চ মে বৈভবঞ্চ মে।
জীবনঞ্চ মে জীবিতঞ্চ মে
দৈবতঞ্চ মে দেব নাপরম্‌॥

এই শ্লোকের টীকাতেও শ্রীকৃষ্ণকে শিক্ষাগুরু বলা হইয়াছে। "শিখিপিঞ্ছমৌলি" এই বিশেষণ দ্বারা শ্রীবিগ্রহের মাধুর্য্য-স্ফূর্ত্তি সূচিত হইয়াছে। এস্থলে কৃপাময় টীকাকার পাঠকগণকে শ্রীভাগবতোক্ত মাধুর্য্যময়ী মোহিনী শ্রীমূর্ত্তির বর্ণনাসূচক নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির ভাব স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন তদ্‌যথা—

১। তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥

অর্থাৎ শূরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজবনিতাবৃন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শ্রীমুখকমল প্রফুল্ল, পরিধানে পীতাম্বর, গলে বনমালা, রূপে সাক্ষাৎ মদনমোহন।

২। যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্‌।

বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥

বিদুরের প্রতি শ্রীউদ্ধব মহাশয় বলিয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেইরূপ মর্ত্ত্যলীলার যোগ্য, কৃষ্ণ নিজ যোগমায়াবল প্রদর্শনার্থই ঐ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ঐ রূপে ঈশ্বর নিজেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন, উহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরমপদ ও পরম সুন্দর।

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপম্
লাবণ্য-সারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥

অর্থাৎ মথুরাবাসিনীরা বলিতেছেন—গোপীরা কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রী, ঐশ্বর্য্য ও যশের একান্ত আস্পদ, দুষ্প্রাপ্য অদ্বিতীয় লাবণ্যসাররূপ শ্রীহরির রূপসুধা স্বীয় নয়নে পান করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই মাধুর্য্য, লীলাশুকের চিত্তে স্ফূর্ত্তি পাওয়ায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের সহিত উপমাযোগ্য পদার্থের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন; ভাবিয়া দেখিলেন জগতে এমন কোনও পদার্থ নাই যাহা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-শোভার উপমাযোগ্য হইতে পারে। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন জগতে যত কিছু সৌন্দর্য্য আছে, তৎ সকল শ্রীকৃষ্ণের পদ-নখ-শোভার নিকট অতি তুচ্ছ। তাই লীলাশুক বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণাঙ্গুলি কল্পতরু-পল্লবের ন্যায় সুকোমল,

করুণ ও সর্ব্বাভীষ্টপূরক। তাঁহার নখাগ্রে জয়শ্রী লীলা-স্বয়ম্বর সুখ লাভ করেন। অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-নখের রসসুধা পান করার জন্য কোটী কোটী জয়শ্রী স্বতঃই তাঁহার শ্রীনখাভিমুখে প্রধাবিত হয়েন। সুতরাং আমি আর তাঁহার কি জয়কীর্ত্তন করিব ?" এই ভাবের শ্লোক মূলগ্রন্থে আরও আছে, তদ্‌যথা—

১। কমলবিপিনবীথিগর্ব্বসর্ব্বঙ্কষাভ্যামিত্যাদি।

১। বদনেন্দুবিনির্জ্জিতঃ শশীত্যাদি।

পূজ্যপাদ টীকাকার এখানে জয়শ্রী-শব্দের আরও একটী অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন পাশাখেলা, নর্ম্ম, জলকেলি ও সুরতাদি বিষয়ে যাঁহার অত্যন্ত শোভা,—এমন যে শ্রীরাধিকা তিনিও শ্রীকৃষ্ণের নখাগ্র সুধারসে নিয়ত সুখলাভ করেন। শ্রীরাধিকাকে "জয়শ্রী" শব্দে অভিহিত করার আরও একটী কারণ আছে, তাহা এই—সৌন্দর্য্যে সৌভাগ্যে পাতিব্রাত্যে ও বৈদগ্ধ্য প্রভৃতিতে শ্রীরাধার নিকট গৌরী অরুন্ধতী প্রভৃতি ব্রজমহিলাকুল পরাজিতা; সুতরাং ইহাকে "জয়শ্রী" বলা হইয়াছে। শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী। এই লক্ষ্মী শ্রীরাধার অংশরূপ। এখানে জয় শব্দ-যোগে 'শ্রী'শব্দটীর অতীব প্রকাশার্থ গ্রহণ করিয়া জয়শ্রীশব্দে শ্রীরাধা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

শ্রীভাগবতাদিগ্রন্থে স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা :—

১। নারায়ণস্ত্বমিত্যাদি

২। নারায়ণোহঙ্গমিত্যাদি

৩। বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকে মূল নারায়ণ এবং শ্রীরাধাকে মূল লক্ষ্মী বলিয়া অভিহিত করা যায়।*

এই জয়লক্ষ্মী অতীব লজ্জাশীলা, সুতরাং সততই অধোমুখী। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের অভিমুখেই তাঁহার নিরন্তর দৃষ্টি। ইনিও শ্রীকৃষ্ণের চরণ-নখচন্দ্র-শোভা নিরীক্ষণে মোহিতা হয়েন এবং গাঢ় অনুরাগনিবন্ধন উহার হৃদয়ে বিবিধ ভাবরাশি উছলিয়া উঠে। ইহাতে তাঁহার ধর্ম্ম-মর্য্যাদা ও লজ্জাদির বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি স্বয়ং যাচিকা হইয়া আকুলভাবে সেই নখচন্দ্রের সুধাস্বাদ লাভ করিতে উপস্থিত হয়েন। লীলাশুক বলিতেছেন, যাঁহার শ্রীপাদ-কল্পতরুপল্লব-শেখরে (অর্থাৎ নখচন্দ্রে) সাক্ষাৎ জয়শ্রীও যাচিকাভাবে উপস্থিত হইয়া আনন্দলাভ করেন, এহেন শিখিপিঞ্ছ-মৌলি আমার শিক্ষাগুরু শ্রীভগবানের জয় হউক।

শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যে অনুরাগ জন্মিলে অনুরাগীর নিকট সেই মাধুর্য্য নবনবায়মান বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এইজন্য

---

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনাম্" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতরূপে এই বিষয় লিখিত আছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদির ষষ্ঠে লিখিত আছে :—

পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তেঁহ দাস্য সুখ মাগে করিয়া মিনতি।

এই পদ্যে "লভতে', এই বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ ব্যবহৃত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন "সোমগিরি শব্দটীও বিশেষণ। "পদকল্প-তরুপল্লবশেখরেষু" এই পদে "শেখর"শব্দ আছে। কামাদি ষড়রিপু, পঞ্চেন্দ্রিয়জাত ক্লেশ ও দ্বিষষ্টি প্রকার মতির অন্তরায়* দ্বারা মানুষের চিত্ত নিরন্তর বিক্ষুব্ধ এবং কুপথে পরিচালিত হইয়া থাকে। মানুষ বিশ্ববিজয়ী হইলেও ইহাদিগকে জয় করিতে না পারিলে সুখী হইতে পারে না। ইহাদিগকে পরাজিত করার

---

* কাম ক্রোধাদি সমস্তই মনের ধর্ম্ম, চক্ষুরাদি দশ ইন্দ্রিয় ও মনের বৃত্তি-ভেদে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই পাঁচ প্রকার ক্লেশ ও ইহাদের অবান্তর ভেদ লইয়া শ্রীবাচস্পতিমিশ্র সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদীতে ৪৮ কারিকাব্যাখ্যায় ৬২ প্রকার মনের বিঘ্ন নিরূপণ করিয়াছেন। তদ্‌যথা:—তমঃ ৮ প্রকার, মোহ ৮ প্রকার, মহামোহ ১০ প্রকার, তামিস্র ১৮ প্রকার এবং অন্ধতামিস্র ১৮ প্রকার; সাকল্যে ৬২ প্রকার অন্তরায়। এখন ইহাদের সবিশেষ উল্লেখ করা যাইতেছে। তদ্‌যথা:—তম—অব্যক্ত, মহত্তত্ব, অহঙ্কার, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। মোহ আট প্রকার—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবশায়িত্ব মহামোহ ১০ প্রকার দেবভোগ্য তন্মাত্র পাঁচ প্রকার ও মনুষ্যভোগ্য তন্মাত্র ৫ প্রকার, তামিস্র ১৮ প্রকার—অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য এবং মহামোহ ১০ প্রকার। এই প্রকার অন্ধতামিস্রও ১৮ প্রকার। এই সকল অন্তরায় আত্মতত্ত্ব লাভের বিঘ্ন। মনুষ্য ও দেবগণ বিষয় ভোগ করিয়া পুনঃপুনঃ সংসারে পরিভ্রমণ করেন। সুতরাং এই সমষ্টির মূলীভূত অবিদ্যাদি পাচটী ক্লেশ আত্মতত্ত্বলাভের নিদারুণ বিঘ্ন। ইহা কেবল আত্মপথপ্রদর্শক সদ্‌গুরুর কৃপাতেই প্রতিনিবৃত্ত হয়।

জন্ম বিজয়লক্ষীর শরণাপন্ন হইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদকল্পতরু-পল্লব-শেখরের দিকেই দৃষ্টি করিতে হইবে কেননা সেই বিজয়লক্ষ্মী বা জয়-সম্পত্তি তাঁহার শ্রীপাদনখরাবলম্বিনী।

কেহ কেহ বলেন চিন্তামণি, সোমগিরি ও শিখিপিঞ্ছমৌলি পৃথক্‌রূপে এই তিনের জয়ই কীর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ম্মোদেশ গুরু মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরু এই ত্রিবিধ গুরুর কথাই এই পদ্যে প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং "চিন্তামণি" শব্দটী "চিন্তামণি নাম্নী সেই বেশ্যাকে বুঝাইতেছে। কেননা, তাঁহার বাক্যমাত্রেই লীলাশুকের শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ জন্মে। সুতরাং ইনি লীলাশুকের বর্ম্মোদেশ গুরু। এইজন্য ইহারও শ্রেষ্ঠতা-সূচক জয়শব্দ উচ্চারণ করা হইয়াছে।

(২)

অস্তি স্বস্তরুণি-করাগ্রবিগলৎকল্প-প্রসূনাপ্লুতম্
বস্তুপ্রস্তুত-বেণু-নাদলহরী-নির্ব্বাণ-নির্ব্যাকুলম্
স্রস্তস্রস্ত নিরুদ্ধ নীবি-বিলসৎ গোপীসহস্রাবৃতম্
হস্তন্যস্তনতাপবর্গমখিলোদারং কিশোরাকৃতি ।*

---

* শ্রীমদ্ভাগবতেও এই ভাবাত্মক একটী শ্লোক দৃষ্ট হয়:—

কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বণিতোৎসবরূপশীলং
শ্রুত্বাচ তৎ কণিতবেণু বিচিত্র গীতম্
দেব্যোবিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা
ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ। (১২।২১।১০ স্কন্ধ)

বঙ্গানুবাদ—শ্রীবৃন্দাবনে একটী বস্তু বিরাজ করেন। ইনি আকারে নিত্য নবকিশোর এবং স্বীয় বেণুনাদ-লহরীর মোহন মাধুর্য্যানন্দে নিজেই বিভোর। ইনি অমর-নারী-বৃন্দের করবিগলিত কুসুমে পরিপ্লুত এবং শিথিল নীবিবিশিষ্টা গোপিকাকুল সমাবৃত; ভক্তগণের অপবর্গ নিরন্তর ইঁহার হস্তে বর্ত্তমান্। ইনি কল্পতরু হইতেও উদার।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকার মর্ম্মানুবাদ।

পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় বলেন,—শ্রীল লীলাশুক শ্রীবৃন্দাবনের অভিমুখে পথে পথে চলিতে চলিতে হৃদয়ের স্বাভাবিক আবেগে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাবিষ্ট হইয়া পদ্যে স্বীয় প্রেমভাব প্রকাশ করিতেছিলেন। এই সময়ে দুই দশায় তাঁহার হৃদয় আবিষ্ট হইয়াছিল,—সাধক দশা ও সিদ্ধ দশা। সাধক দশায় ভক্তিরীতিতে উৎকণ্ঠা সহকারে ভক্তি সিদ্ধান্তময়ী কথার সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে অত্যন্ত আবেশ উপস্থিত হওয়ায়, সিদ্ধবৎ লালসায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, সুতরাং তাঁহার উক্তি বিশুদ্ধ প্রেমপরিণামরসে পুষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। সাধক দশায় ভক্তি সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধ দশায় প্রেম-পরিণাম রসসিদ্ধান্ত এই দুই দশায় লীলাশুকের পদ্য নিচয় গ্রথিত হইয়াছে অতএব বাহ্য ও অন্তর ভেদে একই পদ্যের দুই প্রকার অর্থ করা হইল। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিমহোদয় অন্তর্দশায় উত্থিত অর্থ বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছেন, বাহ্যদশার অর্থ সংক্ষেপে

প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীলীলাশুকের এই পদ্যগুলি উন্মাদময় প্রলাপ বচন মাত্র। তিনি কোন সিদ্ধান্তের দিকে লক্ষ রাখিয়া এই পদ্য বলেন নাই। উন্মাদ অবস্থায়, সিদ্ধান্ত সন্ধানের জন্য প্রবৃত্তিও অসম্ভব। তথাপি তাঁহার এই উক্তি সমূহ বিশুদ্ধ ভক্তি সিদ্ধান্ত ও বিশুদ্ধ রস-সিদ্ধান্তে পূর্ণ। ইহার কারণ এই যে তাঁহার হৃদয় বিশুদ্ধ প্রেমের আধার। শুদ্ধ প্রেমের স্বভাব এই যে সিদ্ধান্ত বিরোধ বা রসাভাস ভ্রমে বা মোহেও বিশুদ্ধ প্রেমবানের মুখ হইতে বিনিঃসৃত হয় না। তিনি যখন যে অবস্থায় থাকিয়া যাহা বলেন তাহাই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পূর্ণ হইয়া উঠে। সুতরাং এই উন্মাদ অবস্থাতেও সিদ্ধান্তানুসন্ধানের অভাবেও,—বিশুদ্ধ প্রেমবান্ শ্রীলীলাশুকের মুখ-নিসৃত কবিতানিচয় ভক্তি ও প্রেমপরিণামরসের সার-সিদ্ধান্ত সমন্বিত।

এখন সংক্ষেপে শ্লোকের বাহ্যার্থ অগ্রে বলা যাইতেছে—

শ্রীলীলাশুক শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছেন, তাঁহার সঙ্গে কতিপয় বৈষ্ণব সহচর। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্বামিজীউ এত ব্যাকুলভাবে কোথায় যাইতেছেন?—সেখানে এমন কি আছে, যাহার জন্য আপনার এত ব্যাকুলতা।” প্রশ্ন-শ্রবণ-মাত্রেই শ্রী লীলাশুকের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-সিন্ধু উছলিয়া উঠিল। তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব, বৈভব, অংশাবতার, শক্ত্যাবেশাবতারাদির কথা বলিতে লাগিলেন। * অতঃপরে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও পৌগণ্ডাদি

---

* প্রভাব, বৈভব অংশাবতারাদির এবং বিলাস, চিৎশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তির বিষয় এবং শ্রীকৃষ্ণই যে পরম তত্ত্ব ও সর্ব্বাশ্রয় এই সকল বিষয়ের

স্ববিলাসের কথা শুনাইলেন, স্বপ্রকাশরূপের কথাও বলিলেন। এই শ্রীকৃষ্ণই যে তাঁহার সকল স্বরূপের আশ্রয় ;—চিৎশক্তি উঁহার অনন্ত বিলাস বৈকুণ্ঠসমূহের আশ্রয় ;—মায়া-শক্তি উঁহার অনন্ত বৈভব ব্রহ্মাণ্ড সমূহের আশ্রয়,—এবং জীবশক্তিরও তিনি একমাত্র পরমাশ্রয়—তিনিই সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বভজনীয়, এবং পরতত্ত্বরূপ,—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নিরূপণের কথা বলিতে বলিতে শ্রীলীলাশুকের আবেশ উপস্থিত হইল। তিনি তখন সম্মুখেই যেন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন, আর অমনি প্রলাপের ভাবে উক্ত পদ্য উচ্চারণ করিলেন। প্রথমতঃ এই পদ্যের বাহ্যার্থ বলা যাইতেছে।

'বস্তু অস্তি'—মূলের এই উক্তির ব্যাখ্যা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ;—শ্রীবৃন্দাবনে কোনও একটি বস্তু সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। এখানে 'বস্তু' শব্দ প্রয়োগের বিশিষ্ট সার্থকতা আছে। ভূত, ভবিষ্য, বর্ত্তমান তিনকালেই যিনি অবিকৃত ভাবে বিরাজ করেন, তিনি এখানে 'বস্তু' শব্দের বাচ্য। তবে কি তিনি নিরাকার ব্রহ্ম? তাহা নয়। তাঁহার আকার আছে তিনি নিত্য নব কিশোর মূর্ত্তি। জীবের দেহদেহি ভেদ আছে, সে দেহ বিকারশীল, উপচয় অপচয়শীল সুতরাং বিনাশশীল। কিন্তু শ্রীভগবদ্দেহ সেরূপ নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। শ্রী

স্বরূপ ও সবিস্তার তত্ত্ব জানিতে হইলে পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি-বিরচিত লঘুভাগবতামৃত শ্রীমদ্‌জীব গোস্বামী বিরচিত শ্রীভাগবতসন্দর্ভ এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলায় ২০ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ভাগবতের বহুস্থানে এই পরম তত্ত্ব "বস্তু" বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন যথা :—

১। বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্

২। বিনাচ্যুতাৎ বস্তুতরং ন বাচ্যম্

এই বস্তু শ্রীবৃন্দাবনে নিয়ত বিরাজ করেন। ইনি নিত্যনব-কিশোরাকৃতি।

এখন তুমি বলিতে পার যে, শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি অসংখ্য ও অগণ্য;—সকল শ্রীমূর্ত্তিই নবকিশোর। শ্রীলীলাশুক এখানে কোন্ শ্রীমূর্ত্তির কথা বলিয়াছেন ?

উক্ত পদ্যের দ্বিতীয় পাদেই তাহা অভিব্যক্ত করা হইয়াছে। সেই বস্তুটী আর কিরূপ ? না,—প্রস্তুতবেণুনাদলহরী-নির্ব্বাণ নির্ব্ব্যাকুলম্*—রাসে শ্রীব্রজসুন্দরীগণের আকর্ষণ কালে যিনি বেণু বাজাইয়া স্বীয় বেণুর মোহননাদের পরমানন্দে আপনি নিশ্চল ও বিভোর হইয়া রহেন, এই বস্তুটী সেই বস্তু। সুতরাং বুঝা গেল—শ্রীবৃন্দাবন-বনবিহারী মুরলীধর শ্যামসুন্দরই এই বস্তু।

এখন হয় তো বুঝিতে পারিলে,—এই বস্তুটী বড় সাধারণ বস্তু নহেন। অসাধারণ বলি কেন, তাহার কারণ শুনিবে কি ?

---

* নির্ব্বাণ অর্থ সুখ বা মোক্ষ। নির্ব্ব্যাণ-নির্ব্বাকুলম্—ব্যাকুলতা সমূহ হইতে নির্গত অর্থাৎ স্থির বা নিশ্চল। 'মক্ষিকা নির্গত হইয়াছে যাহা হইতে'—এইরূপ অর্থে যেমন নির্মক্ষিকপদ সিদ্ধ হয় নির্ব্ব্যাকুল পদও এই স্থলে সেইরূপ সিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীলীলাশুকের মুখেই শুন,—'স্বস্তরুণীকরাগ্রবিগলৎকল্পপ্রসূনাপ্লুতম্' যাঁহার বেণুর মোহন রবে ও যাঁহার মাধুর্য্যদর্শনে দেবনারীগণ সায়ংকালে দিব্য কুসুম তুলিতে তুলিতে বিবশা হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের হাত কাঁপিতে কাঁপিতে অবশ হয়, সেই অবশ হস্তের ফুল স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া যে শ্রীমূর্ত্তিকে ফুলসাজে পরিপ্লুত করে, ইনি সেই অসাধারণ বস্তু।

আর কিছু শুনিতে চাও কি? এ বস্তুটীর মোহিনী বিদ্যার আর পার নাই, সীমাসংখ্যা নাই। 'স্রস্তস্রস্ত নিরুদ্ধনীবিবিলসদ্-গোপীসহস্রাবৃতম্'—এ বস্তুটীর এমনই মোহিনীবিদ্যা—এমনই আকর্ষণ। মুরলীধর রসিকশেখরের সময় অসময় নাই। সরলা ব্রজসুন্দরীগণ গুরুজন বা পতির সম্মুখে গৃহকার্য্য করিতেছেন, আর তখনই রসিকশেখর মুরলীধর মুরলীতে ফুৎকার দিলেন।

মহা আকর্ষণশীল* মুরলীরব ব্রজসুন্দরীদের কর্ণে প্রবেশ করা মাত্রই তাঁহাদের দেহ ভাববিবশ হইল, নীবিবন্ধ খসিয়া পড়িল। ব্রজসুন্দরীগণ চিরদিনই কৃষ্ণকলঙ্কিনী। ওদিকে শ্যামের বাঁশীর

---

*পূজ্যপাদ টীকাকার তদীয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও বেণুনাদের এইরূপ প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন যথা :—

স্মিত কিরণ কর্পূরে পৈশে অধর মধুপুরে
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী ছিদ্র আকাশে তার গুণ শব্দে পৈশে
ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে।

রব, এদিকে গুরুজন বা পতির সমক্ষেই ব্রজকুলবধূদিগের নীবিবন্ধন খসিয়া পড়া—ব্যাপার অতি বিষম। তাঁহারা ভয়ে ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন, নীবি বাঁধিলেন; কিন্তু—ঐ যে আবার নীবি খসিয়া পড়িল! সরলা ব্রজবালাকুল অপ্রস্তুত, অপ্রতিভ ও ভীতা হইলেন এবং হাতে নীবি চাপিয়া ধরিলেন, কিন্তু এদিকে হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তাঁহারা গুণময় দেহ গুরুজন ও পতির নিকটে রাখিয়া চিন্ময়দেহে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। কেহ বা নিত্য সিদ্ধ দেহেই হাতে নীবি চাপিয়া ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন,

---

সে ধ্বনি চৌদিকে ধায় অণ্ডভেদি বৈকুণ্ঠে যায়
বলে পৈশে জগতের কাণে।
সবে মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি
বিশেষতঃ যুবতীর গণে॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত
পতিকোল হতে টানি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে যেই করে আকর্ষণে
তারে আগে কেবা গোপীগণে॥
নীবি খসায় পতি আগে গৃহকর্ম্ম করায় ত্যাগে
বলে ধরি আনে কৃষ্ণস্থানে।
লোকধর্ম্ম লজ্জাভয় সব জ্ঞান লুপ্ত হয়
ঐছে নাচায় সব নারীগণে॥

মধ্যলীলা ২২ বিংশ পরিচ্ছেদ

নীবি বন্ধ' করার কালবিলম্বও তাহারা সহিতে পারিলেন না। এইরূপ সুন্দরী বিদগ্ধা ও অনুরাগবতী সহস্র সহস্র ব্রজসুন্দরী কর্তৃক এই বস্তু প্রতিনিয়তই পরিবৃত। সুতরাং শ্রীভাগবতে উক্ত রাসারম্ভী শ্রীকৃষ্ণই এই বস্তু।—আগমের ধ্যানে যে বস্তুনির্দ্দেশ করা হইয়াছে এই বস্তু সে বস্তু নহেন। কেননা নিগমোক্ত বস্তুর অপরাপর আবরণাদির কোনও কথাই এখানে বা অগ্রে বলা হয় নাই।

এই বস্তু আরও একটী শক্তিবিশিষ্ট—'হস্তন্যস্তনতাপবর্গম্'—ইনি প্রণতজনভজনোন্মুখজনগণকে অপবর্গ প্রদান করেন। অপবর্গ অর্থ কি? না, মোক্ষ; ভক্তগণের মোক্ষে কি প্রয়োজন? সুতরাং এখানে অপবর্গ অর্থ—স্বপার্ষদরূপ আনন্দদেহ। যাঁহারা তাহার ভজনোন্মুখ, তিনি তাঁহাদিগের মায়াময় বা গুণময় দেহ দূরীকৃত করিয়া স্বপার্ষদ দেহ দান করেন এবং নিজের পারিষদ করিয়া লয়েন। শ্রীভাগবতের 'মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা' তাঁহার স্বমুখের বচনই ইহার প্রমাণ। শ্রীভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে 'বর্ণ বিধানমপবর্গশ্চ ভবতি' এই স্থলের অপবর্গ শব্দের অর্থ 'ভক্তি যোগ লক্ষণ' বলিয়াই শ্রীধর স্বামি পাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং এই বস্তুটী ভক্তদিগকে প্রেম ভক্তি প্রদান করেন ইহাও ইহার একটী বিশেষ মহিমা।

এই বস্তুর আরও একটি গুণের কথা এই যে ইনি—অখিলোদার। অখিল শব্দের অর্থ কল্পবৃক্ষ। ইনি কল্পবৃক্ষ হইতেও উদার। কল্প বৃক্ষ বিনা প্রার্থনায় কাহাকেও কিছু দান করেন

না, অথবা বাঞ্ছাতিরিক্ত দান করাও কল্প বৃক্ষের নিয়ম নহে। ইনি তাহা হইতেও উদার। কেন না ইনি না চাহিতেই আমাদিগকে বাঞ্ছাতিরিক্ত কত দান করিয়াছেন ও করিতেছেন। অখিল' শব্দের অন্য অর্থ—"নায়কের সদ্‌গুণ"। নায়কের সদ্‌গুণেও ইনি অত্যুত্তম। ফলতঃ শ্রীবৃন্দাবনে এ হেন একটী অনির্ব্বচনীয় বস্তু নিত্য বিরাজমান।

(প্রথম পদ্যটী মঙ্গলাচরণ এবং এই দ্বিতীয় পদ্যটী বস্তু নির্দ্দেশ।) এখন অন্তর্দশার অর্থ বলা যাইতেছে :—

শ্রীলীলাশুক তাঁহার পুরোভাগে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শন করিয়া বলিতেছেন—এই আমার পুরোভাগে এই-কি-এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু বিরাজ করিতেছেন। ইনি সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও বৈদগ্ধ্যাদি সদ্‌গুণ নিচয়ের নিলয়। সুতরাং ইনিই বস্তু। অথবা স্বমাধুর্য্য ও বেণু গীতাদি জনিত মোহ মূর্চ্ছাদি ভাব সমূহ দ্বারা আত্মারামের আত্মা পর্য্যন্ত বিমোহিত করেন, সর্ব্ব প্রাণী যাহা কর্ত্তৃক বিমুগ্ধ হয়, বিশেষতঃ স্ত্রী নিচয়ের এবং তাহাদিগের অপেক্ষাও অধিকতর মর্য্যাদাশালিনী ব্রজ-বধুগণের চিত্ত যৎকর্ত্তৃক আচ্ছাদিত (বস্ত) হয়, তিনি বস্তু* ।

এই বস্তু নিত্য নব কিশোর মূর্ত্তি। ব্রজ গোপীগণ সতী পরতন্ত্রা পরাধীনা, তাঁহারা রাসলীলাতে আগমন করিলেন কিরূপে

---

* বস্তু বসন্ত্যস্মিন্‌ সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যবৈদগ্ধ্যাদি সদ্‌গুণাদয়ঃ। অথবা বস্তে স্বমাধুর্য্য বেণুগীতাদিজনিত মোহামূর্চ্ছাদিভাবৈরাত্মারামাদিভ্যঃ প্রাণপর্য্যন্তানাং বিশেষতঃ স্ত্রীণাং ততোহপ্যতিতরাং ব্রজসুন্দরীণাং চিত্তং আচ্ছাদয়তীতি বস্তু।

এবং রাসলীলাইবা কিরূপে হইবে এই ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুল হইলেন। রাস-রসরাজ রসিক শেখর বেণু বাদন করিলেন। বেণু নাদ পরমানন্দময়। তিনি নিজের বেণু রবে নিজেই বিমুগ্ধ হইলেন, অপিচ বেণু রবে আকৃষ্টা তাঁহার বল্লবীগণের আগমন-জনিত কাঞ্চি নূপুরাদির ধ্বনিও তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। সুতরাং সেই আনন্দে তাঁহার ব্যাকুলতা দূরীভূত হইল। ব্রজ সুন্দরীগণ তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়োন্মুখী, তাঁহাতেই আকৃষ্টা ও তৎ প্রতি আসক্তা। গুরু জনের বারণ ও লজ্জা ধর্ম্মাদি তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ সম্মিলনের পক্ষে নিদারুণ শৃঙ্খলের ন্যায় বাধাজনক। এই শৃঙ্খল হইতে তাঁহাদিগকে মুক্ত করার উপায় (অপবর্গ প্রদান) তাঁহার নিজের হস্তেই ন্যস্ত,—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুনিনাদ শ্রবণ করিলে কোন বাধাই শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের অন্তরায় হইতে পারে না। শ্রীমদ্ যদু নন্দন ঠাকুর কবিরাজ গোস্বামীর টীকার এইরূপ পদ্যানুবাদ করিয়াছেন :—

গুরু লজ্জা ধর্ম্ম আদি শৃঙ্খলা হইতে।
মুক্ত করি আনে কৃষ্ণ আপন ইচ্ছাতে॥
ব্রজ নারী বেণু শুনি উন্মত্ত হইয়া।
আইসে কৃষ্ণের স্থানে না চায় ফিরিয়া॥

দুর্জ্জয় গেহ-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়াও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন, তাঁহার শ্রীমুখের বাক্যই তাহার প্রমাণ।

এখন "অখিলোদার" এই বিশেষণটীর কথা বলা যাইতেছে। তিনি সকলের মনোবাসনা পূরণ করেন,—সকল বল্লবীগণের চিত্তই

অনুরঞ্জন করেন, এইজন্য এই বস্তুটী অখিলোদার। এইবাক্য সপ্রমাণ করার জন্য টীকায় শ্রীপাদ জয়দেবের "বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন" গীতিকার উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য অর্থও হইতে পারে তাহা এই :—

ভজনীয় সদ্গুণ সমূহ দ্বারা এই বস্তুটী অত্যন্ত উদার। অন্যান্য অংশের অর্থ বাহ্যাশার অর্থের তুল্যভাববিশিষ্ট।

প্রথম শ্লোকে মঙ্গলাচরণ এবং দ্বিতীয় শ্লোকে বস্তু নির্দেশ সূচিত হইয়াছে। রাসরসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণই লীলাশুকের আরাধ্য বস্তু। তৃতীয় শ্লোকে রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার-রসরাজ মূর্ত্তির বর্ণনা অতীব সুস্পষ্ট। টীকাকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রথম শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে রাসারম্ভী শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করিয়াছেন যথা :—

আকৃষ্য রাধাং ব্রজসুভ্রুবাং গণাৎ
ভঙ্গ্যা তয়া গূঢ়বিলাসলাভতঃ।
কুঞ্জে রসাস্বাদবিশেষলব্ধয়ে
প্রারম্ভি রাসো রসিকেন্দ্রমৌলিনা॥

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, কুঞ্জে রসাস্বাদবিশেষের উপভোগের জন্য শ্রীকৃষ্ণ চাতুর্য্যপূর্ণ নেত্র-ভঙ্গি দ্বারা ব্রজরমণীগণের মধ্য হইতে শ্রীরাধাকে নির্জ্জনে আনিয়া রাসারম্ভ করিলেন। ফলতঃ এই শ্লোকটী লীলাশুকের বর্ণিত তৃতীয় শ্লোকের আভাস। শতকোটি ব্রজরমণীর মধ্য হইতে চপল অপাঙ্গ-ভঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে

নির্জ্জন নিকুঞ্জে আনয়ন করেন, মূল শ্লোকের প্রথম ছত্র এই গূঢ় ভাব-প্রকাশক। লাবণ্যামৃতবীচি-লোলিত দৃষ্টি অবশ্যই এই ব্যাপারের অনুকূল বা অবশ্যম্ভাবী কার্য্য। কালিন্দীপুলিন-প্রাঙ্গণই রাসস্থলী। এই রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণ যে অনন্ত মধুরিমার স্বারাজ্য তাহা বলাই বাহুল্য। মহাভাবুক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই ভাব তদীয় ব্যাখ্যায় প্রকটন করিয়া না দিলে পাঠকদিগের পক্ষে ভাবের এই গভীর প্রদেশ নিশ্চয়ই দুরধিগম্য হইত।

যাহা হউক, তিনি এই শ্লোকটীর দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন। অন্তর্দ্দোশোথ অর্থ আর বাহ্যার্থ। প্রথমতঃ নিজেষ্ট অন্তর্দ্দশোথ অর্থ এবং পরে ব্যাহ্যার্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তিনি নিজেই মুখবন্ধে তাহা বলিয়াছেন যথা :—

পশ্চাদয়া বাহ্যদশোথমর্থং স্বংগৃহ্নতাদাবপি বক্তুমর্হম্।
অন্তর্দশোথঃ সবিশেষমর্থঃ পূর্ব্বং নিজেষ্টঃ কিল কথ্যতেহসৌ॥

শ্রীলীলাশুকের সহসাই রাসরসে কি প্রকারে অধিকার জন্মিল, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। ইহার উত্তরে পূজ্যপাদ টীকাকার বলেন, বেশ্যার প্রমুখাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগের বিষয় শুনিয়াছিলেন। তাহাতেই রাসরসে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। সুতরাং রাগানুগমার্গেই তিনি শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণে প্রকৃত রতি উৎপন্ন না হইলেও রাগানুগমার্গে ভজনশীল সাধকভক্ত স্বীয় মনে নিজের ইপ্সিত ব্রজধামের ভজনযোগ্য কোন সিদ্ধদেহ পরিকল্পনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন। রতি উৎপন্ন হইলে সিদ্ধদেহের আর কল্পনা করিতে

হয় না। সে অবস্থায় আপনাআপনি সিদ্ধদেহের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। টীকাকার শ্রীচরিতামৃতে লিখিয়াছেন :—

ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাব যোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥

মধুর জাতীয় রতি উৎপন্ন হইয়া ক্রমেই অনুরাগ দশা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় সিদ্ধদেহ স্ফূর্ত্তি স্বতঃসিদ্ধ শ্রীভক্তি-রসামৃত সিন্ধুতে রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ এইরূপ :—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে॥
বিরাজন্তী মভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥
রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্।
তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষ্যতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥

অর্থাৎ অভিলষিত বস্তুতে চিত্তের পরমাবিষ্টতার নাম রাগ। এই রাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা নামে অভিহিত হয়। রাগাত্মিকা ভক্তি ব্রজবাসিজনেই অভিব্যক্তভাবে প্রকাশ পায়। যে ভক্তি রাগাত্মিকার অনুসরণ করে তাহারই নাম রাগানুগা। ব্রজবাসি-জন রাগাত্মিকাভক্তিপরায়ণ। তাঁহাদের ভাব-লুব্ধ ব্যক্তিই রাগানুগাভক্তিমার্গাবলম্বী। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে সেই সেই ভাব মাধুর্য্যাদি শ্রবণ দ্বারা যখন শ্রীভগবানে চিত্ত আকৃষ্ট হয়,

তখন শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা না করিয়া শ্রীভগবানে স্বতঃই দৃঢ় অনুরাগ জন্মে। ইহাই শ্রীভগবদ্বিষয়ে লোভোৎপত্তির লক্ষণ। এস্থলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ার উল্লেখযোগ্য যথা :—

রাগাত্মিকা ভক্তিমুখ্যা ব্রজবাসি জনে।
তার অনুগত ভক্তি রাগানুগা নামে॥
ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উজ্জ্বল-নীলমণি হইতেও রাগ ও অনুরাগের লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা :—

সাদ্ধ্যেয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোন্থন্ স্নেহক্রমাদয়ম্।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি॥
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়খণ্ড এব সঃ।
সা শর্করা সিতা সা স্যাৎ সা যথাস্যাৎ সিতোপলঃ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ারে ইহার নিম্নলিখিত অনুবাদ দৃষ্ট হয় :—

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করা, সিতা মিছরী শুদ্ধ মিছরি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল ক্রমে বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥

অনুরাগের লক্ষণও টীকায় লিখিত হইয়াছে যথা :—

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নব নবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবেন্নব নবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥

যে রাগ সর্ব্বদা অনুভূত হইয়াও প্রতিক্ষণ নবনবায়মান বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহারই নাম অনুরাগ। যেমন—

জনম অবধি হাম ওরূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

ইহাই অনুরাগ। অনুরাগের ভজন অতি মধুর। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেন—শ্রীল লীলাশুকের ভজন রাগানুগাভক্তি-মার্গ-সম্মত। তাই তিনি এই পদ্য ব্যাখ্যার পূর্ব্বে লীলাশুককে রাগানুগাভক্তি-প্রণালীসম্মত অবস্থায় উপস্থাপিত করিয়া লইয়াছেন। প্রথমতঃ অন্তর্দ্দশা-উত্থিত অর্থ করা হইতেছে। ব্যাখ্যাকার বলিতেছেন মনে করুন, লীলাশুক যেন—"শ্রীকৃষ্ণলীলা-স্থলে সিদ্ধদেহে সমুপস্থিত। তাঁহার সম্মুখে রাসলীলারম্ভী রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার পার্শ্বদেশে শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং পরম অনুরাগবতী। তাঁহার পার্শ্বে সখীবৃন্দ, তাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবাপরায়ণা। লীলাশুক নিজকেও তাঁহাদের

মধ্যে একজন বলিয়া মনে করিয়াই যেন উল্লিখিত পদ্যে মনের ভাব প্রকাশ করিতেছেন। *

---

* শ্রীলীলাশুক সখীদের মধ্যে নিজকে একজন বলিয়া কল্পনা করেন কেন? কেন না, রাগানুগা-ভক্তির ইহাই ভজনপ্রণালী। রাগানুগা-ভক্তিপথ অবলম্বন করিতে হইলে নিজকে সখী মনে করিয়া রাগবতী সখীদের অনুগা হইতে হইবে রাগানুগা-ভক্তিপথে কুঞ্জসেবায় সখীর শরণ ভিন্ন ভজনে প্রবেশাধিকার জন্মে না যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখী ভাবে যেই তারে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

সুতরাং সখীর শরণই সাধকের একমাত্র অবলম্বন। এই লীলানিকুঞ্জে প্রকৃতি ভিন্ন পুরুষের প্রবেশের অধিকার নাই। সুতরাং নিজকে সখীদের মধ্যে একজন প্রকল্পনা করিতে হইবে। সনৎকুমার তন্ত্রে লিখিত আছে :—

আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাং।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীং;
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তৎ রূপালঙ্কারভূষিতাম্॥

(৩)

চাতুর্য্যৈকনিদানসীমচপলাপাঙ্গচ্ছটামন্থরং
লাবণ্যামৃতবীচিলোলিতদৃশং লক্ষ্মীকটাক্ষাদৃতম্ ।
কালিন্দীপুলিনাঙ্গনপ্রণয়িনং কামাবতারাঙ্কুরং
বালং নীলমমী বয়ং মধুরিমস্বারাজ্যমারাধ্নুমঃ ॥

বঙ্গানুবাদ।—যিনি চাতুর্য্যের আদি কারণসমূহের শেষসীমা-স্বরূপ চপল অপাঙ্গচ্ছটায় ব্রজবালাদের গতি মন্থর করেন, লাবণ্যামৃত তরঙ্গ দ্বারা যাঁহার দৃষ্টি লোলিত, লক্ষ্মী-কটাক্ষ দ্বারা যিনি নিরন্তর সমাদৃত, যিনি কালিন্দী-পুলিন-প্রাঙ্গণবিলাসী, যিনি কামাবতারের অঙ্কুর, যিনি অনন্ত মাধুর্য্যের নিকেতন, সেই নীলবর্ণ কিশোরদেবকে আমরা আরাধনা করি।

অর্থাৎ শ্রীললিতা বিশাখা ও শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির আজ্ঞানুসারে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণসেবা-পরায়ণা ও শ্রীকৃষ্ণের রুচি অনুসারিণী বেশভূষায় এবং তাঁহাদের নির্ম্মাল্য-ভূষণে ভূষিতা সখীগণের সঙ্গিনী;—নিজকে এতাদৃশী প্রকল্পনা করিয়া রাগানুগ-ভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বলা বাহুল্য এতাদৃশ রাগানুগ-ভজন সাধনের অধিকারী অতি বিরল। রাগানুগ-ভজনাধিকারীর লক্ষণ এই যে,—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্ ।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥

সুতরাং ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইতেছে যে সখীগণসহ ব্রজে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-লীলাবিলাসের অনুক্ষণ অনুধ্যানবান্ ব্যক্তিই রাগানুগ-ভজনের অধিকারী। অনধিকারী এইরূপ ভজনে প্রবৃত্ত হইলেই অহংগ্রহোপাসনাজনিত অনর্থ ও অপরাধই ঘটিয়া থাকে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ব্যাখ্যার মর্ম্ম।

"অমী বয়ং বালং † আরাধ্নুমঃ"—আমরা সেই কিশোরের আরাধনা করিব, চামর আন্দোলনে ও তাম্বুলাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করিব। সখি, ইনি অতি সুন্দর—শ্যামসুন্দর যেন ইন্দ্রনীল-মণি—শৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তি। ইহার রূপ দেখিয়াই আমরা ইহার দাসী হইয়াছি। তাই ইহার সেবা করিব। ইনি যেমন সুন্দর তেমনি সুরসিক। তাই রাসরঙ্গস্থলী কালিন্দীপুলিনে ইহার সতত অবস্থান। ইনি কালিন্দীপুলিনপ্রাঙ্গণপ্রিয়। কেননা, এই স্থলেই তাঁহার রাসস্থলী। এই কিশোরদেব শ্রীরাধার কটাক্ষ দৃষ্টিতে সমাদৃত। শ্রীরাধা পরম অনুরাগবতী, প্রবল লজ্জাশীলা। শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শনের জন্য তাঁহার যথেষ্ট উৎকণ্ঠা, অথচ চক্ষে চক্ষে চাহিতেও তাঁহার অভাব লজ্জা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অধো-মুখী, কিন্তু মনের সাধ একবার শ্রীকৃষ্ণের মুখখানি দেখিয়া লয়েন কিন্তু তাহা পারেন না, লজ্জা ও আত্মসম্ভ্রম-বোধ আসিয়া তাহার সাধে বাধা দেয়—এ অবস্থায় তিনি কি করেন—অধোমুখী হইয়া কটাক্ষ ভঙ্গিতে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। এইরূপ কটাক্ষদৃষ্টি বড় আদরের। নবকিশোর শ্যামসুন্দর এই কটাক্ষে সমাদৃত। এই সময়ে অন্যান্য ব্রজবালারাও শ্রীকৃষ্ণের নিকট ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি অন্য কোথাও নিপতিত হইল না।

---

† বাল শব্দ এখানে কিশোর অর্থবাচক। অন্যথা "কামাবতারাঙ্কুর" শব্দের সার্থকতা নষ্ট হয়।

শ্রীরাধার লাবণ্যসুধাসাগরের তরল তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত হইলেন। শত শত গোপী তাঁহার দৃষ্টির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি আর কোনও দিকে তাকাইতে পারিলেন না। সতৃষ্ণ-ভাবে তৃষিত ভ্রমরের ন্যায় শ্রীরাধার মুখ-কমলের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—রসরাজের মনের সাধ—তিনি শ্রীমতীকে লইয়া নির্জ্জন নিকুঞ্জে নিভৃতে রাসবিলাসে নিরত হইবেন। কিন্তু সম্মুখে শত কোটি গোপবালা,—প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারেন না—আর এরূপ স্থলে প্রকাশ্যে কোন কথা বলাও রসিকের কাজ নহে। তাই চতুরচূড়ামণি চপল লোচনের কুটিল কটাক্ষে শ্রীমতীকে ইঙ্গিতে মনের ভাব জানাইলেন। তাঁহার চটুল, চপল ও চাতুর্য্যপূর্ণ কটাক্ষে তাঁহার মনের ভাব কেবল শ্রীমতী বুঝিতে পারিলেন, অপরা ব্রজবালাগণ তাহা জানিতে পারিলেন না।

শ্রীমতী সে অপাঙ্গ-চ্ছটায় মুগ্ধ হইলেন।* এখন অন্য পদের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে "লক্ষীকটাক্ষাদৃতম্"—শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ

---

* ইহাই শ্রীরাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠতা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু যখন শ্রীরায়রামানন্দ মহাশয়ের নিকট সাধ্যতত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি শ্রীরাধা-প্রেমের কথায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া মহাপ্রভুর হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল। তিনি শ্রীল রায় মহাশয়কে আরও বলিতে অনুরোধ করিলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতেঃ—

প্রভু কহ আগে কহ শুনিতে পাই সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃত নদী বহে তোমার মুখে।

যে কটাক্ষ দ্বারা জ্ঞাপিত হইতেছে তাহা "লজ্জা-কটাক্ষ" বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। এতদ্দ্বারা সাদর সঙ্কেত জ্ঞাপন সূচিত হইতেছে। ইহার আরও একরূপ অর্থ হইতে পারে, "প্রিয়ঃ

চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥
রায় কহে তবে শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা॥
গোপীগণের রাস নৃত্যমণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা ছাড়ি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥
"কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥"

ইতস্তত স্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি॥
শত কোটী গোপী সঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধাপাশ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥

কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষ" ইত্যাদি প্রমাণে জানা যায় লক্ষ্মীগণ শ্রীকৃষ্ণের কান্তা। অপিচ "লক্ষ্মীসহস্রশত সংভ্রমসেব্যমানম্" ইত্যাদি অনুসারে লক্ষ্মী সমূহের অর্থাৎ ব্রজদেবীসমূহের কটাক্ষ দ্বারা আদৃত। ফলতঃ শ্রীরাধার চিত্ত চঞ্চল হইল। তাঁহার চতুর চারু চঞ্চল লোচনের কুটীল কটাক্ষে শ্রীকৃষ্ণ একবারেই স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

"কামাবতারাঙ্কুরম্"—এস্থলে কাম শব্দের অর্থ প্রেম। কেননা, শাস্ত্র বলেন "প্রেমৈব গোপরামাণাং কামইত্যাগমৎ-প্রথাম্।" গোপরামাদের প্রেমই কাম নামে অভিহিত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের নামই কাম। অবতার শব্দের অর্থ প্রাকট্য। তাহা হইলে কামাবতারাঙ্কুর অর্থাৎ প্রেমপ্রাকাশাঙ্কুর। কামাবতার অর্থ প্রেম-প্রকাশ। এই প্রেম-প্রকাশের র উদ্‌গম হয় যাঁহা হইতে তিনিই কামাবতারাঙ্কুর। সুতরাং সেই নবকিশোর দেবই কামাবতারাঙ্কুর।

"মধুরিম-স্বারাজ্যম্"। লীলাশুক শ্রীমনীর সখীভাবে

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ইহ ব্যাকুল হৈলা হরি।

* * *

শত কোটী গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধার গুণ।
প্রভু কহে যাহা লাগি আইলাম তোমার স্থানে।
সেই সব রসবস্তু তত্ত্ব হইল জ্ঞানে।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ মাধুর্য্য অনুভব করিয়াই লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ মধুরিমার স্বারাজ্য। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বত্রই মাধুর্য্যময়। যে ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার যে দিক অনুভব কর, তাহার সকল দিকই মধুময়।* শ্রীল লীলাশুক বলিতেছেন এমন মধুময় কিশোর দেবের সেবা করি।

এখন নাহ্য দশার অর্থ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। লীলাশুক তাঁহার সঙ্গীদিগের প্রতি বলিতেছেন "শ্রীবৃন্দাবনের যে বস্তুর কথা বলা হইল, সেই বস্তুটী যে কেবল সেখানে বিরাজ করিতেছেন তাহা নহে, এই আমরা এখানে থাকিয়াও তাঁহার আরাধনা করি।

---

* শ্রীল লীলাশুক তদীয় শ্রীকর্ণামৃতগ্রন্থে বিনবতিতম শ্লোকে এই মাধুর্য্যানুভবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। সে শ্লোকটী এই :—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো

মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।

মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ার এই :—

সনাতন, কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।

মোর মন সন্নিপাতি সব পিতে করে মতি

দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু॥

কৃষ্ণাঙ্গ-লাবণ্যপুর, মধুর হৈতে সুমধুর

তাতে যেই মুখ সুধাকর।

মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর

তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর।

বিধি শুক আদি যে বালককে "জানন্ত এব জানন্তু" প্রভৃতি বাক্যে স্তব করিয়াছেন সেই বালক আমাদেরও আরাধ্য।" লীলাশুক স্বরবিকৃতি দ্বারা এমন ভাবে এই কথা বলিলেন, যাহাতে বোধ হইল যেন তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াই এই কথা বলিতেছেন।

"অমী বয়ং"—"অমী" এই অদস্ পদের প্রয়োগের কারণ কি? টীকাকার বলিতেছেন। "লীলাশুক তাঁহার বহির্মুখ পূর্ব্বদশা স্মরণ করিয়াই বলিতেছেন, "এই যে আমরা, এই আমরাও বিধিশুক-আরাধ্য সেই বস্তুর আরাধনা করি, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নয় কি?" "বয়ম্" এই বহু বচনের উদ্দেশ্য এই যে তিনি সঙ্গীদিগকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াই এই কথা বলিয়াছেন।

লীলাশুক বলিতেছেন "শ্রীবৃন্দাবনের সেই শ্যামসুন্দর নব-কিশোর দেবের ন্যায় আশ্রয়ণীয় বস্তু জগতে আর কি আছে? তিনি কালিন্দী-পুলিন প্রাঙ্গণ-প্রণয়ী। দেখ দেখি, তাঁহার রঙ্গস্থলী কত মনোরম, কত সুন্দর। যমুনার জলের কথা মনে

মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে
দশ দিকে ব্যাপে যার পুর॥

লীলাশুকের স্ফূর্ত্তি হইলে তিনি শ্রীমতীর সখী। তাহা না হইলে শ্রীলীলা-শুকের হৃদয়ে এতাদৃশী মাধুর্য্যানুভূতির সঞ্চার হইত না। গ্রন্থোক্ত অপরাপর শ্লোক দ্বারাও শ্রীল লীলাশুকের সখীভাব স্ফূর্ত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

কর, উহার মৃদুল তরঙ্গের কথা মনে কর, নবতৃণদলপূর্ণ সেই নয়নরঞ্জন শ্যামল যমুনা-পুলিনের কথা মনে কর, সেই কালিন্দী-তটবর্ত্তী সুস্নিগ্ধ কদম্ব কাননের কথা মনে কর,—এমন যে সুমধুর কাব্যের রাজ্য, তাহাই শ্যামসুন্দরের প্রিয়তম বিলাস স্থল। এ স্থানে যাইতে কাহার লোভ না হয় বল দেখি? তারপরে তাঁর নিজের কথা মনে করিয়া দেখ, তিনি ত মধুরিমার রাজ্য। তাঁর বদন মধুর, বচন মধুর, চরণ মধুর, চলন মধুর—সুধু মধুর কেন, মধুর হইতেও সুমধুর। তাঁহার মধুবর্ষী বংশীর কথা বলিতে হইবে কি? যে বংশীর মধুর রবে গোপীকুল কুল হারাইয়া অকূলে ভাসিলেন, সে বাঁশীর মধুরতার কথাও বলিতে হইবে কি? তিনি বিদগ্ধেরও শিরোমণি। রাসে ব্রজবালাগণকে আকর্ষণ করিয়া অবশেষে কিরূপে উপেক্ষা করিলেন; কিরূপ বচন-ভঙ্গি দ্বারা নিজের পাণ্ডিত্য জানাইলেন! এমন চতুর-চূড়ামণি জগতে আর দ্বিতীয় কেহ আছে কি? এমন মন-মজান চক্ষের চাহনি আর কাহারও দেখিয়াছ কি? আর প্রেমিকাদের কুটীল কটাক্ষে এমন প্রেমবিবশই বা আর কে হয়? তাঁহার আরও একটী সৌন্দর্য্যের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি। সে সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার। শ্রীমতীর বদনচন্দ্রমা দেখিয়া শ্যামসুন্দরের লাবণ্যের সুধাসাগর উছলিয়া উঠিল। সেই লাবণ্য-সুধা-সাগরের তরঙ্গ দ্বারা তিনি ব্রজ সুন্দরীগণের নয়ন সচঞ্চল ও অধিকতর সতৃষ্ণ করিয়া তুলিলেন! এ চিত্র কি সুন্দর, কেমন প্রেমপূর্ণ, কেমন প্রাণারাম! এমন নবকিশোর

শ্যামসুন্দরের সেবা না করিলে আর আমরা কাহার সেবা করিব ?

শ্যামসুন্দরের আরও গুণের কথা শুন ! তাঁহার বাঁশীর রবে স্বর্গ-লক্ষ্মীরাও আকৃষ্ট হইয়া উৎফুল্ল নয়ন-কমলে তাঁহার অর্চ্চনা করেন। ইনি অখিল লক্ষ্মীগণের চিত্তহারী। শ্রীরাধার মদন-মোহন, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কামের অঙ্কুর-স্বরূপ। ইহা হইতেই সমস্ত কামের উদ্ভব। চতুর্ব্যূহান্তর্গত প্রদ্যুম্নাখ্য ও তদীয়-স্বীয় স্বরূপ কামগণ ইহার শাখা। আবার তাঁহাদের অংশলেশা-ভাস স্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত যত প্রাকৃত কাম আছেন, তাঁহারা ইহাঁর পত্রস্থানীয়। ইনিই সকলের বীজ। শ্রীবৃন্দাবনের এই অভিনব কন্দর্প প্রাকৃতাপ্রাকৃত সকলকন্দর্পের নিদান-স্বরূপ। আগমে কাম-গায়ত্রী কাম বীজ* দ্বারা এতাদৃশ মদনমোহন-রূপের ধ্যানেই তদীয় উপাসনার বিধি আছে। ইনি কোটিমদন-

---

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

কাম গায়ত্রী মন্ত্ররূপ হয় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তায় হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয় কৃষ্ণে করি উদয়
ত্রিজগৎ করিল কামময় ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃতাপ্রকৃত সমস্ত কামাবতারের বীজ-স্বরূপ। তিনি কোটী কন্দর্প-বিমোহন। প্রাকৃত কামবিজয় ও অপ্রাকৃত কামবিজয়ের পরে রাস-লীলার অনুধ্যান করিতে করিতে এই মহামাদন-ভাবময় রাসেশ্বর রসরাজের মাধুর্য্যের লেসাভাস যৎকিঞ্চিৎ অনুভবনীয়।

বিমোহন, অশেষ চিত্তাকর্ষক, এবং সহজ মধুর তরল লাবণ্য সুধাসাগর-স্বরূপ। মহানুভবগণ এই প্রকার মহাভাবনিবহেই তাঁহার অনুভব করিয়া থাকেন। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমদন গোপালরূপে বিরাজমান। ইনি সর্ব্বাবতারের বীজ, সর্ব্ব মাধুর্য্যের নিদান। এইজন্যই তো শাস্ত্রকারগণ এই মদনমোহন শ্যামসুন্দরের রাসলীলার জয় জয়কার করিয়া বলিয়াছেন :—

রাসলীলা জয়ত্যেষা যয়া সংযুজ্যতেঽনিশম্।
হরের্বিদগ্ধতা ভের্য্যা রাধাসৌভাগ্য-দুন্দুভিঃ ॥

অর্থাৎ রাসলীলার জয় হউক। এই রাসলীলা দ্বারাই শ্যাম-সুন্দরের বিদগ্ধতারূপ ভেরীর সহিত শ্রীরাধার সৌভাগ্য-দুন্দুভি, কর্ণানন্দি তুমুল ধ্বনিতে বাদিত হয়। এমন রসময়, এমন আনন্দ-ময় এমন বিদগ্ধ, ও এমন সুন্দর নবকিশোর শ্যামসুন্দরের সেবা করিতে সাধক ভক্তের সাধ ও সৌভাগ্য হইবে না কি?

(৪)

বর্হোত্তংসবিলাসকুন্তলভরং মাধুর্য্যমগ্নাননং
প্রোন্মীলন্নবযৌবনং প্রবিলসদ্বেণুপ্রণাদামৃতম্।
আপীনস্তনকুট্মলাভিরভিতো গোপীভিরারাধিতং
জ্যোতিশ্চেতসি চকাস্তু জগতামেকাভিরামাদ্ভুতম্ ॥

বঙ্গানুবাদ।—অনন্ত জগতের এক অভিরাম অদ্ভুত জ্যোতিঃ আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হউন। ইহার মস্তকে চাঁচর চিকণ

কুন্তলভার ; সেই কেশদাম মোহন চূড়ায় শোভিত, চূড়ায় ভুবন-মোহন শিখিপুচ্ছ। মুখখানি অনন্ত মাধুর্য্যের নিলয়,--যেন জগতের সমস্ত মাধুর্য্য ঐ শ্রীমুখে ডুবিয়া রহিয়াছে। অথচ কুণ্ডল-মণ্ডিত গণ্ডমাধুর্য্যে ও ঈষৎ হাস্যমাখা অধরের মাধুর্য্য-প্রবাহে ইঁহার মুখখানি যেন নিরন্তর নিমগ্ন। ইনি সমুদিত নবযৌবন-শ্রীতে সমুজ্জ্বল। হাতে মোহনবাঁশী, সে বাঁশরীর স্বরালাপ প্রকৃতই অমৃত-মধুর। গোপীগণ পীন স্তনকুট্মলে ইহাঁর পূজা করেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিকৃত ব্যাখ্যার মর্ম্ম :

শ্রীল লীলাশুকের বাহ্যদশা তিন প্রকার। ১ম—শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিতে স্ফূর্ত্তিজ্ঞান। ২য়—স্ফূর্ত্তি ও সাক্ষাৎকারের মধ্যবর্ত্তিনী ভ্রমদশা। ৩য়—সাক্ষাৎকার। লীলাশুক মধুরজাতীয় ভাবাশ্রয়ী। সুতরাং মধুরজাতীয় ভাব হইতেই তাঁহার পূর্ব্বরাগ ও বিপ্রলম্ভের উদয় হয়। আবার পূর্ব্বরাগ ও বিপ্রলম্ভ হইতে লালসা-দশার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অন্তরে লালসা-দশার স্ফূর্ত্তি হইলেও বাহে রাস-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তির জন্য তাঁহার দৈন্য ও বিকলতা-ভাব উদিত হইল। পর পর ১৮টী পদ্যে তাঁহার দৈন্য ও বিকলতাময় প্রার্থনা প্রকটিত হইয়াছে। অতঃপর একপদ্যে আত্মনিশ্চয় এবং তৎপরের রাসান্তর্হিত কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠায় গোপী-গণের প্রলাপ স্ফূর্ত্তি হওয়ায় তদ্দর্শনপ্রার্থনায় ৩৩ শ্লোক, স্ফূর্ত্তি-সাক্ষাৎকার ভ্রমসম্বন্ধে ৫ শ্লোক, পুনর্দর্শন উৎকণ্ঠাসম্বন্ধে ৭ শ্লোক, সাক্ষাৎদর্শনের পরে শ্রীকৃষ্ণরূপমাধুর্য্য যে বাক্য-মনের অগোচর,

তাহা বর্ণনায় ২৮ শ্লোক এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত উক্তি-প্রত্যুক্তি সপ্তদশ শ্লোক—সমস্ত যোগে ১০৯ শ্লোক, এবং পূর্ব্ববর্ণিত মঙ্গলাচরণ, বস্তুনির্দ্দেশ প্রভৃতিতে ৩ শ্লোক, একত্র যোগে ১১২ শ্লোকে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

প্রথমতঃ শ্রীমতীর ও গোপীদের নিভৃত লীলোৎকণ্ঠা বর্ণনার জন্য লীলাশুকের স্ফূর্ত্তি হইল। লীলাশুকের মনে হইল তিনি যেন তাঁহার সমান সখীদের দলে উপস্থিত আছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপলাবণ্য ও তাঁহার ভূষণাদিসম্বন্ধে তাঁহার স্ফূর্ত্তি হইল, গোপী-লাবণ্যভূষাদিতে ভূষিত সেই নির্ব্বিশেষ জ্যোতির স্ফূর্ত্তিতে তাঁহার হৃদয়ে অসীম আনন্দের উদয় হইল। তাই তিনি স্বীয় সমসখী-দিগকে লালসা সহকারে বলিলেন :—

"জ্যোতিশ্চেতসি নশ্চকাস্তু"—সখীগণ, এই জ্যোতি আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হউন। এই জ্যোতিতে আত্ম-অনাত্ম স্ব-পর সকলই প্রকাশ পায়, ইহা মনোনেত্রের রসায়ন, অতি অদ্ভুত বস্তু।" এই কথা ভাবিতে ভাবিতেই আরও একটু বিশেষ স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। তখন তাঁহার স্ফূর্ত্তি হইল—

"মাধুর্য্যমগ্নাননম্"—তিনি দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখমণ্ডল মাধুর্য্যে মগ্ন। কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডে এবং স্মিতসুধা-বিরাজিত অধরে যেন মাধুর্য্যের প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। ভাবিতে ভাবিতেই পূর্ণস্ফূর্ত্তি উদিত হইল। তিনি তখন দেখিলেন :—

"প্রোন্মীলন্নবযৌবনং"—এই জ্যোতিঃপুঞ্জ যেন নবযৌবনের

লাবণ্যরাশিতে পরিপূর্ণ। এই অবস্থায় তিনি আরও দেখিতে পাইলেন—

বর্হোত্তংসবিলাসকুন্তলভরম্"—ময়ূরের পুচ্ছশোভিত মোহন-চূড়া। সেই চূড়া চাঁচর-চিকণ-কুন্তলরাশিতে আবদ্ধ। মনোহর নৃত্য-বিনিন্দ শ্রীকৃষ্ণের গমনভঙ্গীতে সেই কুন্তলদাম যেন মাধুর্য্য বিস্তার করিয়া আন্দোলিত হইতেছে। তখন তিনি আরও দেখিলেন :—

"প্রবিলসদ্বেণুপ্রণাদামৃতম্"—শ্রীকৃষ্ণ বাঁশরী বাজাইতেছেন। বাঁশরীর স্বরালাপ-বিলাস এক মহাবৈভব। বংশীনাদের আর এক বৈভব,—মহামাধুর্য্য। এই মাধুর্য্য প্রকৃতই অমৃত,—মৃত-সঞ্জীবনী সুধা। বাঁশীর রবে শুষ্ক স্থাবরাদি সজীব হইয়া উঠে। এইজন্য বংশীনিনাদ প্রকৃতই অমৃত—অথবা সঞ্জীবনী সুধা। মাধুর্য্যময়ানন, সমুদিত যৌবন- লাবণ্য-ভূষিত নব কিশোর জ্যোতি-র্ময় সুধামধুর বংশীবদন শ্যামসুন্দরের লাবণ্যচ্ছটা-উচ্ছলিত রূপমাধুর্য্য দেখিতে দেখিতে লীলাশুক দেখিতে পাইলেন :—

"আপীনস্তনকুটলাভিরভিতো গোপীভিরারাধিতম্"—চারিদিক হইতে ব্রজবধূগণ তাঁহাকে পীনোন্নত পয়োধর-কুট্মলে দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া আলিঙ্গনদানে তাঁহার মধুর সেবা করিতেছেন। তিনি আরও দেখিলেন :—

"জগতামেকাভিরামাদ্ভুতম্"—শতকোটী রমণীর মধ্যে কেবল এক শ্রীমতী রাধিকাতেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা আসক্ত। তিনি তাঁহার সহিত নৃত্য করিতেছেন, সকলেই সতৃষ্ণভাবে বিস্মিত

নেত্রে এই যুগলরূপের নৃত্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই রহঃকেলী প্রকৃতই অদ্ভুত। বাহ্য অর্থে এই পদের অর্থ,—এই জ্যোতি জগতের এক অভিরাম অদ্ভুত বস্তু।

(৫)

মধুরতরস্মিতামৃতবিমুগ্ধমুখাম্বুরুহং,
মদশিখিপিঞ্ছলাঞ্ছিতমনোজ্ঞ-কচ-প্রচয়ম্।
বিষয়বিষামিষগ্রসনগৃধ্নুনি চেতসি মে,
বিপুলবিলোচনং কিমপি ধাম চকাস্তু চিরম্॥

বঙ্গানুবাদ। মধুরতর হাস্যসুধায় যাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল জগতের চিত্তবিমোহক, মদমত্ত শিখিপুচ্ছে যাঁহার মনোহর কেশকলাপ অতিশয় শোভান্বিত, যাঁহার নয়নযুগল বিপুল,—এতাদৃশ এক অনির্ব্বচনীয় মনোজ্ঞ জ্যোতি আমার এই বিষয়বিষামিষগ্রাসলোলুপ চিত্তে চিরকাল প্রকাশপ্রাপ্ত হউন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিকৃত ব্যাখ্যার মর্ম্ম।

প্রথমতঃ অন্তর্দ্দশা-উত্থিত ভাবার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে। শ্রীল লীলাশুকের মাধুর্য্যভাব অধিকতররূপে স্ফূর্ত্তি পাইল। তখন তিনি সখীদের প্রতি বলিতে লাগিলেন, এই অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ যেন চিরকাল আমার হৃদয়ে বিরাজমান রহেন। সখী-গণ, তোমরা হয় ত বলিতে পার, সন্তাপ দেওয়াই যে শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র কার্য্য, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া লাভ কি? এ কথা

ঠিক, কিন্তু আমি কি করিব? আমার চিত্ত তো আমার বশীভূত নয়। আমার চিত্ত বিষয়বিষামিষগ্রসনগৃধ্নু।* আমার চিত্তের কথা তোমাদিগকে খুলিয়া বলিতেছি। প্রথমতঃ বিষয়ের কথা বলি,—বিশেষরূপে স্বমাধুর্য্যে যিনি মনোভৃঙ্গকে বন্ধন করেন, তিনিই বিষয়। জগতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভিন্ন অপর বিষয় আর কি আছে? কিন্তু এই বিষয়ে বিষামৃত একত্র মিলিত। কেন না ইনি যেমন একদিকে বিষবদ্দাহক, তেমনি অপর দিকে অমৃতবৎ লোভনীয়। এই বিষয়বিষধামের এমনই আকর্ষণ যে ইঁহার দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হইলে ইনি অচিরে সেই চিত্তকে আত্মসাৎ করেন। কিন্তু হায়, আমার চিত্ত এতই অবশ যে, উহা এই শ্রীকৃষ্ণরূপবিষয়বিষামৃতে সততই আকৃষ্ট। পতঙ্গ অনলশিখায়

---

* শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী "বিষয়বিষামিষগ্রসনগৃধ্নু" পদের যে অতি সুন্দর ভাবপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উপরে তাহার মর্ম্ম লিখিত হইল। এ স্থলে উহার মূল উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—"বিশেষেণ সিনোতি স্বমাধুর্য্যমধুনি মনোভৃঙ্গং বধ্নাতীতি "বিষয়:"। তচ্চ বিষবদ্দাহকত্বাদ্বিষঞ্চ তথাপ্যমৃতবৎ আমিষং লোভ্যং যদেতৎ ধাম তস্য যৎ গ্রসনং ঝটিত্যাত্মসাৎকরণং তত্র গৃধ্নু লম্পটং যৎ তৎ।"

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য যে বিষামৃতময়, পূজ্যপাদ টীকাকার বিদগ্ধমাধব নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের ১৮ শ্লোকটিতে উহার প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্‌যথা :—

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ।

রে, কিন্তু তথাপি অনল শিখার সৌন্দর্য্য-লোভ
না ;

ই জ্যোতির্ম্ময় দেবতার মুখখানি অতি সুন্দর ;
পুল। অপিচ মদমত্ত শিখিপুচ্ছনিবদ্ধ চূড়ার
াত্তি মনোহর। সখীগণ আমি শ্রীকৃষ্ণরূপ-
য়া পুড়িয়া মরিব, তাহাতে আমার দুঃখ নাই,
আমার এই চিত্তে যেন সর্ব্বদাই সেই অনির্ব্বচ-
বিরাজমান রহেন।"

"বিষয়বিষামিষগ্রসনগৃধ্নু" পদ বিভিন্ন ভাবে
। বিভব-বনিতাদিই এই "বিষয়" বলিয়া
এই বিষয় প্রকৃতই বিষস্বরূপ ও দাহক।

চরিতামৃতের মধ্যলীলায় ২য় পরিচ্ছেদেও উদ্ধৃত
পদ্যে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে ইহার ভাব
ন :—

নে দিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে
নিজ ভাব করেন বিদিত।
জ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভূত চরিত।
আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন।

ইহাতে অশান্তি ব্যতীত শান্তিলাভ ঘটে না। এই বিষয়বিষ সন্তাপকারক হইলেও ইহা অমিষস্বরূপ। আমিষ শব্দের অর্থ "লোভনীয়"; যথা মেদিনী :—"আমিষং পললং লোভ্যে।" বাহ্য অর্থে এই বুঝিতে হইবে যে আমার এই বিষয়াসক্ত চিত্তে পূর্ব্ববর্ণিত সেই অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ যেন চিরদিন বিরাজিত হয়েন। ইহা দৈন্য প্রার্থনা।

(৬)

মুকুলায়মান-নয়নাম্বুজং বিভো-
মু্রলী-নিনাদ-মকরন্দনির্ভরম্।
মুকুরায়মান মৃদুগণ্ডমণ্ডলং
মুখপঙ্কজং মনসি মে বিজৃম্ভতাম্॥

বঙ্গানুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম সততই যেন আমার মানস-সরসীতে বিরাজিত হয়েন। মুরলীর নিনাদমাধুরীই এই পদ্মের মকরন্দ। ঝলমল গণ্ডস্থল যেন ইন্দ্র নীলমণি,—যেন মুকুর-সদৃশ। তাঁহার নয়নকমল দুটী যেন মুকুলতুল্য। বিভুর এই মুখপদ্ম সততই আমার চিত্তসরোবরে শোভা প্রাপ্ত হউন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিকৃত ব্যাখ্যার ভাবার্থ।

শ্রীল লীলাশুকের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মপানে অধিকতর আকৃষ্ট হইল। লালসা অতীব বৃদ্ধি পাইল। তাই তিনি

বলিতেছেন, বিভুর মুখপদ্মখানি সততই যেন আমার হৃদয়-সরসীতে শোভা পায়। "বিভু" বলিতেছি কেন? তিনি যে মাধুর্য্যচাতুর্য্যাদি সম্পৎপূর্ণ। তাঁহার শ্রীমুখখানিকে পদ্মের সহিত তুলনা করিতেছি। তুমি বলিবে ভাল, এ পদ্মের মকরন্দ কোথায়? ইহাতে মকরন্দ নাই কি? সুমধুর বংশী-নিনাদই এই পদ্মের মকরন্দ। প্রাণবল্লভের গণ্ড দুইখানি যেন দর্পণস্বরূপ ঝলমল করিতেছে—যেন ইন্দ্র নীলমণি। নয়নকমল ভাবোদ্গারে ও স্মরমদে ঈষৎ বিকশিত—যেন মুকুলিত। সখি এই শ্যামচাঁদের মুখকমল সততই যেন আমার হৃৎসরোবরে বিরাজ করে।

মনোমোহনের শ্রীমুখকমল দেখিয়া আমার একবার মনে হয়, তাঁহার প্রফুল্ল মুখকমলের উপর যেন দরবিকশিত—মুকলিত নয়নকমল প্রকাশ পাইতেছে। একটী ফুল্ল কমলের উপর যেন ঈষৎ বিকশিত দুইটী কমলকলি। অহো কি অদ্ভুত দৃশ্য! আমার আবার মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মে বুঝি বহু বহু মুকুলিত নয়নপদ্ম বিরাজিত। তাঁহার শ্রীগণ্ড-দর্পণে ব্রজবধূদিগের ভাবোদ্গারপূর্ণ মুকুলায়মান নয়নপদ্মসমূহের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে—বোধ হইতেছে ইহারা যেন সখ্য করার জন্যই মুখকমলের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। আবার আরও মনে হয়, শ্রীমতীর নয়নদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডমুকুরে প্রতিফলিত হইয়া শ্রীমুখপদ্মে যেন খঞ্জনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বাহ্যার্থ স্পষ্ট।

(৭)

কমনীয়কিশোর-মুগ্ধমূর্ত্তেঃ
কলবেণুক্বণিতাদৃতাননেন্দোঃ ।
মম বাচি বিজৃম্ভতাং মুরারে-
র্মধুরিম্নঃ কণিকাপি কাপি কাপি ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি কমনীয়, যিনি নবকিশোর, যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দেখিলে ত্রিভুবন মুগ্ধ হয়, যাঁহার মুখশশী মধুরাস্ফুট বেণুর সুধাধারায় পরিপ্লুত, সেই মুরারি মদনমোহনের মাধুর্য্যের কিঞ্চিৎ কণামাত্রও আমার বাক্যে বিরাজিত হউন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিকৃত ব্যাখ্যার ভাবার্থ।

শ্রীল লীলাশুকের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী সমুদ্রের ন্যায় অসীম ও অনন্তভাবে প্রতিভাত হইল। তাঁহার চিত্ত সেই অনন্ত মাধুরীতে ডুবিয়া পড়িল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভাষা একেবারেই বিহ্বল হইল। অথচ সেই অনন্তমাধুর্য্যময় ভুবন-মোহন শ্যাম সুন্দরের রূপের কথা সখীকে না বলিলেই নয়। তাই ব্যাকুলভাবে বলিলেন, সখি, কমনীয় কিশোরমূর্ত্তি কলবেণু-ক্বণিতপূর্ণ শ্রীমুখচন্দ্রশীল, মাধুর্য্য-সাগর মুরারির অনন্তমাধুর্য্যের কণিকামাত্রও যেন আমার বাক্যে প্রকাশ পায়। সেই মাধুর্য্য আমি বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে পারিব না। কণামাত্রও যদি

আমার বাক্যে প্রকাশ পায় তাহা হইলেও আমি আমাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিব।

মুরারি—মুরা অর্থ কুৎসা। যিনি কুৎসার অরি। অর্থাৎ যিনি কুৎসারহিত তিনিই মুরারি সুতরাং পরম সুন্দর।

কণিকা— অল্প কণার নাম কণি। আবার তাহা অপেক্ষাও অল্প এই অর্থে কণিকা। অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম।

কাপি কাপি—কৈশোর-সৌষ্ঠব ও বেণুসংলগ্ন শ্রীমুখসম্বন্ধীয় মধুরিমকণিকার সম্বন্ধে কোন কোন লীলাকথার ধ্বনি করিয়া "কাপি" "কাপি" শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

বাহ্য অর্থে কেবল তাঁহার মধুরিমার কথাই বুঝিতে হইবে। লীলাশুক বলিলেন সেই মধুরিম-মহাসিন্ধুর কথা দূরে থাক্, তাঁহার মাধুর্য্যের কোন এক -কণিকামাত্রও যদি আমার বাক্যে বিরাজিত হয়, তবেই যথেষ্ট। কেননা তাঁহার এক কণিকামাত্রই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে মাধুর্য্যামৃতে প্লাবিত করিতে সমর্থ। অতি দৈন্যোদয়েই "কাপি কাপি" অর্থাৎ "কোনও একটু" "কোনও একটু" শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

(৮)

মদশিখণ্ডিশিখণ্ডবিভূষণং
মদনমন্থরমুগ্ধমুখাম্বুজম্।
ব্রজবধূনয়নাঞ্জনরঞ্জিতং
বিজয়তাং মম বাঙ্‌ময়জীবিতম্॥

বঙ্গানুবাদ।—মদমত্ত ময়ূরপুচ্ছভূষণশীল, স্বয়ং মদনবিস্ময়কর মনোহর মুখপদ্মশীল ব্রজবধূগণের নয়নাঞ্জনে রঞ্জিত আমার বাক্যের জীবনস্বরূপ শ্রীশ্রীমদনমোহন শ্যামসুন্দরের জয় হউক।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ব্যাখ্যার মর্ম্ম।

শ্রীল লীলাশুক মনে মনে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য বর্ণনা করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয়ে সহসা শ্রীরাধা-সহ শ্রীকৃষ্ণের রহঃকেলীর স্ফূর্ত্তি হইল। শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যবর্ণনে তখন তাঁহার মন একেবারেই বিভোর; এই অবস্থায় বাক্য ও বাচ্যের পার্থক্য জ্ঞান আর তাঁহার রহিল না। মদনমোহন শ্যামসুন্দর ও তাঁহার বাক্য একই পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন। তাই তিনি বলিলেন আমার বাঙ্ময়জীবিতের জয় হউক। এখন আমার আর চিন্তা কি? কেন না, প্রাণবল্লভ যে আমার বাক্যময়। ইহার রূপ অতি মধুর। মাথায় শিখিপুচ্ছ,—মুখখানি দেখিলে মদনও মূর্চ্ছিত হয়,—শ্যামসুন্দরের শ্রীমুখপদ্ম এতই মনোহর। হৃদয়ে উচ্ছলিত মদনরসে উহার মনটী স্তম্ভিত হইয়াছে। বন্ধু যেন প্রেম-রসে বিবশ হইয়া পরিয়াছেন। বন্ধু একেই তো শ্যামসুন্দর, তাহার উপরে চুম্বনকালে ব্রজবধূগণের নয়নাঞ্জনে উহার দেহখানি কেমন রঞ্জিত হইয়াছে! অহো কি সুন্দর, কি মধুর!

(৯)

পল্লবারুণপাণিপঙ্কজ-সঙ্গি-বেণু-রবাকুলং
ফুল্লপাটলপাটলী-পরিবাদিপাদসরোরুহম্ ।
উল্লসন্মধুরাধরদ্যুতি-মঞ্জরী-সরসাননং
বল্লবীকুচকুম্ভকুঙ্কুমপঙ্কিলং প্রভুমাশ্রয়ে ॥

বঙ্গানুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের নবপত্রের ন্যায় অরুণ হস্ত-কমলে বেণু, সেই বেণুর রবে তিনি আপনি আকুল। তাঁহার পাদপদ্মের শোভায় পাটল পুষ্প কোথায় লাগে? তাঁহার উল্লসিত মধুর অধরকান্তিতে শ্রীমুখমণ্ডল সততই সরস। বল্লবীগণের কুচকুম্ভের কুঙ্কুমপঙ্কে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ প্রতিনিয়ত বিচর্চ্চিত। আমি এই প্রভুকে আশ্রয় করি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ব্যাখ্যার মর্ম্ম।

শ্রীল লীলাশুকের হৃদয়ে রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য স্ফূর্ত্তি হইল। তিনি দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমে বিবশ হইয়া পড়িয়াছেন। এই প্রেম-বিবশতা হইতে শ্রীকৃষ্ণের এক অপূর্ব্ব মাধুরী ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তখন লীলাশুকের মন বাহ্যদশায় আসক্ত। তাই তিনি প্রার্থনার ন্যায় এই পদ্যে নিজের মনের সলালস ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "আমি এই প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।" জিজ্ঞাস্য হইতে পারে লীলাশুক এখানে "প্রভু" শব্দের প্রয়োগ করিলেন কেন? প্রভু কাহাকে বলে? যিনি

নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, তিনিই প্রভু। যাঁহার অসাধারণ শক্তি আছে, তিনিই প্রভু। শ্রীকৃষ্ণ একদেহ দ্বারা অনন্ত কোটী গোপীর মনোবাঞ্ছাপূর্ণ করেন, লীলাশুকের হৃদয়ে এই ভাবের উদয় হওয়াতেই তিনি এখানে শ্রীশ্রীরসিকশেখরকে "প্রভু" বলিয়াছেন।

প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি কেমন মধুর তাহাও শুনুন। ইহার করপল্লব তরুণ পল্লব হইতেও অরুণ বর্ণ। উহা কমল হইতেও সুকোমল ও কমনীয়। তাহাতে আবার মোহন বেণু,—সেই বেণুর মধুর রবে তিনি অনন্ত কোটী গোপীর হৃদয় ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছেন,—গোপীরা গৃহ সংসার ও ইতর বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ইহার চরণোপান্তে উপস্থিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন।

রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবে মোহিত গোপীদিগের কথা স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্তিমাত্রেই শ্রীল লীলাশুকের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের স্ফূর্ত্তি হইল। কেননা গোপীদের বিরহপ্রাপ্ত বক্ষে তিনি এই পাদপদ্ম অর্পণ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়-জ্বালার শান্তি করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই অপূর্ব্বকান্তিময় শ্রীচরণের স্ফূর্ত্তি হওয়ায় তিনি শ্রীচরণের বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—ফুল্ল পাটলের পাটলী ("দুধে আলতা" রং,—শ্বেতরক্তস্তু পাটলঃ) অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ অধিক সমুজ্জল ও মনোহর। রসিকশেখরের অধরের দ্যুতি দ্বারাই বা মুখখান কেমন সরস! গোপীগণের নেত্রচুম্বনে* অরুণ অধর অঞ্চলের শিত শ্যামবর্ণে রঞ্জিত হওয়ায়

* নয়নযুগল, কপোল, দন্তবাস, স্তনযুগল ও ললাট এই সকল চুম্বনের স্থল।

সুধাসার হইতেও অধর যেন সুমধুর হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে মুখমণ্ডল নিরতিশয় সরস দেখাইতেছে। অপিচ বল্লবীগণের সহ আলিঙ্গনে তাঁহাদের কুচনিহিত কুঙ্কুমে উহাঁর নীল কলেবর বিচিত্র ভাবে রঞ্জিত ও চর্চ্চিত হইয়াছে। আমি গোপীগণবেষ্টিত এই রসিক-শেখর প্রভুবর শ্যামসুন্দরের আশ্রয় গ্রহণ করি।

(১০)

অপাঙ্গরেখাভিরভঙ্গুরাভি-
রনঙ্গরেখারস-রঞ্জিতাভিঃ
অনুক্ষণং বল্লবসুন্দরীভি-
রভজ্যমানং বিভুমাশ্রয়ামঃ।

বঙ্গানুবাদ।—অনঙ্গরেখারসরঞ্জিত ব্রজসুন্দরীগণ অনুক্ষণ অবচ্ছিন্ন ও অবক্র অপাঙ্গরূপ নল-নালিকা দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণরূপ অমৃতসাগরের রস দূরে থাকিয়া অস্বাদন করেন, আমরা সেই বিভুর আশ্রয় গ্রহণ করি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ব্যাখ্যার মর্ম্ম।

শ্রীল লীলাশুকের মনে হইল গোপীরা লালসার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন করিতেছেন। তাঁহার আরও মনে হইল, অহো গোপী-মণ্ডলমণ্ডিত এবং গোপীদিগের সতৃষ্ণ সলালস নয়ন-নীলোৎপলে অর্চ্চিত শ্যামসুন্দর সন্দর্শন কি মধুর! তাই তিনি বলিলেন "রস-রঞ্জিত ব্রজসুন্দরীগণ তৃষিত নেত্রান্তে যে শ্যামসুন্দরের গভীর

মাধুর্য্যামৃতসিন্ধু অনঙ্গরেখা রূপ নল-নালিকা দ্বারা দূরে থাকিয়া আস্বাদন করেন, আমরা সেই বিভু শ্যামসুন্দরের আশ্রয় গ্রহণ করি।"

বিভু—যিনি নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, যিনি সর্ব্বশক্তিসমন্বিত, তিনিই বিভু। এস্থলে যিনি একদেহে শতকোটী গোপীর বাঞ্ছা পরিপূরণে সমর্থ সেই শ্রীকৃষ্ণই বিভুপদবাচ্য।

অপাঙ্গ-রেখা—অবিচ্ছিন্ন নেত্রান্ত দৃষ্টিধারা। এখানে একটী চমৎকার উপমা আছে। অনন্ত মাধুর্য্যময় শ্যাম সুন্দর যেন গম্ভীর অমৃত-সিন্ধু। প্রেম-সুধাপিপাসিত গোপীগণ নেত্রান্ত-দৃষ্টি-ধারারূপ অভঙ্গুর (সরল) নল-নালিকা দ্বারা যেন সেই গভীর সুধাসিন্ধু পান করিতেছেন।

এই গোপীরা অনঙ্গরেখা-রসরঞ্জিতা। ইঁহারা অনঙ্গরেখা-বিভাবিকা। অর্থাৎ কোটীকন্দর্পরসোদ্গারিকা "অভঙ্গুরাভিঃ" শব্দটীকেও গোপীদিগের বিশেষণ করিলে উহার অর্থ হইবে অপরাজিতা। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-সম্ভোগে কখনও উঁহারা পরাজয় প্রাপ্ত হয়েন না।

এ দৃশ্য অতি সুন্দর। একবার ভাবুন, অনন্ত মাধুর্য্যসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের রূপলাবণ্য তরঙ্গে তরঙ্গে উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিতেছে। গোপীরা সেই মাধুর্য্যামৃত পানের জন্য ব্যাকুল, কিন্তু নিকটে যাইয়া উহা পান করিতে পারিতেছেন না, তাই দূরে দাঁড়াইয়া তৃষিত নয়নের অপাঙ্গ রেখারূপ নল-নালিকা দ্বারা সেই মাধুর্য্য ঢোকে ঢোকে পান করিতেছেন। কোটীকন্দর্পরসোদ্গারিণী গোপীদিগের

সতৃষ্ণ অপাঙ্গধারায় আদৃত শ্যামসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি মধুর ভজনশীল প্রেমিক ভক্তগণের পরমাশ্রয় ও পরম সম্পদ্।

(১১)

হৃদয়ে মম হৃদ্যবিভ্রমাণাং
হৃদয়ং হর্ষবিশাল-লোলনেত্রম্।
তরুণং ব্রজবাল-সুন্দরীণাং
তরলং কিঞ্চন ধাম সন্নিধত্তাম্॥

ব্রজবালা-সুন্দরী স্বভাবতঃই মনোজ্ঞ বিভ্রমশালিনী। যিনি এই মনোজ্ঞ বিভ্রমশালিনী ব্রজ-সুন্দরীগণের হৃদয়জ্ঞ, ব্রজবালা-গণের রসবিলাসে যাঁহার নেত্রদ্বয় বিশাল ও বিলোল, যিনি তরুণ (নবকিশোর) এবং যিনি তরল (নৃত্যগতিতে সর্ব্বত্র প্রকাশমান) এমন কোন অপূর্ব্ব জ্যোতি আমার হৃদয়ের সন্নিহিত হউন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ব্যাখার মর্ম্ম।

শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর। ব্রজবালাসুন্দরীগণও বিদগ্ধা। রসিক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, বিদগ্ধা গোপাঙ্গনাগণের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিয়া তুলিলেন। অতঃপর তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া শ্রীমতীর সহ রহঃকেলীর জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইত্যবসরে অপরাপর ব্রজবধূ-দিগের পরিতুষ্টির জন্য কাহারও সহিত প্রেমালিঙ্গন, কাহাকেও বা মধুর চুম্বনদানে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। শ্রীল লীলাশুকের

হৃদয়ে গোপবধূদিগের সহিত বিলাসিত শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ মাধুরীর স্ফূর্ত্তি হওয়াতেই প্রাগুক্ত শ্লোকের অবতারণা।

শ্রীল লীলাশুক বলিতেছেন—এই অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ আমার হৃদয়ের সন্নিহিত হউন। এই জ্যোতিঃ নব কিশোর। ইনি হৃদ্য-বিভ্রমা ব্রজনবকিশোরীগণের হৃদয়। ইনি নৃত্যগতিতে সর্ব্বত্রই এককালে সকলের নিকট প্রকাশমান সুতরাং তরল (চঞ্চল)। হর্ষে ইঁহার নেত্রযুগল বিশাল ও প্রফুল্ল।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী "হৃদয়ং" শব্দটীর অতি চমৎকার অর্থ বিন্যাস করিয়াছেন। তদ্‌যথা :—

হৃদয়ং—"হৃৎ অয়তি জানাতি হৃদয়ং" অর্থাৎ হৃদয়ের ভাবজ্ঞ। অথবা "হৃদঃ অয়ঃ শুভাবহো বিধিঃ" অর্থাৎ সৌভাগ্য-স্বরূপ। অথবা হৃদয়রহস্যজ্ঞ।

তরলং—"নৃত্যগত্যা সর্ব্বসমাধানার্থ চঞ্চলং" অর্থাৎ সকলের মন রাখিবার জন্য নৃত্যগতিদ্বারা চঞ্চল। ইহার ভাব অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর রহঃকেলি-আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া অপরাপর ব্রজবালাদিগের নিকট নৃত্যগতিতে অতি চঞ্চলভাবে কাহাকে আলিঙ্গন, কাহাকেও বা চুম্বন দান করিতে লাগিলেন। এইজন্য তাঁহাকে "তরল" বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ হৃন্নায়ক নীলমণিবৎ অতি নিকটস্থ পদার্থ বলিয়াও তাঁহাকে তরল বলা যাইতে পারে।

হৃদ্যবিভ্রমা—মনোজ্ঞবিভ্রমা। রসশাস্ত্রে বিভ্রমের লক্ষণ এই যে—

চিত্তবৃত্ত্যনবস্থানং শৃঙ্গারাদ্‌বিভ্রমো ভবেৎ।

অর্থাৎ উজ্জ্বল রসে আক্ষিপ্ত হওয়ায় চিত্তবৃত্তির যে অনবস্থান ঘটে তাহার নামই বিভ্রম। উজ্জ্বল রসে চিত্তবৃত্তি অভিভূত হইলে অতি মনোজ্ঞ বিভ্রম ঘটিয়া থাকে। ব্রজবালা ভিন্ন "হৃদ্য বিভ্রমতা অন্য কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। এই পদ্যে ব্রজবালাগণের বিদগ্ধতা ও শ্রীকৃষ্ণের রসিক-শেখরতা প্রকাশ পাইয়াছে। রাস-স্থলীর অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যভাবে বিভাবিত ব্রজবধূপরি-, বেষ্টিত অনন্ত-মাধুর্য্যময় এবং অনন্ত রসময় শ্রীকৃষ্ণই এই পদ্যের প্রতিপাদ্য।

(১২)

নিখিলভুবনলক্ষ্মী নিত্যলীলাস্পদাভ্যাং
কমলবিপিনবীথীগর্ব্বসর্ব্বঙ্কষাভ্যাম্‌।
প্রণমদ ভয়দানপ্রৌঢ়িগাঢ়াদৃতাভ্যাং
কিমপি বহতু চেতঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাম্‌॥

বঙ্গানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের চরণ যুগল নিখিলভুবন-লক্ষ্মীর নিত্য-লীলাস্পদ, এই শ্রীচরণযুগল কমলবিপিনের শোভা-গর্ব্বেরও দর্পহরণ করেন—ইঁহার নিকট কমলশোভাও হারি মানে। শ্রীচরণশরণা-বলম্বী জনগণ অভয় প্রাপ্ত হইয়া এই শ্রীচরণযুগলের গাঢ় আদর করেন। শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ পাদপদ্মচিন্তনে চিত্ত অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করুক।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ব্যাখ্যার মর্ম্ম।

শ্রীরাসলীলার অনুধ্যানে এই গ্রন্থের পদ্যনিচয়ের উৎপত্তি। সুতরাং প্রত্যেকটী পদ্যই রাসরসে সম্পুষ্ট। রাসলীলায় সহসা শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীমতী ও সখীগণ কৃষ্ণবিরহে অধীরা হইলেন, বিনাইয়া বিনাইয়া প্রাণবল্লভকে বনে বনে খুঁজিলেন, অবশেষে সকলে একস্থানে বসিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া বিলাপ করিলেন। প্রেমময় প্রেমিকাগণের হৃদয়ে প্রেমবেগ বর্দ্ধন করিয়া সহসা আবার লীলাক্ষেত্রে প্রকট হইলেন। তখন যুগপৎ সকলে উঠিয়া কেহ আপন করে তাঁহার শ্রীকর ধরিলেন, কেহ অতি সোহাগে তাঁহার বাহুখানি আপন কান্ধে তুলিয়া লইলেন, কেহ বা তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বুল প্রসাদস্বরূপ স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, আর বিরহ সন্তপ্তা কোন গোপী ভূমিতে হেলিয়া বসিয়া দক্ষিণ হস্তে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণ ধরিয়া নিজের স্তনের উপর ধারণ করিলেন। যথা শ্রীভাগবতে :—

> কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা।
> কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংশে চন্দনরূষিতম্॥
> কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্লাত্তন্বী তাম্বুলচর্ব্বিতম্।
> একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তাস্তনয়োর্ধাৎ॥

রসশাস্ত্রে এইরূপ সেবাকে ঘৃতস্নেহজনিত সেবা বলে। দক্ষিণা নায়িকারা কান্তের অধীনা। মৈত্রমিশ্রা দাস্যেই এইরূপ সেবা পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উক্ত পদ্যের শেষ ছত্র উদ্ধৃত করিয়া আলোচ্য পদ্যের ব্যাখার পূর্ব্বাভাসে লিখিয়াছেন,—কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্বীয় স্তনে ধারণ করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, আর সহর্ষ ও সলালস ভাবে বলিতেছেন:—শ্রীকৃষ্ণপাদস্পর্শজনিত কোন অনির্ব্বচনীয় সুখ আমার চিত্ত বহন করুক। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মশোভার নিকট কমলবনের শোভা কোথায় লাগে? কমলবনের শোভা কি কি? কমলের শৈত্য, সৌগন্ধ্য, কৌমল্য, সৌন্দর্য্য, প্রমত্ত অলিকুলের ধ্বনি,—এই সকল কমলবনের বৈভব। কমলবনের যদি গর্ব্ব করিবার কিছু থাকে তবে এই সকলই তাহার গর্ব্ব-বৈভব। কিন্তু শ্রীপাদপদ্মের সম্বন্ধে এ সকল অতীব অকিঞ্চিৎকর, শ্রীপাদপদ্মের নিকট কমলবৈভব একবারেই হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। অপিচ এই শ্রীচরণ কমল নিখিল জগতের সমস্ত লক্ষ্মীর লীলাস্থলী। কবি প্রথম শ্লোকেও বলিয়াছেন "লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ"। অথবা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম নিখিল ভুবনের সমস্ত শোভার কেলিস্থান। অপিচ যে গোপনারী তাহার এই শ্রীপাদপদ্মে সবিশেষরূপে নত হয়েন অর্থাৎ তাঁহার চরণে হৃদয় অর্পণ করার জন্য যিনি নত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ হৃদয়ে ধারণ করেন, তিনি অভয় দিয়া তাঁহাদের কন্দর্পতাপ দূর করেন। সুতরাং সেই ব্রজবধূ অতীব আদরের সহিত এই শ্রীচরণে সেবা করেন।*

* এস্থলে গোপী-গীতার শ্লোকও উল্লেখযোগ্য। গোপী-গীতায় বহুস্থলে এই শ্রীচরণধারণ-লালসা পরিব্যক্ত হইয়াছে যথা:—

এস্থলে আর একটী পাঠ আছে "গাঢ়ধৃতাভ্যাম্" তাহা হইলে অর্থ হইবে,—এই শ্রীপাদপদ্ম কন্দর্পতাপে অভয়দানে সমর্থ সুতরাং পদাশ্রিত গোপীকর্ত্তৃক দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধৃত। কিম্বা রহঃকেলী অন্তে মৈত্রসংমিশ্র দাস্যসেবায় এই পাদসম্বাহন অতি প্রীতিকর ব্যাপার বলিয়াই শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শজনিত সুখ এই অবস্থায় প্রেমিকাগণের একান্ত অভিলষিত ;—তাই শ্রীলীলশুক এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের রসাল বর্ণনা করিলেন।

এতদ্ব্যতীত ইহার একটী বাহ্য অর্থও আছে। তাহা এইরূপ :—শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্তিই ভক্তের একমাত্র বাঞ্ছনীয়। শ্রীচরণস্মরণই শ্রীচরণলাভের উপায়। ভক্তগণ শ্রীচরণাব্জবাদী। শ্রীচরণই তাঁহাদের একমাত্র ধ্যেয়। সুতরাং শ্রীচরণপ্রাপ্তি-

---

১। বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্য তে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।

২। প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্।

৩। চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি।

৪। প্রণতকামদং পদ্মজার্চিতং
ধরণীমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং সন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেষর্পয়াধিহন্।

৫। যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ।

শ্রীগোপীগীতা দাস্যমৈত্রের সেবালালসায় পরিপুষ্ট। শ্রীল লীলাশুকের রচিত উল্লিখিত শ্লোকটীও এই ভাবে অনুপ্রাণিত।

সুখের জন্য কবি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন। লোকে চায় কি? সম্পৎ চায়। বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি অখিল ভুবনের সম্পত্তি ঐ শ্রীচরণকমলে! অথবা সাধক তো অতি ক্ষুদ্রজন। শ্রীভগবানের অংশ যে নারায়ণ—সেই নারায়ণের অঙ্কলক্ষ্মীগণ শ্রীকৃষ্ণ-চরণলাভের জন্য নিরন্তর মনে মনে উৎকণ্ঠিতা। তাঁহারা ঐ শ্রীচরণলাভের জন্য কত তপস্যা করিয়া থাকেন। যথা—

যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীললনাচরত্তপঃ।

এই শ্রীচরণ ভক্তগণের অভয়দানে অতি সমর্থ। শাস্ত্র বলেন

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥

অর্থাৎ প্রপন্ন ব্যক্তি একবারও যদি প্রার্থনা করিয়া বলে, হে শ্রীকৃষ্ণ আমি তোমার চরণদাস, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অভয় দান করি—ইহাই আমার ব্রত।”

সুতরাং শ্রীচরণ-সুধাপানের সরস লালসাই সাধকভক্তের প্রাণের পিপাসা।

(১৩)

প্রণয়-পরিণতাভ্যাং শ্রীভরালম্বনাভ্যাং
প্রতিপদললিতাভ্যাং প্রত্যহং নূতনাভ্যাম্।
প্রতিমুহুরধিকাভ্যাং প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যাং
প্রবহতু হৃদয়ে নঃ প্রাণনাথঃ কিশোরঃ॥

বঙ্গানুবাদ :—নলিনাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল প্রফুল্ল, প্রত্যহ নিত্য নূতন সৌন্দর্য্যে শোভমান এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই শোভা-সৌন্দর্য্যে উচ্ছলিত, সুতরাং অধিকতর মধুররূপে প্রতিভাত। ইহার নয়নযুগল নিমেষে নিমেষে ললিত এবং শ্রীরাধা-প্রণয়জনিত শোভার আশ্রয়স্বরূপ। আমাদের প্রাণনাথ এই কিশোর-শ্রীকৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে প্রেমসুধারসরূপে প্রবাহিত হউন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর টীকার মর্ম্মানুবাদ

লীলাশুক দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ অন্যের অলক্ষ্যভাবে নয়নকটাক্ষে রহঃকেলির নিমিত্ত শ্রীমতী রাধিকাকে নিভৃত নিকুঞ্জে প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার চিত্ত তখন শ্রীকৃষ্ণের লোচনযুগলের রসমাধুরীতে ডুবিয়া পড়িল, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের নেত্রশোভায় বিমুগ্ধ হইয়া প্রাগুক্ত পদ্যে শ্রীকৃষ্ণের মধুরমোহন নয়নসৌন্দর্য্যের ভাবময় বর্ণনা করিলেন। শ্রীলীলাশুকের তখন সখীভাব। তিনি তখন সখীদের মধ্যে একটী। শ্রীকৃষ্ণের লোচনভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে শ্রীরাধা-বিষয়ক প্রণয়-রসের লোভ জন্মিল। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হইল,—এই কিশোর-প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা-বিষয়ক প্রণয় রস-প্রবাহে আমাদের সকলের হৃদয় আপ্লাবিত করুন।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শ্রীরাধাকে নিভৃত নিকুঞ্জে প্রেরণের জন্য অন্যের অলক্ষ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের যে অনন্ত মাধুর্য্যময়ী নেত্রভঙ্গী— তাহাই শ্রীলীলাশুকের লক্ষ্য ও লোভনীয়। সুতরাং নয়নমাধুর্য্যবর্ণনেই এই শ্লোক পর্য্যবসিত হইয়াছে। লীলাশুক বলিতেছেন

শ্রীকৃষ্ণের নেত্রশোভা কেমন চমৎকার। প্রণয়ঘটিত শোভান্বিতা নয়নযুগল সরস ও সুন্দর। উহা শোভার আলম্বনস্বরূপ। আবার একটু বিচার করিয়া বলিলেন, বন্ধুয়ার নেত্র যেন নিতুই নূতন। আবার তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, অহো কি আশ্চর্য্য! প্রতিমুহূর্ত্তেই নয়নযুগল যেন অধিকতর শোভাময় বলিয়া প্রতিভাত, প্রতিমুহূর্ত্তেই সে শোভা যেন উছলিয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে যে শোভা দেখিয়াছি এখন সে শোভা তাহা অপেক্ষাও শতগুণ অধিকতর সুন্দর বলিয়া বোধ হইতেছে। আবার তিনি সশঙ্ক হইয়া বলিলেন এই তো এক নিমেষপূর্ব্বে এই নয়নযুগল দেখিয়াছি, দেখিতে দেখিতে নয়নমাধুর্য্য যেন শতগুণ লালিত্যে ফুটিয়া উঠিতেছে। নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এতাদৃশ নয়নযুগল দ্বারা আমাদের হৃদয় প্রেম-সুধারসরূপে প্রবাহিত হউন।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী আরও লিখিয়াছেন প্রিয়জনের মধুর-মূর্ত্তি প্রতিমুহূর্ত্তে নবনবায়মান বলিয়া অনুভূত হওয়া অনুরাগেরই স্বভাব। শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ নবনবায়মান ভাবের অনুভবসূচক শ্লোক বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

(১৪)

মাধুর্য্যবারিধি-মদাম্বুতরঙ্গভঙ্গী
শৃঙ্গার-সঙ্কুলিত-শীতকিশোরবেষম্
আমন্দহাস-ললিতাননচন্দ্রবিম্ব-
মানন্দসংপ্লবমনুপ্লবতাং মনো মে।

বঙ্গানুবাদ।—যে আনন্দপ্রবাহে মাধুর্য্যসাগরের প্রমত্ত তরঙ্গমালা বিরাজমান, যাহা উজ্জ্বল প্রেমরসস্নিগ্ধ ও কিশোরমূর্ত্তি, যাহা মনোহর আনন্দ চন্দ্রবিম্ববৎ ঈষৎ হাস্যযুক্ত সেই সর্ব্বপ্লাবক উচ্ছলিত আনন্দপ্রবাহ আমার মনকে পরিপ্লাবিত করুন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ব্যাখ্যার মর্ম্মানুবাদ।

অতঃপর লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের মাধুর্য্য ও ভাবাদির বিষয় বলিতেছেন, তিনি দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ চাতুর্য্যময় নয়নভঙ্গীতে শ্রীমতীকে নিভৃত নিকুঞ্জে প্রেরণ করিয়া অতীব উৎফুল্ল হইয়াছেন, তাঁহার মুখখানি হাসিমাখা। তাহাতে যেন আনন্দপ্রবাহ শতধারে উচ্ছলিত হইয়াছে, সে শ্রীমুখে যেন মাধুর্য্যের সাগর উত্তাল তরঙ্গে উছলিয়া উঠিতেছে। চন্দ্রের সুধাকিরণে সাগর যেমন উছলিয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণের সুললিত বদনচন্দ্রবিম্বে মাধুর্য্যসাগর উছলিয়া উঠিয়া তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া তুলিয়াছে। লীলাশুক ইহা দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তিনি আরও দেখিলেন,—মাধুর্য্যই শ্রীকৃষ্ণের বেশরচনের সাধন। এই মাধুর্য্যবেশে তাঁহার কিশোরমূর্ত্তি সুশীতল—সর্ব্বসন্তাপ বিনাশিনী। তাই তিনি বাসনা করিলেন, এই সর্ব্বপ্লাবক উচ্ছলিত আনন্দপ্রবাহ আমার মনকে আনন্দ সাগরে নিমজ্জন ও উন্মজ্জন করিয়া অর্থাৎ আমার মনকে ডুবাইয়া ও ভাসাইয়া ক্রীড়া করুন।

(১৫)

অব্যাজমঞ্জুলমুখাম্বুজমুগ্ধভাবৈ-
রাস্বাদ্যমাননিজবেণুবিনোদনাদম্ ।
আক্রীড়তামরুণপাদসরোরুহাভ্যাং
আর্দ্রে মদীয়হৃদয়ে ভুবনার্দ্রমোজঃ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি ত্রিভুবন স্নিগ্ধ করেন, যাহার স্বভাবসুন্দর মুখপদ্মের স্নিগ্ধভাবসমূহে মনে হয় তিনি যেন নিজের বেণুর বিনোদ রব আস্বাদন করিতে করিতে আপন ভাবে আপনি বিভোর— এমন কোন ওজমধুরমূর্ত্তি অরুণ পাদপদ্ম-বিন্যাসে আমার আর্দ্রহৃদয়ে পূর্ণরূপে ক্রীড়া করুন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ব্যাখ্যার মর্ম্মানুবাদ।

শ্রীকৃষ্ণ অন্যের অবোধ্য সঙ্কেত বেণুনাদাদি দ্বারা শ্রীরাধাকে কমলশোভিত যমুনাতটাস্থ অশোককুঞ্জে প্রেরণ করিতেছেন। এই বিনোদ-বেণুবাদনকারী শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল মধুর রূপ নিরীক্ষণ করিয়াই এই শ্লোকের অবতারণা করা হইয়াছে।

অহো, শ্রীগোবিন্দের অঙ্গজ্যোতি কি মনোরম! এই অদ্ভুত জ্যোতিতে ত্রিভুবন স্নিগ্ধ হয়। এই শ্রীমূর্ত্তি অরুণ পাদপদ্মযুগল-বিন্যাস করিয়া আমাদের হৃদয়ে বা তৎতুল্যা শ্রীরাধার হৃদয়ে অথবা শ্রীরাধিকার নিজগণের হৃদয়ে সম্যক্ প্রকারে ক্রীড়া করুন। শ্রীকৃষ্ণ-ক্রীড়ার উপযুক্ত হৃদয় কি প্রকার, তাহা বুঝাইবার জন্য

হৃদয়ের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে— 'আর্দ্র'। অর্থাৎ তাহা প্রেমস্নিগ্ধ, অথবা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মযুগলস্পর্শহেতু স্নিগ্ধ। বিচ্ছেদ-প্রতপ্ত হৃদয় সেই শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শমাত্র তৎক্ষণাৎ স্নিগ্ধ হয়। শ্রীভাগবতের গোপী-গীতায় ইহার প্রমাণ আছে *—

তে পদাম্বুজং

কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্।

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মস্পর্শে হৃত্তাপ দূর হয় কেন, তাহার হেতু এই যে, ইনি বিশ্বকে আপ্যায়িত করেন, ত্রিভুবনের স্নিগ্ধতাসম্পাদন করেন অথবা বেণুনাদ দ্বারায় ত্রিভুবন আর্দ্র করেন।

শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম স্বভাবতঃই অতি মনোরম। তিনি শ্রীরাধিকাকে প্রেরণ করার জন্য যখন স্বীয় শ্রীমুখে কোন কথা না বলিয়া কেবল ভ্রূনেত্রচালনাদি দ্বারা সঙ্কেত করেন, তখন তাঁহার বদনমণ্ডলে যে মুগ্ধভাব প্রকটিত হয়, সেই মুগ্ধভাবসমূহ

---

* দিব্যোন্মাদে এ সম্বন্ধে একটী গীতিকা দৃষ্ট হয় ;—

আমার হৃৎকমলে রাখিয়া শ্রীপদ
তিল আধ বসো বসো হে শ্রীপদ
না সেবিয়ে পদ হ'ল যে বিপদ,
সে বিপদ ঘুচাইব সেবি' পদ ;
যদ্যপি বিরহে তাপিত হৃদয়
তাহে তাপিত না হবে পদদ্বয়
কোটি শশি সুশীতল হ'তে সুশীতল তোমার পদতল
একবার পরশেই শীতল হইবে এখন।

সহকারে তিনি নিজের বেণুবিনোদনাদ আস্বাদন করেন। সেই শ্রীমূর্ত্তির জ্যোতি আমার আর্দ্রহৃদয়ে ক্রীড়া করুন; অথবা শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণাজ্ঞানজ্ঞাপক শ্রীরাধার তাদৃশ মুখাম্বুজের মুগ্ধভাব-সহ কৃষ্ণদ্বারা যে স্বীয় বেণুবিনোদনাদ আস্বাদিত হইতেছিল,* এবম্প্রকার শ্রীমূর্ত্তির জ্যোতি মদীয় আর্দ্রহৃদয়ে ক্রীড়া করুন।

বেণুনাদের সঙ্কেত-বাক্যটিসম্বন্ধে রসজ্ঞ টীকাকার লিখিয়াছেন,

---

* মূল টীকায় ব্যাখ্যা ও সমাস-ব্যাস-বাক্যবিন্যাস দুই অর্থে সাধিত হইয়াছে। "আস্বাদ্যমান নিজবেণুবিনোদনাদম্" এই সমস্ত পদের ব্যাসবাক্য এইরূপ:—

(১) আস্বাদ্যমানো নিজঃ স্বপ্রেরণনিমিত্তকঃ বেণোঃ বিনোদনাদো যস্য।

(২) আস্বাদ্যমানো নিজবেণোস্তাদৃশনাদো যেন।

এই "আস্বাদ্যমান" পদের দীর্ঘসমাসান্বিত বৈশিষ্ট্যবোধক পদটী এই:— 'অন্যাক্রমজ্ঞপ্রমুখাম্বুজমুগ্ধভাবৈঃ"। টীকাকার মহোদয় এই তৃতীয়াবিভক্ত্যন্ত পদটাকে উভয়ার্থে সহার্থযুক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনলীলারস-মাধুর্য্যাস্বাদনচতুর ভক্তিভাজন টীকাকার মহোদয় রাসলীলার ভাব লইয়া—এস্থলে যে চমৎকারজনক তাৎপর্য্য যোজনা করিয়াছেন তাহাতে "সহ" অর্থ অতি সুন্দরই হইয়াছে। শ্রীমৎ পাণিনির সূত্র এই যে—

সহযুক্তেঽপ্রধানে ২, ৩, ১৯।

অর্থাৎ "সহার্থেন যুক্তে অপ্রধানে তৃতীয়া স্যাৎ। পুত্রেণ সহাগতঃ পিতা এবং "সাকং" "সার্দ্ধং" "সমং" যোগেঽপি।

কিন্তু এস্থলে "সহ শব্দ নাই। তাহা না থাকিলেও তদর্থে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হয়। তাই বৈয়াকরণ বলেন "বিনাপি তদ্যোগং তৃতীয়া"। 'বৃদ্ধো যূনা' ইত্যাদি নির্দ্দেশাৎ।

কাঞ্চন-বল্লীসঙ্গিনী-ভৃঙ্গি—তুমি কমলবন ও সঙ্গিনীগণকে ত্যাগ করিয়া নিভৃত স্থানে গমন কর, মধুসূদন তথায় তোমার সহিত রহস্যে রমণ করিবেন।

ইহাই হইতেছে অন্তর্দ্দশাব্যঞ্জক অর্থ। বাহ্য অর্থ এই যে আমার হৃদয়ে সেই জ্যোতি প্রকাশিত হউন। প্রশ্ন হইতে পারে যে আমার প্রাকৃত হৃদয়ে কিরূপে সেই দিব্য জ্যোতির

---

১ অর্থাৎ সহার্থশব্দের যোগ না হইলেও তৃতীয়া হয়। অপর একটী সূত্রে ইহার নির্দ্দেশ আছে তদ্‌যথা :—

বৃদ্ধো যুনা তল্লক্ষণশ্চেৎ।

এই সূত্রে সহাদি শব্দ না থাকিলেও তদর্থাবগমেই তৃতীয়া নির্দ্দেশ প্রদর্শিত হইয়াছে। বাহ্য পক্ষে এই তৃতীয়া পদটী অপর অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে। শ্যামসুন্দর আপনার রূপে আপনি বিভোর হয়েন, শ্রীভাগবতেও ইহার প্রমাণ আছে যথা :—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ ৩।২।১২

শ্রীচরিতামৃতকার ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই :—

রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এইরূপ তার নিত্য-ধাম ॥

প্রকাশ হইবে? তাই বলা হইয়াছে তাঁহার পাদপদ্মযুগলের দ্বারা আর্দ্র সুতরাং তৎপ্রকাশ-যোগ্যতাপ্রাপ্ত।

(১৬)

মণিনূপুরবাচালং বন্দে তচ্চরণং বিভোঃ
ললিতানি যদীয়ানি লক্ষ্মাণি ব্রজবীথিষু ॥

বঙ্গানুবাদ। বিভু শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজবজ্রাদি মনোহর চিহ্নসমূহ ব্রজের পথে পথে বিরাজমান, আমি সেই মণিনূপুরমুখরিত শ্রীকৃষ্ণ-চরণের বন্দনা করি।

এই শ্লোকাবলম্বনে শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামি মহোদয় তৎপ্রণীত ললিতমাধব নাটকে লিখিয়াছেন :—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতু মম গরীয়ান্ এষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ৮অঙ্ক, ৩২ শ্লোকঃ।

শ্রীকৃষ্ণ নববৃন্দাবনে মণিভিত্তিতে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া বলিলেন "আমার মাধুর্য্যপ্রবাহ এমন চমৎকারকারী ও গরীয়ান্ যে এই আমি নিজেও নিজের মাধুর্য্য দেখিয়া লুব্ধচিত্তে শ্রীরাধিকার ন্যায় এই ইহা উপভোগ করিতে কামনা করিতেছি।" শ্রীকৃষ্ণ আত্মরূপ দর্শনে যেমন আপনি মুগ্ধ এবং তদুপভোগকামী, সেইরূপ তিনি নিজ বেণুর বিনোদনাদআস্বাদনে আপনি বিমুগ্ধ। সেই বিমুগ্ধ-ভাব তাঁহার অব্যাজমঞ্জুলমুখাম্বুজে প্রকাশিত। সুতরাং "অব্যাজমঞ্জুল-মুখাম্বুজমুগ্ধভাবৈঃ" এই পদে যে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে, আমাদের

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিকৃত ব্যাখ্যার মর্ম্ম।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় শ্রীপাদ লীলাশুকের হৃদ্গত ভাবানুভব করিয়াই যেন বলিতেছেন—লীলাশুক অনুভবে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইলেন যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত জানিয়া শ্রীমতী কুঞ্জে গমন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ অপরা গোপীদের অলক্ষিতভাবে তাঁহার পশ্চাৎ যাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ যাইতে দেখিয়া লীলাশুকও দূরে দূরে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিতেছেন এবং তাঁহার নূপুর ধ্বনি-শ্রবণস্ফূর্ত্তিতে হর্ষসহকারে বলিতেছেন—বিভুর তাদৃশ চরণ বন্দনা করি। তিনি বিভু, বিভু না হইলে এরূপ অলক্ষিত গমনে কি অপর কেহ সমর্থ হন? তিনি যেরূপ চরণে শ্রীমতীর

ব্যাখ্যাত অর্থে উহা "ইত্থম্ভূতলক্ষণে" তৃতীয়া বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। 'ইত্থম্ভূতলক্ষণে' এটি পাণিনির সূত্র (২।৩।২১) সিদ্ধান্তকৌমুদীতে লিখিত হইয়াছে "ক্বচিৎ প্রকারং প্রাপ্তস্য লক্ষণে তৃতীয়া স্যাৎ।—জটাভিস্তাপসঃ। জটাজ্ঞাপ্যতাপসত্ব-বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ।"

উক্ত সূত্রের আর একটা প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতেছে:—

অয়ং প্রকারঃ—ইমম্। তং ভূতঃ প্রাপ্তঃ ইত্থম্ভূতঃ ভূপ্রাপ্তৌ ইতি চৌরাদিকাৎ। আস্বাদ্বা ইতি নিজ্ভাবে গত্যর্থকর্ম্মক ইত্যাদিনা কর্ত্তরি ক্তঃ। লক্ষণং জ্ঞাপকং প্রকারবিশেষং প্রাপ্তস্য জ্ঞাপকে সম্বন্ধে দ্যোত্যে ইত্যর্থঃ। লক্ষ্যলক্ষণভাবস্তৃতীয়ার্থঃ।

এস্থলে আস্বাদ্যমানতার লক্ষ্য, ইহার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে—"সুধাম্বুজ-বুদ্বুদাভৈঃ" এই পদে। সুতরাং সহার্থ বা করণার্থের নির্দ্দেশ না করিয়া আমরা বাহ্যার্থ পক্ষে "ইত্থম্ভূতলক্ষণ"ই এই তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ সুসঙ্গত মনে করি।

অনুগমন করিতেছেন—সেই চরণের বন্দনা করি। চরণ কিরূপ শুনিতে চাও? তবে শুন, উহা মণিনূপুরে সুশোভিত। আহা কি মধুর সেই মণিনূপুরের রুণু রুণু রণৎকার। মণিনূপুর রুণু রুণু বাজিতেছে, তিনি চকিত চমকিতভাবে শ্রীমতীর অনুগমন করিতেছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার সেই চরণ-চারণ অপরা ব্রজবধুগণের অলক্ষিত।

তার চরণে নূপুর বাজে ঝুনুঝুনু
চকিত চমকি চায়।
যেন কেহ না লখিতে পায়।
আসে বনে প্যারী তাঁহে হেরি হেরি
থমকি থমকি যায়॥
সে চারু চরণে মণিনূপুরের
মোহন মধুর ধ্বনি।
মনে হয় যেন লুটি ও চরণে
বন্দি ও চরণখানি॥

লীলাশুক পথের পানে চাহিয়া দেখিলেন—ব্রজের পথে পথে সেই ললিত পদচিহ্ন সকল পথের শোভা করিয়া বিরাজমান। আনন্দে তাঁহার লোচন-যুগল নিমিলিত হইল—দিব্যনেত্রে দেখিতে পাইলেন তাঁহার হৃদয়েও সেই ধ্বজবজ্রাদি চিহ্নসমন্বিত শ্রীচরণচিহ্ন বিরাজ করিতেছে।

আহা মরি মরি মধুর মধুর
পথে পথে একি রয়েছে আঁকা।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন শোভাময়ী
এই! এই! ওই চরণ-রেখা॥
বলিতে বলিতে ভাবের আবেগে
নয়ন মুদিয়া ভাবুক কবি।
হৃদয়ের মাঝে ওকি ওই রাজে
অই! অই! সেই চরণ-ছবি॥

(১৭)

মম চেতসি স্ফুরতু বল্লবীবিভো-
র্মণিনূপুরপ্রণয়িমঞ্জুশিঞ্জিতম্।
কমলাবনেচরকলিন্দকন্যকা-
কলহংসকণ্ঠকলকূজিতাদৃতম্॥

বঙ্গানুবাদ—বল্লবীপতি শ্রীমাধবের মণিপুরের প্রণয়ি মধুরধ্বনি আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউক। শ্রীযমুনার কমলাবনচারী কলহংসের কলকণ্ঠ-কূজন হইতেও ঐ মণিনূপুরধ্বনি অধিকতর সমাদৃত।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিকৃত টীকার মর্ম্মানুবাদ।

কমলদল-শোভিত শ্রীযমুনাতটস্থ অশোককুঞ্জে শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের নিকুঞ্জলীলা-উদ্ভূত মধুর মণিনূপুরধ্বনি হইতেছে। লীলা-শুক সখীগণ সহ কুঞ্জের বাহিরে অবস্থান করিয়া সেই মনোহর নূপুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া লালসা-পরিপূরিত চিত্তে বলিতেছেন—

শ্রীরাধাবল্লভের মণিনূপুর ধ্বনি আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউক। শ্রীচরণযুগলের মণিনূপুরের প্রণয়-কেলিবিশেষ দ্বারা উদ্ভূত সেই ধ্বনি অতি মনোহর। এই নূপুর-শিঞ্জনকে 'প্রণয়ি' বলি কেন, তাহার অপরার্থও হইতে পারে, তাহা এই যে এই নূপুরধ্বনিতে শ্রীরাধার প্রণয়ভাব বিদ্যমান, তজ্জন্য ইহা প্রণয়ি এবং উহা অতি মনোজ্ঞ। লীলাশুকের শ্রবণে মণিনূপুরধ্বনি অতীব মধুর বলিয়া অনুভূত হইতেছে। সহৃদয় ভক্তগণের স্বভাব এই যে, যে বস্তু তাঁহারা মধুর বলিয়া আস্বাদন করেন, তাহার আস্বাদন অপরকেও প্রদান করিতে তাঁহারা বাসনা করেন। সেই মনোজ্ঞ নূপুরধ্বনি শ্রবণ করার সৌভাগ্য যাহাদের ঘটে নাই, তাহাদিগের অনুভবের জন্য তিনি একটী উপমা দ্বারা সেই সুমধুর মণিনূপুর-শিঞ্জনের মাধুর্য্য বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন—কালিন্দীর কমলবনচারী কলহংসগণের কল-কণ্ঠ অতি মধুর। কিন্তু এই নূপুরধ্বনির তুলনায় সে ধ্বনি অতি তুচ্ছ।

সাধক প্রেমিক ভক্তগণ শ্রীভগবানের মাধুর্য্যপ্রিয়। তাঁহার মধুরভাব, মধুর রূপ ও মধুর লীলাই তাঁহাদের আস্বাদ্য। এই শ্রেণীর ভক্তগণ মধুময় শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যানে বিভোর থাকেন। দাস্যভাবে প্রথমতঃ শ্রীচরণই ধ্যেয় বস্তু হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ সুকোমল চরণ-বিন্যাসে ভক্তের সমীপস্থ হয়েন। ধ্যানস্তিমিতনেত্র সাধকের হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নূপুরধ্বনিস্ফূর্ত্তিতে তাঁহার আবির্ভাব-বার্ত্তা সূচিত হয়। যোগীদের কর্ণে যেমন ওঙ্কারধ্বনি

ব্রহ্মানুভূতি ঘনীভূত করিয়া তোলে, এতাদৃশ ভক্তগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের মণিনূপুরশিঞ্জনেও তেমনি প্রেমভক্তি ঘনীভূত হয়। এই ঘনীভূত অবস্থার পরক্ষণেই মধুময় ভগবানের সাক্ষাৎকার ঘটে। শ্রীবৃন্দাবন-রস-মাধুর্য্যের সাধিকাগণ মধুর ভাবের সাধিকা হইলেও তাঁহারা দাস্যভক্তিরও সর্ব্বোত্তম আদর্শ। কেন না মাধুর্য্যেই সর্ব্বরসের পরিণতি। তাঁহারা যখন দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবারস আস্বাদন করিতে বাসনা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের চরণই তাঁহাদের অনুধ্যেয়, তখন তাঁহারা সেই শ্রীচরণই বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইতে চাহেন—

ফণি-ফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্।

এই অবস্থায় নূপুরধ্বনিতে প্রেমিকচিত্তে প্রথমতঃ আনন্দ স্পন্দন অনুভূত হয়। ব্রহ্মযোগীর ওঙ্কারধ্বনি সমুত্থিত আনন্দানুভব হইতে নূপুরশিঞ্জনে আনন্দানুভব অধিকতর স্পষ্ট, অধিকতর সুমধুর, অধিকতর ঘনীভূত ও অধিকতর আনন্দজনক। ইহার পরেই সেই জগদাকর্ষক সর্ব্বচিত্তানন্দদায়ক "কল-বেণু-গীত"। মণিনূপুরশিঞ্জন-শ্রবণ বহুজন্মার্জ্জিত প্রেমলক্ষণ-ভজন-সাধনের অমৃতময় ফল।

(১৮)

তরুণারুণকরুণাময়বিপুলায়তনয়নং
কমলাকুচকলসীভরবিপুলীকৃতপুলকম্।

মুরলীরব-তরলীকৃত-মুনি-মানস-নলিনং
মম খেলতু মদ-চেতসি মধুরাধরমমৃতম্ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার নয়ন তরুণ-অরুণ করুণাময় বিপুল ও আয়ত, শ্রীরাধার কুচকলসী স্পর্শে যিনি বিপুল পুলকে পুলকিত, যাঁহার মুরলীধ্বনিতে জ্ঞানী উপাসকগণেরও মন নলিনের ন্যায় কোমল হয়, যাঁহার অধর অতি মনোহর এমন কোন অমৃত আমার প্রমত্ত-চিত্তে স্ফুরিত হউন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিমহোদয়ের ব্যাখ্যার মর্ম্ম।

লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিতে করিতে সখীবৃন্দসহ শ্রীকৃষ্ণের রহঃকেলিনিকুঞ্জের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন রহঃকেলি-লীলা-বিলাসের অবসান হইয়াছে জানিয়া উঁহারা কুঞ্জরন্ধ্রে মুখ দিয়া দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ কুসুমশয্যায় উপবেশন করিয়া শ্রীমতীর শ্রমাপনোদন করিতেছেন এবং পুনর্ব্বার তাঁহার হৃদয়ে মদনভাবের উদ্দীপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেন তখন আনন্দোন্মত্ত।

লীলাশুকের মনে হইল এই ভাববিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ যেন সাক্ষাৎ অমৃত। তাই তিনি বলিলেন "এই অমৃত আমার স্বসখীসৌভাগ্যা-নন্দ-মদযুক্ত চিত্তে বিলাস করুন। ইঁহার অধর অমৃতস্বাদ হইতেও সুমধুর, ইঁহার নয়নযুগল তরুণ—যেন মদন-মদোদ্গার, কেবল তরুণ নয়—অরুণ—যেন নিজের মাধুর্য্যপানে নয়নযুগল অরুণ, সে

নয়নযুগল হইতে যেন করুণা স্বতঃই প্রবাহিত হইতেছে—শ্রীমতীর বিলাসশ্রম অপনোদনেই সে করুণা স্পষ্ট প্রকাশমানা। ইহা ব্যতীত সে নয়নযুগল যেমন আয়ত, তেমনই বিপুল। শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে শ্রীমতী; তাঁহার কুচকলসী-স্পর্শে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ বিপুল পুলকাবলীতে রোমাঞ্চিত। শ্রীমতীর শ্রমাপনোদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার মুরলীবাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

লীলাশুক তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন, এ সেই মধুর মুরলী-ধ্বনি,—যে মুরলীধ্বনি-শ্রবণে মানিনীদিগেরও মানস তরল হয়। শ্রীকৃষ্ণ, পদে পতিত হইয়াও যাঁহাদের মান ভাঙ্গিতে অসমর্থ, তাঁহার মুরলীরব আপন প্রভাবে তাঁহাদের মানস-নলিনীকেও তরলিত করিয়া তোলে। এতাদৃশ অমৃত স্বরূপ শ্রীদেহ আমার প্রমত্ত চিত্তে স্ফুরিত হউন।

বাহ্য অর্থের ব্যাখ্যা এই যে, জ্ঞানীদিগের হৃদয় পর্ব্বতের ন্যায় স্থির ও কঠিন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিশ্রবণে তাঁহাদের তাদৃশ চিত্তও কমলের ন্যায় কোমল এবং তরলিত হইয়া পড়ে।

(১৯)

আমুগ্ধমর্দ্ধনয়াম্বুজচুম্ব্যমান-
হর্ষাকুলব্রজবধূ-মধুরাননেন্দোঃ
আরব্ধবেণুরবমাত্তকিশোরমূর্ত্তে-
রাবির্ভবন্তু মম চেতসি কেঽপি ভাবাঃ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি সম্যক্ মুগ্ধ অর্দ্ধমুকুলিত নয়নাম্বুজ দ্বারা হর্ষা-

কুল ব্রজবধূর মধুর মুখচন্দ্র চুম্বন করিতেছেন, আরব্ধবেণুরবে যাঁহার কিশোরমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই শ্রীগোপীজনবল্লভের কোন কোন ভাব আমার এই হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামিকৃত ব্যাখ্যার মর্ম্মানুবাদ।

লীলাশুক দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি শ্রীরাধার হৃদয়ে কেলিলালসা পুনরুত্থিত করিতে যে প্রয়াস পাইতেছিলেন তাহা ফলবান্ হইয়াছে। শ্রীরাধা-হৃদয়ে পুনর্ব্বার কেলিলালসা জাগিয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে আপনার বামে বসাইলেন এবং কেলি-লালসাবর্দ্ধক নয়ন-কটাক্ষে বঙ্কিম নয়নে তাঁহার শ্রীমুখচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া লীলাশুকের হৃদয়ে লালসাময়ী প্রার্থনার উদ্রেক হইল। উল্লিখিত পদ্যে সেই ভাব স্ফুরিত হইয়াছে।

লীলাশুক বলিতেছেন, শ্রীমতীর হৃদয়ে পুনর্ব্বার কেলি-লালসা-উদ্রেক করার জন্য শ্যামসুন্দর যে মোহন মুরলীর মধুর তান তুলিয়াছেন, উহা কি মনোরম! এ রবে বুঝি পাষাণ হইতেও মধুর রসধারা উথলিয়া উঠে—মহাভাবময়ী শ্রীরাধার আর কথা কি? রসময় রসিকশেখর প্রিয়জনের হৃদয়ে প্রেমরস স্ফুরিত করিয়া নিজে তাহা আস্বাদন করেন। এই রস-উদ্রেকের সহায়—তাঁহার ঐ মধুর মুরলী, আর তাঁহার ঐ কিশোরমূর্ত্তি। ঐ ভুবন-ভুলান বিশ্ববিমোহন নবকিশোরমূর্ত্তির মুখাম্বুজের মধুর মুরলীরবে চেতন অচেতন সর্ব্বভূতেই রসের সঞ্চার হয়, মহাভাবময়ীর আর

কথা কি ? আমার হৃদয়ে এই ভাবময় বিগ্রহের—এই নবকিশোর-মূর্ত্তির,—কোন কোন ভাব স্ফুরিত হইবে না কি ? রসিকশেখর ! এ দীনের দীনচিত্তে তোমার এই মধুময়ী লীলার কোন ভাব জাগাইবে না কি ? হে প্রেম-রস-সিন্ধো ! তোমার মোহনমুরলীর মধুর রবে—তোমার নবকিশোর শ্যামসুন্দররূপের মহামাধুর্য্যে এই মরুসম শুষ্ক প্রতপ্ত চিত্তে তোমার রসভাবের দুই এক বিন্দুও বর্ষিত হইবে না কি ?

হে গোপীর প্রাণ,—গোপীজন-বল্লভ, তুমি আপনভাবে আপনি বিভোর, তুমি আপন প্রেমে আপনি আকুল। মহাভাবিনীর মহাভাব-মদিরার রসসুধায় আজ তোমারও নয়নযুগল আধ-নিমীলিত হইয়া পড়িয়াছে,—তোমার আধনিমীলিত নয়নযুগলের মাধুর্য্যের বলিহারি যাই, কি সুন্দর, কি সুন্দর ! তুমি আজ বিশ্ব ভুলিয়া শ্রীরাধা-প্রেমে মাতোয়ারা—সে প্রেমমদিরায় তোমার নয়নযুগল ঢুলু ঢুলু—আধনিমীলিত ! তোমার ভাব দেখিয়া মহা-ভাবময়ী আজ হর্ষ-ব্যাকুলা—আজ দুই স্রোত বিপরীত দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া একই কেন্দ্রে মিলিতেছে—এ মিলনের তরঙ্গরঙ্গ কি বিপুল ও বিশাল, আমার অনুমানেও তাহার স্থান নাই। আধমুকুলিত নয়নে হর্ষব্যাকুলতা ; শ্রীমতীর মধুর চাঁদবদনে শ্যাম-চাঁদের সোহাগ-চুম্বন—ভাবে ভাবে আধমুকুলিত নয়ন-নলিনে শ্যামচাঁদের সোহাগ-চুম্বন ! কি সুন্দর, কি মধুর, কি অপূর্ব্ব রসের বিশ্ববিমোহন সোহাগ-চুম্বন ! ইহার কোন ভাব এ হৃদয়ে স্ফুরিত হউক।

এখানে কর্ম্মযোগের বিধি-নিষেধের স্থান নাই, জ্ঞানের অনু-সন্ধান-অন্বেষণ বা বিচারণার কোলাহল নাই—এখানে সেব্যসেবক-ভাব নাই—সেবার বাসনা নাই—আছে কেবল আস্বাদন—উভয়ের রস উভয়ের আস্বাদন—

হৃদয় জুড়িয়া হেথা
রসের ফোয়ারা বয় ;
সুখ দুঃখ শুভাশুভ
ধর্ম্মাধর্ম্ম আশা ভয়,—
কিছু না হেরিবে হেথা— কেবল মিলন কথা !
আস্বাদে আস্বাদে প্রাণ
সুধা-রসে ডুবে রয়।

এখানে সকল ব্যাপারের বিরাম ও বিশ্রাম। ভাষা নীরব,—ভাবসমুদ্রের কুলকিনারা নাই,—ইহা নির্গুণ, নিরঞ্জন ও বিভু কিন্তু পূর্ণ রসময়। এখানে যে রস-আস্বাদনের ইঙ্গিত বা সঙ্কেত প্রদর্শিত হইল, তাহা সাধনার চরম,—সিদ্ধগণেরও চির আকাঙ্ক্ষিত। মানুষ এ সমুদ্রের তটেও যাইয়া দাঁড়াইতে পারে কি না জানা যায় না ; নৃলোকে ইহার বিন্দু-স্পর্শনও বুঝি অসম্ভব, আস্বাদন তো অতি দূরের কথা।

(২০)

কলক্বণিতকঙ্কণং কর-নিরুদ্ধ-পীতাম্বরং
ক্লম-প্রসৃত-কুন্তলং গলিতবর্হভূষং বিভোঃ

পুনঃ প্রকৃতি-চাপলং প্রণয়িণীভুজাযন্ত্রিতং
মম স্ফুরতু মানসে মদন-কেলিশয্যোত্থিতম্ ।

শ্রীল লীলাশুক এই পদ্যে রসমাধুরীময় শ্রীশ্রীমদনমোহনের মদন-কেলি শয্যোত্থানের বর্ণন করিয়াছেন। শুধু বর্ণনা নহে, মদনকেলি শয্যোত্থান লীলাসন্দর্শনের জন্য তাঁহার চিত্তের ব্যাকুল-ভাবও এই পদ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

চির সাধের,—চির সুন্দরের,—চির মধুরের দেখা পাইলে, তাঁহার প্রেমকেলির রসাস্বাদ পাইয়া কে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চায়? প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা আজ তাঁহার সাধনার ধন, মদন মোহনকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার মহামাধুরীর আস্বাদন পাইয়াছেন ; এমন মদন মোহনের সঙ্গ ছাড়াই মহাযাতনা। শ্রীকৃষ্ণ যেই চলিয়া যাওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন, শ্রীমতী অমনি দুই হাতে তাঁহার পীতাম্বর জড়াইয়া ধরিলেন। ইহাতে তাঁহার হাতের কঙ্কণ কলনাদে বাজিয়া উঠিল। সে ধ্বনি কি সুমধুর, কি সরস ও মধুর ভাবোদ্দীপক!

উভয়েরই তখন আলুথালু বেশ, উভয়ের সেই ঘনকৃষ্ণ সুচিক্কণ কুন্তলরাশি এলায়িত, মুরলীধরের মোহন চূড়া এবং শ্রীরাধিকার ভুজঙ্গিনী-বিনিন্দিনী সুচিক্কণ বেণী বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। প্রেম-রস মাধুরীর উচ্ছলিত তরঙ্গে উভয়েই স্থৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য-হারা। প্রেমরসবর্দ্ধনশীল শ্রীকৃষ্ণকে গমনোদ্যত দেখিয়া শ্রীমতী তাঁহার পীতাম্বর ছাড়িয়া দিয়া দুই হাতে তাঁহার গলা

জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "নাথ তুমি এখন আর কি আমায় ছাড়িয়া যাইতে পার? তুমি আমার চিরসাথী—তোমাকে আমি আর কিছুতেই ছাড়িব না।"

"শ্রীরাধাগোবিন্দের এই মিলন-মাধুর্য্য সর্ব্বদাই আমার চিত্তে স্ফুরিত হউক"—ইহাই শ্রীলীলাশুকের একান্ত লালসা।

শ্রীভগবানের যে মাধুর্য্যময় কেলিরসে প্রেমিক সাধকের চিত্তকে তাহার ভাবে প্রমত্ত করিয়া তোলে তাহাই আমরা 'মদন-কেলি' নামে বুঝিয়া লইব।

আনন্দ মন্দিরে, প্রেমের দেবতা
পেয়েছি তোমার দেখা,
কোথা যাবে তুমি আমারে ছাড়িয়া
রসিক শেখর সখা?
মধুমাখা কথা দিলে ঢালি কাণে
নয়নে রূপের মধু,—
পরশে পীযূষ দিয়েছ ঢালিয়ে
চির সোহাগের বঁধু!
বাহু-লতিকায় জড়ায়ে রাখিব
আর না দিব হে ছাড়ি;
চির দিন তরে আমি যে তোমার
কোথা যাবে পারহরি?
এতেক বলিয়া প্রেমরসময়ী
ধরিল বঁধুর গলে।

হেরি সেবারাম* হাসয়ে মুচকি
মাধবীলতার তলে ॥

ভক্ত ও ভগবানের মধুর সম্বন্ধ যখন সাধনবশে ক্রমশঃ দৃঢ় হয়, তখন এমন ভাবেই চিত্তের প্রবল আকর্ষণ ঘটে। অন্যরূপ সাধনায় এরূপ নৈকট্য জন্মে না। শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল এই পদ্যে "প্রকৃতচাপল" পদের প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছেন এই সাধন—গাম্ভীর্য্যময় ঋষিদের ব্রহ্মোপসনার অনেক উপরে। এ সাধনায় প্রাণ আছে, প্রাণের প্রবল স্পন্দন আছে, রসমাধুর্য্যের উত্তাল উন্মত্ত তরঙ্গ আছে। কেবল নিশ্চেষ্ট নিদিধ্যাসনে উপাসনার যে উৎকর্ষ অনুভূত হয়, এ সাধনা তাহার অনেক উপরে অবস্থিত। নিদিধ্যাসনের প্রগাঢ় ধ্যান অবশ্যই ইহাতে আছে—কিন্তু সেই ধ্যানে ধ্যেয় আনন্দ যখন মূর্ত্তিমান্ হইয়া সাধকের উপলব্ধির বিষয় হয়েন, তখন সে আনন্দের যে তরঙ্গলীলা উপজাত হয়, তাহাতে সর্ব্বগাম্ভীর্য্য উন্মথিত ও উন্মূলিত হইয়া উঠে। সে মাধুর্য্য-বারিধির তরঙ্গমালা যোগিজনের অনুভবের বিষয়ীভূত হইবার নহে। উপনিষদেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। বেদসংহিতাতেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, শ্রীভাগবতে ইহার বিকাশ পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু ইহার পূর্ণতম প্রকাশ বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীতে। শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের পদাবলী এস্থলে অতীব আস্বাদনের বস্তু। তাঁহার দুই একটী পদ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

---

* গ্রন্থকারেরই আত্ম-গুরু-দত্ত নাম।

কেশ পাশ দিয়া চরণ মুছায়ে
বিচিত্র পালঙ্কে লই
অতি সুবাসিত বারি ঢালি রাধা
ধোয়ল চরণ দুই।
মৃগ-মদ ভরি চন্দন কটোরি
অগোর তিমির তায়
মনের মানসে সুনাগরী রাধা
লেপিছে শ্যামের পায়।
নানা ফুল দাম অতি সুশোভন
গলে পরাইল রাধা
রূপ নিরীক্ষণ করে ঘন ঘন
তিলেক নাহিক বাধা।
কানুর শ্রীমুখ যেন শশধর
যেমন পূর্ণিমার শশী,
রাই সে চকোর পাই নিরন্তর
পিবই অবশ রাশি।
চণ্ডী দাস কহে হেন মনে করি
শুনহে কিশোরী রাধে,
মনের মানসে পাশ আস দিয়া
দুটি করে যেন বান্ধে।

মধুরোজ্জল মোহন-মিলন-মাধুরিমা,—ভাষায় ফুটিবার নয়; তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু ভাষারও বিভিন্নতা আছে। একই

অর্থ প্রকাশক দশটী শব্দ আছে কিন্তু সকল শব্দ সকল স্থানে সমান ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। এক একটী শব্দ এমন ভাবেই স্থল বিশেষে সুপ্রযুক্ত হয়, যে তাহাতে ইন্দ্রজালের ন্যায় মন্ত্র-শক্তি সঞ্চারিত হইয়া জন-সাধারণের হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভক্তিরসের উদয় করে। শব্দ গাঁথিবারও এইরূপ অলৌকিক কৌশল পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ যে শব্দ দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয়, সিদ্ধগণের গাঁথা ভাষায় শব্দের সেই সাধারণ শক্তি অতিক্রম করিয়া অভিনব ভাবের আবির্ভাব করিয়া তোলে। চণ্ডীদাসের পদাবলী সেইরূপ ভাষায় বিরচিত। আর একটি পদ শুনুন—

শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলল ঘরে,
রাধিকার অন্তরে উল্লাস,—
হারানিধি পাইনু বলি লইল হৃদয়ে তুলি
রাখিতে না সহে অবকাশ।
মিলল দুহু তনু কিবা অপরূপ!
চকোর পাইল চাঁদ পাতিয়া পিরীতি ফাঁদ
কমলিনী পাওল মধুপ॥
রসভরে দুহুতনু থর থর কাঁপই
ঝাঁপই দুই দোহা অবেশে ভোর।
দুহুকো মিলনে আজি নিভায়ল আনল
পাওল বিরহক ওর।
রতন পালঙ্ক পর বৈঠল দুই জন
দুহু মুখ হেরই দুহু আনন্দে,

হরষ সলিল-ভরে হেরই না পারই
অনিমিষে রহল ধন্দে।
আজি মলয়ানিল মৃদু মৃদু বহত
নিরমল চাঁদ প্রকাশ;
ভাবভরে গদ গদ চামর ঢুলায়ত
পাশে রহি চণ্ডীদাস।

শ্রীপাদ লীলাশুকের পদ্য এবং শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের উল্লিখিত পদ্যে একই ভাব-রসসূচক ভাষা দৃষ্ট হইতেছে। শ্রীল লীলাশুকের পদ্যের একটা চরণ এই যে

ক্লম-প্রসৃত-কুন্তলং ললিত বর্হভূষম্

চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন

বিগলিত কেশ কুন্তল শিখিচন্দ্রক
বিগলিত নিতল নিচোল।
ডুহুঁকো প্রেমরসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেমের হিলোল॥

দুই জনই শ্রীবৃন্দাবন রস-মাধুরী-বর্ণন-কুশল সুরসিক মধুময় কবি; দুই জনের হৃদয়েই এক ভাব সমুদিত—দুই জনেই প্রায় একই ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন—অথচ উভয়েই নিরপেক্ষ। আপাত দৃষ্টিতে ইহা চমৎকারিত্ব পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা ভাবময় জগতের অন্তস্তল-সঞ্চারী নিয়মের সন্ধান রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। ভাবের প্রভাবে শব্দের স্ফূর্ত্তি হয়, বাক্যবিরচিত হয়—ইহা স্বাভাবিক নিয়ম।

সুতরাং এক দেশবাসী এক ভাব বিশিষ্ট উভয় কবিই প্রেমের মহা-মিলন-মাধুর্য্যের চিত্র প্রায় এক ভাষাতেই চিত্রিত করিয়াছেন।

কর্ণামৃত কাব্যের কবি এই পদ্যে যে ভাবে "আভুজ যন্ত্রিতং" পদ প্রয়োগ দ্বারা প্রেম-বন্ধনের ভাব প্রস্ফুট করিয়াছেন, শ্রীল চণ্ডীদাস একটি গানে অতি বিশদ রূপে প্রাণ-ভরা কথাতে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন যথা :—

১। বঁধু, ছাড়িয়া না দিব তোরে,
মরমে যেখানে রাখিব সেখানে
হেন মোর মনে করে॥
লোক-হাস হউ, যায় জাতি যাউ,
তবু না ছাড়িয়া দিব ;
তুমি যাও যদি শুন গুণ-নিধি
আর কোথা তুয়া পাব ?
আঁখি পালটিতে নাহি পরতীতে
শুইতে সোয়াস্তি নাই ;
এখন মরণ দাগা উপজিল
জুড়াব কোন বা ঠাঁই।

২। বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব,
প্রেম-চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব॥
শিশুকাল হৈতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার।

ধন জন মন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার।
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা
অবলার ত্রুটি হয় শত কোটি
সকলি করিবে ক্ষমা।
না ঠেলিহ বলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর;
ভাবিয়া দেখিনু তোমা বঁধু বিনে
আর কেহ নাহি মোর॥
তিলে আখি আড় করিতে না পারি
তিলেতে প্রলয় হয়,
ভুজ-লতিকায় রাখ গো বাঁধিয়া
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

চঞ্চল চিত্ত-চোরকে এমন ভাবেই বাঁধিয়া রাখিতে হয়! প্রেমের ভাষা চির দিনই মিলনের মহামন্ত্র। শ্রীবৃন্দাবনের মহা-কাব্যের সুপ্রেমিক অমর কবি প্রেমিক ভক্তসমাজকে এই রূপেই ভক্তি-রসে আকুল ও আমোদিত করিয়া রাখেন। ইহারা ধন্য—আর ইহাদের গুণগ্রাহী ভক্ত সমাজও ধন্য।

প্রাচীন রসশাস্ত্রজ্ঞ ভগবৎপ্রেমিকগণ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-লীলা-বর্ণনে, মদন-কেলি-শয্যোত্থানের বহুল বর্ণনা করিয়াছেন। দেশ কাল-পাত্র-ভেদে সেই সকল বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করা সুসঙ্গত

নহে—কিন্তু তথাপি যথাসম্ভব প্রাচীন রীতির সম্মাননা এবং প্রাচীন পবিত্রাত্মা ভক্তগণের ভজন-প্রণালীর ঐতিহাসিক ধারা সংরক্ষণার্থ সেই সকল বিষয়ের কিছু কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়।

এই শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থে শ্রীভগবানের কপট নিদ্রা-মাধুরী বর্ণনাত্মক আরও একটি পদ্য দৃষ্ট হয়, উহা এই:—

(২১)

স্তোক-স্তোক-নিরুদ্ধ্যমান-মৃদুল-প্রস্যন্দিমন্দস্মিতং
প্রেমোদ্ভেদ-নিরর্গল-প্রসৃমর-প্রব্যক্ত রোমোদ্গমম্।
শ্রোতুং শ্রোত্রমনোহরং ব্রজবধূলীলামিথোজল্পিতং
মিথ্যাস্বাপমুপাস্মহে ভগবতঃ ক্রীড়া-নিমিলদ্দৃশঃ।

শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের বিলাস-লীলা একান্ত প্রিয়তমা সখীগণেরও অগোচর,—উহা গভীর রহস্যময় এবং সর্ব্ব প্রকারেই অপরের অজ্ঞেয়। সে লীলাসন্দর্শনে কাহারও অধিকার নাই। সখীরা যে এত জানেন, তাঁহারাও বিলাস-লীলা-কালে কুঞ্জে থাকিতে পারেন না।

একদিন শ্রীরাধামাধবের বিলাস-লীলার অবসানে সখীরা কুঞ্জে সমাগত হইলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একটী অতি ভাল মানুষের মত নিদ্রার ছল করিয়া নীরবে শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। সকলেই মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ঘুমাইতেছেন—এই অবসরে শ্রীরাধার সখী-

গণ শ্রীরাধাকে লইয়া নর্ম্মভাবে কত রসের কথা তুলিয়া শ্রীমতীকে লজ্জা দিতে লাগিলেন—তিনিও তাঁহাদের ভাষাতেই তাঁহাদের প্রত্যুত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন সখী বলিলেন, ওগো রাজকুমারি, তোমার সাহসের বলিহারি যাই—আমাদিগকে ঘরে রেখে পুন্নাগ ফুল তুলতে তুমি বুঝি একাকিনী বনে এসেছ—ভাগ্যে বকারি (শ্রীকৃষ্ণ) তোমার সন্ধান পায় নাই, তাই রক্ষা নচেৎ আজ তাহার হাতে যে তোমার কিরূপ পরাভব হত, বোধ হয় তোমার সে ধারণাই নাই। ওগো, আর একটী কথা, তুমি শুনেছ কি, এই বনে সুত্যয় শিখিণ্ডী উপস্থিত হইয়াছেন—তোমরা নাকি তাদের বিদ্যা শিখেছ সত্য কি?

সখীদের এই নর্ম্ম উক্তি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিষম মুস্কিলে পড়িলেন মুস্কিলটী এই যে এই সকল কথায় তাহার মুখ ফুটিয়া হাসির ফোয়ারা বাহির হইতে চায়, কিন্তু হাসিলে নিদ্রার কপটতাও হাসির সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া পড়ে; তাই তিনি ফুটন্ত ফুলের ন্যায় ফুটন্ত প্রায় হাসির বেগটাকে অল্প অল্প করিয়া নিরুদ্ধ করিলেন। মুখের হাসি ঠোঁঠে আসিয়া চাপিয়া গেল; কিন্তু ষোলআনা মুখমণ্ডল হাসির জোৎস্নায় আনন্দময় হইয়া উঠিল—তখন তাহা দেখে কে? মুখের হাসি মৃদু মধুর ভাবে শ্রীকৃষ্ণের মুখে নীরবে খেলিতে লাগিল।

শ্রীমতী রাধিকা সখীদের নর্ম্ম কথার প্রত্যুত্তরে বলিলেন—'বেশ বেশ আর বকিস্ নে। তোদের বিদ্যা কি আমার জানা নাই? তোরাই তো যত নাটের গুরু! তোদিগে চিন্তে আমার

বাকী নাই। তোরাইত শিখণ্ডি-বিদ্যার মহা আচার্য্যা! তোরা যেমন কলঙ্কিনী, আমাকেও তোদের মত কলঙ্কিনী করার জন্য চোখের ইঙ্গিতে এই ধর্ম্ম-নাশার হাতে আমাকে ফেলিয়া দিয়া তোরা বনের মাঝারে লুকাইলি। আমার সদ্ধর্ম্ম-বর্ধিণী প্রিয়সখী আমাকে ফেলিয়া গিয়া তোদের এই নিদ্রিত নাগরকে আলিঙ্গন করিল! আমি কি আর সে কথা শুনি নাই? শিখণ্ডী একাকিনী আসিয়া তখনই আমায় এ কথা বলে গেল—"কৃষ্ণ গত কল্য সখীদের সঙ্গে কুঞ্জে ছিলেন, তখন সখা সুদ্যুম্নের সঙ্গে আমিও কুঞ্জে এসেছিলাম—সেই সময়ে সখীরা শিখণ্ডীর এই বিদ্যা শিখিতে আমার নিকট যায়। আমি তাহাদিগকে সেই বিদ্যা শিখায়েছি। শ্রীকৃষ্ণও আমার সখা সুদ্যুম্নের নিকট কামকলা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। আমার সখার বিদ্যানৈপুণ্য পরীক্ষার্থ আমি আজ এখানে এসেছি। তোমার সখীদেরও এই ইচ্ছা যে এখন তুমি আমায় সেই উপদেশ কর।"

"শিখণ্ডীর এই কথা শুনিয়া আমি তোদের প্রতি ক্রোধ করিয়া উহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা ক'রে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। পোড়ারমুখী দুর্ম্মুখীরা, তোদের সঙ্গে আর আমি কথা কইব না!"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার এই প্রত্যুক্তি শুনিয়া প্রেমে প্রমত্ত হইলেন, বহু যত্নেও তিনি তাঁহার দেহে অবাধ রোমাঞ্চ নিরোধ করিতে পারিলেন না। গোপ-বধূদিগের পরস্পর সুমধুর পরিহাস বাক্য শ্রবণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে কপট নিদ্রার ভান করিয়াছিলেন, শ্রীল লীলাশুক সেই কপট-নিদ্রার মধুময় ভাব আস্বাদন করিয়া

বলিলেন,—আমি শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবের উপাসনা করি। আমার যেন এমন ভাগ্য হয়,—যেন ব্রজবধূগণের পরস্পর পরিহাস-বাক্য-শ্রবণেচ্ছু শ্রীকৃষ্ণের এই কপট-নিদ্রা আমার প্রত্যক্ষ হয়।

২২ শ্লোক ব্যাখ্যা।

শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাস্বাদনের জন্য লীলাশুকের তৃষিত হৃদয় সততই ব্যাকুল। কোথা গেলে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান পাওয়া যায়, কি করিলে কৃষ্ণ মিলে, লীলাশুক নিরন্তর সেই লালসায় অধীর। শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ সুন্দরের কৃষ্ণান্বেষণে ব্যাকুলতার কথা শ্রীচরিতামৃতে শুনিতে পাই :—

কাঁহা করোঁ কাঁহা যাও
কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঁও।

দিবা নিশি তাঁহার হৃদয়ে এই ব্যাকুলতার ভাব দিশেহারা পথিকের ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত; কখনও বা যমুনা জলের প্লাবনের ন্যায় সেই ভাব হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। জগতে সে ব্যাকুলতার তুলনা নাই, উপমা নাই। পদাবলী প্রভৃতিতে ব্রজবালাদের ব্যাকুলতার কথাও মর্ম্মস্পর্শি সরল, সরস ও সহজ ভাষায় লিখিত আছে। লীলাশুকও ব্রজবালাদের ভাবে বিভাবিত থাকিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের সুধা-রসে নিমগ্ন থাকিতেন। শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন লাভের জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তাঁহার মধুময় পদ্যের স্থানে স্থানে সেই ভাব উৎসারিত হইয়াছে। তিনি একটি পদ্যে বলিতেছেন :—

বিচিত্র পত্রাঙ্কুর শালিবালা-
স্তনান্তরং যাম বনান্তরং বা
অপাস্য বৃন্দাবন পাদলাস্যং
উপাস্যমন্যং ন বিলোকয়াম। ২২।*

লীলাশুক ভাবিতেছেন, সকল ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য বনে আসিলাম, কিন্তু হায় এখনওতো ব্রজের জীবন ব্রজ সখা শ্যাম-সুন্দরের দেখা পাইলাম না। এখন যাই কোথা? শুনেছি তিনি লতা-পাতা-প্রিয়। শ্রীরাধিকার বক্ষ বিচিত্র পত্রাঙ্কুরশালি। শ্রীকৃষ্ণ আপনার মনের সাধে সেখানে কত চিত্র-বিচিত্র লতা পাতা অঙ্কন করিয়াছেন। তবে কি সেই শ্রীরাধা হৃদয়েই তাঁহার অন্বেষণ করিব? অথবা অন্য কোন বনে তাঁহার অনুসন্ধান করিব? কিন্তু শ্রীরাধাসদন তো আমার অগম্য! আর সেখানে আছেন কি না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি! তবে কি অন্য কোন বনে তাঁহার অনুসন্ধান করিব? তাঁহার পদচিহ্ন বিলসিত

---

* শ্রীমতী ব্রজবালাদের স্তনান্তরই যে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বাসস্থলী, এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গলের রচিত অন্যত্র আর একটি শ্লোক আছে তদ্‌ যথা :—

উদূখলং বা যমীনাং মনো বা
ব্রজাঙ্গনানাং স্তন-কুট্মলং বা;
মুরারি-নাম্নঃ কলভস্য বিষ্ণো
রালানমাসীৎ ত্রয়মেব লোকে।

৫৭।২ শতক কর্ণামৃত

শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া আর অন্যত্র কোথা যাইব? তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্ম ভিন্ন জগতে আর উপাস্যই বা কি আছে?

শ্রীমৎ রাধামোহনের পদেও এই ব্যাকুলতাময় অনুসন্ধানের ভাব আস্বাদিত হয়, যথা :—

কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন।
কাঁহা মোর গুণনিধি ও চাঁদ বদন॥
কাঁহা মোর প্রাণ বঁধু নব ঘন শ্যাম।
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর কত কোটি কাম॥
কাঁহা মোর মৃগমদ কোটীন্দু-শীতল।
কাঁহা মোর নবম্বুদ সুধা-নিরমল॥
ঐছন প্রলপিতে ভেল মুরছিত।
এ রাধা মোহন, প্রভু-বিরহ চরিত॥

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী এই পদ্যেও রাস-নায়িকার প্রগাঢ় ভাব-রস আস্বাদন করিয়াছেন। তিনি বলেন :—লীলাশুক শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের নিকুঞ্জ-লীলার সখীগণের আজ্ঞাবহা মঞ্জরী রূপে বিরাজ করেন। সখীদের আদেশ মতে তিনি কুঞ্জ সেবার পরিচারিকা। তাঁহারা উঁহাকে যখন যে আদেশ করেন উঁহাকে সেই আদেশই পালন করিতে হয়। রাসবিহারে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকাকে লইয়া সহসা লুকাইলেন। সখীগণ তাঁহাকে খুঁজিয়া আকুল। দলে দলে সখীগণ বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। উহার এক যুথে লীলাশুক ছিলেন। তাঁহারা আদেশ করিলেন—ওগো, খুঁজিয়া দেখ অপরাপর সখীরা কোথায়

আছেন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার জন্য ফুল তুলিতে হইবে। তুমি চম্পকাদি কুসুম চয়ন করিয়া আনিবে এবং অপর সখীরা কোথায় আছেন তাহাও জেনে এস। লীলাশুক দুই তিন জন সখীর সঙ্গে বাহির হইলেন। স্বায় সখীসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া তিনি বন-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। সখীগণের শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ-ভাব বিদ্যমান। যদিও তিনি স্বীয় সখীর সেবায় অধিকার-পরায়ণা, তথাপি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এরূপ গোবিন্দ-সেবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে বলবতী তৃষ্ণার উদয় হইল। তখন তিনি মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন—এখন আমি কি করিব? আমি কি শ্রীরাধার বা তাঁহার হৃদ্‌ বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাব, অথবা পুষ্পাদি চয়নের জন্য এবং সখীদের অন্বেষণের জন্য অন্য বনে যাব; অথবা শ্রীকৃষ্ণ-বিয়োগ-বিধুরা অন্যান্য সখীদের মধ্যেই যাব। তিনি অবশেষে শ্রীবৃন্দাবন ভূমিতে শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগলের পদচিহ্ন দেখিয়া এমন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে অন্য কোথাও যাইতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি তখন দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বলিলেন, আমার নিয়ত উপাস্য শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-পদারবিন্দ-বিলসিত এই শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া আমি আর কোথাও যাইব না। ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া আর কাহারই বা উপাসনা করিব?

সাধক-হৃদয়ে সময়ে সময়ে বহুল বিতর্ক-তরঙ্গের উদয় হয়। লীলাশুক মাধুরী-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। যখন যে দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িতেছে, তিনি সেই দিকেই মহা মাধুরীতে আকৃষ্ট

হইতেছেন। কিন্তু শ্রীগোবিন্দের মধুর লীলার কেন্দ্রস্থলী শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া তাঁহার চিত্ত আর কোনও দিকে যাইতে রাজী নয়।

২৩ শ্লোক ব্যাখ্যা।

আবার আর একটা পদ্য শুনুন। লীলাশুক ভগবৎসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের লীলাতরঙ্গে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। অনন্ত মাধুর্য্যের একছত্র-মহারাজ নবকিশোর শ্যামসুন্দরের দর্শন লালসায়, তাঁহার হৃদয় উৎকণ্ঠা-পূর্ণ, প্রাণভরা উৎকণ্ঠা—আর নয়নভরা দর্শন-তৃষ্ণা। তিনি বলিতেছেন :—

সার্দ্ধং সমৃদ্ধৈ রমৃতায়মানৈ
রাতায়মানৈ র্মুরলী-নিনাদৈঃ।
মূর্দ্ধাভিষিক্তং মধুরাকৃতীনাং
বালং কদা নাম বিলোকয়িষ্যে। ২৩।

অনন্ত মাধুরীময়ী ব্রজবালাদের মাথার মণি, আমি সেই ভুবন-মোহন নবকিশোর মোহনমুরলীধর শ্যামসুন্দরকে কবে দেখিতে পাইব? যাঁহার বাঁশীর রবে অমৃত ঝরে, যে অমৃত-নিনাদ তান-লয়-মূর্চ্ছনাদি মাধুর্য্য সম্পৃক্ত হইয়া এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বিসারিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠ লক্ষ্মী দিগকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে, সেই বংশী-বদন শ্যামসুন্দর গোপবালা গণের মধ্যে থাকিয়া মধুর বংশীধ্বনি করিবেন,—আমি কবে তাঁহার এ হেন মাধুরী দেখিতে পাইব?

টীকাকার কবিরাজ গোস্বামি মহাশয় রাসলীলার অনুসরণে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাস লীলায় গোপবালারা সৌভাগ্য মদে মত্ত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহাদের পক্ষে অতি সুলভ, ইহাই তাঁহাদের মনে হইয়াছিল। কিন্তু এই ভাবে প্রেম মাধুর্য্য থাকে না—তাই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। ইহাতে শ্রীরাধিকার মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। বিশুদ্ধ প্রেমবর্দ্ধনেচ্ছু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার এই সৌভাগ্য গর্ব্বটুকুও বিশুদ্ধ প্রেম-লাভের হানি-জনক মনে করিয়া সহসা তাঁহার নিকট হইতেও অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের অদর্শনে, অমন আনন্দময়ী শারদ জ্যোৎস্নামাখা রাস-রজনীতে ব্রজবালাদের হৃদয়াকাশ আঁধার হইয়া পড়িল। বিরহবিধুরা ব্রজবালারা তখন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে বিষন্ন হইয়া নিদারুণ উৎকণ্ঠায় বিলাপ করিতে লাগিলেন। বিরহে ব্যাকুলতা,—ব্যাকুলতার তন্ময়তা,—তন্ময়তাতেই তৎপ্রাপ্তি,—ব্রজগোপাসনার সাধনার ইহাই রীতি।

এই পদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০টি পদ্যে এই বিরহ-ব্যাকুলতার আর্ত্তিময় ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। বিরহে,—চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, দেহের কৃশতা, মলিনতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃতবৎভাব ঘটিয়া থাকে। কবিরাজ গোস্বামি মহাশয় এইস্থল হইতে কোন্ পদ্যটী বিরহের কোন্ ভাবসূচক তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন আমাদের বর্ত্তমান্ আলোচ্য ২৩ অঙ্ক ধৃত শ্লোকটী চিন্তাভাবসূচক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উজ্জ্বল নীলমণি

াস্থের রস-পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরীর বিন্দুমাত্র আস্বাদন করাও বহু জন্মের পুণ্যফল। শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীতে বহুলভাবে শ্রীকৃষ্ণমাধুরী বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার ত্রৈলোক্য-সৌভগ ভুবনানন্দ সৌন্দর্য্য এবং সর্ব্বচিত্তাকর্ষী ভুবন-মঙ্গল বংশীনাদ,—সর্ব্বত্রই অতি উদারভাবে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে :—

সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকার-লীলাকল্লোল-বারিধিঃ।
অতুল্য মধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়-মণ্ডলঃ॥
ত্রিজগন্মানসাকৃষ্টমুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপ শ্রীবিস্মাপিত-চরাচরঃ॥
লীলাপ্রেম্না প্রিয়াধিকং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে রাস পঞ্চাধ্যায়েও বেণু-মাধুর্য্য ও রূপ-মধুর্য্যের প্রভাব সূচক দুইটি পদ্য আছে যথা :—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডল-শ্রী-
গণ্ডস্থলাধরমুখং হসিতাবলোকম্
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ।
কাস্ত্র্যঙ্গতে কলপদামৃত-বেণুগীতং
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্নচলেৎ ত্রিলোক্যাম্।

ত্রৈলোক্য সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্যরূপং
যদ্ গো দ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়টী বেণুগীতি-মাধুর্য্য-বর্ণনায় পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের রূপে ও বেণুগানে ব্রজবালা-গণ বিমুগ্ধ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের অভিনব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য অনুভব করিয়াছিলেন। তাহা আস্বাদন করিলে মনে হয়,—কোন দেশের কোন কবিই এমন সরস সুন্দরভাবে মাধুর্য্য বর্ণন করিতে পারেন নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের স্নিগ্ধ-মধুর এক অনির্ব্বচনীয় আলোক শ্রীবৃন্দাবনকে বিস্ময়জনক ভাবে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে;—সর্ব্বত্রই যেন স্নিগ্ধ পবিত্র মধু-রোজ্জ্বল প্রীতিমাখা অনুরাগের ছড়াছড়ি। ব্রজবালা বলিতেছেন,

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ
বক্ত্রং ব্রজেশ সুতয়োরণুবেণুজুষ্টং
যৈর্বা নিপীতমনুরক্ত কটাক্ষ মোক্ষম্।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামি-কৃত বিদগ্ধমাধব গ্রন্থে বেণুনাদের যে প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতীব বিস্ময়জনক। তদ্ যথা :—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দন মুখান্ বিস্মেরয়ন্ বেধসম্।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ড-কটাহ-ভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি মেঘের পথ রোধ করিয়াছিল,

তুম্বুরুকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিল, সনন্দন প্রভৃতি যোগিগণকে ধ্যান হইতে বিচলিত করিয়াছিল, বিধাতাকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছিল, ঔৎসুক্য দ্বারা বলীকে চঞ্চল করিয়াছিল, অনন্ত দেবের মস্তক বিঘূর্ণিত করিয়াছিল, ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের ভিত্তি ভেদ করিয়া সেই ধ্বনি সর্ব্বত্র বিসারিত হইয়াছিল।

ফলতঃ শ্রীভগবান্ যে রসময় ও মধুময়, বেদ বেদান্তে তাঁহার বহুল প্রমাণ আছে। তিনি রসময়, মধুময়, প্রেমময় ও দয়াময়। এ জগতে তিনি যখন তদীয় মধুর লীলা প্রকটিত করেন, তখন তাঁহার দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায়। তাঁহার ভুবনমোহন রূপ এবং সর্ব্বজনচিত্তাকর্ষী বংশীধ্বনি পতিতপাষণ্ডদেরও আকর্ষণের প্রধান উপায়। সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণ এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্যের ও বেণু-মাধুর্য্যের সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল অন্য গ্রন্থেও মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের বহুল বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় বৈষ্ণব পদকর্ত্তারাও এ সম্বন্ধে বহুল সুমধুর পদাবলী প্রণয়নদ্বারা বঙ্গভাষার মাধুর্য্য সাধন করিয়াছেন। দুই একটী সুনির্ব্বাচিত পদ পাঠকমহোদয়গণের পরিতৃপ্তির জন্য এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে।

১। মরকত মঞ্জুল মুকুর-মুখমণ্ডল
মুখরিত মুরলী-সুতান।
শুনি পশুপাখী শিখিকুল পুলকিত
কালিন্দী বহয়ে উজান॥

কুঞ্জে সুন্দর শ্যামরচন্দ।
কামিনী মন হি মূরতিময় মনসিজ
জগজন-নয়ন-আনন্দ ॥
তনু অনুলেপন ঘন সার চন্দন
মৃগমদ কুঙ্কুম পঙ্ক,
অলিকুল চুম্বিত অবনী-বিলম্বিত
বনি বনমাল বিটঙ্ক।
অতি কোমল চরণ-তল শীতল
জিতল শারদারবিন্দ;
রায় বসন্ত মধুপ আনন্দিত
নিন্দিত দাস গোবিন্দ।

সজনী ওকে নাগর তরুমূলে
এতদিন নাহি জানি লোকমুখে নাহি শুনি
হেন জন আছয়ে গোকুলে।
মুরলীর আলাপনে পবন রহিয়া শুনে
যমুনা বহয়ে উজান;
না চলে রবির রথ বাজি নাহি পায় পথ
দরবয়ে দারুণ পাষাণ।
রমণী-রমণ-বর গতি অতি মন্থর
মনোহরের মনোহর বেশ
মৃগমদ চন্দন তনু ঘন লেপন
পরিমলে ভুলায়ল দেশ ॥

শুনিয়া মুরলী ধ্বনি ধ্যান ছাড়ে যত মুনি
জপ তপ কিছুই না ভায় ;
তৃণ-মুখে ধেনু যত ঊর্দ্ধমুখে রহত
বাছুরে দুগ্ধ নাহি খায়॥
ময়ুর পাখার চূড়া মালতীর মালা বেড়া
ভুবন মোহন তার বেশ।
নানার বন্ধন তনু ঘন লেপন
সৌরভে ভরল সব দেশ।
ব্রজরাজ-জীবন অনন্ত জীবন ধন
নাম তার সুন্দর কানাই
তাহার আঁখির ঠারে এ দেশ তাহারে ডরে
ঘরের বাহির হইতে নাই॥

বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণ এইরূপ বহুল পদাবলী দ্বারা রূপ-মাধুর্য্য ও বেণু মাধুর্য্য বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীল চণ্ডীদাসের রচিত শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-মাধুর্য্যের পদগুলি ভক্ত-গণের সততই আস্বাদ্য। এস্থলে দুই একটি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

১। যমুনা নিকটে যথা বংশী বাট
অতি সে সুন্দর স্থল।
নানা পক্ষীগণ তরুগণ তাথে
ধরে নানা ফুল ফল॥

নানা পুষ্প ফুটে পরিমল উঠে
কেতকী চামেলী কুন্দ,
নাগেশ্বর আদি নানা সে কুসুম
চাঁপা পারুলীর গন্ধ।
গুলাল তুলাল ঝাটি গন্ধকুন্দ
কিংশুক আমলা কত।
কদম্ব দোসারে শোভা অতি বড়ি
লাখে লাখে ফুল কত॥
হংস হংসিনী চক্রবাক আদি
চকোর চকোরী ডাকে।
কতেক চামরী ভ্রমরা ভ্রমরী
গুঞ্জরিছে লাখে লাখে॥
তরু লতা আর লবঙ্গ লতায়
বেষ্টিত মাধবী তরু;
সেই খানে নব নাগর কালিয়া
মোহন মূরতি ধরু।
সে হেন মূরতি জলধর কাঁতি
হেলিয়া মাধবী তলা,
চূড়ার টালনী বঙ্কিম চাহনি
ভুবন করেছে আলা।
বিনোদিয়া চূড়া মালতিয়া বেড়া
ময়ুর শিখণ্ড উড়ে।

ভালে সে চন্দন চাঁদ বিরাজিত
কে হেন বাঁধিল চূড়ে ॥
নাসিকার আগে ময়ুরের চুলি
গজমতি তাহে দোলে,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ভঙ্গিম হইয়া
দাঁড়ায়ে মাধবী তলে ॥
গলে বন মালা কিবা করে আলা
দোলই হিয়ার মাঝে।
অলি কুল মত্ত লাখে লাখে কত
সতত তাহে বিরাজে ॥
পীত পরিধান বিনোদ বন্ধনে
চরণে নূপুর বায়;
পঞ্চধ্বনি শুনি মগন মেদিনী
মধুর মুরলী গায়।
চণ্ডীদাস কহে অনুপ অপার
সুখের নাহিক ওর।
এবে সে এবেশে যুবতী ভুলিল
মরমে হইল ভোর ॥

২। হায় সে অবলা হৃদয় অখলা ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখালো আনি ॥
হরি, হরি এমন কেন বা হলো!
বিষম বাড়ব অনল মাঝারে আমারে ডারিয়ে দিল।

বয়সে কিশোর রূপ মনোহর অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল করয়ে শীতল বড়ই রসের কূপ॥
নিজ পরিজন সে নহে আপন বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে বুক বিদরিয়া মরি॥
চাহি ছাড়াইতে সে না ছাড়ে চিতে উপায় করিব কি?
কহে চণ্ডীদাস শ্যাম-নব রসে মজিলে রাজার ঝি।

৩। সই কি আজ দেখিনু রঙ্গ।
আজু গিয়াছিনু যমুনের কূলে দুই চারি জন সঙ্গ॥
এক কাল দেহ বসন ভূষণ চুড়াটি টানিয়া বামে।
হেরম্ব অনুজ তাহে আরোপিত বেড়িয়া কুসুম দামে॥
তার মাঝ দিয়া ময়ূরের পাখ হেলিছে দুলিছে বায়।
যেমন রবির সুতার তরঙ্গ লহরী তেমতি প্রায়॥
তাতে শশধর মলয় চন্দন তার মাঝে গোরচনা।
তাহার সৌরভ পেয়ে অলিকুল করে আসি আনা গোনা॥
কটাক্ষ মিশালে হাসির হিল্লোলে অমিয়া বরিষে রাশি।
দেখিয়া সে রূপ হেন মনে করি সাথে থাকি নিশি দিশি॥
গলে বন মালা কিবা করে আলা যমুনা দুকূল ভরি।
পীত বাস অতি কাঞ্চন মুরতি করেতে মুরলী ধরি॥
এত দিন বসি গোকুল নগরে না দেখি না শুনি কাণে।
এমন মুরতি গড়ে কোন বিধি দ্বিজ চণ্ডী দাস ভণে॥

৪। সজনি কি হেরিনু যমুনার কূলে
ব্রজকুল নন্দন হরিল আমার মন

ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরু-মূলে ॥
গোকুল-নগর মাঝে আর যে রমণী আছে
তাহে কেন না পরিল বাধা।
নিরমল কুল খানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা ॥
মল্লিকা চম্পক দামে চূড়ার টালনি বামে
তাতে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে চলে ধেয়ে সুন্দর সৌরভ নিয়ে
অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখে ॥
সে শিরে চূড়ার ঠাম কেবল যৈছন কাম
নানা ছাঁদে বাঁধি পাক মোড়া।
যে শিরে বেনানি জালে নব গুঞ্জা মণিমালে
চঞ্চল চাঁদ পরে পারা ॥
পায়ের উপর থুয়ে পা কদম্ব হেলন গা
গলে দোলে মালতীর মালা।
দ্বিজ চণ্ডী দাসে কয় না হইল পরিচয়
রসের নাগর বড় কালা ॥

৫। শ্যামের বরণ ছটার কিবা ছবি!
কোটি মদন জনু নিন্দিয়া শ্যাম-তনু
উদইছে যেন রবি শশী ॥
কিবা সে শ্যামের রূপ সুধাময় রস কূপ
নয়ন জুড়ায় যাহা চেয়ে।

হেন মোর মনে হয় যদি লোক ভয় নয়
কোলে করি তারে তয়া যেয়ে ॥
তরুণ মুরলী করিল পাগলী
রহিতে না দিল ঘরে।
সবারে বলিয়া বিদায় লইব
কি করে সোদর পরে ॥
ধরম করম দূরে তেয়া গিয়া
মরমে লাগল যে
চণ্ডী দাস ভণে আপন পরাণে
বুঝিয়া করিবে সে ॥

৬। সুধা ছানিয়ে কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙ্গারি কৈল দেহা ॥
লেহা নিঙ্গারিয়া কেবা মুখানি বনাল রে
জবা নিঙ্গাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজ জিনিয়া করি শুণ্ড ॥
কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাল রে
কোকিল জিনিয়া সু-স্বর।
আরত্র মাথিয়া কেবা সারত্র বনাল রে
ঐছন হেরি পীতাম্বর ॥

বিস্তারি পাষাণ কেবা রতন বসাল রে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম কুসুমে কেবা সুষমা করেছে রে
এমতি তনুর দেখি আভা।
অদলি উপরে কেবা কদলি রুপিল রে
ঐছন দেখি উরু-যুগে।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাল রে
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগে॥

৭। কদম্বের বন হ'তে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্য্য-পদাবলী
কি জানি কেমন করে মনে॥
সখীরে নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হা হা কুলাঙ্গনাগণ গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ
যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥
শুনিয়া ললিত কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলী ধনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলে তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিত্তে ধরি থেহ।
রাই কহে কেবা কেন মুরলী বাজায় হেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিম জনু কাঁপাইছে সব তনু

শীতল করিয়া মোর হিয়া ॥

অস্ত্র নহে মন ফুটে কাটারিতে যেন কাটে

ছেদন না করে হিয়া মোর ।

তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি

চণ্ডীদাস ভাবি না পায় ওর ॥

৮। না যাইও যমুনার জলে তরুয়া কদম্বমূলে

চিকণকালা করিয়াছে থানা ।

নব জলধর রূপ মুনির মন মোহে গো

তেই জলে যেতে করি মানা ॥

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি রঙ্গিয়া মদন জিতি

চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে ।

ভুবন-বিজয়ী মালা মেঘে সৌদামিনী কলা

শোভা করে শ্যামচাঁদের গলে ॥

নয়ন কটাক্ষ ছাঁদে হিয়ার ভিতরে হানে

আর তাহে মুরলীর তান ।

শুনিয়া মুরলীর গান ধৈরজ না ধরে প্রাণ

নিরখিলে হারাবি পরাণ ॥

কানড়া কুসুম জিনি শ্যামের বরণ খানি

হেরিবে নয়নের কোণে যে,

দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে চাহিয়া গোবিন্দ পানে

পরাণে বাঁধিবে সখী কে ?

শ্রীল রামানন্দ রায়বিরচিত শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ নাটক খানি

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে অতীব আদৃত। স্বয়ং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই নাটক গীতিকার রস আস্বাদন করিতেন। বাঙ্গালী কবি শ্রীল লোচন দাস ইহার শ্লোক ও গানের পদ্যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। পাঠকগণের আস্বাদনের নিমিত্ত মূল ও অনুবাদের যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

১। সোঽয়ং যুবা যুবতি-চিত্ত-বিহঙ্গশাখী
সাক্ষাদিব স্ফুরতি পঞ্চশরো মুকুন্দঃ
যস্মিন্ গতে নয়নয়োঃ পথি সুন্দরীণাং
নীবিঃ স্বয়ং শিথিলতা মুপযাতি সদ্যঃ।

২। শ্রাবং শ্রাবং সুনামশ্রুতি-সমিন্ত-পর ব্রহ্মবংশী-প্রসূতং
দর্শং দর্শং ত্রিলোকী হরতরুণ-কলা-কেলি-লাবণ্য-সারম্।
ধ্যায়ং ধ্যায়ং সমুদ্যদ্দ্যা-মণি কুমুদিনী বন্ধুরোচিঃ সরোচি
শ্ছায়ং শ্রীকান্তসঙ্গং দহতি মম মনো মাং কুকুলাগ্নিদাহঃ।

৩। মৃদুতর মারুত-বেল্লিত পল্লব বল্লীবলিত শিখণ্ডং।
তিলক বিড়ম্বিত-মরকত মণিতল-বিম্বিত শশধরখণ্ডম্
যুবতী-মনোহর-বেশম্
কলয় কলানিধি মিব ধরণী মনুপরিণত রূপ বিশেষম্।
খেলা-দোলায়িত মণিময় কুণ্ডল রুচি-রুচির-নন-শোভম্
হেলা-তরলিত-মধুর বিলোচন-জনিত-বধুজন লোভম্
গজপতিরুদ্র নরাধিপ-চেতসি জনয়তু মুদমনুবারম্
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং মধুরিপু-রূপমুদারম্

শ্রীমৎ লোচন দাস কৃত পদ্যানুবাদ, যথা :—

১। সখি, কেও নাগর, রসের সাগর, দাঁড়ায়ে অশোক মূলে।
সেরূপ লহরী, লাবণ্য মাধুরী, হেরিয়া নয়ন ভুলে॥
নীল উৎপল,-দল সুকোমল, জিনিয়া বরণ শোভা।
দলিত কাঞ্চন, জিনিয়া বসন, কুলবতী-মন লোভা॥
চঞ্চল নয়ান, কামের সন্ধান, যাহার মরমে হানে।
তাহার ভরম ধরম সরম সব দূরে যায় মেনে॥
শ্রবণ কুণ্ডল করে ঝলমল সঘন কম্পিত চূড়ে।
তাহার উপরি ভ্রমরা ভ্রমরী মধুলোভে বৈসে উড়ে॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া করে বেণু লইয়া মধুর মধুর বায়।
লোচন বচন ভুবন মোহন সেই শ্যামচাঁদ রায়॥

২। একথা শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া মদনিকা কহে বাণী
যার গুণাগুণ, তোমার সদন, সতত বলি গো ধনি,
সেই সে নাগর রূপের সাগর নয়নে দেখিলে এবে।
দেখ নয়ন ভরি, ওরূপ মাধুরী, সব দুখ দূরে যাবে॥
সেই সে নাগর, রসের সাগর, এ বটে কলপ শাখী।
এ তরুর ডালে, বৈসে কুতূহলে, যুবতী হৃদয়-পাখী॥
এই নটবর পরম সুন্দর কিবা সে সাক্ষাৎ কাম।
কিবা রসময়, কি মাধুরী হয়, কিবা সে গুণের ধাম॥
ওরূপ মধুর, নয়নে যাহার লাগয়ে পরাণ সখি,
সে নারীগণের নীবির বন্ধন সহজে শিথিল দেখি।
হৃদয়ে যাহার, লাগে একবার, তার কুলশীল নাশে।
সেরূপ-তরঙ্গে, মগন হইয়া লোচন প্রেমেতে ভাসে॥

৩। ভজহু নন্দ কী নন্দনা।

মলয়জ পবনে চলিত শিখি-চন্দ্রক
চাঁদ মুরছে হেরি বদনা।
অলকা আবৃত হার তিলক মনোহর
ঝলমল বদন উজোর।
মকরাকৃতি কুণ্ডল শ্রবণ হি দোলত
দোলত থোর হি থোর।
কুটিল দৃগঞ্চল মদন-কুসুম-শর
ভালে শোভিত ভাউ কামানে।
কুলবতী মরমে ভরমে যদি পৈঠহি
ভব কিয়ে রহই পরাণে।
মধুর মনোহর রসভরে ঢর ঢর
মূরছিত কতশত কাম।
লোচন দাস ভণ ব্রজকুল নন্দন
নিখিল ভুবন গুণধাম॥

৪। যুবতী মনোহর ও না বেশ গো!

অবনী মণ্ডলে সখি চাঁদের উদয় যেন
সুধাময় রূপের বিশেষ গো।
চূড়ার উপরে শোভে নানা ফুল দাম গো
তাহে উড়ে ময়ূরের পাখা।
যেন চাঁদের উপরে চাঁদ উদয় করিল গো
ললাটে চন্দনবিন্দু রেখা॥

সঘনে দোলায় কাণে মকর কুণ্ডল গো
কুলবতীর কুল মজাইতে।
উহার নয়ন কুসুম-শর মরমে পশিলে গো
ধৈরজ ধরিতে নারি চিতে॥
এমন সুন্দর রূপ কোথা হ'তে এল গো
মনোভোর ভুলিল দেখিয়া।
লোচন মজিল সই ওরূপ-সাগরে গো
কিবা সে নাগর বিনোদিয়া॥

লোচনর ভাষায় ইন্দ্রজাল আছে। এ ভাষায় মরুভূমিতে ও মন্দাকিনীতটবর্ত্তি নন্দন-কানন প্রতিষ্ঠিত হয়, নিষ্প্রাণ নব জীবন সঞ্জীবিত হইয়া দাঁড়ায়। চির নীরস বস্তুকেও সরস করিতে লোচন দাস অতীব সুদক্ষ। শ্রীপাদ রামানন্দকৃত মূল পদ্যে যে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দৃষ্ট হয় না, লোচনদাদের অনুবাদে তাহা প্রস্ফুট হইয়াছে। শ্রীলোচন দাসের পদের সঙ্গে সঙ্গেই অমর কবি শ্রীমৎ গোবিন্দ দাসের একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। পদটী অতি মধুর সরস সরল, সহজ ও সুন্দর ; যথা :—

চিকণ কালা গলায় মালা বাজান নুপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে তেরছ নয়নে চায়॥
কালিন্দীর কুলে কি পেখলু সই ছলিয়া নাগর কান।
ঘরকে যাইতে নারিনু সই আকুল করিল প্রাণ॥
চাঁদ ঝলমলি ময়ুর পাখা চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষৎ হাসিয়া মধুর বাঁশী মধুর মধুর বায়॥

রসের ভরে অঙ্গ না ধরে কেলি কদম্বের হেলা।
কুলবতী সতী যুবতী জনার পরাণ লইয়া খেলা॥
শ্রবণে চঞ্চল মকর কুণ্ডল পিন্ধন পিয়ল বাস।
রাতা উৎপল চরণ যুগল নিছলি গোবিন্দ দাস॥

গোবিন্দ দাসের পদাবলীতে যেমন কাব্য মাধুর্য্য, তেমনই ভক্তিরস-মাধুর্য্য—যেন ভাদ্রের ভরা গঙ্গার ভরপুর প্রবাহ! কিন্তু লোচনের পদাবলীর ভাষার শক্তি অতুলনীয়; এমন জোড়ের ভাষা আর কাহারও নাই। অনুরাগের এমন তরল তরঙ্গলীলা বাঙ্গালার অন্য কোন কবির পদেই দেখিতে পাই না। অনুরাগের উত্তাল সাগর-তরঙ্গ সমুত্তুলিত করিয়া পাঠক-হৃদয়কে অভিভূত করিয়া দিতে লোচন দাসের পদাবলী অতুল্য ও অদ্বিতীয়। লোচন দাস সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কবি। কিন্তু লোচনের প্রাঞ্জল রসময় ভাষা এবং বিদ্যাপতির ভাবগর্ভ সুন্দর সংক্ষিপ্ত ভাষা একাধারে গোবিন্দ দাসের কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উপরে গোবিন্দ দাসের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য আছে। গম্ভীর ভাবাবেশময় সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যময় পদ রচনাতে গোবিন্দ দাস সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

গোবিন্দ কৃত শ্রীকৃষ্ণ রূপ-মাধুর্য্যের আর একটি সরল অথচ ভাবগর্ভ পদ শুনুন:—

চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মুরছা পায়॥
কিবা সে নাগর কি খেণে দেখিনু ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বিয়াকুল কেন বা সদাই ঝুরে॥

হাসিয়া হাসিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ন কটাক্ষ বিষম বিশিখে পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বোলে॥
কপালে চন্দন ফোটার ছটা পশিল হিয়ার মাঝে
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল না কহি লোকের লাজে।
এমন কঠিন নারীর পরাণ বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে দাস গোবিন্দ কয়॥

কাব্য-সৌন্দর্য্য সর্ব্বত্র প্রকাশ পায় না। ভাষা কাব্যের আবরণ। গাছের পাতার আড়ালে ফল থাকে, কিন্তু সকল পাতার আড়ালে থাকে না। আবার পাতা বেশী হইলেও ফল বেশী ফলিতে চাহে না। গোবিন্দ দাসের কবিতার এক একটী স্থান হইতে কাব্য-সৌন্দর্য্য স্বতঃই ফুটিয়া বাহির হয়:—

এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়!

সহস্রের মধ্যে এই একটী কথা—এ অতি সুন্দর! শ্রীপাদ জয়দেব-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-বর্ণনাত্মক একটি সুপ্রসিদ্ধ অতি সুন্দর গান এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

সঞ্চরদধর সুধা-মধুরধ্বনি মুখরিত মোহন বংশম্।
চলিত দৃগঞ্চল চঞ্চলমৌলি-কপোল-বিলোল-বিতংসম্॥
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং।
স্মরতি মনো মম কৃত-পরিহাসম॥

চন্দ্রক-চারু-ময়ূর-শিখণ্ডক-মণ্ডল-বলয়িতবেশম্।
প্রচুর-পুরন্দর-ধনুরনুরঞ্জিতমেদুরমুদিরসুবেশম্ ॥
গোপ-কদম্ব-নিতম্ববতী মুখচুম্বনলম্বিতমুখম্।
বন্ধুজীবমধুরাধরপল্লবমুল্লসিতস্মিত-শোভম্।
বিপুল পুলকভুজ পল্লব বলয়িত বল্লবী যুবতী-সহস্রম্।
করচরণোরসি মণিগণভূষণ-কিরণ-বিভিন্নতমিস্রম্।
জলদপটল চলদিন্দু-বিনিন্দক-চন্দন-তিলক-ললাটম্।
পীন পয়োধর পরিসর-মর্দ্দন-নির্দ্দয়হৃদয়-কপাটম্ ॥
মণিময় মকর মনোহর কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডমুদারম্।
পীত বসন মনুগত মুনি মনুজ সুরাসুরবরপরিবারম্ ॥
বিশদ কদম্ব তলে মিলিতং কলি কলুষ-ভয়ং শময়ন্তম্।
মামপি কিমপি তরল তরঙ্গদনঙ্গদৃশা মনসা রময়ন্তম্।
শ্রীজয়দেব-ভণিতমতি সুন্দর মোহন মধুরিপুরূপম্।
হরি চরণ-স্মরণং প্রতি সম্প্রতি পুণ্যবতামনুরূপম্

এই পদটীতেও শ্রীকৃষ্ণরূপ-মাধুর্য্য অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

বিরহবিধুরা ব্রজবালাদের ভাব-রসে নিমজ্জিত লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ রূপ-মাধুরী-আস্বাদনের জন্য নিরন্তর ব্যাকুল। এই অবস্থা জনিত বিরহানলে চিত্তে যে সন্তাপের উদয় হয়, তাহা অত্যন্ত ক্লেশজনক, অথচ জগতের কোন শীতল পদার্থেই সে তাপ প্রশমিত করিতে পারে না। প্রত্যুত তাহাতে বিপরীত ফলই হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ জয়দেবের বর্ণনা অতীব মর্ম্ম-

স্পর্শী। উহার ভাব এইরূপ—শ্যাম যমুনার শ্যামল তটে শ্যাম-শোভাময় বেতস-কুঞ্জে বনবিহারী শ্যামসুন্দর শ্রীরাধাবিরহে উৎকণ্ঠিত ও বিষাদিত এবং প্রেম-প্রভাবে উদ্‌ভ্রান্ত। এই সময়ে শ্রীরাধার কোন সখী তাঁহার নিকট যাইয়া বলিতেছেন—

মাধব আমাদের প্রিয়সখী শ্রীমতী রাধিকা তোমার বিরহে বিরহে দীনা অতীব বিষণ্ণা। মনসিজের বাণ-ভয়ে তোমার ভাবনায় লীন হইয়া দিন যামিনী যাপন করিতেছেন। ধ্যানে তোমারই ভাবনা করিতেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, তুমি প্রসন্ন হইলে মনসিজ শরের আর কোনও ভয় থাকিবে না। তাই তিনি তোমার ধ্যানে তন্ময়ী হইয়া রহিয়াছেন। চন্দ্রের ও চন্দনের শীতলতা এখন তাঁহার নিকট বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মলয়-সমীর গরলের ন্যায় বোধ হইতেছে।*

মলয়ে সর্পের বাস। মলয়সমীর যেন সর্পবিষ লইয়া শ্রীমতীর অঙ্গস্পর্শ করে—তিনি তাহাতে অধিকতর তাপ অনুভব করেন। যে সকল বস্তু স্বভাবত স্নিগ্ধ, সে সকলই তোমার বিরহে তাপজনক হইয়াছে। তাঁহার হৃদয়ে তোমার ঐ মূর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে।

---

* ১। চন্দন গরল সমান
শীতল পবন হুতাসন জ্ঞান (বিদ্যাপতি)

২। শীতল সলিল কমল-দল-শেজহি
লেপই চন্দন-পঙ্কা।
সো সব যত হি আনল সম হোয়ল
দশ গুণহই মৃগঙ্কা। (বিদ্যাপতি)

তাঁহার হৃদয়ে অনবরত মনসিজ-শর-বর্ষণ হইতেছে, তাই তোমার সেই শ্রীমূর্ত্তি-রক্ষণের জন্য তিনি সজল নলিনী-দলকে বিশাল বর্ম্মার আকারে ধারণ করিয়াছেন। রমণীয় পুষ্পশয্যা এখন তাঁহার পক্ষে শরশয্যা। তোমার আলিঙ্গন-সুখ-লাভের জন্য তিনি এই শরশয্যারূপ কুসুম-শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—এই কুসুম-শয্যা বাস্তবিকই তাঁহার পক্ষে শরশয্যায় পরিণত হইয়াছে। তোমার আলিঙ্গন-প্রাপ্তির জন্য তিনি এই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বিরলে বসিয়া কস্তুরী-রসে তোমার কন্দর্প-কান্তি-মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহার চরণ মূলে মকরাঙ্কন করিয়াছেন, হাতে অভিনব আমের মুকুল দিয়াছেন। উহার চরণে প্রণত হইয়া বলিতেছেন—"মাধব, আমি তোমার চরণ-তলে শরণ লইলাম।" তিনি কখনও রোদন করিতেছেন, কখনও হাস্য করিতেছেন, কখনও বিলাপ করিতেছেন, কখনও অধীর হইয়া উঠিতেছেন।

। মাধব, এখন ঘর তাঁহার পক্ষে অরণ্যের ন্যায় এবং প্রিয়তম সহচরীরা বন্ধন-রজ্জুর ন্যায় হইয়াছে। বিরহ-জনিত অনবরত দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত হওয়ায় তাঁহার দেহ-তাপ দাবাগ্নি-শিখার ন্যায় তাঁহাকে সন্তাপিত করিতেছে এবং কোমল কিশলয়-শয্যা অগ্নি-শয্যা বলিয়া অনুমিত হইতেছে।*

---

* ১। নিন্দতি চন্দনমিন্দু কিরণমনু বিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যাল-নিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয় সমীরম্।

২৪ শ্লোক-ব্যাখ্যা ।

শ্রীপাদ লীলাশুক ব্রজবালাদের ন্যায় এইরূপ শ্রীকৃষ্ণবিরহ-সন্তাপে সন্তপ্ত হইয়া বলিতেছেন—

শিশিরীকুরুতে কদা নু নঃ
শিখিপিঞ্ছাভরণঃ শিশুর্দৃশঃ
যুগলং বিগলন্মধুদ্রব-
স্মিতমুদ্রামৃদুনা মুখেন্দুনা । ২৩ ।

মাধব, মনসিজ-বিশিখ ভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ।
সা বিরহে তব দীনা ॥
আবিরল-নিপতিত মদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্ ।
স্বহৃদয় মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজল নলিনী দল জালম্ ॥
কুসুম-বিশিখ-শরতল্পমনল্প বিলাস-কলা-কমনীয়ম্ ।
ব্রতমিব তব পরিরম্ভ সুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ম্ ॥
বহতি চ চলিত বিলোচন জল ভরমানন কমলমুদারম্ ।
বিধুমিব বিকট বিধুন্তুদদন্ত-দলন গলিতামৃতধারম্ ॥
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্ ।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নব চুতম্ ॥
ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প ভবন্ত মতীব দুরাপম্ ।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্ ॥
প্রতিপদ মিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্ ।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্ ॥

না হেরি পরাণ কাঁদে চিত স্থির নাহি বাঁধে
দেহ জ্বলে, সদা আন্‌ছান্ ;
তারে না নেহারি হায় নয়ন জ্বলিয়া যায়
কিসে বল পাই পরিত্রাণ।
ব্রজবালাদের বঁধু হাসিমাখা মুখবিধু,
ঝরে মধু হাসিতে যাঁহার,—
শিখিপুচ্ছ আভরণ কবে দিবে দরশন
আঁখি স্নিগ্ধ করিবে আমার॥

অতিশয় উৎকণ্ঠা সহকারে আবার বলিতেছেন—

২৫ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

কারুণ্যকর্ব্বুরকটাক্ষনিরীক্ষণেন
তারুণ্যসম্বলিতশৈশববৈভবেন
আপুষ্ণতা ভুবনামদ্ভুতবিভ্রমেণ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শিশিরীকুরু লোচনং মে॥ ২৫।

শ্রীজয়দেব ভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ম্।
হরি-বিরহাকুল বল্লবযুবতী-সখী-বচনং পঠনীয়ম্॥

২। আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে
তাপোপি শ্বসিতেন দাবদহন-জ্বালা কলাপায়তে
সাপি ত্বদ্বিরহেণ হন্ত হরিণী-রূপায়তে হা কথং
কন্দর্পোঽপি যমায়তে বিরচয়ন্ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্।

হে কৃষ্ণচন্দ্র—আমি তোমার অদর্শনে দিবানিশি নিদারুণ তাপে জলিয়া মরিতেছি। তুমি তোমার কারুণ্যপূর্ণ কটাক্ষ দৃষ্টিতে এবং তারুণ্যপূর্ণ কৈশোর বৈভবে এবং অদ্ভুতবিলাসে আমার লোচন-যুগল শীতল কর। তুমি করুণাময়, তোমার দৃষ্টি করুণরস-বিচিত্রতাময়ী কৈশোরের পরম প্রীতিময় বৈভবে তুমি সর্ব্ববিষয়ে সুসমর্থ এবং তোমার অদ্ভুতবিলাস সর্ব্বজগতের পোষণজনক। তুমি একবার দেখা দিয়া আমার নয়নযুগল শীতল কর।"

আবার সেইরূপ উৎকণ্ঠাতেই লীলাশুক বলিতেছেন—

২৬ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

কদা বা কালিন্দীকুবলয়দলশ্যামলতরাঃ
কটাক্ষা লক্ষ্যন্তে কিমপি করুণাবীচিনিচিতাঃ।
কদা বা কন্দর্পপ্রতিভটজটাচন্দ্রশিশিরাঃ
কমপ্যন্তস্তোষং দধতি মুরলীকেলিনিনদাঃ ॥২৬।

আবার সেই মুখখানি—আবার সেই মধুমাখা বংশীধ্বনি! ব্রজ-উপসনার সাধকগণের ইহাই প্রধান লক্ষ্য। "সখি আবার সেই শ্যামলসুন্দরের কটাক্ষগুলি কবে দেখিতে পাইব। আ মরি, মরি, কি সুন্দর, কি সুন্দর! শ্যামসুন্দরের সুমধুর শ্যামজ্যোতির আনন্দ-প্রবাহ লইয়া ঐ যে কালিন্দী-কুবলয়-বিনিন্দ শ্যামল কটাক্ষগুলির সঞ্চার হইত, আবার কবে তাহা দেখিতে পাইব? সেই কটাক্ষ-গুলিতে কি মোহিনী শক্তি! উহাদের সঙ্গেই মন প্রাণ ও দেহ শ্যাম-

সুন্দরের ,শ্রীচরণমূলে আকৃষ্ট হইত। কেন হইত, তাহা আমি বুঝিতে পারিতাম। সেই কটাক্ষগুলি কারুণ্যামৃতের সহস্র তরঙ্গে খচিত হইত। দেখিলেই মনে হইত,—প্রেমময় রসময় দয়াময় যেন আমার মত হতভাগ্য জীবদিকে শ্রীচরণের দিকে টানিয়া লইয়া চরণ-দাস করার জন্যই এই অমৃতময় করুণা-কটাক্ষ বিস্তার করিতেছেন। হায়, আর কবে সেই কটাক্ষগুলির দেখা পাইব? যদি সে সৌভাগ্য আর না হয়, অতি নিকট সম্বন্ধ লাভ করিতে যদি অযোগ্য হই, তবে আর একটা লালসার কথা,—অই শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি। সে মিনতি,—মুরলীধরের মুরলী-রব-মাধুরী শ্রবণের জন্য। শ্যামসুন্দর, কবে আবার তোমার সেই মোহন মুরলীরব শুনিতে পাইব? তোমার ঐ মুরলীর ইন্দ্রজালময় মহাকর্ষণে শুষ্কতরু মঞ্জরিত হয়, মরুভূমিতে মন্দাকিনী-স্রোত প্রবাহিত হয়, নিদারুণ পাষাণ দ্রবীভূত হয়, ধ্যানমজ্জিত মহামুনির ধ্যান ভাঙ্গিয়া তাহার প্রাণ তোমার শ্রীচরণ-দর্শন-লালসায় ব্যাকুলিত হয়—স্থাবরজঙ্গমের কথা ছাড়িয়াই দিই;—পতিব্রতাগণের শিরোমণি বৈকুণ্ঠ-লক্ষ্মীগণের চিত্তও তোমার ঐ চরণে আকৃষ্ট হয়।

যদি সাক্ষাৎ দর্শন না দেও, তবে তোমার ঐ বেণুনাদ-শ্রবণের অধিকার দেও। আমি দূরে রহিয়া তোমার ঐ বেণুনাদ-শ্রবণের জন্ম ব্যাকুল থাকিব। নাথ, তোমার মোহন মুরলীর কেলিনিনাদ কবে আমার অন্তঃকরণের তীব্র আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি করিবে?

নয়নানন্দ,—তোমার বিরহতাপে জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরিতেছি; এ জ্বালার কি শান্তি নাই? তোমার ঐ ধূর্জ্জটিজটারণ্যচ্ছায়াস্নিগ্ধ-

জাহ্নবীজল-প্লাবিত চন্দ্রশীতল মোহনমুরলী-নাদে কবে আমার এই বিরহজ কামানল চির-নির্ব্বাপিত হইবে ?

শ্রীমদ্বিল্বমঙ্গল স্বীয় মনোভাবের আবেগে শ্রীবৃন্দাবনের পথে পথে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতেছেন এবং যখন যে ভাবের উদয় হইতেছে, তখন সেই ভাবের পদ্য বলিয়া যাইতেছেন ; সুমধুর ছন্দে সুললিত পদ-বিন্যাসে উহা অতি উৎকৃষ্ট কাব্য-লক্ষণযুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

এস্থলে যে দুইটী পদ্য আলোচিত হইল, ঐ দুইটী পদ্য উৎকণ্ঠার অতি উত্তম উদাহরণ। এস্থলে উৎকণ্ঠার কথা বলা কর্ত্তব্য। একটুকু বিশেষরূপেই বলি। রসশাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন, একই মহাদেবের যেমন আটটি মূর্ত্তি, সেইরূপ একই নায়িকা আটটী ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। যথা,—বাসসজ্জা, সমুৎকণ্ঠা, স্বাধীন ভর্ত্তকা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, অভিসারিকা, খণ্ডিতা এবং প্রেষিতা। আমরা এস্থলে সমুৎকণ্ঠার লক্ষণটি বলিব ;—যে নায়িকার প্রবাসী নায়ক নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থলে আগমন না করায় তিনি স্মরানলে সন্তপ্তা হয়েন, তাহাকে বিরহোৎকণ্ঠিতা বলিয়া বর্ণন করা হয়।

যেখানে সন্তাপ, সেই খানেই স্নিগ্ধতার প্রয়োজন,—শীতলতা সাধনের প্রয়োজন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে শ্রীপাদ জয়দেবের গীত-গোবিন্দ হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও উৎকণ্ঠা-নায়িকারই উদাহরণ। উৎকণ্ঠার সহিত সন্তাপ অবশ্যই বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং সেই সন্তাপ অপনোদনের জন্য শীতলতার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল বিরহজ কামানল-প্রশমনের জন্য

শিব-জটারণ্য-সমাচ্ছন্ন সুস্নিগ্ধ গঙ্গাজল-প্লাবিত সুস্নিগ্ধ চন্দ্রবৎ মুরলী-নিনাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে দুইটী প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে;—একতঃ কামানল-প্রশান্তির জন্য কাম-ভস্মকারী ধূর্জ্জটির উল্লেখ করা হইয়াছে। কেন না যোগেশ্বর শঙ্কর, কামের দমনকারী বলিয়া চির প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, সন্তাপ-প্রশমনের জন্য যে শৈত্যের প্রয়োজন, তৎপক্ষে শিব-জটারণ্য-ছায়া-সমাচ্ছিত ভগবতী ভাগীরথীর প্রসন্ন সলিল প্লাবিত চন্দ্রের শৈত্য সবিশেষ ফলপ্রদ।

এইস্থলে কাব্য-রসমাধুর্য্যের অত্যুত্তম নিদর্শন দৃষ্ট হয়।

২। শ্লোক-ব্যাখ্যা।

গোপী-জীবন গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের রস-মাধুর্য্য গোপীদেরই পূর্ণ আস্বাদনের বস্তু। তাঁহারাই সে মাধুর্য্য অনবরত আস্বাদন করেন। যাঁহারা সকল ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের রাতুল চরণে আত্ম-সমর্পন করেন, যাঁহাদের গোবিন্দ ভিন্ন আর অন্য চিন্তা নাই, সেই গোবিন্দপ্রিয়া গোবিন্দবল্লভা গোপীগণ প্রকৃতির অতীত। তাঁহাদের ভাব অপ্রাকৃত, আস্বাদ অপ্রাকৃত, আস্বাদ্য বস্তুও অপ্রাকৃত। শূকরাদি ইতর জন্তু যে অমেধ্য বস্তুর আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হয়, যে সকল ঘৃণিত বস্তুর আস্বাদন করিয়া স্বীয় দেহ পরিপুষ্ট করে, সুসভ্য মানব সমাজ সে সকল বস্তু দেখিলেও ঘৃণায় সে স্থান হইতে দ্রুত বেগে পলায়ন করেন। গোপীগণ সচ্চিদানন্দঘন নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দেরই হ্লাদিনী শক্তি-বৃত্তিরূপিণী। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমেরই প্রকাশ মূর্ত্তি। ব্রহ্মসংহিতা-

পাঠে* গোপীতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহাই জানা যায় যে গোপীগণ আনন্দ চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতা। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই অংশকণা ও আনন্দ-লীলাময়ী শ্রীমূর্ত্তি।

শ্রীকৃষ্ণ কোন সময়ে অর্জ্জুনকে বলেন—গোপীগণ আমার রাসাদি মধুর লীলার সহায়, প্রেমশিক্ষার গুরু, তাঁহারা আমার শিষ্যা, রস-নির্য্যাস-আস্বাদনে ভূজিষ্যা, উপকারে বান্ধব এবং আমার ধর্ম্মপত্নী তুল্যা। গোপীরা যে আমার কি নহেন, তাহা বলিতে পারি না। ইহারা আমার সেবা শ্রদ্ধা ও মনোগত ভাব ও তত্ত্ব যেরূপ জানেন, আর কেহ সেইরূপ জানে না। †

ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণের মধুর তত্ত্ব-সম্বন্ধে গোপীরা যেমন জানেন, অন্য কেহ সেরূপ জানেন না। তাই শ্রীলীলাশুক বলিতেছেন :—

(২৭)

অধীরমালোকিতমার্দ্রজল্পিতং
গতঞ্চ গম্ভীরবিলাসমন্থরম্।

---

* আনন্দ-চিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি।

† সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন।
মন্মাহাত্ম্যং মৎ সপর্য্যাং মৎ শ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ।

অমন্দমালিঙ্গিতমাকুলোন্মদ-
স্মিতঞ্চ তে নাথ বদন্তি গোপিকাঃ। ২৭

হে নাথ গোপীগণ তোমার চঞ্চল দৃষ্টি, তোমার আর্দ্র জল্পন, তোমার গম্ভীর বিলাস-শোভিত মন্থর গমন, প্রগাঢ় আলিঙ্গন, এবং আকুল উন্মদ হাস্য প্রভৃতি লীলা-মাধুরী-তত্ত্ব বিষয়ে ভাল জানেন।

গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-মূর্ত্তি। তাঁহাদের প্রেম অপ্রাকৃত। শ্রীচরিতামৃতের বহু স্থলে এই সিদ্ধান্ত বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

সহজে গোপীর প্রেম,—নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তারে কহি প্রেম নাম॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপীকার।
কৃষ্ণ-সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥

(মধ্যম লীলা ৮ম পরিচ্ছেদ)

কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম-নাম॥

কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য হয় প্রেমেতে প্রবল ॥
লোক ধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্ম-সুখ মর্ম্ম ॥
দুস্ত্যজ আর্য্য-পথ নিজ পরিজন।
স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভৎসন ॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন ॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম, অন্ধতম, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর ॥
অতএব গোপীগণের নাহি কাম-গন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগিমাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥
আত্মসুখ দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ সুখ হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার ॥
তবে যে দেখি এত গোপীর নিজ দেহ-প্রীত।
সেহোত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥
কাম গন্ধ হীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলা ৪র্থ অধ্যায়:।

সুতরাং ব্রজ রসের উপাসনায় শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যাস্বাদ করিতে

হইলে গোপীদের ভাব অবগত হওয়া সবিশেষ প্রয়োজনীয়। শ্রীলীলাশুক এই নিমিত্ত এস্থলে প্রকারান্তরে গোপী-অনুগতি লওয়ারই উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় এই পদ্যের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে—এই পদ্যটীতে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ-বিরহ জনিত প্রলাপ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা উন্মাদ অবস্থার প্রলাপ। এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া আরও চারিটি শ্লোকে চিত্র জল্পাখ্য প্রলাপের বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রেমিকার হৃদ্গত ভাব শত ধারায় প্রবাহিত হয়। ঘটনায় ঘটনায়, কথায় কথায়, কারণে অকারণে দণ্ডে দণ্ডে ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে।

শ্রীল কবিরাজের মতে এই শ্লোকটী শ্রীমতীর কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত উন্মাদ অবস্থার প্রলাপ-বিশেষ। এইরূপ প্রলাপ "চিত্র জল্প" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উজ্জ্বল নীলমণিতে যে চিত্র-জল্পের লক্ষণ লিখিত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই যে—প্রিয়তমের সুহৃদ্‌কে দেখিয়া বিরহিণী প্রণয়িনীর কখন কখন রোষের সঞ্চার হয়। কিন্তু সে রোষ তীব্র ভাষায় না ফুটিয়া গূঢ় ভাবে চাপা রাখিয়া নায়িকা যে কথোপকথন করেন, তাহাতে বহু ভাব নিবদ্ধ থাকে, উহাই চিত্র জল্প।* এই চিত্র জল্পের পরেই তাঁহার হৃদয়ে নিদারুণ উৎকণ্ঠার উদয় হয়। এই চিত্র জল্প দশ প্রকার যথা—প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জ্বল সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প।

---

* প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ় রোষাভিজৃম্ভিতঃ।
ভূরিভাবময়ো জল্পো যত্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীসকলকে ছাড়িয়া রাসস্থলী হইতে সহসা অন্তর্হিত হইলেন, তখন অন্যান্য গোপীরা "জয়তিতেঽধিকং" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের গুণ-বর্ণনা করিতেছিলেন। শ্রীমতী তখন মূর্চ্ছিতা ছিলেন। কোন কোন সখী তাঁহার নাসাপুটে শ্রীকৃষ্ণ-কণ্ঠ-মাল্য ধরা মাত্রই তিনি চেতনা প্রাপ্ত হইলেন। তখন সখীরা বলিলেন,—অয়ি সরলে, তুমি সে শঠের চিন্তা আর করিও না, উহাতে তোমার দুঃখই হইতেছে, সুতরাং সে চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল সুখিনী হও। সখীদের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমতী সেই মত প্রযত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ওদিকে গোপীরা পূর্ব্ববৎ শ্রীকৃষ্ণের গুণ গান করিতে ছিলেন। গোপী-গীতার উদ্দীপনীময়ী গীতিতে শ্রীরাধার ব্যাকুলতা আরও বাড়িয়া উঠিল। তখন তিনি সখীদিগকে বলিলেন, তোমরা আমায় শ্রীগোবিন্দের চিন্তা হইতে নিরস্ত হইতে বল, আর এদিকে এই গোপীরা শ্যাম সোহাগের গানের সুরে আমার প্রাণটাকে আরও ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। বল দেখি আমি এখন করি কি? তোমরা উহাদিগকে বারণ ক'রে দাও, আর যেন উহারা এ গান না করে।"

এই বলিতে বলিতে আবার তাঁহার দিব্যোন্মাদ বাড়িয়া উঠিল। তিনি উন্মত্তা হইলেন। এই অবস্থায় তিনি তাঁহার পুরোভাগে তাঁহারই বক্ষলিপ্ত কুঙ্কুমাঙ্কিত শ্যামসুন্দরকে যেন দেখিতে পাইলেন, মনে করিলেন, যেন তিনি অপরের সম্ভুক্ত হইয়া এখানে আসিয়াছেন; আর তিনি যেন বলিতেছেন 'প্রিয়ে, তোমার সদ্গুণ গান

শ্রবণ করিয়া আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। প্রেমময়ি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

এই অনুনয় শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া শ্রীমতীর মনে ঈর্ষা-ঔদাসীন্যময় স্বীয় অভিজ্ঞতা-ভাবের উদয় হইল। শ্রীকৃষ্ণের সদ্গুণ সম্বন্ধে যে সকল ব্রজবালা গান করিতেছিলেন, তাহারা যেন তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। তিনিই যেন শ্রীকৃষ্ণের ভাব সম্যক্‌রূপে জানেন। এইরূপ তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতাসূচক যে প্রলাপ করিয়াছিলেন, লীলাশুক সেই প্রলাপের অনুবাদ করিয়াই যেন এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন। তদনুসারে শ্রীল কবিরাজ ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এইরূপ—হে নাথ (উদাসীনে 'নাথ শব্দের প্রয়োগ) গোপীকারা (নিন্দার্থে—ক) অনভিজ্ঞা—তোমার চরিত্র ইহারা কিছুই জানে না। তাই ইহারা তোমার নিঠুর স্থৈর্য্য-রহিত নয়নের ঈষৎ চাহনিকেও খঞ্জন নর্ত্তনের ন্যায় মনোজ্ঞ বলিয়া প্রশংসা করে, তাই তাহারা তোমার নয়নের কথা স্মরণ করিয়া "শরৎ কালীয় সরসীর সাধুজাত পদ্মের ন্যায় তোমার ঐ নয়ন।" (শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ সরসিজোদর-শ্রীমুষাদৃশা") এই বলিয়া তোমার নয়ণের গুণ গান করে। তাহারা তো জানে না যে তুমি কি নিঠুর! আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া এমন কি কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও—আমি তোমার আশ্রয় লইলাম, আর আমার দিকে তুমি বিন্দু মাত্রও সকরুণ দৃক্‌পাত করিলে না! তোমার সেই নয়নের কি এতই প্রশংসা—আর

শরৎকালের সুজাত কোমল কোরকোরকের সহিত তাহার তুলনা! ইহা তাহাদের অনভিজ্ঞতা বই আর কি হইতে পারে?

অপিচ তুমি একটি মহাধূর্ত্ত, তোমার মুখে এক, মনে আর! তোমার বাক্য ঈষৎ মধুর হইলেও উহা নারীবধের বাসনাময় গূঢ় গভীর অভিসন্ধিমূলক। ব্যাধ যেমন মধুর বংশীধ্বনি করিয়া হরিণীর চিত্ত আকর্ষণ করে, এবং পরে তাহার প্রাণবধ করে, তোমার বাক্যও সেইরূপ মধুর। তুমি জন্মমাত্রই পূতনাকে বধ করিয়াছ; জন্ম হইতেই স্ত্রীবধ করা তোমার জীবনের ব্রত। ক্রমেই তোমার নারীবধ বাসনা বাড়িয়া উঠিয়াছে। এখন যে তোমার মুখে কিছু কিছু কোমল ভাষা শুনিতে পাওয়া যায়, উহা কেবল নারী-বধের ফাঁদমাত্র। গোপিকারা তো তাহা জানে না—তাই

"মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।"

এইরূপ ভাষার তাহারা তোমার বাক্যের প্রশংসা করে। তাই তাঁহারা তোমার বাক্যকে "স্থির-গম্ভীর-নর্ম্মসূচক শব্দার্থ-ধ্বনি-রূপ-বিলাস-মন্থর" বলিয়া তোমার গুণগান করে।

ধূর্ত্তের লক্ষণ এই যে—

মুখং পদ্মদলাকারং বাচঃ পীযূষশীতলাঃ।
হৃদয়ং কর্ত্তরী তুল্যং ত্রিবিধং ধূর্ত্ত-লক্ষণম্॥

ধূর্ত্তের এই তিনটিই প্রধান লক্ষণ—মুখ পদ্মদলাকার, বাক্য,—সুধার ন্যায় শীতল; কিন্তু হৃদয়,কাটারীর ন্যায় তীব্র। তুমি যে রাস

হইতে এবং কুঞ্জ হইতে কিছু না বলিয়া না কহিয়া সহসা অন্তর্ধান কর, তোমার এই যে বিলাস, তাহা অতি গম্ভীর। কেন না, তোমার গূঢ় অভিসন্ধিকে কেহ বুঝিতে পারে না। অথচ অজ্ঞা গোপিকারা তোমার এই গতিকে "মত্তগজগম্ভীর-বিলাসমন্থর-গমন" বলিয়া কতই না তোমার গতির প্রশংসা করে। তাহারা তো তোমার অভিসন্ধি জানে না, তাই এই প্রশংসা! যদি আলিঙ্গনের কথা বল—তবে তাহাও সেইরূপ। অমন্দ আলিঙ্গন বলিয়া গোপীরা তোমার আলিঙ্গনের প্রশংসা করে। আমিও বলি, তোমার আলিঙ্গন অমন্দই বটে, কেন না এমন পরদাহক (ন মন্দং পরদাহকং যস্মাৎ) আলিঙ্গন আর কাহার? এরূপ হইলেও গোপীগণ এই অমন্দ আলিঙ্গনকে গাঢ় আলিঙ্গন বলিয়া মনে করে। কেননা উহা পীনস্তনীদিগের পক্ষে সুখদ।

অতঃপরে তোমার হাসির কথা—সে তো সর্ব্ববিদিত! উহা "আকুলোন্মদ"। তাহা বলি এইজন্য,—যারা তোমার ঐ হাসি দেখে, তাহারা আকুলিত হয় ও উন্মাদিত হয়। তোমার সে হাসিও পরচিত্তদাহক,—এমন হইলেও অবাধে গোপিকারা তোমার ঐ হাসিকে নিজজনের কামদাহধ্বংসকারক "নিজজন-স্মরধ্বংসনস্মিতং", বলিয়া সে হাসির গুণানুবাদ করে।

আবার সোল্লুণ্ঠ ভাবে অর্থাৎ স্তুতি বাক্যের স্থলে নিন্দা করিয়া শ্রীমতী যেন বলিতেছেন—এই সকল গোপীরা তোমার অবলোকনাদিকে অধীর বলে, আমি কিন্তু মনোজ্ঞ বলিয়াই মনে করি—এইরূপ বিপরীত ভাবেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

ন কবিরাজ অতঃপরে উজ্জ্বলনীলমণি-সম্মত দিব্যোন্মাদাদির লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্লোকের কোন্ পাদে বা অতঃপরের কোন্ শ্লোকে চিত্রজল্পান্তর্গত দশবিধ জল্পনার কোন্ কোন্ জল্প লক্ষিত হইয়াছে, তিনি তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহারা রসশাস্ত্রের লক্ষণ অবলম্বনে শ্রীভগবানের মাধুর্য্যরসের আস্বাদ উপভোগ ইচ্ছুক তাঁহারা অলঙ্কার কৌস্তুভ, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। কিন্তু লীলাশুকের শ্লোকগুলি ঃন সুললিত ও সুমধুর ছন্দে বিরচিত যে পাঠ-মাত্রেই শ্রীভগবৎ মাধুর্য্যের এক একটা ভাব হৃদয়ে স্বতঃই উদিত হয়। ইহার পরের শ্লোকটী এই :—

২৮ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

অস্তোক-স্মিত-ভরমায়তায়তাক্ষং
নিঃশেষস্তনমৃদিতং ব্রজাঙ্গনাভিঃ।
নিঃসীমস্তবকিতনীলকান্তিধারং
দৃশ্যাসং ত্রিভুবনসুন্দরং মহস্তে। ২৮।

শ্রীমৎ যদুনাথ ঠাকুরের বিরচিত পদ্যই ইহার ব্যাখ্যার পক্ষে যথেষ্ট ; তদ্ যথা : –

প্রাণ নাথ শুন মোর এই নিবেদন,—
কুঞ্জেতে প্রেরণ-রূপ যে কটাক্ষ অপরূপ
পুনঃ আসি দেহ দরশন।

রাস মণ্ডলীর মাঝে সংকেত বংশীর নাদে
সঙ্গে যেই কটাক্ষ প্রেরণ।
অতি সুমাধুরী তার আহ্লদয়ে নেত্র তার
চিত্তে হয় আনন্দ পরম ॥
যদি বল অন্য নারী জানিবেন এ চাতুরী
তারা মোরে করিবেন রোষ।
নিজগণ সখী সঙ্গে রহ অন্যপর সঙ্গে
কটাক্ষ প্রার্থনা অতি দোষ ॥
তবে শুন কহি আমি মন দিয়া শুন তুমি
যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া
সেই রূপ বেশ ধর সেরূপ কটাক্ষ কর
এই মোর নিকট আসিয়া ॥
অপর গোপীকা অন্য সহস্র যে আছে ধন্য
কিবা কার্য্য তাতে আছে মোর।
কি করিবে রোষ করি তোমা না দেখিলে মরি
তুমি মাত্র চাহ নেত্র ওর ॥
তুমি অপ্রসন্ন যবে দর্শন না দিবে তবে
অন্য গোপী নিজ সখীগণ।
তাহাতে বা কিবা কাজ দুঃখদায়ী সব সাজ
অতএব দেহ দরশন ॥
এতেক কহিতে রাই চিত্তে মহোৎ কণ্ঠা পাই
গোবিন্দের দর্শন লাগিয়া

সগাম্ভীর্য্য প্রলাপন পড়ে শ্লোক মনোরম
লীলাশুক তাতে মগ্ন হৈয়া।
প্রাণ নাথ এই তব সৌন্দর্য্য বৈভবে।
দর্শন করিব আমি মধুপুর হৈতে তুমি
কভু যদি আপনি আসিবে।
মোরে ছাড়ি অন্য নারী ভোগে যাও অন্য বাড়ী
এই কার্য্য অমর্য্যাদ অতি।
অন্য অঙ্গ সঙ্গ লগ্ন চন্দন কুঙ্কুম মগ্ন
নীল কান্তি বাধা যাতে অতি॥
করিতে মোরে প্রতারণ অন্য সঙ্গ সঙ্গোপন
তাতে অল্প নহে যেই স্মিত।
তাতে যে বদন শোভা কামিনীর মনো লোভা
দর্শন করিব সেই রীত॥

* * * * *

ত্রিভুবন বিমোহন অঙ্গ অতি মনোরম
ত্রিভুবন মোহে স্মের মুখে।
ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্য নেত্র-সুচাপল্যবর্য্য
দর্শন করিব আমি সুখে॥

শ্রীমদ্‌যদুনন্দন ঠাকুরের পদটী পাঠকগণের কৌতুহল-প্রশমনের জন্যই উদ্ধৃত করা হইল। অধুনা বঙ্গীয় পাঠকগণ এই শ্রেণীর পদ্য-রচনায় কি পরিমাণে প্রবেশ-লাভ ও সুখ-লাভ করিতে পারেন, আমরা তাহা জানি না। কিন্তু আমাদের নিকট উহা

তত সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয় না। শ্রীমৎ লোচন দাস-যদুনন্দন হইতে অনেক প্রাচীন। কিন্তু লোচন দাসের ভাষা সকলেরই বোধগম্য—সকলেরই প্রাণস্পর্শী। উহা যেমন সরল—তেমনি রসময়। আমরা শ্রীকৃষ্ণমাধুরী বর্ণনা করিতে করিতে যদি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মাধুরী-বর্ণন সম্বন্ধে শ্রীমৎ লোচন দাসের দুই একটি পদ উদ্ধৃত করি, তাহা হইলে রসজ্ঞ পাঠকগণের নিকট উহা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ; যথা ঃ—

মুখ ঝলমল বদন কমল দীঘল আঁখি দুটি।
দেখে লাজে মনের খেদে খঞ্জন কোটি কোটি॥
চরণ তলে অরুণ খেলে কমল শোভে তায়।
চ'লে চ'লে ঢ'লে ঢ'লে পড়্ছে সবার গায়॥
আমা পানে নয়ন কোণে চাইল একবার।
মন হরিণী বাধা গেল ভুরু পাশে তার॥
গৌর রূপ রসের কূপ সহজেই এত।
করে কলা রসের ছলা তবে হয় কত॥
যদি বাঁধে বিনোদ ছাঁদে চাঁচর চিকন চুল।
তবে সতী কুলবতী রাখ্‌তে নারে কুল॥
যারে ডাকে নয়ন বাঁকে তার্ কি রহে মান্।
যদি বাচে তবে কি বাঁচে রসবতীর প্রাণ্॥
যদি হাসে কতই আসে রাশি রাশি হীরে।
নয়ন মন প্রাণ ধন কে নিবি আয় ফিরে॥
গলায় মালা বাহু দোলা দিয়ে চলে যায়।

কামের রতি ছেড়ে পতি ভজে গোরার পায় ॥
কঠোর তপ ক'রে জপ কত জন্ম ফিরে।
হিয়ায় থুয়ে পরাণ দিয়ে দেখি নয়ন ভরে ॥
লোচন বলে ভাবছ কেন ঢোক আপনার ঘর্।
হিয়ার মাঝে গোরা চাঁদে মন ডুবিয়া মর্ ॥

লোচন দাস বাঙ্গালী কবি—মাধুর্য্যবর্ণনে বঙ্গভাষার মহিয়সী শক্তি লোচনের কবিতায় প্রস্ফুরিত হইয়াছে। কবিহৃদয় এই এক প্রকার ভাবেও ভগবৎমাধুর্য্য-রসাস্বাদ করেন।

লীলাশুকের ভগবৎদর্শন বাস্তবিকই অদ্ভুত। তিনি যখন যে অঙ্গে দৃক্‌পাত করিয়াছেন, সেই অঙ্গ হইতেই মাধুর্য্য-প্রবাহ আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে। আর মুরলাধর শ্রীকৃষ্ণের বংশীর রব সে মাধুর্য্যের চির সহচর। তিনি আরও বলিতেছেন :—

২৯ শ্লোক ব্যাখ্যা।

ময়ি প্রসাদং মধুরৈঃ কটাক্ষৈ-
বংশীনিনাদানুচরৈর্বিধেহি।
ত্বয়ি প্রসন্নে কিমিহাপরৈর্ন-
স্ত্বয্যপ্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নঃ ॥ ২৯ ॥

হে নাথ, তুমি তোমার ঐ বংশী-নিনাদের অনুচর মধুর কটাক্ষ বিক্ষেপ দ্বারা প্রসন্ন হও। তুমি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, তবে এ জগতের অন্যান্য পদার্থের প্রয়োজন কি? আর

তুমি যদি অপ্রসন্ন হও, তবেই বা এ জগতের অন্যান্য পদার্থের কি প্রয়োজন ?

লীলাশুকের এই পদ্যটীর ব্যাখ্যা নিঃসঙ্কোচে করা যাইতে পারে। জগতে এমন কোন্ উপাসক আছেন যিনি এই শ্লোকের ভাব অনুসারে প্রার্থনা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন ? কোন্ উপাসক ভগবানের ক্রোধভৈরব কটাক্ষ দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন ? শ্রীভগবান্‌কে যাঁহারা মধুর বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদের নিকট শ্রীভগবান্ অতি সুন্দর,—চিত্তাকর্ষী, প্রেমময় এবং রসময়। তাঁহারা জগতের অপর কিছুই চাহেন না, কেবল তাঁহাদের চির সখা এবং প্রাণারাম হৃদয়ের দেবতাকেই পাইতেই চাহেন। তাঁহাকে পাইলে তাঁহারা এ জগতের ধন মান সুখ সম্পত্তি আর কিছুই চাহেন না, আর তাহাকেই যদি না পান তবে জগতের অন্য কিছু প্রাপ্তির জন্যও তাহাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মনঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥
আব্রহ্ম-ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলেন :—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।

ধন জন নাহি মাগি কবিতা, সুন্দরী ;
শুদ্ধ ভক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপা করি।
জনমে জনমে মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি যেন রহে অনুক্ষণে॥

এ সকলই অতি উত্তম। কিন্তু লীলাশুক মহোদয়ের দ্বারা আনন্দলীলা-রসময় বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যাহা বলাইয়াছেন, সে প্রার্থনা ইহা অপেক্ষাও সরস সুন্দর ও মধুর। তাঁহার কথা আমাদের নিজ ভাষায় এই যে—

তোমার মোহন মুরলীর ধ্বনি মধু ঢালে সদা কাণে।
তার অনুচর কটাক্ষ তোমার কত মধু ঢালে প্রাণে॥
সে মধু চাহনি রেখো মোর পানে এ মিনতি তব পায়।
সে চাহনি বিনে ত্রিজগতে মোর আর কিছু নাহি ভায়॥
তব সে প্রসাদ লভিলে আমার কিবা আর প্রয়োজন ?
না পাইলে উহা কিছুতেই আর নাহি রাখি আমি মন॥
মধুর কটাক্ষ দিয়ে মধুময় লহ মোরে পদে টানি।
বংশী-অনুচর মধুর কটাক্ষ বিনে কিছু নাহি জানি॥

শ্রীল কবিরাজ মহাশয়ের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের মধ্য হইতে যে কটাক্ষ-ভঙ্গির মাধুর্য্যে শ্রীরাধিকাকে বিলাসকুঞ্জে প্রেরণ করেন—সেই কটাক্ষের কথা শ্রীরাধার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। আবার সেই কটাক্ষ-সুখ-মাধুর্য্য-সুধা-লাভের জন্য তাঁহার হৃদয়ে বাসনা হইল। তিনি উৎকণ্ঠার সহিত তখন তজ্জন্য যে প্রলাপ করিয়াছিলেন, তাহারই অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক

বলিতেছেন—"হে প্রাণনাথ কুঞ্জে প্রেরণরূপ মধুর কটাক্ষধারা-দ্বারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। অর্থাৎ আবার আপনি আমায় এখানে দেখা দিন—দেখা দিয়া আবার সেইরূপ কটাক্ষ সঞ্চার করিয়া আমায় রহঃকেলি-বিলাস-কুঞ্জে প্রেরণ করুন। সেই কটাক্ষ আপনার সঙ্কেতরূপ বংশীধ্বনির অনুচর। আপনার বংশীধ্বনি কুঞ্জপ্রেরণের প্রথম সঙ্কেত, কটাক্ষ তাহারই অনুচর। সে বংশীনিনাদ অতি মধুর,—নিরতিশয় আস্বাদজনক।

আপনি যদি বলেন যে আবার তাহাদের সকলের মধ্যে ঐরূপ বংশীধ্বনি ও কটাক্ষ দ্বারা তোমায় বিলাসকুঞ্জে প্রেরণ করিলে উঁহারা তোমার প্রতি ও আমার প্রতি ক্রোধ করিবে। সুতরাং সখীদের যোগে আত্মসুখের প্রার্থনা কর।

ইহার উত্তরে শ্রীরাধিকার পক্ষ হইতে স্বগর্ব্ব ও সদৈন্য উক্তি এই যে "আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া আমার নিকট শুভাগমন করেন তাহা হইলে অন্যান্য সহস্র গোপীতে আমার কি প্রয়োজন? আর যদি আপনি অপ্রসন্ন হয়েন, তবে অপরাপর নিজ সখীগণের দ্বারাই বা আমার কি সুখ? সেই অবস্থায় প্রিয়জন আমার পক্ষে সুখকর না হইয়া দুঃখজনকই হয়।

এস্থলে টীকাকার উজ্জ্বলনীলমণি হইতে সমস্নেহ সখীদের লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবিহীনা রাধিকা দর্শনে তাঁহাদের মন ব্যথিত হয়, আবার শ্রীরাধা-বিরহিত শ্রীকৃষ্ণ দর্শনেও তাঁহারা তেমনি ব্যথিত হয়েন।

ইহার পরের শ্লোকেও আবার সেই কটাক্ষের প্রার্থনা। তদ্ যথা :—

৩০ শ্লোক ব্যাখ্যা।

নিবদ্ধমূর্দ্ধাঞ্জলিরেষ যাচে
নিরন্ধ্র দৈন্যোন্নতিমুক্তকণ্ঠম্।
দয়ানিধে দেব ভবৎকটাক্ষ-
দাক্ষিণ্যলেশেন সকৃন্নিষিঞ্চ ॥ ৩০ ॥

হে দেব। আমি অতি নিষ্কপটে, অতি দীনতার সহিত মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি, হে দয়ানিধে আপনি যদি একবার বংশীনিনাদসহ 'মধুর' কটাক্ষ সঞ্চার না করেন, তবে কিঞ্চিৎ দয়া-দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়া আমার প্রতি একটুকু 'কৃপা' কটাক্ষ পাত করুন।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপা কটাক্ষ লাভের জন্য ভক্ত-প্রাণ যখন ব্যাকুল হয়, তখন ভক্তিরসাসিক্ত আত্মার অন্তস্তল হইতে এইরূপ প্রাগাঢ় লালসাময়ী প্রার্থনার উদয় হয়। তখন স্বভাবতঃই বলিতে ইচ্ছা হয়—

ওহে দেব করুণা-সাগর
নিষ্কপট দীনতায় অধম, কটাক্ষ চায়
মস্তকে জুড়িয়া দুই কর ॥
কিঞ্চিৎ করুণা করি সকল সন্তাপ হরি
কৃপাদৃষ্টি কণা কর দান।

তাপে সদা হিয়া জ্বলে, তোমার কটাক্ষ পেলে
স্নিগ্ধ হবে তাপিত পরাণ॥

কবিরাজ গোস্বামি মহোদয়ের ব্যাখ্যানুসারে জানা যায় যে এই শ্লোকটি প্রগাঢ় দৈন্যদশায় দৈন্যময় প্রলাপ। বহু ব্রজবালা-সহ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করেন বলিয়া তাঁহাকে এখানে 'দেব' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তিনি বহু বল্লভ, সুতরাং অতি দুর্লভ। এই নিমিত্ত তদীয় প্রিয় জন মস্তকে কর জুড়িয়া তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন। আরও কথা এই যে শ্রীকৃষ্ণের মধুর কটাক্ষ-প্রাপ্তির প্রার্থনাই পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেরূপ কটাক্ষ-প্রাপ্তির কথা দূরে থাকুক, তাঁহার কৃপা-কটাক্ষের কণামাত্র পাইলেও যে কৃতার্থ হওয়া যায়, ইহাই এই প্রার্থনার অভিপ্রায়। "একবার কৃপা-কটাক্ষ-কণা সেচন কর।" এইরূপ অতি দীন প্রার্থনায় ব্রজ-গোপী কটাক্ষ-কণামাত্রের প্রার্থনা করিয়াছেন। কেননা, উহার কণামাত্রেই দুঃখাগ্নি-নির্ব্বাণে সমর্থ। এখানে মূল শ্লোকে যে দাক্ষিণ্য শব্দ আছে তাহার ভাব এই যে তুমি এখানে আসিয়া সকলের সহিত সমভাবে বাস কর। আমাকে যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিবে, তাহা আর এখন প্রার্থনা করিতে পারি না। 'দয়ানিধি' পদের অর্থ এই যে যদিও আমি অপরাধিনী, তথাপি তুমি তো দয়ানিধি।

শ্রীল চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন :—

শিশুকাল হৈতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার।

ধন মান জন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার ॥
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটি হয় শতকোটি
সকলি করিবে ক্ষমা ॥
না ঠেলিহ বলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু তোমা বঁধু বিনে
আর কেহ নাহি মোর ॥
তিলে আখি আর করিতে না পারি
তবে যেন মরি আমি।
চণ্ডীদাস ভণে অনুগত জনে
দয়া না ছাড়িও তুমি ॥

এস্থলে শ্রীল লীলাশুক এবং শ্রীচণ্ডীদাস উভয়েই একই ভাবাত্মক দৈন্যময়ী প্রার্থনা লইয়া মধুময় শ্যামসুন্দরের নিকট কৃপা ভিক্ষার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। লীলাশুক বহুস্থলেই এইরূপ কৃপাকটাক্ষের লালসা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ইহার পরের শ্লোকটীতে দেখা যায় যে যিনি সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের পরম পরাকাষ্ঠা, ব্রজবালাগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সেই শ্রীরাধার নয়নপদ্মেও যিনি প্রপূজিত, তাঁহার শ্রীমুখের সৌন্দর্য্য লাবণ্য ও মাধুর্য্যের নিকট চন্দ্র ও পদ্মের সৌন্দর্য্যাদিও পরাজিত হয়, সেই

নব কিশোর শিখিপুচ্ছ-পরিশোভিত শ্যাম-সুন্দরের দর্শনের জন্য লীলাশুকের নয়নযুগল নিরন্তরই ব্যাকুলিত, যথা—

৩১ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

পিঞ্ছাবতংস-রচনোচিতকেশপাশে
পীনস্তনী-নয়ন-পঙ্কজ-পূজনীয়ে
চন্দ্রারবিন্দবিজয়োদ্যতবক্ত্রবিম্বে
চাপল্যমেতি নয়নং তব শৈশবে নঃ ॥ ৩১ ॥

দয়াময়, তোমার অই নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তলবদ্ধ শিখি-পুচ্ছ শোভিত শ্রীমুখখানি,—পীনস্তনী সুঠামসুন্দরীগণের পূজনীয়,—শ্রীমুখখানি অই শশি-কমলশোভা বিজয়োদ্যত; তোমার ঐ শ্রীমুখখানি আমার নয়ন-যুগলকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে।

শ্রীল কবিরাজের টীকার মর্ম্ম এই যে—শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা-উত্থিত দৈন্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেন বলিতেছেন—"ভাল, তুমি ধীরা মানিনীগণের মুকুটমণি—তাঁহাদের মহারাজ্ঞী। তুমি তো আমায় কতই না অবজ্ঞা করিয়াছ, আবার কেন দৈন্য করিতেছ। তোমার এই ভাব দেখিয়া অন্যান্য গোপীরা যে তোমায় উপহাস করিবে!"

শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ নর্ম্ম বাক্য শ্রীমতী রাধা স্বীয়মনে কল্পনা করিয়া যেরূপপ্রলাপ করেন, সেই প্রলাপের অনুবাদ করিয়াই যেন বলা হইতেছে। নিজের চাপল্য স্বনয়নে সঞ্চালন করিয়া অর্থাৎ নেত্রে চাপল্য প্রকাশ করিয়া শ্রীমতী বলিতেছেন—'ব্রজ-

কিশোর, সে আশঙ্কা আর করিতে হইবে না। তোমার নব-কিশোর মূর্ত্তিতে আমাদের সে দর্প খর্ব্ব হইয়াছে। আমাদের সকলেরই নয়ন তোমার ঐ মনোহর কিশোর মূর্ত্তি দেখিয়া চঞ্চল হইয়াছে। আমরা আবার তোমার ঐ রূপ দেখিতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। বল দেখি, এখন আমরা করি কি? আর আমরা অবোধিনী আহিরিণী বালিকা, আমাদের নয়নেরই বা দোষ কি? তোমার ঐ শিখিপাখাশোভি কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কুন্তলের ছটায় জগতে কে না ভোলে? তোমার ঐ মুখখানি যেন চাঁদের শোভাকে—যেন পদ্মের শোভাকেও পরাজিত করিতে উদ্যত। কি সুন্দর—কি মধুর—কি মনোহর তোমার অই মুখখানি! উহা পীনস্তনী যুবতীগণের চির সোহাগের চির আদরের ধন,—কেই বা তোমার ঐ মুখ দেখিয়া তোমার পানে আকৃষ্ট না হয়? আমাদের অপরাধ কি? স্থাবরে জঙ্গমে এমন কে আছে, যে তোমার মুখ দেখিয়া তোমার পানে আকৃষ্ট না হয়?—অই মুখের শোভায় বনের পশুপাখী, ও তরুলতাপাতা তোমায় দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়, তোমার চরণতলে ঢলিয়া পড়ে, এমন কি তোমার অই মুখ দেখিয়া পাষাণ গলে। আমদের আর কি অপরাধ? তোমায় না দেখিয়া এখন একমুহূর্ত্ত থাকিতে পারি না। নাথ—আমায় দেখা দাও।

শ্লোক-ব্যাখ্যা।

এমন ভাবে প্রাণের ব্যাকুলতায় শ্রীগোবিন্দ-দর্শনের প্রয়াস ভক্তজীবনের সাধনার প্রায় চরম সীমা। এ পিপাসার উপশম

নাই—এই তৃষ্ণার অপর কিছুতেই নিবৃত্তি নাই—কেবল অনবরত তোমায় চাই, তোমায় চাই প্রাণের এই অবিরাম ব্যাকুলতা।

শ্রীগোবিন্দের কৈশোর-শোভা-সন্দর্শনের জন্য প্রেমিক ভক্তের নয়ন চঞ্চল হয়, তাঁহার ভাব-গাম্ভীর্য্য বিনষ্ট হয়। পূর্ব্ব শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। মনে করুন এতাদৃশ ভক্তকে শ্রীগোবিন্দ যদি বলেন যে আমায় দর্শনের জন্য তোমার নয়ন এত চপল হয় কেন, তুমি সাধকদের কথা তো জান, যাঁহারা আত্মারাম। তাহারা ত আর সাধক নহেন—সেই সকল সাধক চিরদিনইতো ভাব-গম্ভীর। ইহার উত্তর দিতে যাইয়াই যেন শ্রীপাদ লীলাশুক বলিতেছেন—

> ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
> মচ্চাপলঞ্চ মম বা তব বাধিগম্যম্।
> তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
> মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্॥ ৩২।

তোমার নিত্য নব-কিশোর মধুরমূর্ত্তি ত্রিভুবনে অদ্ভুত। ইহা যদি তুমি না জান, তবে জেনে রাখ। আমার চপলতার আর কথা কি? সেত চির প্রসিদ্ধ! তাহা তো আমিও জানি, তুমিও জান। মুরলীধর, এখন তোমার ঐ বিরল মুখ-কমল খানি নয়ন ভরিয়া ভাল করিয়া দেখিতে সাধ হয়। এখন তুমিই ব'লে দাও—কি করিলে তোমায় প্রাণভরিয়া দেখিতে পাই।

ফলতঃ যাঁহারা রসময় ভগবানের সাধনা করেন, আত্মারাম বা আপ্তকাম হইয়া বসিয়া থাকার অবসর আদৌ তাঁহাদের হয় না। প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রেমময়ের সহিত যাঁহাদের দেনা-পাওনার হিসাব লইয়া দিন-রজনী যাপন করিতে হয়, তাহাদের স্থির হইয়া বসিবার অবকাশ কোথায়! এক মুহূর্ত্ত না দেখিলেই নয়ন চঞ্চল হইয়া উঠে, হৃদয়ের চাপল্য, সাগর-তরঙ্গে আত্মাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে ;—কেবল দেখা,—আর কেবলই সেই মনোহর মধুর মুরলীধরের মোহন মুখাম্বুজের দিকে চেয়ে থাকা ;—এটুকু না হইলেই প্রাণ অধীর হইয়া উঠে। এ এক বিষম সমস্যার উপাসনা! ইহার নাম মাধুর্য্যের উপাসনা—ইহা মধুর কি, কি বিষময়,—কে বলিবে ?

রসময় প্রেমিক ভক্ত কবিরাজ মহাশয় ইহার এক সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দিয়াছেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও উহাতে অনেক কথা আছে। তিনি বলেন এটি উদ্‌ঘূর্ণা দশার শ্লোক। প্রেমাবিষ্ট চিত্তের উচ্চতম দশায় নানা প্রকার বিবশভাবের আবির্ভাব হয়। এই দশায় বাহ্যজ্ঞান থাকে না। গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থে এবং নীলাচলে ব্রজমাধুরী গ্রন্থে এই দশার বিবৃতি আছে। এই শ্লোকটীর ভাবার্থ এই যে শ্রীমতী যেন শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে পাইয়া চিত্তের উদ্বেগে বলিতেছেন, আমার নয়ন তোমায় দেখিবার জন্য এত ব্যাকুল, আর তুমি দেখা না দিয়া আরও আকুল করিয়া তোল। বল দেখি, এ তোমার কেমন ভাব ?

ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—তোমার এই নয়ন চাপল্য কেবলই চিত্তের লঘুতা জন্যই তো হইয়াছে। তুমি সাধ্বী-প্রবরা অতি গম্ভীরা, তোমার অতি প্রিয় সখীরাও তো তোমায় ইহা বুঝাইয়া থাকে। আপনার মন বই তো নয় বুঝাইলেই তো হয়।

শ্রীকৃষ্ণের এই উপহাস-বাক্য মনে কল্পনা করিয়া উহার প্রত্যুত্তরেই যেন শ্রীমতী উদ্বেগ সহকারে বলিতেছেন তুমি আমায় চপলা বলিয়া উপহাস করিতেছ—আচ্ছা বল দেখি ইহাতে আমার দোষ কি? ত্রিভুবনে কে না জানে যে তোমার কিশোরভাব ত্রিজগতে নিদারুণ অদ্ভুত। উহার মাধুর্য্য একদিকে যেমন মাদক অপরদিকে তেমনই আকর্ষক। আমি অবলা আভীরী-বালিকা—তোমার কৈশোর মাধুরীর মাদকতায় প্রবল আকর্ষণে আমি কি স্থির থাকিতে পারি? যাহাতে যোগীর চিত্ত চপল করিয়া তোলে তাহাতে আমার নয়ন চপল হইবে, ইহাতে অসম্ভবপর কি? তোমার নিজের কৈশোরের ব্যাপারটা একবার স্মরণ করিয়া দেখ। আর ত্রিভুবনে আমার চাপল্যও অদ্ভুত—ইহা আমিও জানি তুমিও জান—একথাটাও স্মরণ রাখিও।

তুমি বল সখীরা আমায় প্রবোধ দেয়। "তা বটে, তারা আমার উদ্বেগের কি জানে? একে কি অপারর বেদন জানে?—জানিলে কি আর তারা আমায় ধৈর্য্য ধরিতে বলে? আর যখন তাহারা আমায় ধৈর্য্যধরার জন্য উপদেশ দেয়, তখন তারাও এ চাপল্যের কথা জানে। না জানিলে অইরূপ উপদেশই বা দিবে কেন? কিন্তু তারা তো আমার হৃদয়ের বেদনা বোঝে না."

এই কথা বলিতে বলিতে উদ্বেগ-তরঙ্গ আরও উথলিয়া উঠিল। তখন দীন-ভাবে শ্রীমতী বলিলেন—এখন বল দেখি কি করিয়া আমি তোমায় প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পাইব? তুমিই তা ব'লে দাও—এভাবে আর যে আমি থাকিতে পারি না।

যদি বল মনের উদ্বেগ শান্ত কর। উদ্বেগ বাড়াইলেই বাড়ে। আমায় নাইবা দেখ্‌লে, দে'খে কি ফল?" আমি বলি ফল নাই কেন? তোমায় দেখা চোখের সুফল, যাহারা তোমায় দেখে না তাদের চোখ কি চোখ? যারা তোমার কথা শুনে না, তাদের কাণ কি কাণ?"

যদি বল এখন না-হয় নাই দেখলে—ধৈর্য্য ধর। ইহার পরে দেখিতে পাইবে। আমি বলি, আমি কুলবধু—সব সময় কি তোমায় দেখিতে আমার সুযোগ হয়। নির্জ্জনে না হইলে আমি কি সতত্‌ই তোমায় দেখিতে পারি? এখনই আমার সুবিধা! তুমি এখন এক-বার দাঁড়াও; আমি এই অবসরে একবার প্রাণ ভরিয়া তোমায় দেখিয়া লই—ওকি! কোথা যাও, তিলেক দাঁড়াও, একবার তোমায় দেখিয়া লই—আমার মত তোমার শতেক আছে, কিন্তু মুরলীমোহন, তোমার মতন আমার যে ত্রিজগতে আর কেহ নাই। একবার ওখানে তিলেক দাঁড়াও, আর আমি প্রাণ ভরিয়া তোমার ঐ মুরলী-মুখের অতুল মাধুরী দেখিয়া লই।"

এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। এই মত ভাবের অনন্ত কথা এই শ্লোকের ভিতরে বিরাজমান। রসিক ভাবুক প্রেমিক পাঠকগণ জীবন ভরিয়া মুহুর্মুহু এই ভাব-রস পান করুন।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোকটী বশেষ ভাবে আস্বাদন করিয়াছেন। টীকাকার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে হার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই—

তোমার মাধুরী বল তাতে মোর চাপল
এই দুই তুমি আমি জানি।
কাঁহা করোঁ কাহা যাও কাঁহা গেলে তোমা পাঁও
তাহা মোরে কহত আপনি॥
নানা ভাবের প্রাবল্য হৈল সন্ধি শাবল্য
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য রোষামর্ষ আদি সৈন্য
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ॥

মধুময় শ্রীভগবানের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের ভাব-ব্যবহার আমাদের জ্ঞানের অগোচর। তাঁহারা তাঁহার রসালাপ শুনিতে পান, শুনিয়া শুনিয়া তাহাতে বিভোর হয়েন, সর্ব্বদা তাঁহার মধুমাখা কথা শুনিতেই সাধ হয়। তিনি প্রেম-রস-রঙ্গিনীদের সহিত কবে কোথায় কি আলাপ করিয়াছিলেন, বিরহের দশায় সেই সকল কথা শুনিতে বলবতী ইচ্ছার উদয়। এই ভাবের অনুসরণ করিয়া লীলাশুক বলিতেছেন—

৩৩ শ্লোক ব্যাখ্যা।

পর্য্যাচিতামৃতরসানি পদার্থভঙ্গী-
বল্গূনি বল্গিতবিশালবিলোচনানি।
বাল্যাধিকানি মদবল্লভভাবিনীভি-
র্ভাবে লুঠন্তি সুকৃতাং তব জল্পিতানি ॥৩৩॥

হে নাথ, তোমার কথাগুলি পুণ্যশীল নরনারীগণের হৃদয়ে সর্ব্বদাই স্ফুরিত হয়। তোমার কথাগুলি অমিয় মাখা—পদ ও পদার্থ সকলি মনোহর। এমন মধুরভাবে মধুর ভাষায় কেই বা এমন মন-ভুলানো কথা বলিতে পারে! তুমি যখন কথা বল, তখন তোমার মদবল্লভভাবিনীগণ ভাবের আবেশে বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে তোমার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন, তাহাতে তোমার কথাগুলির মাধুর্য্য আরও বাড়িয়া উঠে, তাহাদের বিশাল বল্গিত নয়নগুলি যেন তোমার কথার সহিত মিশিয়া উহা আরও মধুময় করিয়া তোলে।*

শ্রীমদ্ভাগবতেও গোপী-গীতায় বলা হইয়াছে,—তোমার কথাগুলি যেন অমৃতমাখা, এবং জীবমাত্রেরই পাপনাশক।

---

* রসময় কবিরাজ মহাশয় এই শ্লোকের টীকায়—শ্রীমদ্রূপগোস্বামিকৃত বিলাস মঞ্জরীস্তব হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা :—

কৃষ্ণ। পরিজ্ঞাতমস্য প্রসূনালিমেতাং
লুনীষে ত্বমেব প্রবালৈঃ সমেতাং

এই সকল বাক্য বাস্তবিকই প্রেমিক ভক্তগণের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন এবং সুরক্ষিত ভাবরসের মহা উৎস উৎসারিত করেন।

আবার সেই মুরলী-রবের কথা ;—আর সেই মুখের কথা—সেই মুগ্ধমুখাম্বুজ,—আর সেই মুরলী-রবামৃত !

৪ শ্লোক ব্যাখ্যা।

পুনঃ প্রসন্নেন্দুমুখেন তেজসা
পুরোঽবতীর্ণস্য কৃপামহাম্বুধেঃ।
তদেব লীলামুরলীরবামৃতং
সমাধিবিঘ্নায় কদা নু মে ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

কৃপা-পারাবার শ্রীকৃষ্ণ কবে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন, আর তাঁহার লীলামুরলীরবামৃতে আমার সমাধি ভাঙ্গিয়া যাইবে, আর আমি চাহিয়া দেখিব—সেই জ্যোতির্ম্ময় মুখখানি,—সেই প্রসন্ন চাঁদের মত মুখখানি।”

ধৃতাসৌ ময়া কাঞ্চন-শ্রেণী-গৌরি
প্রবিষ্টাসি গেহং কথং পুষ্পচৌরিঃ।
রাধা। সদাত্র চিনুমঃ প্রসূন মজনে
বয়ং হি নিরতাঃ সুরাভিভজনে
ন কোপি কুরুতে নিষেধ-বচনং
কিমদ্য তনুসে প্রগল্ভ ভজনম্ ?

এই খানেই মহাযোগীর মহাযোগের চরম সিদ্ধি। এত ক্লেশ কি জন্য,—যদি হৃদয় আকাশে আনন্দ-চন্দ্রের উদয় না দেখিতে পাই? নিখিল-চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধের নাম যোগ। উহারই চরমফল—সমাধি। সে নিদিধ্যাসন যদি কেবল মহাধ্যানের অবস্থাতেই পর্য্যবসিত হয়, যদি চিরদিনই উহা শূন্য-শূন্যভাবেই রহিয়া যায়—তবে উহার জন্য এত আয়াস স্বীকারের প্রয়োজন কি? নিখিল পদার্থজ্ঞানহারা হইয়া, নিখিল পদার্থ ত্যাগ করিয়া—এ সাধনার চরমদশায় যদি সে সাধনার ধন না দেখিতে পাই, তবে এত ক্লেশের কি প্রয়োজন? চিরদিনের প্রগাঢ় সমাধি যদি মোহন-মুরলীর অমৃত-মধুর রবে না ভাঙ্গিয়া যায়,—ধ্যান-নিমিলীত মহাযোগীর নয়নযুগল ধ্যান-ভঙ্গের পরে যদি সেই প্রসন্নেন্দু নিভানন নলিন-নয়ন মুরলী-বদন

কৃষ্ণ। ওগো একি গা তোমার কাজ?
কুলের বালিকা কাননে আসিতে নাহি কর ভয়লাজ।
প্রতিদিন আসি ভাঙ্গিয়া পোয়াল পাতাও কুসুম তুলি।
কাঞ্চন গৌরী ও গো ফুলচোরি আর কি যাইবে চলি।
পড়িয়াছ ধরা আর কোথা যাবে নাহি পাবে পলাইতে।
রস-সুধাকর আড়ালে রহিয়া নেহারে দুহার রীতে।

শ্রীরাধা। শুনি বিনোদিনী মুচকি হাসিয়ে হাসি-রোষে মাখামাখি।
বলে "শুন কানা এত বড় জ্বালা একি তব রীতি দেখি।
আমরা সুব্রতা দেব পূজারতা নিরত পূজায় মন।
নিত নিতি আসি তুলি ফুলরাশি নাহি শুনি কুবচন।
আজ কেন তুমি বল হেন বাণী এ তোমার যোগ্য নয়।
কহে রসরাজ ধূর্ত্তের একাজ তাতে তব কিবা ভয়।

শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে না পায়, তবে সে সমাধির কি ফল? এই সাধনায় মহাশূন্যের মধ্য হইতেও একদিন সহসা মোহনমুরলীর মধুর ঝঙ্কার কাণের ভিতর দিয়া হৃদয়ের স্তরে স্তরে অমৃত স্রোত বিসারিত করিয়া দেয়; মহাযোগী তখন সেই ব্যুত্থান দশায় এই জ্যোতির্ম্ময় প্রসন্ন-মুখেন্দু-সদর্শনে সাধনার সাফল্য লাভ করেন। শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল অতি যথার্থ কথাই অতি মধুর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। এইখানেই সমাধির পরম পুরুষার্থতা। নিখিলজ্ঞান-বিনাশে পুরুষার্থতা নয়—নিখিল জ্ঞান-ধ্বংসপূর্ব্বক আনন্দ সত্বার সান্দ্রীভূত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় মূর্ত্তিকে পুরোভাগে প্রত্যক্ষ করাই—পরম পুরুষার্থতা।

ব্রজের ভাবে সমাধি অর্থ অবশ্যই ভিন্ন। কবিরাজ মহাশয় উহার অর্থ করিয়াছেন, সম্+আধি অর্থাৎ সম্যক্ মনঃ-পীড়া। এই অধরাকে ধরা তো বড় সহজ কথা নহে। সাধনাই যে তাঁহাকে ধরিবার পক্ষে যথেষ্ট—একথা কখনই কেহই স্বীকার করেন নাই। শ্রীভাগবতে দেখা যায়, স্বয়ং ব্রহ্মা বলিতেছেন—হে দেব, তোমার এই শ্রীপাদপদ্ম যুগলের প্রসাদলেশদ্বারা অনুগৃহীত ব্যক্তিই তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন, নচেৎ কখনও তোমাকে কেহ কিছু মাত্রও জানিতে পারেন না।* শ্রীপাদ লীলাশুকও তাই বলিয়াছেন

---

* অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।

"কৃপামহাম্বুধেঃ"। তিনি কৃপার অপার মহাসাগর। তাঁহার কৃপাই— তৎপ্রাপ্তির প্রধানতম সাধন। তৎদর্শন-ব্যাকুলতা,—শুদ্ধ সাধক হৃদয়ের এক প্রধানতম লালসা। ইহারা ভগবানের নিকট অন্য কোন অনুগ্রহের প্রার্থনা করেন না। ইহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা— কেবল তাঁহাকে দেখা। শ্রীমৎ লীলাশুকের শ্লোকগুলিও সর্ব্বত্রই এইভাবে বিভাবিত। নিম্নলিখিত শ্লোকেও ঐ ব্যাকুলতাময়ী দর্শন-লালসার প্রার্থনা।

৩৫ শ্লোক ব্যাখ্যা।

বালেন মুগ্ধচপলেন বিলোকিতেন
মন্মানসে কিমপি চাপলমুদ্বহন্তম্।
লোলেন লোচনরসায়নমীক্ষণেন
লীলাকিশোরমুপগূহিতুমুৎসুকাঃ স্ম॥ ৩৫॥

"সেই বালক (নবকিশোর) মুগ্ধচপল দৃষ্টিতে আমাদের মানসে চপলতা উদিত করিয়াছে। এখন কেবল সতৃষ্ণ নয়নে সেই লোচন-রসায়ন লীলাকিশোরকে সাক্ষাৎ দর্শন করার জন্য আমরা উৎসুক হইয়াছি।" ইহাতে স্পষ্টতঃই মনে হয়, শ্রীভগবান নিজে তদ্দর্শন-বাসনা হৃদয়ে না জাগাইয়া তুলিলে জীবের সে লালসার উদয় হয় না। তাঁহার প্রতি চিত্তের আকর্ষণের হেতুও তিনি। মানুষ এ সংসারে ধন-জন-যশ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল। ইহা ছাড়া মানুষের বাসনার যোগ্য আর যে কিছু আছে, তাহা

তাহার মনেই হয় না। মানুষ সংসারে আসিয়া সংসার-সুখবাসনায় বিজড়িত হইয়া যদি কখনও ভগবান্‌কে স্মরণ করে, তবে তাহা কেবল এই সকল উপভোগ্য বিষয়ে ভগবৎসাহায্য লাভ করিয়া ঐহিক সুখ-সাধনের পুষ্টিলাভ করাই তাহার উদ্দেশ্য। যতক্ষণ শ্রীভগবান্ মানুষের হৃদয়ে কিছুমাত্র তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের উদয় না করেন, ততক্ষণ মানুষ আত্মশক্তির উপরেই নির্ভর করিয়া চলে। কিন্তু নিজের শক্তি যখন উদ্দেশ্য-সাধনের অযোগ্য হইয়া পড়ে, তখনই ভগবৎ সাহায্যের জন্য তাহার চিত্ত সমুৎসুক হয়। ইহাও দয়াময় শ্রীভগবানের লীলাভঙ্গি। এইরূপে সকাম ভক্তির উদ্রেক করিয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্বীয় শ্রীচরণের দিকে আকৃষ্ট করেন।

কৃষ্ণ কহে আমা ভজি মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥
কাম লাগি কৃষ্ণভজে পায় কৃষ্ণরস।
কাম ছাড়ি দাস হইতে করে অভিলাষ॥

সুতরাং তিনি নিজে তাঁহার শ্রীচরণের দিকে টানিয়া না লইলে জীবের হৃদয়ে রাগানুগা ভক্তির উদয় হয় না। ভাবভক্তি প্রেম-ভক্তি তো দূরের কথা।

এই শ্লোকে শ্রীপাদ লীলাশুক বলিতেছেন, যিনি চপল নয়নের চাহনিতে আমার হৃদয়ে চাপল্য জাগাইয়া তুলিয়াছেন, সেই

লোচন-রসায়ন লীলাকিশোরের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য উৎসুক হইয়াছি।

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় ইহাতে রসের ছিটার প্রক্ষেপ দিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই এইরূপ :— শ্রীরাধাকে তাঁহার সখীরা বলিতেছেন—সখি, তুমি ত তাঁহাকে কৃপালু বলিয়া জান—তিনি আপনিই আসিবেন, তার জন্য তুমি অত উতলা হইতেছ কেন?" সখীর এই কথার প্রত্যুত্তরে 'শ্রীমতী বলিতেছেন,—সখি, আমি যে বড় অভাগিনী। আর তো কিছু নয়—কেবল একটুকু চোখের দেখা! সখি, সে ভাগ্যও বুঝি বা আমার নাই। সেই লীলা-কিশোর—যিনি আমার সুখ সৌভাগ্যের দিনে শত শত গোপীর মধ্য হইতে নয়ন-কটাক্ষ-লীলায় আমায় নিভৃত নিকুঞ্জে প্রেরণ করিয়াছিলেন—সেই লীলা-কিশোর"—এই বলিয়া শ্রীমতী কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—আমার সেই লীলাকিশোরকে দেখার জন্য আমার নয়ন চঞ্চল হইয়াছে। আর কি আমি তায় দেখিতে পাইব? যদি তিনি দেখাই না দিবেন, তবে তাঁহার চপল নয়নের চপল চাহনির কটাক্ষে হৃদয়ে এত ব্যাকুলতার সৃষ্টি করেন কেন? এ দোষ কি সুধু আমার, তাহার কি নয়? সখি, এখন তো তাঁহার দোষের বিচার চলে না। সেই লোচন-রোচন লীলা-কিশোরের সন্দর্শনের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এখন বল, কেমনে তাহারে দেখি?"

ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের দ্বারা লোকের চিত্ত উদ্বিগ্ন হয়, প্রাকৃত

জগতে ইহাই প্রত্যক্ষ হয়। শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা তৃষ্ণা, দৈহিক দুঃখ প্রিয়জন-বিরহ, প্রিয়বন্ধু-বিরহ ইত্যাদি দ্বারা এ জগতের লোকের চিত্ত উদ্বিগ্ন হয়। কিন্তু শ্রীলীলাশুকের এখন আর এ জগতের সহিত সম্বন্ধ নাই। তিনি এখানকার সুখ-দুঃখের অতীত। তাহার মনে যে প্রবলতম বিষয়-বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, তাহাতেই সে সকল তাপের হস্ত হইতে তিনি একবারে বিমুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তথাপি তিনি আত্মারাম নহেন—আপ্তকাম নহেন। অদ্বৈত বাদীর ভাবে সাধনা করিলে তিনি অনায়াসেই আত্মারাম হইতে পারিতেন এবং স্বরাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া নিজকে মুক্ত পুরুষ বলিয়া মনে করিতে পারিতেন। কিন্তু আত্মারাম-মাত্রের পক্ষেই এরূপ ঘটে না। কাহারো কাহারো ভাগ্য অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহারা স্বারাজ্য-সিংহাসনের অধিপতি হইয়াও উপাসনার অপর এক উন্নতম প্রদেশে চালিত হয়েন। তখন তাঁহাদের নিজকে আর স্বারাজ্য-সিংহাসনের অধিপতি বলিয়া মনে হয় না। তখন তাঁহাদের সে অভিমান দূর হয়। তখন তাহারা স্পষ্টতঃই স্বীকার করেন,—আমরা স্বানন্দ-সিংহাসন-লাভের দীক্ষায় সিদ্ধি লাভ করিয়া অদ্বৈত-পথের পথিকগণের উপাস্য, কিন্তু তাহাতে কি? এখন গোপ-বধূ-লম্পট কোন এক শঠের দ্বারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহারই চরণে দাস হইয়াছি।"*

* অদ্বৈত-বীথী পথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দ-সিংহাসন লব্ধ দীক্ষাঃ
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপ-বধূ-বিটেন।

এ অবস্থায় জীবের মুক্তি-প্রাপ্তিজনিত স্বাধীনতা চলিয়া যায়—প্রেমিক আত্মা, প্রেমময়ের দাস হইয়া তাঁহার চরণ-স্পর্শনের জন্য লোলুপ হয়েন। তখন তাঁহার দর্শনেই তাঁহার আনন্দ,—অদর্শনেই চিত্তের মহাক্লেশ।

লীলাশুকের এখন ঠিক এই দশা। তিনি দিন-যামিনী শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অস্বাদনে বিভোর। এখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গ, তাঁহার চিত্তকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। তাঁহার নয়নাদি ইন্দ্রিয়গণ শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল, তাহা না পাইলেই তাহার দুঃখ। সে দুঃখ প্রকৃতই অদ্ভুত। সে দুঃখ-প্রকাশের নানাবিধ শ্লোক আছে. এখানে তাঁহার একটি স্পষ্টোক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

৩৬ শ্লোক ব্যাখ্যা।

অধীরবিম্বাধরবিভ্রমেণ
হর্ষার্দ্রবেণুস্বর-সম্পদা চ।
অনেন কেনাপি মনোহরেণ
হা হন্ত হা হান্ত মনো দুনোষি। ৩৬।

ইহার ভাবার্থ এই যে, হায়, নাথ, তুমি তোমার অনির্ব্বচনীয় মনোহর বিম্বাধর বিভ্রম দ্বারা এবং তোমার ঐ আনন্দ-পরিপূরিত বেণু-নিনাদ দ্বারা আমার মন সন্তপ্ত করিয়া তুলিতেছ।"

মন যাহা চায়, তাহা না পাইলেই মনের দুঃখ। একতঃ শ্রীকৃষ্ণের

সেই মনোহর সুমধুর অধীর বিম্বাধর বিলাস—তাহার উপরে সেই অধরে মোহন মুরলী-বিন্যাস,—তাহার উপরে আবার সেই মুরলীর সুমধুর স্বর-সম্পর—এক যোগে মাধুর্য্যের এই ভরপুর বিলাস দেখিয়া অনুক্ষণ সে দর্শনানন্দ আস্বাদ করিতে কাহার সাধ না হয়—কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হইবার নয়। চঞ্চল শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শন অতি দুর্লভ। কাজেই বলিতে হয়, 'তুমি তোমার মাধুর্য্য দেখাইয়া চলিয়া যাও, আর আমায় এমন করিয়া দুঃখিত কর।'

শ্রীল কবিরাজের ব্রজভাবের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-কটাক্ষ-প্রেরণায় শ্রীরাধা নিভৃতনিকুঞ্জে গিয়াছিলেন। এখন শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে সেই আনন্দ তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরুক হইয়াছে। সেই স্মৃতির প্রাবল্যে তিনি উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ এই অবস্থাপন্না শ্রীমতীকে বলিতেছেন, "ভাল আমি কি করিয়া তোমার মন চঞ্চল করেছি,—তোমার গতসুখ-স্মৃতিতে তোমার চিত্ত উন্মত্ত হইয়াছে। উন্মত্ত চিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল—এজন্য কি আমি দোষী?" এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে যেন উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরাধার অদর্শনজনিত চিত্ত-বৈকল্য আরও বাড়িয়া উঠিল। উন্মাদের লক্ষণ এই যে যেখানে যাহা নাই, সেখানে তাহার স্ফূর্ত্তি। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াই যেন শ্রীমতী বলিতেছেন—তুমি বলিতেছ, তুমি আমায় কি করিয়া দুঃখিত করিতেছ। ধূর্ত্ত, তুমি কি তা জান না—তুমি আড়াল হইতে—বনের প্রান্ত হইতে সঙ্কেত বাঁশরী বাজাইয়া আমার চিত্ত আকর্ষণ কর। তোমার সেই মুরলীধরা মধুর অধরের

মধুর বিভ্রম এখনও আমার নয়নের সমক্ষেই বিরাজমান। এই যে এখনও যেন আমি তোমার সেই মধুরাধরের বিভ্রম ও আনন্দ পরিষিক্ত বেণুনাদ প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু ঠিক বলিতে পারি না—আমার এপ্রত্যক্ষ ঠিক্ কি না। যাহা দেখিতেছি, তাহা যে ঠিক্ তাহা বলিতে পারিতেছি না—হয়তো বা ঠিক নয়,—কেবল মনোমোহকর মাত্র,কিন্তু কার্য্য-সিদ্ধিকর নয়—হয়ত ইহা ইন্দ্রজাল। তুমি এমন করিয়াই আমায় দুঃখ দাও। আমি যে ইহাতে কি ক্লেশে আছি, তুমি তাহা বুঝিতে পার না। তুমি নারীবধেরও ভয় রাখ না—হায় হায়, এ কি ক্লেশ!'

অতঃপরে তাপ-নাশক শ্রীমুখচন্দ্র-চন্দ্রাতপ আচ্ছাদন প্রাপ্তি প্রার্থনা—

৩৭ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

যাবন্ন মে নিখিলমর্ম্মদৃঢ়াভিঘাতং
নিঃসন্ধি-বন্ধনমুপৈতি ন কোঽপি তাপঃ।
তাবদ্বিভো ভবতু তাবকবক্ত্র-চন্দ্র-
চন্দ্রাতপদ্বিগুণিতা মম চিত্ত-ধারা ॥ ৩৭ ॥

হে বিভো, যে পর্য্যন্ত কোন অনির্ব্বচনীয় তাপ আমার নিখিল মর্ম্ম গুলিকে দৃঢ়রূপে আহত না করে, তাবৎকাল অর্থাৎ তৎপূর্ব্বেই যেন আমার চিত্তবৃত্তি-ধারা তোমার ঐ শ্রীমুখচন্দ্র-চন্দ্রাতপের দ্বারা সমাচ্ছাদিত হয়। ফলতঃ চন্দ্রের নাম হিমাংশু ও সুধাংশু।

চন্দ্র তাপনাশক বলিয়াই কবি-প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখ-চন্দ্রের ন্যায় তাপনাশক আর কি আছে? সুতরাং উহা ত্রিতাপদাহ্ জীবের পক্ষে একান্তই প্রার্থনীয়।

শ্রীরাধা-পক্ষের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, যে পর্য্যন্ত মোহ আসিয়া আমার ইন্দ্রিয় সমূহকে বিকল না করিয়া ফেলায়, তাবৎ চিত্তের প্রবাহ যেন তোমার মুখচন্দ্রের চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত থাকে। এই শ্লোকে বিরহের নবমী দশার ভাব সূচিত হইয়াছে।

ইহার পরের শ্লোকেও আবার সেই মুখচন্দ্র-দর্শনের ব্যাকুলতা-ময়ী প্রার্থনা। তদ্ যথা—

৩৮ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

রন্ধ্রাদুপৈতি তিমিরীকৃতসর্ব্বভাবা
যাবন্নমে নবমীদশা দশমী কুতোঽপি
লাবণ্য-কেলি-সদনং তব তাবদেব
লক্ষ্ম্যা সমুৎক্কণিতবেণু-মুখেন্দুবিম্বম্। ৩৮।

হে নাথ, যে পর্য্যন্ত আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের মোহ-উৎপাদিকা সমস্ত ভাববিনাশিনী মৃত্যু দশা কোন ছিদ্র পাইয়া উপস্থিত না হয়, তাবৎ লাবণ্য-কেলি-সদন-স্বরূপ,—লক্ষ্মীদেবীরও উৎকণ্ঠাজনক বেণুবাদনশীল তোমার অই মুখচন্দ্র যেন দেখিতে পাই।

শ্রীরাধা-ভাবের অনুসরণ করিয়া এইরূপ বলা যাইতে পারে—

ওহে নাথ আমার জীবন।
জীবন থাকিতে যেন পাই দরশন॥
তোমার শ্রীমুখ বিধু-লাবণ্য-সদন।
বেণুনাদ-মধু মাখা,—পরম শোভন॥
তব মুখচন্দ্র যদি দেখিতে না পাই,
মরণও ধন্য তহে, তাতে লাভ নাই।
মরণো অধন্যগণি তব অদর্শনে;
হউক যাতনা মম তোমার বিহনে;
তথাপি জীবন আশা ছাড়িতে না পারি,
জীবন থাকিলে যদি তোমা পাই হরি।
জীবনের ক্লেশ গুলি কিছু নাহি গণি,—
মরণের আগে যদি হেরি মুখখানি।
প্রেম-ভাবাবিষ্ট চিত্ত মরিতে না চায়।
যাতনাও ভাল, যদি কৃষ্ণ দেখা পায়॥

এইরূপ ভাবনার অতিশয়তায় মোহ অনিবার্য্য। ইহার পরিণাম-ফলে তন্ময়ত্ব অবশ্যম্ভাবী। তখন দূরস্থ বস্তু নিকটস্থ হয়, অনাগত ও আগত বলিয়া মনে হয়। ভগবদ্‌বিষয়িণী গাঢ় স্মৃতি স্ফূর্ত্তির আকার ধারণ করে; অবশেষে সেই স্ফূর্ত্তি সাক্ষাৎদর্শনে পরিণতহয়। অপ্রত্যক্ষের সামগ্রী প্রত্যক্ষীভূত হয়। মনোময় জগতের ইহা স্বাভাবিক নিয়ম।

শ্রীপাদ লীলাশুকও মানসিক জগতের এই নিয়মেই প্রথমতঃ ভাব-মোহে অভিভূত হইলেন। প্রগাঢ় ভাবাতিশয়তায়

তাঁহার ধ্যেয় শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হইলেন। তিনি বলিলেন :—

৩৯ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

আলোল-লোচন-বিলকিত-কেলিধারা-
নীরাজিতাগ্রচরণৈঃ করুণাম্বুরাশেঃ।
আর্দ্রাণি বেণুনিনদৈঃ প্রতিনাদপূরৈ-
রাকর্ণয়ামি মণিনূপুরশিঞ্জিতানি ॥ ৩৯ ॥

সেই করুণা-সাগরের মণিনূপুরধ্বনি আমি শুনিতে পাইতেছি। তিনি যেন বেণু বাজাইতে বাজাইতে নাচিতে নাচিতে আসতেছেন। পায়ের নূপুর রুনুঝুনু বাজিতেছে; বেণুনাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া পায়ের নূপুর শিঞ্জিনি কেমন কোমল হইয়াছে! তিনিমুরলীনিনাদের তান ঠিক রাখিয়া শ্রীচরণ-বিন্যাস করিতেছেন; আর আনত নয়নে পদের অগ্রভাগ দেখিতে দেখিতে নাচিতে নাচিতে আসিতে-ছেন। মুরলীর মধুর তান—নৃত্যময় চরণবিন্যাসে নূপুরের প্রতিতান! মধুরে কোমলে এই মিশামিশিময় নূপুর শিঞ্জন ও বেণুনাদ কি মধুর! আবার নয়ন-যুগল আনত করিয়া নিজ চরণের অগ্রভাগ দর্শন করিতে করিতে বেণু বাজাইতে বাজাইতে এবং তদ্দ্বারা নূপুরধ্বনিকে সুকোমল করিতে করিতে অই যে তিনি আসিতেছেন—তাঁহার শ্রীচরণের তাদৃশ নূপুরধ্বনি আমি শুনিতে পাইতেছি।"

শ্রীরাধাভাবের ব্যাখ্যামর্ম্ম এই যে—সখীরা শ্রীকৃষ্ণের তাম্বুলোদ্গার-সুধারস রাধার মুখে দিয়া মোহগ্রস্তা শ্রীমতীকে সচেতন করিলেন, সচেতন করিয়া বলিলেন—'ওগো আর অধীরা হইও না। অই শুন তোমার বঁধু আসিতেছেন।'

তখনও তাঁহার নেত্র হইতে মোহজড়িমা দূরহয় হয় নাই। তিনি ভাল করিয়া নয়ন উন্মীলন না করিয়াই বলিলেন;—

সত্যবটে, অই তো সেই নুপুর-শিঞ্জিনি,—

সত্য বটে সখি শুনিতেছি কাণে
অতি সুমধুর নুপুর শিঞ্জনী।
সত্য বটে তার মধুর অধরে
বাজে অই বেণু;—সুমধুর ধ্বনি॥
সত্য বটে সখি এলো শ্যামরায়
অই অই হেরি তাহার নয়ন;
আপনার ভাবে হয়ে বিভাবিত
আনত আননে নেহারে চরণ।
রস সুধাকর দাঁড়ায়ে আড়ালে
ভাবে একি ভাব,—উন্মাদ লক্ষণ।
কোথা শ্যামরায় কোথা বেণুনাদ,
কোথা সে কোমল নূপুরশিঞ্জন?

ফলতঃ বিরহি-জীবনের এ সুখ স্বপ্ন মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া যায়—আবার যে ব্যাকুলতা সেই ব্যাকুলতা! তখন আবার দর্শন-লালসা অধিকতর রূপে জাগিয়া উঠে। তখন মুখে স্বতঃই স্ফূরিত হয়—

৪০ শ্লোক ব্যাখ্যা।

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম!
হাহা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে।৪০॥

শ্রীরাধার বাহ্যজ্ঞান হইল, চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণ নাই, কিন্তু তখনও ভাবাবেশে উপলব্ধ নূপুরের ঝঙ্কার কাণে লাগিয়া রহিয়াছে। কিন্তু কোথাও নয়নরঞ্জন চিরকাঙ্ক্ষিত সুখ-দুঃখ-মন্থন-ধন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না, তখন সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—সখি অই তো নূপুর শব্দ শুনিতে পাইতেছি; কই তাহাকে তো দেখিতে পাইতেছি না। নিশ্চয়ই বোধ হয় নিকটবর্ত্তী কোন কুঞ্জে এই শঠ অন্য কোন রমণীর সঙ্গে রমণ করিতেছে।"

এই বাক্য বলিতে বলিতে তখনই উন্মাদের ভাব ঘনীভূত হইল—সেই অবস্থায় দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহার সম্মুখে সমাগত। কিন্তু ওকি গো, উহার বক্ষে কাজল কেন, এ নখাঘাতের চিহ্ন কেন? একি! এবেশ কেন?" এই ভাবে সহসা অমর্ষার উদয় হইল। শ্রীকৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়াও তিনি অমর্ষাবশতঃ কোনও কথাই বলিলেন না। কিন্তু আদরের ধন আদর না পাইয়া তখনই যেন চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়া পলকে প্রলয় মনে করিলেন। পরিতাপ আসিল। তাঁর মনে আবার দর্শন-

লালসা জাগিয়া উঠিল। এইরূপে ভাব-সন্ধি ভাবশাবল্য প্রভৃতি বিবিধ ভাবের উদয় অস্তমন ও সংঘর্ষ হইতে লাগিল—সে অনন্ত বিচিত্র ব্যাপার লিখিয়া শেষ করা যায় না। তিনি তখন ধীরা-ধীর-মধ্যা নায়িকার ভাবে কি-জানি-কি বলিতে উদ্যত হইলেন—কিন্তু তাঁহার কণ্ঠে প্রথমতঃ কোন কথাই সরিল না। নয়নের অশ্রু গড়াইয়া গড়াইয়া বক্ষে পড়িতে লাগিল, মুখকমল অমর্ষে ও রোষে আরক্তিম হইল, তাহার সহিত কি জানি-কেমন এক দীনতার ভাব মিশিয়া গেল—একটুকু ধৈর্য্য ধরিয়া তিনি বাঁকা কথায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন, '**হে দেব** এখানে তোমার কি প্রয়োজন? তুমি যখন অন্য গোপীদের সহিত ক্রীড়া করিতেই ভালবাস; তোমায় 'দেব' বলিব না তো আর কি বলিব? যাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে ভালবাস, তাদের নিকটে যাও, এখানে কেন?

এই বলিয়া নীরব হইতে না হইতেই চাহিয়া দেখিলেন,—শ্যামসুন্দর এই অনাদরে অন্তর্হিত হইয়াছেন।

ইহাতে আবার তাহার মনে পরিতাপ আসিল এবং দর্শনোৎসুক্য বাড়িয়া উঠিল, তখন তিনি পূর্ব্ব ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—**হে দায়িত!**

তুমি আমার প্রাণপ্রিয়—আমি অবলা, যদি না বুঝিয়া অনাদর করিয়া থাকি, তাই কি তুমি আমায় পরিত্যাগ করিবে? কেন আমায় ছাড়িয়া যাবে? আবার আমায় দর্শন দাও।

এই বলিতে বলিতেই যেন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার নিকট

করজোড়ে অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইলেন এবং অনুনয় করিতে লাগিলেন।

তখন আবার বাঁকা কথায় সম্বোধন করিলেন—'হে ভুবনৈক বন্ধো' তুমি তো কেবল আমার বন্ধু নও, সকল গোপীদের বন্ধু—তাই বা বলি কেন;—যে তোমায় ডাকে, তুমি তাহারই বন্ধু—তুমি সকল জগতের স্ত্রী লোকের বন্ধু। তবে আর তোমার দোষ কি? তোমাকে তো সকলেরই মন রাখিয়া চলিতে হইবে—কেবল আমার মনে রাখিবে কেন? যাও তবে তাদের মন রাখ গে।"

বলিতে না বলিতেই যেন শ্যামসুন্দর আবার অন্তর্হিত হইলেন। তখন আবার দর্শন-লালসা-জনিত 'মতি' নামক অপর ভাবের উদয় হইল; তখন তিনি সম্বোধন করিলেন 'হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ, হে শ্যামসুন্দর—তুমি সর্ব্ব জগতের চিত্তাকর্ষক—তুমি আমার চিত্ত-চোর। আমার মানে প্রয়োজন নাই—তুমি আমায় দর্শন দাও।" এই বলিয়া ব্যাকুল ভাবে হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

আবার তখনই যেন শ্রীকৃষ্ণ দর্শন দিয়া বলিলেন, না—না, প্রিয়তমে আমি তো দূরে যাই নাই—এই তো বাহিরেই ছিলাম। আমি যদি অপরাধ ক'রে থাকি, তবে প্রসন্ন হও।"

এই অনুনয় শুনিয়া শ্রীমতী আবার উগ্র হইয়া উঠিলেন এবং রোষ কম্পিত স্বরে বলিলেন 'হে চপল'! পরস্ত্রী লম্পট বল্লবী-বৃন্দ ভুজঙ্গ—আমি তোমায় চাই না। তুমি হেথা হ'তে দূর হও।"

শ্রীকৃষ্ণ অদর্শন হইলেন। তখন উহার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরাধার হৃদয় আবার বিষাদ আঁধারে মলিন হইয়া গেল। তখন তিনি অনন্যোপায় ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া ডাকিতে লাগিলেন,—হে করুণাসিন্ধো!—এস—দয়াময় একবার এস—আমি পাগলিনী বুদ্ধিহানা—অধীরা,—রোষে অমর্ষে কত কথাই বলিয়া ফেলি। সে সকল কথা মনে করিয়া কি অধীনা অবলাকে ত্যাগ করিতে হয়? আমি পদে পদেই অপরাধিনী—অপরাধ ক্ষমা করিয়া একবার দর্শন দাও—তুমি যে করুণাসিন্ধু। হে—করুণাময় দয়া করিয়া দেখা দিয়া আমায় রক্ষা কর।"

দয়াময় আবার তৎক্ষণাৎ দর্শন দিয়া বলিলেন, প্রিয়ে আমি কি তোমায় ত্যাগ করিতে পারি? তুমি যত কিছুই বল না কেন, আমি যে তোমারি। বৃথা মান ক'রে তুমি আমায় লাঞ্ছনা করিতেছ। আমি তোমারই। আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়ে শ্রীমতীর হৃদয়ে অবহিত্থার উদয় হইল। তিনি ক্রোধ গোপন করিয়া ধীর-প্রগল্ভা নায়িকার ভাষায় বলিলেন—'হে নাথ,—আমরা ব্রজবাসিনী, চিরদিনই তুমি আমাদের রক্ষয়িতা। কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি তোমায় সম্ভাষণ না করিবে? কিন্তু আমি ব্রাহ্মণীগণ কর্ত্তৃক ব্রতার্থ মৌনব্রত অবলম্বন স্বীকার করিয়াছি। সুতরাং আমি যদি তোমার সহিত কোন কথা না বলি, তুমি তজ্জন্য অবশ্যই ক্ষমা করিবে।"

শ্রীকৃষ্ণ আবার অন্তর্হিত হইলে শ্রীরাধা আবার ব্যাকুল হইলেন,—ভাবিলেন আর বুঝি শ্যামসুন্দর ফিরিয়া আসিবেন না।

তখন চাপল্যের উদয় হইল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, এবার আমার হৃদয়-রমণ ফিরিয়া আসিলে তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া বলিব, আর তোমায় যেতে দিব না। এই ভাবিয়া ডাকিতে লাগিলেন, **হে রমণ!** একবার এস। তুমি সর্ব্বদাই আমার হৃদয়-রমণ—একবার এস, আবার ফিরিয়ে এস।

বাঙ্গালার কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এ ভাবের পুষ্টি পাঠকগণের নিকট প্রীতি-জনক হইবে—গানটী এই—

এস, ফিরে এস, বঁধু ফিরে এস!—
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত;
নাথ হে ফিরে এস!
ওহে নিষ্ঠুর ফিরে এস,
আমার সজল জলদ স্নিগ্ধ কান্ত সুন্দর ফিরে এস।
আমার নিতি সুখ ফিরে এস,
আমার চির দুখ ফিরে এস,
আমার সব-সুখ-দুখ-মন্থন ধন অন্তরে ফিরে এস।
আমার চির বাঞ্ছিত, এস;
আমার চির সঞ্চিত, এস;
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজ-বন্ধনে ফিরে এস।
আমার বক্ষে ফিরিয়ে এস;
আমার চক্ষে ফিরিয়ে এস;
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এস।
আমার মুখের হাসিতে এস

আমার চোখের সলিলে এস
আমার আদরে আমার ছলনে আমার অভিমানে ফিরে এস।
আমার নয়ন, ফিরিয়ে এস
আমার জীবন ফিরিয়ে এস
আমার হৃদয়-নন্দন-ফুল্ল-পারিজাত-রমণ ফিরিয়ে এস।

এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ-লালসা বলবতী হইল। তিনি তাঁহার হৃদয়-রমণকে আলিঙ্গন করার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন; আর অমনি ভাবাবেশ ভাঙ্গিয়া গেল—তখন আকুল কণ্ঠে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—হে আমার নয়নাভিরাম—তুমি কোথায়? একবার আমায় দেখা দাও; দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ। হে নয়নানন্দ তুমি কবে আমায় দেখা দিবে।

এস্থলে বৈষ্ণব সাহিত্য-পাঠকমাত্রেরই পরবর্ত্তী প্রেমিক ভক্তগণের এই জাতীয় হৃদয়োচ্ছাস স্মৃতি-পথে আরূঢ় হইবে। শ্রীমন্ মাধবেন্দ্র পুরীর প্রাণের প্রতপ্ত ও দীর্ঘনিশ্বাসময় ব্যাকুল বাণী সহসাই এস্থলে সকলের হৃদয়ে সমুদিত হইবে—

অয়ি দীন দয়ার্দ্র নাথ হে,
মথুরা নাথ, কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।

এই ভাবের শ্রীরূপ গোস্বামি কৃত আরও একটি সুবিখ্যাত শ্লোক আছে, যথা—

ক নন্দকুল-চন্দ্রমা! ক শিখি-চন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ
ক মন্দমুরলীরবঃ! ক নু সুরেন্দ্র নীলদ্যুতিঃ!
ক রাস-রস তাণ্ডবী! কঃ জীব-রক্ষ মহৌষধি!
নিধির্মম সুহৃত্তম ক বত হন্ত হাধিগ্ বিধিম্।

শ্রীল কবিরাজ শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতে আলোচ্য শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

উন্মাদের লক্ষণ করায় কৃষ্ণ স্ফুরণ
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়মান।
সোল্লুণ্ঠ বচন রীতি মান গর্ব্ব ব্যাজস্তুতি
কভু নিন্দা কভুত সম্মান॥
তুমি দেব ক্রীড়ারত ভুবনের নারী যত
যাই কর অভীষ্ট ক্রীড়ন।
তুমি আমার দয়িত মোতে বৈশে তোমার চিত্ত
মোর ভাগ্যে কৈলে আগমন॥
ভুবনের নারীগণ সবা কর আকর্ষণ
যাই কর সব সমাধান।
তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর ঐছে কোন পামর
তোমারে বা কে না করে মানা॥
তোমার চপল মতি না হয় একত্র স্থিতি
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ।
তুমি ত করুণা-সিন্ধু আমার প্রাণের বন্ধু
তোমায় মোর নাহি কভু রোষ॥

তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ ব্রজের কর পরিত্রাণ
বহু কার্য্যে নাহি অবকাশ।
তুমি আমার রমণ সুখ দিতে আগমন
এ তোমার বৈদগ্ধ্য বিলাস॥
মোর বাক্য নিন্দা মানি কৃষ্ণ ছাড়িলেন জানি
শুন মোর এ স্তুতি বচন।
নয়নের অভিরাম তুমি মোর প্রাণধন।
হাহা পুনঃ দেহ দরশন॥
স্তম্ভকম্প প্রস্বেদ বৈবর্ণ্যাশ্রু-স্বরভেদ
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে কান্দে নাচে গায় উঠি ইতি উতি ধায়
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত॥
মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার উঠি করে হুহুঙ্কার
কহে এই আইলা মহাশয়।
কৃষ্ণের মাধুরী শুনে নানা ভ্রম হয় মনে
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয়॥

এই পদ্যানুবাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-কৃত। কিন্তু টীকায় যেরূপ ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে, এস্থলে সেরূপ অভিব্যক্তি দৃষ্ট হইল না। ইহা অপেক্ষা শ্রীযদুনন্দন ঠাকুরের অনুবাদ অধিকতর পরিস্ফুট। শ্রীচরিতামৃত পরিসমাপ্তির পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত শ্রীল কবিরাজের হস্তগত হইয়াছিল। কবিরাজ গোস্বামীর তিনখানি গ্রন্থ আমরা দেখিতে পাই। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত এবং

শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের টীকা। কোন্ গ্রন্থখানি কোন্ সময়ে রচিত তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে অতঃপরে যে শ্লোকটী লিখিত আছে, তাহাও এই ভাবাত্মক, তদ্‌যথা—

৪ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥ ৪১।

হে অনাথ বন্ধো, হে করুণৈকসিন্ধো, হে হরে, তোমায় না দেখিয়া,—তোমা ছাড়া হইয়া—এই অধন্য দিনান্তর গুলি, হায়, আমি কিরূপে যাপন করিব ?"

এ শ্লোকেও সেই প্রবল তৃষ্ণা—শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে সেই ব্যাকুলতা—সেই হাহাকার! প্রাণের প্রিয়তম বস্তুর অভাবে কিরূপে দিনযামিনী অতিবাহিত হয়, ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে তাহা জানিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতকারের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণই এই প্রবল তৃষ্ণার উদ্রেক করিয়াছিলেন। ইহা যে বহু সৌভাগ্যের পরিচায়ক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শুদ্ধভক্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, মধুময় ভগবানের জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা সম্ভবপর হয় না।

এ সংসারে কেহ বা ধনের জন্য, কেহ বা মানের জন্য ব্যাকুল যে দিন ইহাদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ধনের বা মানের আগম না হয় সে দিন ইহাদের নিকট বৃথা গেল বলিয়া অনুভূত হয়। ব্যা যে দিন মৃগয়া করিতে গিয়া জীব-বধ করিতে না পারে, সে দি তাহার নিকট অধন্য। ব্যবসায়ী যে দিন অপরকে প্রতারিত করিয় নিজের ভাণ্ডারে অর্থ বৃদ্ধি করিতে না পারে, সে দিন তাহা পক্ষে অধন্য। এইরূপেই এ সংসারে জীবমাত্রেই সংসারের প্রয়োজনীয়—সুতরাং নিজের প্রিয়তম—দ্রব্য সঞ্চয় না করিতে পারিলে জীবনের দিনগুলি অধন্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু কবীন্দ্র লীলাশুকের জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ অন্যপ্রকার। এক অনির্ব্বচনীয় অতীন্দ্রিয় মহামহিম মধুরোজ্জ্বল শ্রীমূর্ত্তির মাধুরীতে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। দিবানিশি তিনি সেই মহামাধুরীর রসাস্বাদে বিভোর, কিন্তু সে পিপাসার তৃপ্তি নাই। তাঁহার কাব্যে এই এক অফুরন্ত অবিশ্রান্ত অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের আস্বাদন তৃষ্ণার প্রবল স্রোত সমানভাবে প্রবাহিত হইতেছে—যমুনা জাহ্নবীর অবিরাম প্রবাহের ন্যায় কেবল সেই আকুল পিপাসার অফুরন্ত প্রবাহ। সন্নিপাত জরাক্রান্ত রোগীর পিপাসার ন্যায় কিছুতেই সে পিপাসার শান্তি নাই।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া দিন যামিনী যে ভাবে বিভাবিত থাকিতেন, দক্ষিণ দেশে যাইয়া তিনি এই গ্রন্থে তাঁহার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি দেখিতে পাইলেন, আর অতি

যত্নে এই শ্রীগ্রন্থখানি আনিয়া তাঁহার প্রিয়তম ভক্তগণের হস্তে অর্পণ করিলেন। ভক্তগণ এই গ্রন্থ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবরসে অভিভূত হইয়া এই গ্রন্থের আস্বাদন করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার ব্যতীত আমাদের দিনান্তরগুলি যে অধন্য ও বৃথা নষ্ট হয়, তাহা ভাল রূপেই বুঝিয়াছিলেন।

শ্রীল কবিরাজের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে বিরহানল-দগ্ধা শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে প্রতিপল প্রতিক্ষণকে দিবসের ন্যায় মনে করিয়া বলিতেছেন,—হে নাথ, তোমার বিরহে দিনান্তর গুলি আমার নিকট কোটি বর্ষের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমি কি করিয়া তোমাছাড়া হইয়া এই নিদারুণ দিনগুলি অতিবাহিত করিব ?'

শ্রীমদ্ভাগবতেও এই ভাবের কথা আছে, যথা রাসে গোপী-গীতায়,—হে কৃষ্ণ তোমার অদর্শনে এক ত্রুটিমাত্র কালও আমার নিকট যুগের ন্যায় মনে হইতেছে। বল, কি করিয়া দিন যামিনী যাপন করিব।' শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীগৌরসুন্দর বলেন "যুগায়িতং নিমিষেণ" হে গোবিন্দ, তোমার নিদারুণ বিরহে নিমেষমাত্র সময়ও আমার নিকট যুগের মত বোধ হইতেছে।

মহাজনের পদাবলীতে এই ভাবের বহু পদ দৃষ্ট হয়। উজ্জ্বল নীলমণিতে এই ভাবকে 'নিমেষাসহিষ্ণুতা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

এবং মনোনয়নের উৎসবের স্বরূপ। এ হেন শ্রীকৃষ্ণে আমার অতি উৎকণ্ঠাময়ী তৃষ্ণা আরও অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে।'

শ্রীল কবিরাজ মহোদয়ের টীকার মর্ম্ম এই যে উদ্বেগাবস্থায় শ্রীমতীর হৃদয়ে বিবিধ ভাবের সংসর্গে ভাব-শাবল্য উপস্থিত হওয়ায় প্রথমতঃ আবেগের উদয়ে তিনি যাহা বলেন তাহারই অনুবাদ করিয়া লীলাশুক বলিতেছেন—এই বিরহের অবস্থায় এখন এমন কি করা যাইবে যাহাতে তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়? তখন শ্রীমতী সখীদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলেন যে তাঁহারাও ব্যাকুলাবস্থায় রহিয়াছেন। তখন তাঁহার হৃদয়ে চিন্তা আসিয়া আবেগের স্থান অধিকার করিল—তখন তিনি চিন্তাভাব-যুক্তা হইয়া বলিলেন—তোমাদিগকেই বা আর কি জিজ্ঞাসা করিব—তোমারত আমার তুল্যবস্থা। অপর আর কে আছে যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করি?' ইহার পরেই মতি নামক ভাবের উদয় হওয়ায় তিনি বলিলেন আশাই পরম দুঃখ—তাঁহার আশায় যাহা কিছু করেছিলাম এখন সে সকলি না করার ন্যায় হইল, আশায় আশায় যাহা কিছু করা হইয়াছে তাহাই ভাল আর নয়।'

ইহার পরে অমর্ষের উদয় হইল, তাহাতে বলিলেন—'আর সেই অকৃতজ্ঞ কৃষ্ণের কথা বলিয়া কাজ নাই, তার কথা ত্যাগ করিয়া অন্য কোন পুণ্য কথা বল।' এই কথা বলিতে বলিতে আবার তৎ-ক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল; বাণবিদ্ধা মৃগীর ন্যায় শ্রীমতী তখন সন্ত্রস্ত ও ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—সখি, আর যে পারি না—কি কষ্ট! যাহার কথা ভাবিবনা বলিয়া মনে করিয়া-

ছিলাম—কিন্তু এখন তো না ভাবিয়া উপায় নাই—সে যে আমার হৃদয়শায়ী। আমার হৃদয় দুর্গ আশ্রয় করিয়া সে আমায় আহত করিতেছে।

পরক্ষণেই শ্রীমতীর হৃদয়ে সঙ্গ উৎসুক্য উদিত হওয়ায় তিনি সবিষাদে বলিলেন—সখি, শ্রীকৃষ্ণ কথা ত্যাগ করা দূরে থাকুক, এখন দেখিতেছি সেই মধুর হইতে সুমধুর, সাক্ষাৎ কন্দর্পাকার মনোনয়নোৎসবস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে আমার উৎকণ্ঠাবতী তৃষ্ণা প্রতিক্ষণই বৃদ্ধি পাইতেছে।”

শ্রীচরিতামৃতকার শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রলাপ-বর্ণনায় এই শ্লোকটীর যে পদ্যব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই :—

এই কৃষ্ণের বিরহে উদ্বেগে মন স্থির নহে
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ বিষাদে বাউল মন
কারে পুছি কে করে উপায়॥
হাহা সখী, কি করি উপায়।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাও কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঁও
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায়॥
ক্ষণে মন স্থির হয় তবে মনে বিচারয়
হ'লো মতি ভাবের উদ্গম।
পিঙ্গলার বচন স্মৃতি করাইল ভাব মতি
তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ॥

দেখি এই উপায়ে কৃষ্ণ আশা ছেড়ে দিয়ে
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড়ি কৃষ্ণ কথা অধন্য কহ অন্য কথা ধন্য
যাতে কৃষ্ণ হই বিস্মরণ॥
কাহতেই হ'লো স্মৃত চিত্তে হৈল কৃষ্ণ স্ফূর্তি
সখাকে কহে হইয়া বিস্মিতে।
যারে চাহ ছাড়িতে, সে শুইয়া আছে চিতে
কোন মতে না পারি ছাড়িতে॥
রাধা ভাবের স্বভাব আন কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান
কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।
কহে 'যে জগৎ মারে সে পশিল অন্তরে
এই বৈরী না দেয় পাশরিতে॥'
উৎসুক্যের প্রাধান্য জিনি অন্য ভাব সৈন্য
উদয় কৈল নিজ রাজ্য মনে।
মনে হলো লালস না হয় আপন বশ
দুঃখে মন করেন ভৎর্সন॥
মন মোরে বাম দীন জল বিনু যেন মীন
কৃষ্ণ বিনু ক্ষণে মরি যায়।
মধুর হাস্য বদনে মন-নেত্র রসায়নে
কৃষ্ণ তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায়॥
হাহা কৃষ্ণ প্রাণ ধন হাহা পদ্মলোচন
হাহা দিব্য সদ্‌গুণ-সাগর।

হাহা শ্যাম-সুন্দর হাহা পীতাম্বর-ধর
হাহা রাস-বিলাস নাগর ॥
কাহা গেলে তোমা পাই তুমি কহ তাহা যাই
এত কহি চলিলা ধাইয়া।
স্বরূপ উঠে কোলে করি প্রভুরে আনিলা ধরি
নিজ স্থানে বসাইল নিয়া ॥
ক্ষণেক প্রভুর বাহ্য হৈল স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
স্বরূপ কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি গীত-গোবিন্দ-গীতি
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥

প্রিয় পাঠক—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোক কি প্রকারে বুঝিতে হয়, এবং কি প্রকার আস্বাদন করিতে হয়, এখানে তাহার লেশাভাস দেখিতে পাওয়া যায়।

"কাহা গেলে তোমা পাই তুমি কহ তাহা যাই
এত কহি চলিল ধাইয়া।"

কেবল শ্রবণ নয়, রসে নিমজ্জন—ভরপুর নিমজ্জন—তৎপরে যাহার ভাবের কথা, তাহার ভাবে পূর্ণমাত্রায় নিজকে বিভাবিত করা—অবশেষে "ধাইয়া চলা"—এসব কি ব্যাপার, এবং কোন্ জগতের ব্যাপার, পাঠক মহাশয় একবার ভাবিয়া দেখুন—তারপরে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত পাঠ করুন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এই গ্রন্থের আদিতে অন্তে ও মধ্যে—ঐ এক কথা—কেবল দেখা!—কেবলই সেই কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের

অভিমুখে চাহিয়া থাকা! যমুনা জাহ্নবী স্রোতের বিরাম আছে, তথাপি এই সতৃষ্ণনেত্রে চাহিয়া থাকার বিরাম নাই! এই আবার শুনুন—

৪৩ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

আভ্যাং বিলোচনাভ্যামম্বুরুহবিলোচনং বালং
দ্বাভ্যামপি পরিরব্ধুং দূরে মম হন্ত দৈবসামগ্রী।৪৩॥

"অন্য দৈব সম্ভোগ্য সামগ্রী অতি দূরের কথা, আমি কেবলমাত্র এই দুইটী নয়ন দ্বারাও যদি সেই নলিন-নয়ন কিশোরশেখরকে দর্শন করিতে পারি তাহা হইলেও নিজকে কৃতার্থ মনে করি।"

শ্রীল কবিরাজ মহাশয়ের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে শ্রীরাধা বিরহ-গুরুভারে প্রপীড়িতা। তজ্জন্য গ্লানির উদয় হইয়াছে। তিনি ভূমিতে পতিতাবস্থায় আছেন। এ অবস্থায় সখীরা তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন,—'শ্রীমতি, ধৈর্য্য ধর, শ্রীকৃষ্ণ এখনই আসিবেন। অল্পক্ষণ পরেই তুমি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে পারিবে।'

কিন্তু এই প্রবোধে শ্রীমতীর প্রাণ আশ্বস্ত হইল না। তিনি বলিলেন 'আর যে আমি শ্রীকৃষ্ণকে এজন্মে কখনও আলিঙ্গন করিতে পারিব, সে আশা আমার নাই। তিনি আমার নিকটে আসিলেও আমি হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে যে আলিঙ্গন করিতে পারিব সে শক্তিও আমার নাই। আলিঙ্গন করা তো দূরের কথা, আমি এমন অভাগিনী যে এই দুইটী চক্ষু দিয়াও যে তাঁহাকে দেখিতে পাইব

আমি সে আশাটুকু পর্য্যন্ত করিতে পারি না। আলিঙ্গন তো দূরের কথা,—ভাবোদ্‌গারী বাম-নেত্রপ্রান্তেও যদি সেই কিশোর-শেখরকে দেখিতে পারিতাম, তাহা হইলেও এজীবন ধন্য হইত। তাহাও দূরের কথা-এখন এই সাদা দুইটী চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাইব কিনা তাহাও সন্দেহ। যদি হরি এখন না আসেন, তবে অতঃপরে আসিলেই বা কি,—না আসিলেই বা কি? আমি তো আর এই দুই চক্ষে তাহার দর্শনসুখ লাভ করিতে পারিব না।

এ শ্লোকে দর্শনোৎকণ্ঠার আধিক্য প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার পরের শ্লোকেও সেই দর্শন লালসা তদ্‌ যথা—

৪৪ শ্লোক ব্যাখ্যা।

অশ্রান্তস্মিতমরুণারুণাধরৌষ্ঠং
হর্ষার্দ্রং দ্বিগুণমনোজ্ঞবেণুগীতম্।
বিভ্রাম্যদ্বিপুলবিলোচনার্দ্ধমুগ্ধং
বীক্ষিষ্যে তব বদনাম্বুজং কদা নু ॥ ৪৪ ॥

"হে কৃষ্ণ, আমি কবে তোমার চিরস্মিত অতীব অরুণ অধর ওষ্ঠ সমন্বিত, আনন্দময় কোমল মনোহর বেণুগীত-মুখরিত এবং বিভ্রমশালী বিপুললোচনার্দ্ধ-শোভিত বদন কমল দেখিতে পাইব?"

শ্রীলীলাশুকের সৌন্দর্য্য-চিত্রণের শিল্পচাতুর্য্য প্রত্যক্ষ দর্শনলব্ধ। স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিলে এমন ভাবে শ্রীমুখের সৌন্দর্য্যবর্ণন করা সহজ কথা নহে। অধর ও ওষ্ঠ অতীব অরুণরাগে রঞ্জিত। সেই

ওষ্ঠের উপরে হাসির স্নিগ্ধজ্যোতি অনবরতই লাগিয়া রহিয়াছে। সে হাসি নিত্য সৌন্দর্য্যে প্রতিমুহূর্ত্তেই নবনবায়মান। সেই ওষ্ঠ প্রান্ত হইতে আবার বেণুগীত নিঃসৃত হইতেছে, তাহার কোণে আনন্দের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিয়া উহা ঐ ওষ্ঠেই লুটিয়া পড়িতেছে। নয়ন দুইটী বিপুল কিন্তু এখন আনন্দ-ভরে সে নয়ন অর্দ্ধনিমীলিত। উহাতে শ্রীমুখমণ্ডলকে এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। এমন শ্রীমুখ আমি কবে দেখিতে পাইব?" আবার এইরূপ আর একটি শ্লোক :—

৪৫ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

লীলায়িতাভ্যাং রসশীতলাভ্যাং
নীলারুণাভ্যাং নয়নাম্বুজাভ্যাম্।
আলোকয়েদদ্ভুতবিভ্রমাভ্যাং
কালে কদা কারুণিকঃ কিশোরঃ ॥ ৪৫ ॥

সেই করুণাময় কিশোর কবে আমায় লীলায়িত রস-শীতল বিভ্রমযুক্ত নীলারুণ নয়নকমলযুগলদ্বারা আমায় নিরীক্ষণ করিবেন।

শ্রীল কবিরাজের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে বিষাদমগ্না শ্রীরাধাকে আশ্বাস দিয়া সখী বলিলেন, ওগো তুমি এমন নিরাশভাবে ঢলিয়া পড়িলে কেন? তিনি আসিয়া অবশ্যই তোমায় দেখিবেন, তোমারও তেমনি ভাবে শক্তি হইবে। "এই আশ্বাসে উৎকণ্ঠান্বিত হইয়া শ্রীমতী যাহা বলেন, এস্থলে তাহার অনুবাদ করিয়াই যেন

শ্রীল লীলাশুক বলিতেছেন—সখি, এ ভাগ্যও কি আমার হবে, আমায় কি তিনি দর্শন দিবেন? তাঁহার বিরহে এখন আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত; আর আমায় কবে দর্শন দিবেন? তিনি তাদৃশ নয়নে আর কি আমায় চাহিয়া দেখিবেন? প্রেম-রসের ও শৃঙ্গার-রসের প্রবাহে তাঁহার নয়ন-যুগল অতি শীতল। সে নয়ন-যুগলের তারার নীলিমা ও প্রান্ত ভাগের অরুণিমাদ্বারা নেত্র-যুগলের কি অদ্ভুত সৌন্দর্য্য! আবার তাহাতে অদ্ভুত বিভ্রম! কিন্তু সখি তিনি কি আমায় দেখা দিবেন? আমি অপরাধিনী। আমি তাঁহাকে সুধু একটুকু দেখিব—একটু এই চোখের দেখা বইত নয়। যদি ইহাই তাহার মনে থাকিত, তবে আমায় ছেড়ে দূরে যাবেন কেন? তবে আর আমার আশা কি? কিন্তু অসম্ভবও নয়; কেননা তিনি পরম করুণ। কৃপায় সকলই হইতে পারে।”

রূপমাধুরী-পিপাসু লীলাশুক সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের নিষ্ঠাবান্ ভক্ত। তাঁহার নয়ন দিবানিশি যে রূপ-মাধুরী খুজিয়া বেড়ায়, তিনি তাহার প্রায় সকল শ্লোকেই উহার পরিস্ফুট চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এই আর একটি শ্লোক—

৪৬ শ্লোক ব্যাখ্যা।

বহুলচিকুরভারং বদ্ধপিঞ্ছাবতংসং
চপলচপলনেত্রং চারুবিম্বাধরৌষ্ঠম্।
মধুরমৃদুলহাসং মন্দারোদার-লীলং
মৃগয়তি নয়নং মে মুগ্ধবেশং মুরারেঃ ॥৪৬॥

এরূপ ভাববিশিষ্ট শ্লোকের ইতঃপূর্ব্বেও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এস্থলে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। শ্রীপাদ কবিরাজ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হইতে কেবল দুই একটি পদের ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

১। **মুরারি,**—শ্রীভগবানের একটি নাম। লীলাবিশেষ হইতেই এই নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সাধারণতঃ গৃহীত হয়। অর্থাৎ তিনি মুর নামক দৈত্যের অরি স্বরূপ, তাই তাঁহার নাম মুরারি। কিন্তু মাধুর্য্যময় শ্লোকাবলিতে এ ব্যাখ্যা,—প্রকরণসঙ্গত নহে। এই জন্য ইহার আর একটি সুন্দর অর্থ করা হইয়াছে। অর্থাৎ মুর—কুৎসা। যিনি কুৎসার—অরি তিনি মুরারি, অর্থাৎ পরমসুন্দর।

২। **চপল-চপল নেত্র**—চপল হইতেও যাহার নেত্র চপল। চপল শব্দের অর্থ মৎস্য। মীন-নয়ন অতি চঞ্চল বলিয়া কবি-প্রসিদ্ধ। চপলঃ পারদেমীনে ইতি বিশ্বঃ।

৩। **মন্দারোদারলীলং**—মন্দারপর্ব্বতের ন্যায় মহতী লীলা যাহার, তিনি মন্দারোদারলীল। মন্দারপর্ব্বত যেমন দুগ্ধ-সমুদ্রকে সংক্ষুব্ধ করিয়া রত্নাদি আহরণ করিয়াছিলেন, ইনিও সেই রূপ আমার গম্ভীর হৃদয়কে মন্থন করিয়া ধৈর্য্যরত্ন অপহরণ করিয়াছেন।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদিগণ নিরাকার নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন—কিন্তু লীলাশুকের সম্প্রদায় উপাসনার জন্য তাদৃশ ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন না। ইহাদের উপাস্যদেবের স্বরূপ,—নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

৪৭ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

বহুলজলদ-চ্ছায়া-চৌরং বিলাস-ভরালসম্
মদ-শিখি-শিখা-নীলোত্তংসং মনোজ্ঞমুখাম্বুজম্।
কমপি কমলাপাঙ্গোদগ্র-প্রসঙ্গ-জড়ং জগৎ-
মধুরিম-পরিপাকোদ্রেকং বয়ং মৃগয়ামহে ॥৪৭॥

যিনি বহুল জলদের ঘনীভূত কান্তির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, যিনি বিলাসাতিশয্য-জনিত ভাবে অতি সুধীর, মত্ত শিখিশিখা যাহার মস্তক ভূষণ, যাহার মুখপদ্ম মনোজ্ঞ, এবং স্ত্রীগণের নেত্রকটাক্ষে যাহার সমস্ত স্পন্দন স্তম্ভিত, সমস্ত জগতের সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যের পরিপাকের উদ্রেক স্বরূপ সেই কোন অনির্ব্বচনীয় বস্তুকে আমরা অনুসন্ধান করি।

এস্থলে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইল শ্রীলীলাশুক-সম্প্রদায়—রাস-রসিক-শেখর সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যময় শৃঙ্গার-রস-বিলাসময় অখিল-রসামৃত মধুর মনোহর শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসক। লীলাশুকের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এই উপাস্যদেবের সন্ধান চলিয়াছিল। শ্রীভাগবতাদি পুরাণপ্রকটিত হওয়ার বহুকাল পূর্ব্বে রসব্রহ্মের উপাসকগণ রাস-রসের সান্দ্রীভূতবিগ্রহ,—নির্ব্বিশেষ পরমব্রহ্মের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ এই মধুময় বিগ্রহের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—"মধু বাতা ঋতায়তে" প্রভৃতি অতি প্রাচীন ঋক্‌মন্ত্রেও ইহারই অনুসন্ধান-সূত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে—

উপনিষদ্ অতি গোপনে এই মধুময় রসময় উপাস্যতত্ত্বের বিষয় অব্যক্ত ও অস্ফুটভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীল লীলাশুকের এই শ্লোকের প্রতিপদের অর্থ সুপণ্ডিতগণ নানাপ্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। আমরা এস্থলে অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি, রাসলীলা-রসিক শ্রীবিগ্রহের নিষ্ঠাবান্ সাধক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয়ের ব্যাখ্যানের কিঞ্চিৎ মর্ম্ম অন্যান্য শ্লোকের মর্ম্ম-প্রকটনের ন্যায় সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। তিনি বলেন—রাসে শ্রীকৃষ্ণ-পরিত্যক্তা গোপবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্যামসোহাগিনী শ্রীরাধাকে গৃহীত-পরিত্যক্তা এবং বিরহবিধুরা বলিয়াই বুঝিতে পারিলেন। সমদুঃখিনী প্রিয়-সখীগণ তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—তিনি কি তোমায় একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছেন, তা' নয়; তিনি এখানেই আছেন। তোমাকে পরিহাস করার জন্য এখানে কোনও কুঞ্জে লুকাইয়া রহিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধান করিলেই তাঁহাকে খুজিয়া বাহির করিতে পারিব। এখানে বসিয়া বিলাপ করিলে কি হইবে? চল শ্যামের অন্বেষণে।"

সখীদের সহিত সমবেত হইয়া শ্যামসোহাগিনী শ্যামের অন্বেষণে বাহির হইলেন। কিন্তু সেও এক উন্মাদ অবস্থা। সম্মুখে যাহা কিছু দেখিতেছেন, তাহাকেই সেই হারানিধির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—সে জিজ্ঞাসায় চেতন অচেতনের বিচার নাই। প্রেমার্ত্তাদের এমনই স্বভাব! কখনও বা তরুলতাকে,—কখনও বা মৃগ প্রভৃতি পশুদিগকে কৃষ্ণের সন্ধানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

এই অবস্থায় বনে বনে ব্যাকুলভাবে ভ্রমণ করিতেছেন—কিন্তু উন্মাদের অবস্থা। এই অবস্থায় তিনি মনে করিতেছেন যেন বনের তরুলতা ও পশু পাখীরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—ওগো, তোমরা কাহার অনুসন্ধান করিয়া এই গভীর নিশিতে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছ? তখন ইঁহারা তাহাদের এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিলেন, মনে মনে তাহারই কল্পনা করিয়াই যেন এই শ্লোক বলা হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর এইরূপ—

তরুলতা। ওগো, তোমরা এই গভীর নিশিতে কি জন্য বনে বনে উন্মাদিনীর ন্যায় ভ্রমিয়া বেড়াইতেছ?

গোপী। (ভাব গোপন করিয়া) চোর বলিয়া তাহার নাম করিব না। কোন একটি চোরকে আমরা খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। সে তোমাদেরও অজানা বা অচেনা নয়; দে'খে থাক তো ব'লে দাও।

তরুলতা। হাঁ হাঁ, আর বল্‌তে হবে না; বুঝেছি! সে শঠ হয় ত কোথাও কোন গোপীসহ রমণে বিভোর রয়েছে। হয় ত তোমাদের কথা আর তার মনে নাই! তাহার অন্বেষণে তোমাদের মানের লাঘব বই তো নয়। এ প্রয়াস ত্যাগ কর; প্রতি নিবৃত্ত হও।

গোপী। (গর্ব্ব ও অবহেলা সহ) সে কথা আমরা জানি। সে হয়ত লক্ষ্মীর কটাক্ষে কোথাও বিভোর-বিবশভাবে আছে—তাহা আমাদের জানাই আছে। সে লক্ষ্মীর সেব্য; আমাদের সহিত

তাহার সম্বন্ধ কি? আমরা খুঁজি কেন, জান? বলেছি তো—সে চোর; সে আমাদের মনোরত্ন চুরি করিয়া পালাইয়াছে। তাই আমরা তাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। নচেৎ তাহার সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ?

তরুলতা। তোমাদের এ কথায় আমাদের আস্থা নাই—আমরা তো তাকে সুশীল বলিয়াই জানি। তার প্রতি এ অযথা অপবাদ কেন?

গোপী। (একটুকু হাস্যের সহিত মাথা নাড়িয়া) বটেই তো—তা হলে ত তোমরা তার কথা বেশ জান দেখ্‌ছি! সে আবার চোর নয়! তবে আর চোর কে? এমন পাকা দুঃসাহসী নির্ভীক চোর আর কয়জন আছে? সে কি যে-সে চোর! আকাশের মেঘগুলি শত শত বজ্র ও ইন্দ্রধনু দ্বারা সজ্জিত ও সুরক্ষিত। ইহার হাত হইতে তাদের পর্যান্ত নিস্তার নাই। সেই অস্ত্র শস্ত্র-সজ্জিত, অতি সুরক্ষিত গগনসঞ্চারী নিবীড়নীলজলদমালার কান্তি পর্যান্ত সে হরণ করিয়া লইয়াছে—এমনই দুঃসাহস তাহার! আমরা তো অবলা বালিকা! আমাদের মনো রত্ন হরণ করিয়া লইয়া পালাইবে, তার পক্ষে এটা কি বড় একটা আশ্চর্য্যের কথা? সুধু কি একটি ঘটনা? জগতে যত মাধুর্য্য আছে, সেই সকল মাধুর্য্যের পরিপাক-স্বরূপ হইতেছে—কন্দর্প, চন্দ্র, পদ্ম হংস মৃগ, মীন ও পুষ্প পল্লবাদি। এই সকল বস্তুতে মাধুর্য্যের প্রচুরতর বিকাশ দেখা যায়। এই চোর একে একে উহাদের প্রত্যেকের মাধুর্য্য অপহরণ করিয়া নিজ

মাধুর্য্যের সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। তোমরা তার কি খবর রাখ?

তরুলতা। ভাল, বুঝেছি—সে যদি এমনই চোর—তবে সে যত দূরে থাকে, সেই তো ভাল। তাকে আবার দেখবার কি প্রয়োজন? আর এক কথা এই যে,—যে চুরি করে, সে কি কখনো ধরা দেয়? তাকে দেখ্‌তে পাবে কি ক'রে?

গোপী। লুকাইবার বড় যো নাই। মাথায় ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া।—দূর হ'তেও দে'খে তাকে চেনা যায়।

তরুলতা।—তোমাদের যেমন বুদ্ধি! দেখতে পেলেও পে'তে পার, কিন্তু ধর্‌বে কি ক'রে? তোমরা তার পিছু পিছু ছুটবে, আর সে বুঝি অমনি ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়ায়ে থাক্‌বে? এও কি কখনো হয়? চোর কি কখনো ধরা দেয়? সে তোমাদিগকে দেখ্‌তে পেলেই ছুটে সটান সাকার দৌড়ে পালাবে!

গোপী। নাগো না, সেটি হবার যো নাই,—এ চোর বটে, কিন্তু সাধারণ চোর নয়—এ চোর তো বটেই, তার সঙ্গে বিলাস-গুণটুকুও আছে। বিলাসাতিশয়ে গতিটা বড় ছট্‌ফটে নয়—প্রত্যুত মন্দ মন্থর। তা আমাদের বেশ জানা আছে;—সে চলিতে চলিতে আবার থমকি থমকি দাঁড়ায়?

তরুলতা।—ভাল তোমাদর কথাই মানিয়া লইলাম। কিন্তু একে তো সে কাল-বরণ—তার পরে রাত্রি কাল; তাতে বনের আন্ধার। যদি সে নীবিড় তিমির-পুঞ্জময় কুঞ্জের অন্ধকারে লুকাইয়া থাকে, তবে তাকে দেখ্‌বে কি ক'রে?

গোপী। বটে! তা বুঝি তোমরা জান না?—আঁধারে লুকাইবার কি যো আছে? সে যে অতি মনোজ্ঞ। কোটি চন্দ্র বা কোটি সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় তার দেহের জ্যোতি—সে আঁধারে লুকাইবে কি;—আঁধারই তাকে দেখে লুকাবে!—তোমরা এ তত্ত্ব না জানিলেও বেদ-বেদান্তের তাহা অজানা নাই—এ বিষয়ে সন্দেহ করার কিছু নাই।

তরুলতা। মানিলাম ইহা সত্য। কিন্তু এত ব্যস্ততা কি? তোমাদের কথাতেই বুঝা গেল—তাহার লুকাইবার যো নাই—অবশ্যই ধরা পড়িবে। আমরা বলি, রাত্রি প্রভাত হইলেই তাকে ব্রজ মাঝে ধরিতে পারিবে। এই নিশীথে,—তাতে আবার আঁধার বনে তোমাদের ন্যায় অবলাদের তাকে খুঁজিয়া বেড়ানো কি ভাল? তোমরা অবলা, সে সবল; বিশেষতঃ তোমাদের কথাতেই বুঝা গেল,—সে দুঃসাহসী ও নির্ভীক—এ অবস্থায় তাকে তোমরা আর ধরিবে কি? সে যদি তোমাদিগকেই ধরিয়া লইয়া পালায়—তাহলে তো মহা বিপদ্—সুতরাং রাত্রিকালে আর খুঁজিবার প্রয়োজন নাই! রাত্রি অবসন্ন হইলেই খুঁজিও।

গোপী। ওগো, সে আশঙ্কা করো না। তা কি সে পারে? সে যে কমলাগণের অপাঙ্গ-দৃষ্টি প্রসঙ্গে একবারে জড় প্রায়। নিজের দেহ নিজে বহন করিতেই অসমর্থ—এমনই অলস ও অবশ!—সে বিষয়ে কোন ভয় নাই। দেখে থাকতো ব'লে দাও।'

এ ব্যাখার রসমাধুর্য্য বাস্তবিকই চমৎকার। শ্রীল কবিরাজ শ্রীলীলাশুকের স্বান্তর্দশার ভাবে ইহার এক প্রকার অতি

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাহার মর্ম্ম এই :—তিনি যেন নিজের সমান অন্যান্য সখীদিগকে বলিতেছেন, সখীগণ, যাহার জন্য ইনি উন্মাদিতা, এস আমরা সকলে তাহার অন্বেষণ করি। রাত্রি-কালে তাহাকে কি প্রকারে পাওয়া যাইবে, তজ্জন্য উক্ত পাঁচটী বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। 'আচ্ছা ভাল, তাহাকে যেন পাওয়া গেল, কিন্তু আনিব কি করিয়া?' তদুত্তরে বলা হইয়াছে—তিনি শ্রীরাধার অপাঙ্গ প্রসঙ্গ জড়বৎ। বাহ্যার্থ স্পষ্ট।

আবার সেই দর্শনোৎকণ্ঠা—এ শ্লোকে পুনঃ পুন দর্শন-লালসা সূচিত হইয়াছে। প্রতিবারেই যখন সে রূপ-মাধুর্য্য নবনবায়-মান রূপে অনুভূত হয়, তখন একবার দেখিয়া কি তৃপ্তি হইবে? সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের অফুরন্ত অসীম মহাসাগর-দর্শন-লালসা উত্তরো-ত্তর নিরতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে পুনঃপুন দর্শন করার বাসনা অতীব স্বাভাবিক। সিদ্ধকবি ব্রজরসে অনুপ্রাণিত হইয়া বলিতেছেন—

৪৮ শ্লোক ব্যাখ্যা।

পরামৃশ্যং দূরে পথি পথি মুনীনাং ব্রজবধূ-
দৃশা দৃশ্যং শশ্বত্ত্রিভুবনমনোহারি বদনম্।
অনামৃশ্যং বাচা মুনিসমুদয়ানামপি কদা
দরীদৃশ্যে দেবং দর-দলিত-নীলোৎপলনিভম্ ।৪৮

যিনি মুনিগণের ধ্যানপথে দর্শনেরও দূরে অবস্থান করেন, যিনি

ব্রজবধূদিগের সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ দৃশ্য; যাঁহার বদনকমল নিখিল-সৌন্দর্য্যের সার,—সেই নীলোৎপলদল শ্যাম-শ্যামসুন্দরকে কবে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে পাইব?

মধুররসে ভজনে প্রবৃত্ত সাধকগণের উপাস্যমূর্ত্তি যে অপরাপর সাধকগণের অদৃশ্য,—এই শ্লোকেও তাহাই সূচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও এইরূপ পদ্য বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। যাঁহারা ব্রজগোপা-লের উপসনার সন্ধান না করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সাধন করেন, তাদৃশ যোগী বা মুনিগণের পক্ষে এই সুকোমল মধুময় ও নিখিল-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের সার,—নীলোৎপলদলন-রুচি ত্রিভুবন মনো-হারি নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীবিগ্রহ যে দূরস্থ হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। ইনি এতাদৃশ যোগীদের ধ্যান-নেত্রের অদৃশ্য হইলেও এবং বাক্যাতীত হইলেও ব্রজবধূগণের নিত্য প্রত্যক্ষের বস্তু।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকের সবিশেষ ব্যাখ্যা করেন নাই। শ্রীল বিল্বমঙ্গল কৃত অপর গ্রন্থের এই ভাববিশিষ্ট শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। * গোপীজনবল্লভ শ্রীগোবিন্দের আহ্লাদিনী শক্তির প্রকটমূর্ত্তি শ্রীগোপবালাদের ভজনের সহিত অপর কোনও ভজনের তুলনা হইতে পারে না। প্রেমরসের সাধনাই রসময়

---

* ১। যা শেখরে শ্রুতিগিরাং হৃদি যোগভাজাং
পাদাম্বুজেষু সুলভা ব্রজসুন্দরীণাম্।
সা কাপি সর্ব্বজগতামভিরামশীলা
ক্ষেমায় বো ভবতু গোপ-কিশোরমূর্ত্তিঃ।

২। যো যোগভাজাং হৃদয়ৈকবন্দ্যঃ
সুরাসুরাণামপি যো নমস্যঃ
যো গোপ-কান্তা-চরণেষু দৃশ্যঃ
স পাতু মাং সীরোভৃতোবরস্যঃ।

বিগ্রহের শ্রেষ্ঠতম সাধনা। শ্রীল লীলাশুক ব্রজবালাদের সাধনকেই উৎকৃষ্টতম মনে করিয়া তাঁহাদের অভীষ্ট দেবের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত। তাঁহার প্রত্যেক শ্লোকই এইভাবে অনুপ্রাণিত। ক্রমশঃ শ্লোকগুলি উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

৪৯ শ্লোক ব্যাখ্যা।

লীলাননাম্বুজমধীরমুদীক্ষমাণং
নর্ম্মাণি বেণু-বিবরেষু নিবেশয়ন্তম্।
দোলায়মান নয়নং নয়নাভিরামং
দেবং কদা নু দয়িতং ব্যতিলোকয়িষ্যে ॥ ৪৯ ॥

'আমি কবে সেই লীলাননাম্বুজ, অধীর, উদীক্ষমান, দোলায়মান, বেণুবিবরে মর্ম্ম-বাক্য-সঞ্চারক আমার পরমপ্রিয় দেবকে দেখিতে পাইব ?'

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণদেবের মাধুর্য্যাদি আস্বাদনের জন্য যে কয়েকটী বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকল বিশেষণ বহুল ভাব-প্রকাশক। শ্রীল কবিরাজের ব্যাখ্যা,—লীলাননাম্বুজ—লীলা শব্দের অর্থ নানাবিধ ভাবোদ্গার। অর্থাৎ নানাপ্রকার ভাবোদ্গারযুক্ত

৩। গোপালাজিরকর্দ্দমে বিহরসে বিপ্রাধ্বরে লজ্জসে
ব্রূষে গোধন-হুঙ্কৃতৈঃ স্তুতিশতৈর্ম্মৌনং বিধৎসে বিদাম্।
দাস্যং গোকুল-পুংশ্চলীষু কুরুষে স্বাম্যং ন দান্তাত্মসু
জ্ঞাতং কৃষ্ণ তবাঙ্ঘ্রি পঙ্কজযুগং প্রেমাচলং মঞ্জুলম্।

নয়নবিশিষ্ট আমার প্রাণের আরাধ্যদেব শ্যামসুন্দরকে আমি কবে দেখিব?

শ্রীরাধাপক্ষে ব্যাখ্যা—যিনি আমাকে নিভৃত নিকুঞ্জে প্রেরণ করার জন্য মুখে কোনও বাক্যোচ্চারণ না করিয়া নয়নের ইঙ্গিতে আমাকে যে নিরক্ষর সঙ্কেত জানাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই লীলামাখা মুখপদ্ম কবে দর্শন করিব? যিনি অধীর ভাবে ঊর্দ্ধদিকে নয়ন চালন করিয়া আমায় কুঞ্জে প্রেরণ করেন, যিনি অন্যান্য গোপীগণের ভয়ে দোলায়মান নেত্রে আমায় ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, আমার এমন প্রিয়তম ক্রিড়াশীল দেবকে আমি কখন দেখিতে পাইব?'

সাধারণ পক্ষে ব্যাখ্যায়—বিশেষণগুলির অর্থ অন্য প্রকার—তদ্‌ যথা—যাঁহার শ্রীমুখপদ্মে প্রতিক্ষণ বিবিধভাব প্রকাশ পায়, প্রেমরসের আবেগে যিনি অধীর ও প্রফুল্লেক্ষণ, প্রিয়জনের সম্ভাষণের জন্য যাহার নয়ন-যুগল দোলায়মান, যিনি বাঁশী-স্বরে নর্ম্মবাক্য প্রকাশ করেন এতাদৃশ প্রিয়তম দেবকে কবে দর্শন করিব?'

ইহার পরে শ্লোকে তন্ময়তা ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্‌ যথা:—

৫০ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

লগ্নং মুহুর্মনসি লম্পটসংপ্রদায়-
লেখাবলেহি নিরসজ্জ মনোজ্ঞবেশম্‌।

রজ্যন্মৃদুস্মিতমৃদুল্লসিতাধরাংশু-
রাকেন্দুলালিতমুখেন্দুমুকুন্দবাল্যঃ ॥ ৫০ ॥

মুকুন্দের কিশোর বিগ্রহ সর্ব্বদাই আমার মনে লগ্ন রহিয়াছে। উহা তাঁহার মুখ-মাধুর্য্য-আস্বাদনলোলুপ প্রেমিক ভক্তগণের নিত্যাকর্ষক চিহ্ন-বাহি; নিরসঙ্গ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীদেরও মনোজ্ঞ বেশবিশিষ্ট। তাঁহার মুখখানিতে মৃদুহাস্য বিরাজিত এবং তাঁহার অধর স্নিগ্ধ আলোকে উচ্ছ্বসিত।

শ্রীল কবিরাজ শ্রীরাধাপক্ষে ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা মধুরতম। উহার মর্ম্ম এইরূপ :—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যার্ণবে নিমগ্না এবং তাহারই আবেগে মূর্চ্ছিতা। তাঁহার সখী তাঁহাকে সচেতন করিয়া বলিলেন,—'সখি কৃষ্ণরূপ-মাধুর্য্যে তোমার এমন দশাই বটে, তবে ক্ষণকালের তরে তাহাকে ভুলিয়া থাকাই তো ভাল।' তদুত্তরে শ্রীরাধা যাহা বলেন, সেই ভাব লইয়া কবিবর বলিতেছেন :—সখি আমি কি তাহাকে ভুলিতে পারি? মুকুন্দের কৈশোর চাপল্য আমার মনে লাগিয়া রহিয়াছে—মঞ্জিষ্ঠারাগ যেমন বস্ত্রে লাগিয়া থাকে, তাঁহার কৈশোর চাপল্য সেইরূপ আমার হৃদয়ে লাগিয়া রহিয়াছে। আমি তো তাহা ভুলিতে চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারি না। যদি বল অন্যত্র মন নিবেশ কর। আমি তাহারও চেষ্টা করিয়াছি। কি করিব, মন তো আমার বশে নাই। শ্যাম যে মহালম্পট। আমারই বা দোষ কি! তাহার চাপল্য ব্রহ্মবাদীদেরও মনোজ্ঞ; ইত্যাদি।

যদু নন্দন ঠাকুর, কবিরাজ গোস্বামীর ব্যাখ্যার যে পদ্যানুবাদ করিয়াছেন তাহাও মধুর,—তদ্ যথা—

সখি হে পাশরিতে নারি যে গোবিন্দ।
মোর চিত্ত বস্ত্র যেন, মঞ্জিষ্ঠা রাগের হেন
লাগিয়াছে কি করি প্রবন্ধ॥
পূর্ণিমা চাঁদ ও মুখ সেবিতে নয়ন-সুখ
তাতে হাস্য চন্দ্রের সমান।
প্রফুল্ল অধর তাতে রাগযুক্ত মনোনীতে
স্মিত অংশ অরুণ বন্ধন॥
কৈশোর বয়স তাতে নানান চাপল্য যাতে
সখি তাহা পাশরিতে নারি।
তবে কহে সখিগণ অন্য কাজে রাখ মন
কোন স্থানে অবলম্ব করি॥
রাই কহে কি করিব মনে কত ক্ষমা দিব
সেই মন মোর বশ নয়।
লম্পট-সম্প্রদায় রাজ তার বিপরীত কাজ
পরধন গ্রাসশীল হয়॥
অথবা বরাক মন ইহারি কি দোষগুণ
কৃষ্ণরূপ সর্ব্ব আকর্ষয়ে।
কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্য গণে কেবা ক্ষমা দিবে মনে
এই লাগি পাসরিল নহে॥

বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীতে এই ভাবের বহু

পদ দেখিতে পাওয়া যায়, দুই একটি এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

নিরবধি মোর মনে গোরারূপ লাগিয়াছে
কহ সখি কি করি উপায়।
না দেখিয়া গোরা মুখ বিদরিয়া যায় বুক
পরাণ বাহির হৈতে চায়॥
কহ সখি কি বুদ্ধি করিব?
গৃহপতি গুরুজন ভয় নাহি মোর মন
গোরা লাগি পরাণ ত্যজিব॥
সব সুখ তেয়াগিনু কুলে তিলাঞ্জলি দিনু
গোরা বিনু আন নাহি ভায়।
নিঝরে ঝরয়ে আঁখি শুন লো মরম সখি
বাসু ঘোষ কি বলিবে তায়॥

২। নব জলধর তনু থির বিজুরিজনু
পীত বসনাবলী তায়।
চূড়া শিখিদল বেড়িয়া মালতীমাল
সৌরভে মধুকর ধায়॥
শ্যামরূপ জাগয়ে মরমে।
পাশরিব মনে করি যতনে ভুলিতে নারি
ঘুচাইল কুলের ধরমে॥
কিবা সেই মুখশশী উগারে অমিয়া রাশি
আঁখি মোর মজিল তাহায়।

গুরুজন ভয়ে যদি ধৈরজ ধরিতে চাহি
দ্বিগুণ আগুন উপজায় ॥
এ তিন ভুবনে যত রস সুধানিধি কত
শ্যাম আগে নিছিয়ে ফেলিয়ে।
এ দাস অনন্ত কয় হেন রূপ রসময়
না দেখিলে প্রাণ না জীবয় ॥

৩। সে মোহন নাগর কিশোর।
মরমে পশিয়া রৈল মোর ॥
কত না নাগরপনা জানে।
নিরখিয়া আধনয়ানে ॥

৪। কিসের ভয় কিবা গুরু লাজে।
মধুর মুরতি সে হিয়ার মাঝে জাগে ॥

৫। কিরূপ দেখিনু সেই নাগর শেখর।
আখি ঝুরে মন কাঁদে নয়ন ফাঁপর ॥
সহজ মুরতি খানি বড়ই মধুর।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুর ॥
দেখিতে সে চাঁদমুখ জগমন হরে।
আধ মুচকি হাসি কত সুধা ঝরে ॥

৬। মনু মনু শ্যাম অনুরাগে।
মনোহর মধুর মুরতি নব কৈশোর
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥
জিতে পাসরিতে নারি বল বা কি বুদ্ধি করি

কি শেল রহল মোর বুকে।
বাহির হৈয়া নাহি যায় টানিলে না বাহির হয়
অন্তরে জ্বলয়ে ধিকি ধিকি॥

অতঃপরে শ্রীবৃন্দাবন-লীলাস্মরণ সূচক শ্লোক :—

৫১ শ্লোক ব্যাখ্যা।

অহিমকর-কর-নিকর-মৃদুমুদিত-লক্ষ্মী-
সরসতরসরসিরুহ-সদৃশদৃশি দেবে।
ব্রজযুবতি-রতিকলহ বিজয়ি-নিজলীলা-
মদ-মুদিত-বদনশশি-মধুরিমনি লীয়ে ॥৫১॥

তরুণঅরুণকিরণ দ্বারা মৃদু মুদিত শোভাবিশিষ্ট সরস সরসিজাত পদ্মের ন্যায় যাঁহার নয়ন যুগল; —ব্রজ-যুবতীগণের সহিত রতি-কলহে (কঞ্চুকাদি-আকর্ষণ ও পরিহাস-বাক্যাদি) স্বীয় বিজয়ী-লীলাবশতঃ গর্ব্বাদি দ্বারা যাহার প্রফুল্ল বদন অত্যন্ত মাধুরীময়, সেই শ্যাম সুন্দরে আমার চিত্ত মজ্জিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ কবিরাজ ইহার আভাসে বলেন—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে শ্রীরাধার মন পূর্ণরূপে বিলীন হওয়ায়, তাঁহার মৃত্যু-দশার আশঙ্কায় শ্রীমতী যেন বলিতেছেন, "সখীগণ এই পর্য্যন্তই তোমাদের সহিত দেখা শুনার শেষ।" এই বলিতে বলিতে গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রতি-কলহ-লীলা (কুট্টমিতাদিভাব) তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে আবার তাঁহার মন

ডুবিয়া পড়িল। এই অবস্থার প্রলাপের অনুবাদে শ্রীলীলাশুক এই শ্লোক বলিয়াছেন।

শ্রীল যদুনন্দন, শ্রীকবিরাজ-কৃত টীকার যে পদ্যানুবাদ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশও প্রকাশিত হইল। তদ্ যথা :—

সখি হে [illegible]
ডুবিয়া রহিব আমি নিশ্চয় জানিহ তুমি
এই দেখা তো সবা সহিতে॥
ব্রজযুবতীর সঙ্গে যে রতি কলহ-রঙ্গে
তাহাতে বিজয়ী লীলা কাজে।
তাতে যেই মদময় সঙ্গে মুখ শশী হয়
লীন হব সে মাধুর্য্য-মাঝে।
তথা সূর্য্য কান্তিচয়ে অল্প বিকাশিত হয়ে
প্রভা তার যেই মনোহর।
তার শোভা যিনি যেই গোবিন্দের নেত্র দুই
সে মাধুর্য্যে ডুবিব সত্বর॥

৫২ শ্লোক ব্যাখ্যা।

করকমল-দল-কলিত-ললিততরবংশী-
কলনিনদ-গলদমৃত-ঘনসরসি দেবে।
সহজরস-ভরভরিত-দরহসিত-বীথী
সতত-বহদধরমণি-মধুরিমনি লীয়ে॥৫২॥

যদুনন্দনের পদ্যানুবাদ এ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে প্রদত্ত হইল।
তদ্ যথা—

লীলাপর গোবিন্দের মাধুর্য্য সাগরে।
পূর্ব্ব প্রায় লীন আমি হব মনে ধ'রে॥
হস্ত পদ্মতলে শোভে যে ললিত বাঁশী।
তাহার মধুর-নাদ—গলে সুধারাশি॥
সেই সান্দ্র সরোবরে লীন হব আমি।
কহিল,—না পাসরিহ সব সখি তুমি॥
সহজ রসের-ভাব ভাবিয়া যাহাতে।
মৃদুমন্দ হাসি ধারা নদী মাধুরীতে॥
পদ্মরাগ মণি শোভা অরুণ অধরে।
তাহার কিরণ-সুখ সদাই উগারে॥
কহিতে এ সম্ভোগান্তকালীন যে লীলা।
গোবিন্দ মাধুরী চিত্তে স্ফূর্ত্তি হয়ে গেলা॥
তাতে লীলা-প্রায় ধনী আপনাকে মানে।
প্রলাপ করিয়া সেই কহেন বচনে॥

৫৩ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

কুসুম-শর-শর-সমর-কুপিত-মদ-গোপী-
কুচকলস-ঘুসৃণরস-লসদুরসি দেবে।
মদ-মুদিত-মৃদুহসিত-মুষিত-শশি-শোভা-
মুহুরধিক-মুখকমল মধুরিমনি লীয়ে॥৫৩॥

ইহার ব্যাখ্যায় যদুনন্দনের পদ্যানুবাদ এই—

সখি হে এই ক্রীড়াপর শ্যামরূপে।
ডুবিয়া রহিব আমি কহিল স্বরূপে॥
মদনের শরাঘাত রতিযুদ্ধ-মাঝে।
তাহাতে কোপিতা যত কামমদ-সাজে॥
তাতে মধু-পানে সদা গোপাঙ্গনাগণ।
তার কুচ কলসেতে কুসুম-লেপন।
আপনি অনুগ্রহ তারে আলিঙ্গন দিতে।
লাগিয়া কুঙ্কুম কুচ-কলস সহিতে॥
তার রস বিলসয়ে বক্ষঃস্থলে যার।
আমি লীন হব সেই মাধুর্য্যে তাঁহার॥
তাতে তার মৃদু-হাসি তার শোভা দেখে।
পূর্ণিমা-শশীর শোভা যেন শোভা যাচে॥
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে মুখ-কোমল মাধুরী।
তাহাতে ডুবিব আর কি আর চাতুরী॥

৫৪ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

আনম্রামসিতভ্রুবোরুপচিতা-মক্ষীণপক্ষ্মাঙ্কুরে-
ষালোলামনুরাগিণো নয়নয়োরার্দ্রাং মৃদৌ জল্পিতে।
আতাম্রামধরামৃতে মদকলা মম্লানবংশীস্বনে-
ষাশাস্তে মম লোচনং ব্রজশিশো মূর্ত্তিং জগন্মোহিনীম্॥ ৫৪॥

ব্রজকিশোর শ্রীকৃষ্ণের জগন্মোহিনী শ্রীমূর্ত্তি-সন্দর্শনই আমার নয়নের বলবতী আশা। সেই শ্রীমূর্ত্তি ঈষৎ নম্র কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগলে শোভিতা, এবং স্থূল পক্ষ্মাঙ্কুরে সমুল্লাসিনী। প্রণয়ি অনুরাগে নেত্রযুগল চঞ্চল।

শ্রীল কবিরাজ বলেন, বদ্ধ খঞ্জন যেমন পাখা বিস্তার করিয়া উড়িতে প্রয়াসী,—শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগলও তেমনি পক্ষদ্বয় প্রসারণ করিয়া উড্ডান-প্রয়াসী। উহা বদ্ধখঞ্জন-যুগলের ন্যায় চঞ্চল। সেই শ্রীমূর্ত্তি মৃদু নবনীত কোমল। তাঁহার অধর যুগল অতি অরুণ এবং অম্লান বংশীধ্বনিতে সেই শ্রীমূর্ত্তি স্মরমদ-বর্দ্ধিনী। অর্থাৎ তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির এমনই প্রভাব যে উহা স্বতঃই ভক্ত চক্ষে প্রেমানুরাগ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীল লীলাশুকের নয়ন-সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের যে জগন্মোহিনী মধুর শ্রীমূর্ত্তি প্রকট হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার প্রতিচ্ছবি নিম্নলিখিত সুকোমল শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্লোকটী এই—

৫৫ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

তৎ কৈশোরং তচ্চ বক্ত্রারবিন্দং
তৎ কারুণ্যং তে চ লীলাকটাক্ষাঃ।
তৎ সৌন্দর্য্যং সা চ মন্দস্মিত শ্রীঃ
সত্যং সত্যং দুর্লভং দৈবতেঽপি ॥ ৫৫ ॥

শ্রীভগবানের শত সহস্র শ্রীমূর্ত্তি রহিয়াছেন। কিন্তু দেব লোকে,

ব্রহ্মলোকে, বৈকুণ্ঠে এমন কি মহাব্যোমেও শ্রীগোলক-গোকুলের রূপমাধুর্য্য অতি দুর্লভ। তাই শ্রীপাদ লীলাশুক বলিতেছেন—সেই কৈশোর, সেই মুখ-কমল, সেই কারুণ্য সেই লীলা-কটাক্ষ-সমূহ, সেই মন্দমধুর মৃদুহাসির শোভা, আর সেই ত্রৈলোক্য সৌভগ সৌন্দর্য্য,—সর্ব্বত্রই সুদুর্লভ—সত্য সত্যই সুদুর্লভ।

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী মধ্যলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ কথনে লিখিয়াছেন,—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপ বেশ বেণুকর নব কিশোর নটবর
নর লীলার হয় অনুরূপ ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বে পরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ রতন ভক্তগণের গূঢ়ধন
প্রকট কৈল নিত্য লীলা হইতে ॥
রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্ব-সৌভাগ্য যার নাম সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম
এই রূপ নিত্য তাঁর ধাম ॥

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ
তার পরে ভ্রূধনু নর্ত্তন।
তেরছ নেত্রান্তবাণ তার দৃঢ় সন্ধান
বিন্ধে রাধা গোপীগণ মন॥
ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম তাহা যে মদনগণ
তা সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি যারে কহে বেদবাণী
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥
চড়ি গোপীর মনোরথে মনমথের মনমথে
নাম ধরে মদন-মোহন।
জিনি পঞ্চ শর দর্প স্বয়ং নব কন্দর্প
রাস করে লঞা গোপীগণ॥
নিজ সম সখা সঙ্গে গোগণ চারণ-রঙ্গে
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি স্থাবর জঙ্গম প্রাণী
পুলক কম্প বহে অশ্রুধার॥
মুক্তাহার বকপাঁতি ইন্দ্রধনু পিঞ্ছতথি
পীতাম্বর বিজলী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব জলধর জগত শস্য উপর
বরিষয়ে লীলামৃত-ধার॥
মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার ব্রজে কৈল পরচার
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।

স্থানে স্থানে ভাগবতে বর্ণিয়াছে জানাইতে
যাহা শুনি নাচে ভক্তগণ॥
কহিতে কৃষ্ণের রসে শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে
প্রেমে সনাতন হাতে ধরি।
গোপী ভাগ্য কৃষ্ণ গুণ যে করিল বর্ণন
ভাবাবেশে মথুরা নগরী॥
('গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্' ইত্যাদি)
তারুণ্যামৃত-পারাবার তরঙ্গ লাবণ্য সার
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদগম।
বংশীধ্বনি চক্রবাত নারীর মন তৃণপাত
তাহা ডুবায় না হয় উদগম॥
সখি হে কোন্ তপ কৈল গোপীগণে
কৃষ্ণ রূপ মাধুরী পিবি পিবি নেত্রভরি
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মনে।
যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন নাহি যার সমান
পরব্যোমস্বরূপের গণে।
যিহো সব অবতারী পরব্যোমের অধিকারী
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে॥
তাতে সাধ্বী সেই রমা নারায়ণের প্রিয়তমা
পতিব্রতা-গণের উপাস্যা।
তিহো যে মাধুর্য্য লোভে ছাড়ি সব কামভোগে
ব্রত করি করিল তপস্যা॥

সেইত মাধুর্য্য-সার অন্য সিদ্ধি নাহি তার
তিঁহো মাধুর্য্যাদি-গুণ-খনি।
আর সব প্রকাশে তার দত্ত গুণ ভাসে,
যাহা যত প্রকাশ কার্য্য মানি॥
গোপী-ভাব দর্পণ নব নব ক্ষণে ক্ষণ
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করি হুড়া হুড়ি বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য॥
কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান বিধি ভক্তি জপ ধ্যান
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য সুলভ॥
সেই রূপ ব্রজাশ্রয় ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়
দিব্য গুণগণরত্নালয়।
আনের বৈভব সত্তা কৃষ্ণ দত্ত ভগবত্তা
কৃষ্ণ সর্ব্ব অংশী সর্ব্বাশ্রয়॥
শ্রী লজ্জা দয়া কীর্ত্তি ধৈর্য্য বৈশারদী মতি
এই সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল মৃদু বদান্য কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্য
কৃষ্ণ করে জগতের হিত॥

শ্রীপাদ লীলাশুকের রচিত উক্ত শ্লোকের ইহাই পূর্ণ ব্যাখ্যা। বলিতে কি, এই স্থলেই সাধ্যতত্ত্বের পূর্ণতম প্রকাশ

সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের সার মর্ম্ম,—এই শ্লোকেই অভিব্যক্ত হইয়াছে—সকল শ্লোকের নির্য্যাস এই স্থলেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। একই ভাব-রসের পুনঃ পুনঃ এক ব্যাখ্যার বিস্তার না করিয়া এই খানেই ভাবামৃত আস্বাদনময় আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াসের পরিসমাপ্তি হইতে পারে। কিন্তু তথাপি আমরা উপসংহার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেছি।

৫৬ শ্লোক ব্যাখ্যা।

বিশ্বোপপ্লব-শমনৈক-বদ্ধ-দীক্ষং
বিশ্বাস-স্তবকিতচেতসাং জনানাম্।
প্রশ্যাম-প্রতিনব-কান্তি কন্দলার্দ্রাং
পশ্যামঃ পথি পথি শৈশবং মুরারেঃ। ৫৬ ॥

'সান্দ্রীভূত শ্যামশোভায় পরিশোভিত, প্রতিক্ষণ নবনবায়মান কান্তি-কন্দলদ্বারা যাহা সুকোমল এবং বিশ্বাসোৎফুল্ল-চিত্ত জগতের অশেষ বিঘ্ন-প্রশমনে যাহা নিত্য ব্রতী, মুরারির (পরম সুন্দরের) তাদৃশ কৈশোর বয়ঃ-সৌন্দর্য্যাদি কি আমি পথে পথে দেখিতে পাইব ?'

অথবা বিশ্বাস-স্তবকিত জনগণের পক্ষে মুরারির যে কৈশোর, বিশ্বের বিঘ্ন-প্রশমন ব্রতে নিয়ত ব্রতী, এবং বিশ্বাস-প্রফুল্লচিত্ত জনগণের নিকট যাহা সান্দ্রীভূত শ্যামশোভায় প্রতিক্ষণ নব-নবায়মান কান্তিসমূহ দ্বারা সুকোমল, তাদৃশ শ্যামসুন্দরকে কি আমি পথে পথে দেখিতে পাইব ?"

অথবা বিশ্বাস-স্তবকিত জনগণের পক্ষে যে কৈশোর অশেষ বিঘ্ন-প্রশমনের ব্রতে নিয়ত ব্রতী—আবার স্বীয় জনগণের নিকট যাহা ঘনীভূত শ্যামশোভায় প্রতিক্ষণ নবনবায়মান কান্তিকন্দল দ্বারা সুকোমল;—মুরারির তাদৃশ কৈশোরকে কি আমি পথে পথে দেখিতে পাইব?

শেষের এই অর্থটী সুন্দর ও সুসঙ্গত। এই ব্যাখ্যায় আমরা দুই শ্রেণীর সাধক দেখিতে পাইতেছি। এক শ্রেণীর সাধক অশেষ বিঘ্ন-প্রশমনের জন্যই ভগবৎ পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর বৈভবোৎপন্ন শক্তিসামর্থ্যের প্রভাব জানিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববিঘ্ন-নিরসনে সমর্থ বলিয়া মনে করেন। ইহারা শরণাগতি ভক্তির সাধক—ইহাদের পূর্ণ মাত্রায় এই বিশ্বাস আছে যে গোবিন্দ তাঁহার ভক্তগণের বিনাশ হইতে দেন না—ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা—

সকৃদেব প্রপন্নো য স্তবাস্মীতি যাচতে
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম।

শ্রীগোবিন্দের ভক্ত-রক্ষণ-ব্রত সম্বন্ধে এই শ্রেণীর ভক্তগণের নিরতিশয় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত। ইহারা শরণাগত।

অপর শ্রেণীর ভক্ত শ্রীগোবিন্দের নিজজন। ইহারা শুদ্ধভক্ত; আত্মসুখ-কামনা ইহাঁদের বিন্দুমাত্রও নাই। ইহারা শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল মাধুরীতেই প্রলুব্ধ। ইহাদের নিকট তিনি প্রতিক্ষণই নবনবায়মান কান্তিতে সুকোমল।

ফলতঃ এই শ্লোকে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উভয়ই

প্রকটিত করা হইয়াছে। অতঃপরে শ্রীল লীলাশুকের নয়ন-গোচরে সহসা যেন শ্রীভগবন্মূর্ত্তি প্রকট হইলেন। তিনি বলিতেছেন—

৫৭ শ্লোক ব্যাখ্যা।

মৌলিশ্চন্দ্রকভূষণো মরকতস্তম্ভাভিরামং বপু-
র্বক্ত্রং চিত্রবিমুগ্ধহাসমধুরং বালে বিলোলে দৃশৌ।
বাচঃ শৈশবশীতলা মদগজশ্লাঘ্যা বিলাস-স্থিতি
র্মন্দং মন্দময়ে ক এষ মথুরা বীথিং মিথো গাহতে ॥৫৭

ওগো সহচরি—দেখ দেখি মথুরার পথে ধীরে ধীরে এ কে এ কে যাইতেছে?—উহার মাথায় শিখিপুচ্ছ ভূষণ, দেহটি মরকত-মণির স্তম্ভের ন্যায়, মুখখানি—বিচিত্র মুগ্ধ হাস্যমধুর, নেত্র-যুগল বিলোল,—যেন সতৃষ্ণ কটাক্ষযুক্ত, বাক্য,—কৈশোর-শীতল। উহার গতি,—কর-চালনাদি-বিলাস স্থিতি—মত্তগজ অপেক্ষাও শ্লাঘ্য।

ইহার পরে অধিকতর স্ফূর্ত্তির উদয় হইল। কিন্তু সে স্ফূর্ত্তিতে সাক্ষাৎকারবৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির উদয় হইল না—প্রকৃত পক্ষে এই বস্তুটী কি,—এই সংশয় উদিত হওয়ায় শ্রীলীলাশুক বলিতেছেন—

৫৮ শ্লোক ব্যাখ্যা।

পাদৌ বাদবিনির্জ্জিতাম্বুজবনৌ পদ্মালয়ালম্বিতৌ
পাণী বেণুবিনোদনপ্রণয়িনৌ পর্য্যাপ্তশিল্পশ্রিয়ৌ

বাহূ দোহদভাজনং মৃগদৃশাং মাধুর্য্যধারাকিরৌ
বক্ত্রং বাগ্বিষয়াতিলঙ্ঘিতমহো বালং কিমেতন্মহঃ ॥৫৮

অহো আমার পুরোভাগে এই যে জ্যোতিঃপুঞ্জ বর্ত্তমান,—এ কি? এ কি সেই বালকিশোর? এই জ্যোতিঃপুঞ্জ বাল-কিশোর আকারে আকারিত। ইহার চরণ দুখানি যেন কমল-বনের শোভাকেও পরাজিত করিয়াছে; সুতরাং লক্ষ্মী পদ্মবন ত্যাগ করিয়া এই দুই শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; ইহার হস্তদ্বয় বেণুবিনোদনে অত্যাসক্ত এবং নিখিল শিল্পবিষয়ে দক্ষ; বাহুযুগল ব্রজবালাদের অভিলাষ পূরণের পূর্ণ উপযোগী এবং মাধুর্য্যধারাবর্ষণকারী—ইহার বদনের সৌন্দর্য্য বাক্যের অগোচর।

অতঃপরে শ্রীলীলাশুক শ্রীমুখ-মাধুরী সন্দর্শন করিয়া বলিতেছেন—

৫৯ শ্লোক ব্যাখ্যা।

এতন্নাম বিভূষণং বহুমতং বেশায় শেষৈরলং
বক্ত্রং দ্বিত্রিবিশেষকান্তিলহরী-বিন্যাস-ধন্যাধরম্।
শিল্পৈরল্পধিয়ামগম্যবিভবৈঃ শৃঙ্গারভঙ্গীময়ং
চিত্রং চিত্রমহোবিচিত্রমহহো চিত্রং বিচিত্রং মহঃ।

এই যে মুখখানি উহাই বহুমত বিভূষণ; বেশের জন্য মণিময় বিভূষণের আর প্রয়োজন কি? উহা দুই বা তিন বিশেষ কান্তি-লহরী বিন্যাসে পরিশোভিত অধর-বিশিষ্ট। কেবল শ্রীমুখ মণ্ডল

কেন—এই জ্যোতির্ম্ময় শ্রীমূর্ত্তির যে অঙ্গে দৃষ্টিপাত করি, সেই অঙ্গ-জ্যোতিই অতি সুন্দর চিত্র—অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য। উহা বিধির অপূর্ব্ব শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। উহা অল্পবুদ্ধিগণের বুদ্ধির অগম্য শিল্প বৈভবে বিচিত্র-শৃঙ্গারভঙ্গীময় ও অতি চমৎকার।

"দুই তিন বিশেষ"—অর্থ এই যে স্মিত অধর ও গণ্ডাদির শৌক্ল্য, অরুণতা ও শ্যামতার কথাই বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ লীলাশুকের পরিলক্ষিত এই নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি অপূর্ব্ব জ্যোতির অনন্ত মাধুর্য্যময় বিগ্রহ। ভাষায় ইহার বর্ণনা হয় না। লীলাশুক স্বনয়নে যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহার একটা চিত্র তাঁহার সহচরদিগের সমক্ষে প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইলেন। ভাষা চিরদিনই ভাব বর্ণনে দরিদ্র। ভগবৎ রূপ-বর্ণন মানবীয় ভাষার সাধ্যাতীত। ভজনের আতিশয্যে বিশেষতঃ শ্রীভগবানের কৃপায় যদি কখনও কেহ শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় রূপের দর্শন প্রাপ্ত হয়েন, আর যদি চিত্তের আবেগে সেই দর্শনানন্দ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, তবে দুই একটী বাক্য ভিন্ন আর কিছুই তাহার ভাষায় আসিবে না। প্রাকৃত সৌন্দর্য্যই ভাষায় বা চিত্রে অঙ্কিত হয় না। মানুষের ভাষা সেই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের প্রকৃত মান প্রকটন করিতে সমর্থ হয় না, তখন অগত্যা উপমানের সাহায্য গ্রহণ করে—অবশেষে কোনও রূপে একটী প্রতিমা গড়াইয়া সেরূপের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য অপরকে জানাইতে চায়—কিন্তু তাহাতে চিত্তের তৃপ্তি হয় না। প্রাকৃত পদার্থ সম্বন্ধেই এইরূপ অতৃপ্তি রহিয়া যায়—অপ্রাকৃত ভগবৎ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের

আর কথা কি ? শ্রীপাদ লীলাশুক সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের চিহ্নিত কবি। কিন্তু এত বড় কবি হইয়াও তিনি ভাষায় সে শ্রীমুখ বর্ণনের ও শ্রীঅঙ্গ বর্ণনের উপায় পাইলেন না তাই তিনি অবশেষে লিখিলেন

"চিত্রং চিত্রমহো বিচিত্র মহহো চিত্রং বিচিত্রং মহঃ"

এই গ্রন্থের ৮৮ শ্লোকেও তিনি শ্রীভগবৎপ্রত্যক্ষ বর্ণন করিতে প্রয়াস পাইয়া কেবল "চিত্রং" পদ দ্বারাই মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন যথা—

চিত্রং তদেতৎ চরণারবিন্দং
চিত্রং তদেতৎ নয়নারবিন্দম্।
চিত্রং তদেতৎ বদনারবিন্দং
চিত্রং তদেদ্বপুরস্য চিত্রম্।

আবার ৯২ শ্লোকেও মাধুর্য্যের বর্ণন করিতে প্রয়াসী হইয়া কবীন্দ্র শ্রীল লীলাশুক কেবলমাত্র 'মধুর' শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-মাধুর্য্যের বর্ণন পরিসমাপ্ত করিয়াছেন যথা :—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধ মৃদুস্মিতমেতো দহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।

ইহা ভিন্ন আর উপায় কি ? কবিবর লীলাশুকের শব্দ-বৈভব বা সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য বর্ণনের শব্দ সম্পৎ যে কম ছিল, তাহা নহে। তিনি আরও কত প্রকার শব্দের সাহায্যে শ্রীভগবানের

সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের বর্ণন করিতে পারিতেন, কিন্তু সহস্র শব্দের যোজনা করিলেও তাঁহার চিত্তের চরিতার্থতা হইত না। তিনি যে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সাগরে নিমজ্জিত, সেখানে ভাষার সর্ব্বপ্রকার সম্পদই অতি অল্প,—ভাষা সেখানে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকরী—অথচ ভাষার পথে ভাবের প্রবাহ স্বভাবতঃই বাহিরে আসিতে চায়—কিন্তু সে বেগ ধারণ করার সামর্থ্য ভাষার নাই। ভাষা তখন স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, জড় ভাব প্রাপ্ত হয়। তখন নিরুপায়া ভাষা ভাবের চাপে পড়িয়া আত্মহারা হয়। এ অবস্থায় ভাব যাহা অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে স্ফীত হয়, সেই অবলম্ব্য বস্তুর স্বরূপের কেবল লেশাভাস বা কণা-বিন্দু লইয়াই নিরুপায়া ভাষা ভাবুকের নিকটে দীনাবেশে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু সেই দীনা ভাষাই ভাব-গ্রাহী শ্রোতার হৃৎকর্ণে আমেরিকার সুবিখ্যাত নায়গারার জল-প্রপাতের বিশাল বেগময় প্রবাহের ন্যায় ভাব-প্রবাহ ঢালিয়া দিয়া ভাবুকের ভাব প্রকটনে সাহায্য করে। ভাবের শক্তি ভাষায় সঞ্চারিত হয়। যে টুকু সঞ্চারিত হয় তাহার ফল, প্রভাব, ও প্রতিপত্তি অনন্ত ও অফুরন্ত। এ স্থলেও "চিত্র" "বিচিত্র" পদগুলি দ্বারা ভাবগ্রাহী পাঠক অবশ্যই কৃতার্থ হয়েন।

শ্রীলীলাশুক সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়া স্বভাগ্যাতিশয়ে ভাবিলেন, সত্যই কি তিনি দেখা দিলেন,—এই ভাবে পরের শ্লোকটি বিরচিত করিলেন; তদ্ যথা—

৬০ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

অগ্রে সমগ্রয়তি কামপি কেলিলক্ষ্মী-
মন্যাসু দিক্ষ্বপি বিলোচনমেব সাক্ষি।
হা হন্ত হস্তপথদূরমহো কিমেতদ্
আশা কিশোরময়মম্ব জগত্রয়ং মে।৬০॥

'এই তো তিনি আমার নয়ন-সমক্ষে কোন অনির্ব্বচনীয় কেলি শোভাকে সম্যক্‌রূপে প্রকটন করিয়াছেন। ইহা কি সত্য—এই মনে করিয়া বামে ডাহিনে ও পশ্চাৎদিকে ক্রমশঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া লীলাশুক সেই অপূর্ব্ব কেলি-শোভা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন, 'যখন সকল দিকেই জাজ্জ্বল্যমানরূপে উহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন সত্য বই আর কি?'—আবার ভাবিলেন এক বস্তুকে সকল দিকেই সমানভাবেই দেখিতে পাইতেছি—তাই বা কি করিয়া সত্য হয়?' তখনই স্থির করিলেন—এবিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই—কেননা আমার নয়ন যুগলই এ বিষয়ের স্পষ্ট সাক্ষি, সুতরাং মিথ্যা হইবার নয়।' তথাপি আবার মনে সন্দেহ হইল। লীলাশুক মনে করিলেন কেবল একটা ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য নির্দ্ধারণ করা ভাল নয়,—দেখি—ত্বক্‌-ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয় কি না? এই ভাবিয়া তিনি হস্ত প্রসারণ করিলেন যেন বুঝিতে পারিলেন—যেন ঠিক নিকটেই বটে, কিন্তু এক হস্ত পরিমাণ দূরে—তিনি যতই অগ্রসর হইয়া—হস্ত প্রসারণ করিতে লাগিলেন কিন্তু ঐ এক হাত দূরে। তখন তিনি সবিষাদে

বলিলেন 'এ কি হইল—ইনি যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই আমার একহাত দূরে দূরে থাকিয়া চলিয়া যাইতেছেন। আমাকে ত ধরা দিলেন না। আবার সবিষাদ দক্ষিণ-পার্শ্বে তাকাইলেন, সেখানেও ইনি আছেন ঐ একহাত দূরে;—বাম পার্শ্বেও সেইরূপ—পশ্চাতেও তিনি আছেন; কিন্তু ঐ একহাত দূরে। তখন লীলাশুক সবিষাদে আকাশ পানে চাহিয়া বলিলেন; ওমা, এ কি দেখিতেছি—এ যে ত্রিভুবনই আমার নয়ন-সমক্ষে কিশোরময় হইয়া দাঁড়াইল! যে দিকে দৃক্‌পাত করি—সকল দিকেই সেই নয়নাভিরাম সুধা-মধুর নব-কিশোর মূর্ত্তি।

এ শ্লোক অতি অপূর্ব্ব। শ্রীভগবান্ নিজ শ্রীমুখে শ্রীভগবদ্-গীতায় বলিয়াছেন, যিনি বাসুদেবকে সর্ব্ব জগৎময় সন্দর্শন করেন, তাদৃশ মহাত্মা অতি সুদুর্লভ। লীলাশুকের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক নিদিধ্যাসন এতই প্রগাঢ়, যে তন্ময়তালাভ তাহার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। প্রগাঢ় স্মৃতিতে চিত্তে স্ফূর্ত্তির উদয় হয়, স্ফূর্ত্তি প্রগাঢ় হইলেই উহা সাক্ষাৎ দর্শনে পরিণত হয়। তখন সর্ব্বত্রই ভগবদ্দর্শন সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই সাধনার চরম সিদ্ধি বা পরম ফল।

এই শ্লোকে জানা যাইতেছে যে লীলাশুকের মনোনয়নের একমাত্র অভিরাম লীলাকিশোর সুমধুর বিগ্রহ শ্যামসুন্দর একহস্ত পরিমিত দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহার সহিত এক অপূর্ব্ব কেলি-বিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপ্রণীত অপর এক শ্লোকে দেখা যায় যে তিনি তাঁহার প্রগাঢ়তম অনুরাগের বলে মহা-

যোগীর দুর্দ্দর্শ এই চঞ্চল চপল শ্রীকৃষ্ণকে আরও নিকবর্ত্তী করিয়া তাঁহাকে একবারেই ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু চির-চঞ্চলকে কে কবে হাতে ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছে? লীলাশুক আপন হাতে শ্রীকৃষ্ণকে জড়াইয়া ধরিলেন—শ্রীকৃষ্ণ মুচকি হাসিয়া বলপূর্ব্বক লীলাশুকের হাত ছাড়াইয়া পরিহাসের হাসি হাসিতে হাসিতে দূর সরিয়া পরিলেন। তখন লীলাশুক বলিলেন—

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরষং গণয়ামি তে॥

কৃষ্ণ, তুমি বলপূর্ব্বক আমার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতেছ—ইহার আর তোমার পৌরষ কি? তুমি যদি আমার হৃদয় হইতে একবার নিঃশেষরূপে চলিয়া যাইতে পার, তবে তখন আমি তোমার পৌরষ আছে বলিয়া মনে করিব।'

বোধ হয় কৃষ্ণ তাহা পারেন না। কেননা, কেবল একমাত্র ভক্ত-হৃদয়ই শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রাম স্থল।"

আবার সেবা লালসাময়ী প্রার্থনা—

৬১ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

চিকুরং বহুলং বিরলং ভ্রমরং
মৃদুলং বচনং বিপুলং নয়নম্।
অধরং মধুরং বদনং মধুরং
চপলং চরিতং কদা নু বিভোঃ॥৬॥

শ্রীল কবিরাজ মহাশয় এই শ্লোকের টীকার শেষে লিখিয়াছেন প্রগাঢ় আর্ত্তিতে ও লজ্জায় এই শ্লোকের ভাষা এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভাবে ভাবেই ইহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আমরা এস্থলে শ্রীল কৃষ্ণদাসের ব্যাখ্যানুগত শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুরের পদ্যানুবাদ দিয়াই নিবৃত্ত হইতেছি—

সখি হে কবে দুঃখ-হরণ প্রভুর
স্নিগ্ধঘন চূড়া হেন বান্ধিব চিকুর।
অলকালি শোভা ভালি বিরল বিরল।
কবে ভৃঙ্গ পংক্তি বন্ধ করিব শোসর॥
কবে সেই মৃদু মৃদু বাণী মনোহর।
শুনি শুনি জুড়াইব কর্ণের অন্তর॥
বিপুল নয়ন কবে দেখিব নয়নে।
কবে পাব অধর মধুরামৃত পানে॥
কবে সে বদন চন্দ্র করিব চুম্বন।
চপল চরিত অনুভাবিবেক মন॥
এইরূপ গাঢ় আর্ত্তে অতি লজ্জাচয়ে।
বাক্যের সমাপ্ত নাহি এলোমেলো কহে॥

এই সেবা-লালসাময়ী প্রার্থনাও বহু সৌভাগ্যের ফল। প্রার্থনাস্তুতি শ্রীভগবানের শ্রুতিগোচর হয়; ভক্তগণ তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন। অতঃপর লীলাশুক এই ভাবের আর একটি শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন তদ্ যথা :—

৬২ শ্লোক ব্যাখ্যা।

পরিপালয় নঃ কৃপাল এত্য
সকৃজ্জল্পিতমার্ত্তবান্ধবঃ।
মুরলীমৃদুলস্বনান্তরে
বিভুরাকর্ণয়িতা কদা নু সঃ॥ ৬২ ॥

হে কৃপালো তুমি কবে আসিয়া তোমার অদর্শন-জনিত বিরহতাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবে?

আর্ত্তবান্ধব নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ শ্রীকৃষ্ণ, তোমার মৃদুল-মুরলী-ধ্বনির মধ্যে কবে আমাদের এই বাক্যে কর্ণপাত করিবে?

ভাবার্থ এই যে শ্রীকৃষ্ণ আপনার মধুর মুরলীরবে আপনি বিভোর। ভক্তের আর্ত্তনাদ সে সুধা লহরীভেদ করিয়া তাঁহার শ্রুতিগোচর হইবে কি? এসম্বন্ধে নৈরাশ্যের সবিশেষ কারণ নাই। কেননা—তিনি আর্ত্তবন্ধু। যাহারা আর্ত্ত, তিনি তাহাদের বন্ধু। সুতরাং ভক্তের আর্ত্তনাদ অবশ্যই তাহার শ্রুতিগোচর হইবে। যদি বল তিনি আর্ত্তবন্ধু বটেন কিন্তু অবিস্তার প্রভাবে যাহার নিজের আর্ত্তি সম্যক্ রূপে প্রকাশ করিতে পারে না তাহাদের অস্ফুট দুঃখের রোদন তাহার কর্ণে পৌঁছিবে কিনা? তাহাও অসম্ভব নয়। যেহেতু তিনি কৃপালু। পরদুঃখ-বিমোচনের ইচ্ছাই কৃপা। সুতরাং কৃপাময়ের নিকট ক্ষীণস্বরও গ্রাহ্য। যদি বল,—হইলেনই বা তিনি কৃপাময়, কিন্তু দুঃখ দূর করিবার সামর্থ্যতো থাকা চাই—

সেই জন্যই বলা হইয়াছে তিনি বিভু—সর্ব্বরক্ষণে সমর্থ। তবে কথা এই যে আমাদের এই প্রার্থনা কবে তাঁহার শ্রুতিগোচর হইবে? পুনশ্চ এইরূপ প্রার্থনা—

৬৩ শ্লোক ব্যাখ্যা।

কদানু কস্যাং নু বিপদ্দশায়াং
কৈশোরগন্ধি করুণাম্বুধির্নঃ।
বিলোচনাভ্যাং বিপুলায়তাভ্যাং-
আলোকয়িষ্যন্ বিষয়ীকরোতি ॥ ৬৩ ॥

কোন্ সময়ে কোন্ বিপদ্দশায় করুণাময় নবকিশোর আমাদিগকে নেত্রপক্ষের বিষয়ীভূত করিবেন—কবে তিনি আমাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি পাত করিবেন।

ইহার পরের শ্লোকে উৎকণ্ঠাময়ী দর্শন লালসার আতিশয্য প্রকাশিত হইয়াছে তদ্‌যথা :—

৬৪ শ্লোক ব্যাখ্যা।

মধুরমধরবিম্বে মঞ্জুলং মন্দহাসে
শিশিরমমৃতনাদে শীতলং দৃষ্টিপাতে।
বিপুলমরুণনেত্রে বিশ্রুতং বেণুনাদে
মরকতমণিনীলং বালমালোকয়ে নু ॥ ৬৪ ॥

যিনি অধরবিম্বে মধুর, মন্দহাসে মধুর, অমৃতনাদে শিশির,

দৃষ্টিপাতে শীতল, অরুণনেত্রে বিপুল, এবং বেণুনাদে বিশ্রুত,—সেই মরকতমণি-নীল নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণকে কবে দেখিতে পাইব?

মঞ্জুল তুমি মন্দহাসে মধুর অধরবিম্বে।
অমৃতনাদে শিশির তুমি হে শীতল নয়ন পদ্মে॥
বিপুল তুমি হে অরুণনেত্রে বিশ্রুত বেণুনাদে।
মরকত মণি নীল বরণ—রসময় রূপচাঁদে॥
কবে বা হেরিব শ্যামলসুন্দর তোমারে মনের সাধে।
রসসুধাকর তোমার বিহনে নীরস হৃদয়ে কাঁদে॥

শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ মাধুর্য সর্ব্বচিত্তাকর্ষী। শ্রীচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ বর্ণনে লিখিয়াছেন—

অগ্নি যৈছে নিজ ধাম দেখাইয়া অভিরাম
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজ ধাম দেখাইয়া অভিরাম
পাছে দুঃখসমুদ্রেতে ডারে।

এই ভাবের পূর্ব্বাভাসসূচক কোন কোন শ্লোকদ্বারা লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণ-রূপের চিত্তহারকত্ব-ভাবের বর্ণন করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটীকেও শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে তদ্‌যথা—

৬২ শ্লোক ব্যাখ্যা।

মাধুর্য্যাদপি মধুরং মন্মথতাতস্য কিমপি কৈশোরম্।
চাপল্যাদপি চপলং চেতো বত হরতি হন্ত কিং কুর্ম্মঃ॥

চিত্তদুঃখ-কাম-জনক শ্রীকৃষ্ণের কি অনির্ব্বচনীয় কৈশোর! উহা

মাধুর্য্য হইতেও মধুর—মধুরের যে ধর্ম্ম, তাহা হইতেও মধুর; অর্থাৎ অতি মধুর; এবং চাপল্য হইতেও চপল অর্থাৎ অতি চপল। শ্রীকৃষ্ণের এই কৈশোর,—আমার চিত্ত অপহরণ করিয়াছে—এখন কি করি!'

অথবা এরূপ হইতেও পারে,—শ্রীকৃষ্ণের এই মন্মথ-তাত-স্বরূপ কৈশোর আমার অতি চপলচিত্তকে হরণ করিয়া আমায় উন্মাদিনী করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর কাহার চিত্তই বা হরণ না করেন? তবে আমার এরূপ হইল কেন? তাহার হেতু এই যে এই চিত্ত, চাপল্য হইতেও চপল।

অতঃপরের শ্লোকটীও লালসা-সূচক তদ্‌যথা—

৬৬ শ্লোক ব্যাখ্যা।

বক্ষঃস্থলে চ বিপুলং নয়নোৎপলে চ
মন্দস্মিতে চ মৃদুলং মদজল্পিতে চ।
বিম্বাধরে চ মধুরং মুরলীরবে চ
বালং বিলাসনিধিমাকলয়ে কদা নু॥ ৬৬॥

বিপুলবক্ষ বিপুলনেত্র, মৃদুল স্মিত জল্পনা।
মধুর অধর মুরলীনিনাদ—বিলাস নিধির কল্পনা॥
কবে বা হেরিব বিপুল মৃদুল মধুর কিশোর ধাম।
বক্ষঃ চক্ষুঃ হাস্য জল্প অধর মুরলী-তান॥
তাহার মধুর শবদ পরশ রূপ রস গন্ধ যত।
আস্বাদিতে চিত্ত অতীব ব্যাকুল হইতেছে অবিরত॥

৬৪, ৬৫ এবং ৬৬ অনুধৃত তিনটী শ্লোক পাঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন কোন প্রলাপ স্মৃতিপথে সতত্তই উদিত হয়। সেটী এই :—

একদিন করে প্রভু জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
একবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ
এক মন পঞ্চ দিকে পঞ্চগুণ টানে।
টানাটানিতে প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে॥

শ্রীল কবিরাজে শ্রীচরিতামৃতে তদীয় শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত গ্রন্থ হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহারই মর্ম্মে প্রলাপ প্রকাশ করিয়াছেন; শ্লোকটী এই :—(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ৮ম সর্গে ৩য় শ্লোকঃ)

সৌন্দর্য্যামৃত-সিন্ধুভঙ্গ-ললনা চিত্তাদ্রি সংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দি সনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎপীযুষরম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে।

কৃষ্ণ-রূপ-শব্দস্পর্শ সৌরভ্য মধুর রস
যার মাধুর্য্য কহন না যায়।
দেখি লোভে পঞ্চজন এক অশ্ব মোর মন,
চড়ি পঞ্চ পাঁচ দিকে ধায়॥
সখিহে শুন মোর দুঃখের কারণ।

মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ মহালম্পট দস্যু পণ
সবে বলে হরে পরধন ॥
এককালে সবটানে গেল ঘোড়ার পরাণে
এই দুঃখ সহন না যায়।
ইন্দ্রিয়ে না কার দোষ ইহা সবার কাহা দোষ
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে গেল ঘোড়ার পরাণে
মোর দেহে না রহে জীবন ॥
কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু তাহার তরঙ্গ বিন্দু
এক বিন্দু জগতে ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী তার চিত্ত উচ্চগিরি
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায় ॥
কৃষ্ণের বচন মাধুরী নানা রস-নর্ম্মধারী
তার অন্যায় কহন না যায়।
জগতের নারীর কাণে মাধুরী গুণে বাঁধে টানে
টানাটানি কাণের প্রাণ যায় ॥
কৃষ্ণ অঙ্গ সুশীতল কি কহিব তার বল
ছটায় জিনে কোটিন্দু চন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ তাহা আকর্ষিতে দক্ষ
আকর্ষয়ে নারীগণ মন ॥
কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ-ভর মৃগমদ মনোহর
নীলোৎপলের হরে সর্ব্বধন।

জগতের নারীর নাসা তার ভিতরে পাতে বাসা
নারী গণে করে আকর্ষণ ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত তাতে কর্পূরমন্দস্মিত
সুধা মাধুর্য্য হরে নারীমন
অন্যত্র ছাড়া লোভ না পাইলে মন ক্ষোভ
ব্রজ নারীগণের মূলধন ॥
এত কহি গৌর হরি দুজনার কণ্ঠেধরি
কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
কাহাঁ করো কাহাঁ যাও কাহা গেলে কৃষ্ণ পাও
দুঁহে মোতে কহ সে উপায় ॥

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বচিত্তাকর্ষী রূপমাধুর্য্যের এইরূপ বর্ণন অতীব প্রগাঢ়। বৈষ্ণবপদাবলীতেও এইরূপ পদ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

দৈন্যময়ী-লালসার উদয়ে লীলাশুক আবার বলিতেছেন—

৬৭ শ্লোক ব্যাখ্যা।

আর্দ্রাবলোকিতধুরা-পরিণদ্ধনেত্রং
আবিষ্কৃত-স্মিত-সুধা-মধুরাধরোষ্ঠম্।
আদ্যং পুমাংসমবতংসিতবর্হিবর্হ-
মালোকয়ন্তি কৃতিনঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥৬৭

যাঁহার নয়ন-যুগল প্রণয়-করুণ-রসে সতত পরিষিক্ত, যাঁহার

সুধা-মধুর অধর ওষ্ঠে নিরন্তর মৃদুহাসি প্রকাশিত, যাঁহার মস্তক শিখিপুচ্ছে পরিশোভিত, মহাপুণ্যবান্ কৃতি ব্যক্তিগণই এমন সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সিন্ধু শ্রীভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হয়েন।

ইহা অতি সত্য কথা। জগতে নানাভাবের উপাসকগণ নানাভাবে তাঁহাদের উপাস্য দেবের কল্পনা করেন। ভূস্তরে, প্রস্তরে কাননে, গগনে, অনলে, অনিলে, বনে মনে কতস্থানে কতমূর্ত্তিতে তাঁহার উপাসনা হয়, কে তাহার সংখ্যা করিবে? লোষ্ট্র প্রস্তর তরুলতা কীটপতঙ্গ পশুপাখী মনুষ্য, দেবতা, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, চণ্ডী, কালী দুর্গা হর হরি নারায়ণ প্রভৃতি কত মূর্ত্তিতে সাধকগণ তাঁহার উপাসনা করেন! আবার এমনও অনেক উপাসক আছেন, যাঁহারা তাঁহাকে একবারেই নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-নামে অভিহিত করিয়া সেইভাবে তাঁহার ভাবনা করেন। কিন্তু লীলাশুক বলিতেছেন—যাঁহারা বহু বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন, তাদৃশ উপাসকগণই বহু বহু পুণ্যবলে এতাদৃশ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সিন্ধু রসময় শ্রীভগবানের সন্দর্শন লাভ করিয়া থাকেন।

অতঃপরে সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ রাসরসারম্ভী অপ্রাকৃত নবীন-মদন মদনমোহন মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার শ্রীরাধার হৃদয়ে যে ভাব-লহরী উত্থিত হইয়াছিল, তদনুসারে লীলাশুক বলিতেছেন :—

৬৮ শ্লোক ব্যাখ্যা।

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।

বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
বালোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥৬৮॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় এই শ্লোকটীর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহারই মর্ম্ম এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীল লীলাশুক শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের শ্রীবৃন্দাবন লীলা তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হইয়াছে। তাহার মনে স্ফূর্ত্তি হইল শ্রীকৃষ্ণ সহসা রাসস্থলীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সে আকার অসাধারণ সুন্দর—একেবারেই সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ। শ্রীরাধা এইরূপ দেখিয়া যাহা ভাবিতেছিলেন, লীলাশুক সেই ভাবনার অনুধ্যানে এই শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধা রাসস্থলীতে সহসা শ্রীকৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া চমকিত হইলেন—প্রথমতঃ বুঝিতেই পারিলেন না ইনি কে? তাঁহার মনে হইল যেন স্বয়ং "মার" (কন্দর্প) উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল—তাই ভাবিলেন ইনি কি "মার"? যিনি জগৎকে মারিয়া ফেলিতে সমর্থ, তিনিই মার। ভয় হইবারই কথা। তিনি একতঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে বিধুরা—তাহার উপরে আবার ইহার অত্যাচার হইলে তো আর বিপদের সীমা থাকিবে না, তাই ভীতা হইলেন। একটুকু পরেই সে সন্দেহ দূরে গেল। তিনি বুঝিলেন মার হইলে মধুর হইবেন কেন? ইনি কি তবে মধুরদ্যুতিসকলের মণ্ডল! সে বিষয়েও মনে সন্দেহ হওয়ায়, আবার সংশয় চিত্তে বলিলেন, তবে কি ইনি মাধুর্য্য—স্বয়ং মাধুর্য্যই

মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এখানে আসিয়াছেন! ইহাতেও সন্দেহ হইল— তিনি ভাবিলেন কোন মাধুর্য্যই তো আমার মন-নয়নের এরূপ তৃপ্তি জন্মাইতে পারে না—ইনি যে আমার মনোনয়নের অমৃতস্বরূপ। অতঃপরে অতি সন্তোষের সহিত বলিলেন, তবে কি ইনি আমার মনোনয়নের অমৃত? কিন্তু তাহাতেও সন্দেহ হইল— ইহার যে অবয়ব দেখিতে পাইতেছি—তবে কি ইনি আমার সেই বেণীমৃজ—বেণী উন্মোচনকারী প্রবাসাগত কান্ত? ইহার পরে আরও উত্তমরূপে দেখিয়া সানন্দে বলিলেন, তাই তো বটে! ইনি যে আমার সেই জীবিত-বল্লভ নবকিশোর শ্যাম-সুন্দর—আমার নয়নানন্দবর্দ্ধনের জন্ত আগমন করিয়াছেন। ওগো, তোমরা সকলে একবার দেখ—ইনি আমার সেই জীবিত বল্লভই বটেন— তোমরা একবার দেখ।

এই শ্লোকটী সন্দেহ-অলঙ্কারের একটী অত্যুত্তম উদাহরণ। শ্রীচরিতামৃত-কার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ-কথনে পদ্যে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই :—

কিবা এই সাক্ষাৎকাম কিবা দ্যুতি মূর্ত্তিমান্
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
কিবা মনোনেত্রোৎসব কিবা প্রাণের বল্লভ
সত্য কৃষ্ণ আইলা-নেত্রানন্দ॥

শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথরূপ দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়া- নন্দত্ব সম্বন্ধে শ্রীরাধা ও তৎসখীগণ যে ভাব প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন, শ্রীলীলাশুক ৬৯ শ্লোক হইতে ক্রমাগত সাতটী শ্লোকে স্বীয় কল্পনার সেই ভাবের অনুসরণ করিয়াছেন।

তিনি দুই শ্লোকে নয়নের আনন্দত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন—

৬৯ শ্লোক ব্যাখ্যা।

বালোঽয়মালোলবিলোচনেন
বক্ত্রেণ চিত্রীয়িতদিঙ্মুখেন।
বেশেন ঘোষোচিতভূষণেন
মুগ্ধেন দুগ্ধে নয়নোৎসবং নঃ ॥৬৯

এই নবকিশোর দশ দিকের শোভাবর্দ্ধনশীল শ্রীমুখ দ্বারা—এবং চিত্ত বিনোদন গোপীবেশ দ্বারা কবে আমাদের নয়নোৎসব প্রপূরণ করিবেন?

নয়ন দেখিতে চায় যারে কবে পাব তার দরশন।
মুখ তার কিবা শোভাময়, যেন দশ দিকের শোভন॥
চূড়া-বেণু-লতা-পাতা ফুলে গোপবেশ অতি মনোহর।
পুরাবেন নেত্রের উৎসব কবে নব কিশোর সুন্দর॥

৭০ শ্লোক ব্যাখ্যা।

আন্দোলিতাগ্রভুজমাকুললোলনেত্র-
মার্দ্রস্মিতার্দ্রবদনাম্বুজচন্দ্রবিম্বম্।
শিঞ্জানভূষণচিতং শিখিপিঞ্ছমৌলি-
শীতং বিলোচন-রসায়নমভ্যুপৈতি ॥৭০

এই যে আমাদের সুশীতল নয়ন-রসায়ন-আমাদের সমক্ষে উপনীত হইতেছেন। মাথায় ময়ুর পুচ্ছ। নৃত্য নিবন্ধন ইহার করাগ্র আন্দোলিত হইতেছে। করুণায় নয়ন যুগল আকুল ও বিলোল—সুকোমল ঈষৎ হাসিতে ইহার মুখখানি পদ্ম ও চন্দ্রের ন্যায় প্রফুল্ল, সুগন্ধ, শীতল মধুর ও নেত্রানন্দবর্দ্ধন। কঙ্কণ ও নূপুরাদির শিঞ্জনে ইনি শ্রবণানন্দ প্রদান করিতে করিতে আমাদের সমক্ষে আসিতেছেন।

দ্যাখ দ্যাখ চেয়ে দ্যাখ সই, এলো বুঝি নেত্র-রসায়ন।
ক্লান্ত তপ্ত চিরপিপাসিত নেত্র, হলো শীতল এখন॥
অই দ্যাখ বদন-সুন্দর সুকোমল স্নিগ্ধ হাসিমাখা;
কোমল কমল সুষমায় পদ্মশোভা পড়িয়াছে ঢাকা।
চন্দ্র বটে নয়ন-নন্দন চাঁদ জিনি ওমুখের শোভা
ওমুখের না মিলে উপমা ওমুখ ভকত-মন-লোভা।
নৃত্য ছাদে দোলে বাহু দুটি, সকরুণ বিলোল নয়ন।
শিরে শোভে রম্য শিখিপাখা, সুমধুর ভূষণ শিঞ্জন।—
দ্যাখ দ্যাখ চেয়ে দ্যাখ সই এলো বুঝি নেত্র-রসায়ন॥

৭১ শ্লোক ব্যাখ্যা।

পশুপাল-বাল-পরিষদ্বিভূষণঃ
শিশুরেষ শীতলবিলোললোচনঃ।

মৃদুলস্মিতার্দ্রবদনেন্দুসম্পদা
সদয়ন্ মদীয়হৃদয়ং বিগাহতে ॥ ৭১ ॥

পশুপাল-বাল-বিভূষণ, শীতলবিলোলবিলোচন এই নবকিশোর মৃদুলস্মিতার্দ্রবদনচন্দ্রবৈভবদ্বারা আমার হৃদয়কে আনন্দিত করিয়া সেই হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন।

"পশুপালবাল-পরিষদ্ বিভূষণঃ" এই সমাস যুক্ত পদটীর একটি অর্থ "গোপীগোষ্ঠের ভূষণ"। সমাস বাক্য এইরূপ—পশুপাল বালাদের পরিষৎকে বিভূষিত করেন যিনি—তিনি পশুপাল-বাল-বিভূষণ। অপর অর্থে অন্যরূপও সমাস বাক্য হইতে পারে, তাহা এই যে—পশুপাল-বালাদের অর্থাৎ গোপীকিশোরীদের যে পরিষৎ—তাহাই হইতেছে ভূষণ যাহার—তিনিই পশুপালবালপরিষৎবিভূষণ। হয়তো প্রেম-বিবশতা নিবন্ধনই শ্রীল লীলাশুক বালা শব্দের পরিবর্ত্তে 'বাল' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। আবার অন্যরূপেও সমাস বাকের প্রয়োগ হইতে পারে, যথা—পশুপালদের বালাগণ আছে যে স্থলে সেই স্থল পশুপালবালা, স চাসৌ পরিষচ্চেতি পুংবদ্ভাবঃ। অথবা অন্যরূপেও হইতে পারে, তদ্‌যথা পশুপালবাল গোষ্ঠীনাং বিভূষণবৎ ভূষণং যস্য অর্থাৎ পশুপালবাল গোষ্ঠীর ভূষণের ন্যায় ভূষণ যাঁহার, তিনি পশুপালবাল-বিভূষণ। পূর্ব্বেও কবিবর এই অর্থেই বলিয়াছেন বেশেন "ঘোষচিত-ভূষণেন"। শ্রীকৃষ্ণের গোপবেশই ভক্তজনের চিত্তরঞ্জন।

শ্রীভাগবতেও "গোপী-পরিষৎ" ইত্যাদি পদ আছে। শ্রীল

কবিরাজের ব্যাখ্যার অনুসারেই এই সমাস বাক্য উদ্ধৃত হইল। তাঁহার ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে গোপীগণ বেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াই আনন্দে লীলাশুক এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। "মৃদু-স্মিতার্দ্রবদনেন্দু সম্পদা" বাক্যের অর্থ এই যে মৃদু হাসিদ্বারা, বাক্য কৌমুদীরূপ বৈভবদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয়ে আনন্দদান করিয়া সেই হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। সেই বাক্যরূপ জোৎস্না এই যে, "ন পারয়েঽহম্" আমি তোমাদের প্রেমের ধার শোধ করিতে পারিলাম না। ইত্যাদি।

৭২ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

কিমিদমধরবীথীকৢপ্তবংশী-নিনাদং
কিরতি নয়নয়োর্নঃ কামপি প্রেমধারাম্
তদিদমধরবীথীবল্লভং দুর্ল্লভং ন-
স্ত্রিভুবনকমনীয়ং দৈবতং জীবিতঞ্চ ॥ ৭২ ॥

শ্রীল কবিরাজ তদীয় ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত তিনটী শ্লোকে সামান্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন করিয়া এখন সেই শ্রীকৃষ্ণই যে আমার জীবন ইহাই বলিবার জন্যই এই শ্লোকের অবতারণা। গোপীদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ঈর্ষা ছিল। তিনি যখন "ন পারেঽহং" ইত্যাদি বাক্য-রূপ অমৃতদ্বারা তাহাদের ঈর্ষারূপ পঙ্ক-ক্ষালিত করিলেন, তখন আবার তাহাদের হৃদয়ে পুনর্ব্বার বিলাস লালসারূপ তরঙ্গিণীকে উচ্ছলিত করার জন্য বংশীনাদামৃত বর্ষণ

করিলেন। তখন লীলাশুকের হৃদয়ে প্রেমানন্দের উদ্রেক হওয়ায় তিনি বলিলেন—এই যে আমাদের নয়নের সমক্ষে অমৃতবর্ষণ করিতেছেন ইনি কি বস্তু? সংশয় হইলেও পুনর্ব্বার এই প্রশ্ন করিয়া পুনর্ব্বার তাহার নিশ্চয় করিয়া লইতেছেন। কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'হাঁ বুঝিতে পারিয়াছি ইনি আমাদের দেবতা। ইনি কি কেবলই দেবতা? না তাহা নহেন—ইনি আমাদের প্রাণের দেবতা ও বল্লভ। কেবলই কি দেবতা ও বল্লভ, তাহা নহে—ইনি নিশ্চয়ই আমাদের জীবনস্বরূপ। ইহার অধরশ্রেণীতে চিত্রবৎ বংশী অর্পিত আছে এবং তাহা হইতে মধুর নিনাদ উত্থিত হইতেছে—এইরূপ শ্রীর্ত্তি দেব-শ্রেণীতেও দুর্লভ। সুতরাং যাহা ভুবনে কমনীয়, সেই বস্তু আজ আমাদের নেত্রসমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। আমাদের কি সৌভাগ্য!

৭৩ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

তদিদমুপনীতং তমালনীলং
তরলবিলোচনতারকাভিরামম্।
মুদিতমুদিতবক্ত্র-চন্দ্রবিম্বং
মুখরিতবেণুবিলাসি জীবিতং মে॥ ৭৩॥

শ্রীকৃষ্ণ, রাসলীলা-আরম্ভ করিয়াছেন—ইহাই নিশ্চয় করিয়া লীলাশুক বলিতেছেন—আমার জীবনের জীবন এই সমাগত হইয়াছেন। ইনি রাসবিলাসারম্ভী (অথবা ইনি শব্দিত বেণুবিলাসী)

ইনি তমাল-নীল। কনকবর্ণা গোপকিশোরীদের মধ্যে ইনি তমাল-নীলরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

সকল গোপালবালাদিগকে নিরীক্ষণ করার জন্য ইহার নয়ন-যুগল তরলিত হইয়া ইহাকে আরও অভিরাম করিয়া তুলিয়াছে। ইহার মুখচন্দ্র অতীব আনন্দিত। (অথবা ইহার ঐ আনন্দময় মুখচন্দ্র উদিত হইয়াছেন) পদচ্ছেদ করিয়া এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে।

৭৪ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

চাপল্যসীম চপলানুভবৈকসীম,
চতুর্য্যসীম চতুরাননশিল্পসীম,
সৌরভ্যসীম সকলাদ্ভুত কেলিসীম
সৌভাগ্যসীম তদিদং ব্রজভাগ্যসীম ॥৭৪॥

রাসে তাঁহার চাপল্য দেখিয়া লীলাশুক বলিতেছেন—ইনি এই আমার জীবনের জীবন,—চাপল্যের সীমা; গোপীদের সহ নৃত্যাদি লীলা বিন্যাস দেখিয়া বলিলেন,—চপলা গোপীগণের অনুভবেরও ইনি সীমা; তাঁহার নিজের চাতুর্য্য দেখিয়া বলিলেন—ইনি চাতুর্য্যেরও সীমা। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বলিলেন বিধাতার শিল্পের ইনি সীমা; দূর হইতে সৌরভ্য আঘ্রাণ পাইয়া বলিলেন,—ইনি সৌরভ্যেরও সীমা; ইনি কোন অনির্ব্বচনীয় পরিপাটির সীমা; ব্রজ গোপীদের প্রেমাবেশ ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া বলিলেন,—ইনি সৌভাগ্যেরও সীমা; তারপরে বলিলেন,—কেবল

ইনি যে এই সকল গোপকিশোরীদের সৌভাগ্য তাহা নহে—ইনি সমগ্র ব্রজের সৌভাগ্য সীমা।

৭৫ শ্লোক ব্যাখ্যা।

মাধুর্য্যেণ দ্বিগুণশিশিরং বক্ত্রচন্দ্রং বহন্তী
বংশীবীথীবিগলদমৃত-স্রোতসা সেচয়ন্তী।
মদ্বাণীনাং বিহরণপদং মত্তসৌভাগ্যভাজাং
মৎপুণ্যানাং পরিণতিরহো নেত্রয়োঃ সংবিধত্তে॥৭৫॥

লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অতীব আনন্দ সহকারে এই শ্লোকে আপনার সৌভাগ্য বর্ণন করিতেছেন—অহো আমি জন্মে জন্মে যত পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলাম ইনি আমার সেই সকল পুণ্যের পরিণতি রূপে আজ আমার দর্শন দিলেন। আমার ভাগ্যের আর সীমা নাই। ইঁহার শ্রীমুখমণ্ডল চাঁদের মত। উহা স্বভাবতঃ শীতল হইলেও আমার নিকট অতীব সুশীতল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন। ইনি বংশী বীথীর অমৃতনাদ প্রবাহ পরিসেবন করিতেছেন। ইনি আমার প্রেমোন্মত্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য্য-বর্ণনাজনিত-সৌভাগ্যান্বিত বাক্যসমূহের বিহার-স্থান।

৭৬ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

তেজসেঽস্তু নমো ধেনু পালিনে লোকপালিনে।
রাধাপয়োধরোৎসঙ্গ-শায়িনে শেষশায়িনে॥৭৬॥

শ্রীরাস-বিলাসে শ্রীল লীলাশুক দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যগতি লাঘব করিয়া একই দেহে সকল গোপীদিগের হৃদয়েই বর্ত্তমান, তাঁহার কান্তি-প্রবাহ উচ্ছলিত হইয়া সকলকে অভিভূত করিতেছে— এই অবস্থায় তিনি বর্ণনা করিতে অসমর্থ হইয়া এবং নিরতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কেবল প্রণামে প্রবৃত্ত হইলেন। এই শ্লোকটী এবং ইহার পরের শ্লোকটী আশ্চর্য্য ভাবময় নমস্কার দ্যোতক—

"এই কোনঅনির্ব্বচনীয় তেজপুঞ্জকে আমি প্রণাম করিতেছি—ইনি শ্রীরাধার পয়োধরসঙ্গশায়ী এবং অশেষ গোপী-পয়োধরোৎসঙ্গশায়ী।" একের পক্ষে এই ব্যাপার সম্ভব হইতে পারে কিনা,—এ বিষয়ে চিন্তাকরা মাত্রই ব্রহ্মমোহনের কথা তাঁহার মনে উদিত হইল—এক দেহেই তিনি অনন্ত ধেনু পালকরূপে এবং চতুর্ভুজরূপে অনন্ত ব্রহ্মার পালকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। অথবা অলোকপালিনে—পদের অ শব্দের অর্থ বিষ্ণু, তাহার লোক সমুহ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ লোক সমূহের পালক।

শেষ-শায়ী বলিতে অনন্তশায়ী বলিয়াও তাঁহাকে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে প্রণাম করিলেন।

৭৭ শ্লোক ব্যাখ্যা।

ধেনুপালদয়িতাস্তনস্থলী-ধন্যকুঙ্কুমসনাথকান্তয়ে।
বেণুগীতগতিমূলবেধসে ব্রহ্মরাশিমহসে নমো নমঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের মনোজ্ঞরূপ দর্শন করিয়া এবং তাঁহার বেণুবাদ্যে বিমুগ্ধ হইয়া বিক্ষিপ্তভাবে লীলাশুক তচ্চরণে প্রণত হইয়া

বলিতেছেন—ধেনুপাল-দয়িতাগণের স্তনস্থলী স্পর্শে ধন্যীকৃত কুঙ্কুম দ্বারা কান্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি; অপিচ ইনি বিধাতার সৃষ্টির অতিরিক্ত বেণু-গীতের প্রথম স্রষ্টা। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি। ইনি ব্রহ্মরাশি-প্রকাশ-স্বরূপ। চতুর্ভুজনারায়ণ স্তাবক শত সহস্র ব্রহ্মা ইহা হইতেই প্রকাশিত। ইনি বিধাতারও বিধাতা। শ্রীরামানুজীয় সিদ্ধান্তানুসারে নির্গুণ ব্রহ্ম যাঁহার সম্মুখস্থ কান্তিমাত্র, তাদৃশ ব্রহ্মরাশিমহকে আমি প্রণাম করি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলেন, আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়।

৭৮ শ্লোক ব্যাখ্যা।

মৃদুক্বণন্ নূপুরমন্থরেণ বালেন পাদাম্বুজপল্লবেন
অনুস্মরন্মঞ্জুলবেণুগীতমায়াতি মে জীবিতমাত্তকেলিঃ ॥

দূর হইতে কেলি দেখাইয়া বংশীবাদন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ যেন নিকটবর্ত্তী হইতেছেন,—এইরূপ ভাবিয়া অতি হর্ষ পূর্ব্বক লীলাশুক তাঁহার আগমন বর্ণন করিতেছেন—আমার জীবনের জীবন—শ্রীকৃষ্ণ আত্ত-কেলিরূপে আমার নিকটে আসিতেছেন। তিনি তাঁহার মঞ্জুল বেণুগীতি স্মরণ করিতে করিতে আসিতেছেন। আগমন কালে তাঁহার পাদপদ্মে রুণুঝুনু শব্দে তাহার শ্রীচরণের নূপুর বাজিতেছে, বেণুগানে ও নূপুরশিঞ্জনে তাঁহার চিত্ত নিমগ্ন হওয়ায় তিনি মন্থর গমনে আসিতেছেন।

অই দেখ অই দেখ এলো শ্যামরায়
মঞ্জুল বেণুগীতি পুর শিঞ্জনতথি
মৃদুল মধুর তানে মিশায়ে বেণুর গানে,—
মন্থর চরণে সখি এল জীবন সহায়।

৭২ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

সোঽয়ং বিলাস-মুরলীনিনদামৃতেন
সিঞ্চন্ন্ দক্ষিতমিদং মম কর্ণযুগ্মম্।
আয়াতি মে নয়নবন্ধুরনন্যবন্ধো-
রানন্দকন্দলিতকেলি-কটাক্ষলক্ষ্মীঃ ॥৭২॥

'কবে দুই নেত্র দ্বারা দর্শন করিব' সেই আশা সফলা হওয়ায় লীলাশুক সহর্ষে বলিতেছেন অই সেই আমার নয়ন বন্ধু এই আসিতেছেন। আহা ইনি ছাড়া আমার অন্য বন্ধু নাই। ইহার কেলিময় কটাক্ষ আনন্দ প্রফুল্ল। ইনি বিলাসযুক্ত মুরলীর অমৃতনাদে আমার কর্ণ যুগলে অমৃত ঢালিয়া দিতে দিতে ক্রমেই আমার নিকটবর্ত্তী হইতেছেন।

বিলাস মুরলীনাদ অমৃত ঢালিয়া
শ্রবণ যুগলে মম, অনন্য বান্ধব,
নয়ন বান্ধব মোর এসেছেন হেথা—
আনন্দ-প্রফুল্ল কেলিকটাক্ষের শোভা।

৮০ শ্লোক ব্যাখ্যা।

দূরাদ্বিলোকয়তি বারণকেলীগামী
ধারাকটাক্ষভরিতেন বিলোকিতেন
আরাদুপৈতি হৃদয়ঙ্গমবেণুনাদ-
বেণীমুখেন দশনাংশুভরেণ দেব ॥ ৮০ ॥

গজগতি-মন্থর শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে আমার দিকে কটাক্ষধারাময় দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সমাগত হইতেছেন; সুমধুর বেণুনিনাদ-লহরী বিস্তার করিতে করিতে আসিতেছেন। আমি তাঁহার হাসিবিকশিত সমুজ্জ্বল দন্তের জ্যোতি দেখিতে পাইতেছি।

এস্থলে "বেণুনাদ-বেণীমুখেন" পদটীতে অতি চমৎকার কাব্য-বৈভব প্রকাশ পাইয়াছে। বেণুনাদ লহরী যেন বেণীবদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে। শ্রীল কবিরাজ বলেন—বেণুনাদকল্লোলযুক্তবেণীকৃত শ্রীকৃষ্ণমুখ। এস্থলে দন্তের কান্তি, কটাক্ষের কান্তি এবং অধরের কান্তি সমবেত হইয়া যেন গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ন্যায় শ্রীমুখের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। চমৎকারত্বই কাব্যের সার। লীলাশুকের বর্ণনায় চিত্ত-চমৎকার-জনক বহুল বর্ণনচ্ছটা পরিলক্ষিত হয়।

৮১ শ্লোক ব্যাখ্যা।

ত্রিভুবনসরসাভ্যাং দিব্যলীলাকুলাভ্যাং
দিশি দিশি তরলাভ্যাং দীপ্তভূষাধরাভ্যাম্

অশরণ-শরণাভ্যাং অদ্ভুতাভ্যাং পদাভ্যাং
অয়ময়মনুকুজদ্‌বেণুরায়াতি দেবঃ ॥ ৮১ ॥

শ্রীল লীলাশুক ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মযুগল হইতে আমার চিত্ত কোনও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বহন করুক। সেই উৎকণ্ঠার সাফল্য হওয়ায় তিনি এখন উল্লাসে বলিতেছেন—'এই যে আমার এই দেব বেণু বাজাইতে বাজাইতে সেই শ্রীপাদপদ্মসহ আগমন করিতেছেন। তাঁহার এই শ্রীপাদপদ্ম অতি অদ্ভুত—ত্রিভুবনের সমস্ত রস হইতে সরস,—অতি আনন্দপ্রদ, দিব্যলীলাস্থল—মত্তগজগতিবিলাসবিনিন্দি, সুন্দর মধুর গতিময়, নৃত্যগীততে সকল দিকই তরলিত, (দৃশি দৃশি সরসাভ্যাম্—এই পাঠে দর্শনে দর্শনে নূতন এইরূপ অর্থ হইবে) সমুজ্জ্বল নূপুর-ভূষণে বিভূষিত, অশরণের শরণ—গৃহত্যাগিনী গোপীকুলের শরণ অর্থাৎ আশ্রয়স্থল। এস্থলে 'দেব শব্দের বিশেষণ "অনুকুজৎ বেণুঃ" অর্থাৎ ইনি নূপুরের ধ্বনির তালে তালে বেণু বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছেন। 'অনু' শব্দের অন্য অর্থ, নিরন্তর—এই অর্থে ইনি অনবরতই বেণু বাজাইয়া আসিতেছেন।

৮২ শ্লোক ব্যাখ্যা।

সোঽয়ং মুনীন্দ্রজনমানসতাপহারী
সোঽয়ং মদব্রজবধূবসনাপহারী।

সোঽয়ং তৃতীয়ভুবনেশ্বর-দর্পহারী
সোঽয়ং মদীয় হৃদয়াম্বুরুহাপহারী ॥ ৮২ ॥

সেই ইনি নারদাদি মুনীন্দ্রভক্ত-জন-গণের মানসতাপহারী; ইনি তাদৃশ হইয়াও ব্রজবধূগণের বসনাপহারী। ইনি ইন্দ্রদর্প-হারী। ইনি তাদৃশ হইয়াও আমার বা আমার সখীদের হৃৎ-পদ্মাপহারী—ইহা অতি আশ্চর্য্য।

মুনীন্দ্রগণের যিনি মনস্তাপহারী।
তিনি করেন ব্রজবালার বস্ত্রগুলি চুরি ॥
ইন্দ্রদর্প ভঙ্গ করেন ধরি গোবর্দ্ধন।
তিনি কিনা করেন মোদের হৃৎপদ্ম হরণ ॥
অতঃপরে কি আশ্চর্য্য আছে বল ভাই।
ননীচোরার লীলা দেখে বলিহারি যাই ॥

৮৩ শ্লোক ব্যাখ্যা।

সর্ব্বজ্ঞত্বে চ মৌগ্ধ্যে চ সার্ব্বভৌমমিদং মহঃ।
নির্ব্বিশন্নয়নং হন্ত নির্ব্বাণপদমশ্নুতে ॥৮৩॥

শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভে লীলাশুক বলিতেছেন,—আমি যেমন যেমন প্রার্থনা করিয়াছিলাম ইনি আবির্ভূত হইয়া আমার সেই সকল মনের সাধ পূর্ণ করিয়াছেন। রাস-লীলাতে ইনি ব্রজবধূদিগের বাসনা পূরণ করিয়াছেন—সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞ, লীলাবিশিষ্টতা নিবন্ধন তদীয় সহজ পারমৈশ্বর্য্যের

অনুসন্ধান না করিয়া মধুর ভাবেই 'সর্ব্বজ্ঞ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং মুগ্ধ এই ভাব অনুভব করিয়া আনন্দোৎফুল্ল হইয়া কবি বলিতেছেন—এই অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ সার্ব্বজ্ঞ্য ও সৌন্দর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি আমার নয়নে প্রবিষ্ট হইয়া আমার হৃদয়ে আনন্দ বিস্তার করিতেছেন—আমাকে আনন্দে স্তম্ভিত করিতেছেন।

৮৪ শ্লোক ব্যাখ্যা।

পুষ্ণাণমেতৎ পুনরুক্ত শোভা-
মুষ্ণেতরাংশোরুদয়ান্মুখেন্দোঃ
তৃষ্ণাম্বুরাশিং দ্বিগুণীকরোতি
কৃষ্ণাহ্বয়ং কিঞ্চন জীবিতং মে ॥৮৪॥

শ্রীকৃষ্ণমুখশোভা-দর্শনের জন্য লীলাশুকের লালসা প্রতিক্ষণে প্রবর্দ্ধিত হইতেছে মনে করিয়া তিনি বিস্মিত ভাবে বলিতেছেন—এই অনির্ব্বচনীয় শ্রীকৃষ্ণনামধেয় বস্তু আমার জীবনের জীবন। ইহার সুশীতল মুখচন্দ্রের উদয়ে আমার তদ্দর্শন-তৃষ্ণা-সাগর দ্বিগুণিত হইয়া উঠিতেছে এবং ইনি স্বীয় শ্রীমুখ-কান্তি দ্বারা চন্দ্র শোভাকে ব্যর্থ করিয়া আবার তাঁহারই পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।" অথবা ব্রজদেবীগণের তদ্দর্শনে উচ্ছলিত শোভা দেখিয়া লীলাশুক বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ব্রজদেবীদের শোভা পরিম্লান হয়; এক্ষণে সেই শোভা শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে আবার সম্পুষ্ট হইয়া উঠিল।

৮৫ শ্লোক ব্যাখ্যা।

তদেতদাতাম্রবিলোচনশ্রীঃ
সম্ভাবিতাশেষ-বিনম্রগর্ব্বম্
মুহুর্মুরারের্মধুরাধরৌষ্ঠং
মুখাম্বুজং চুম্বতি মানসং মে ॥ ৮৫ ॥

লীলাশুক ভাববিশেষকে অবলম্বন করিয়া আবার শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদনে তৃষিত হইয়া লালসা সহ বলিলেন—সেই মুরারির (পরমসুন্দরের) মধুর অধরৌষ্ঠবিশিষ্ট মুখখানি চুম্বন করার বাসনা হইতেছে—অর্থাৎ নেত্রভৃঙ্গদ্বারা পান করিয়া আস্বাদন করার জন্য বাসনা হইতেছে। তাঁহার ঐ শ্রীমুখখানি ঈষদ্ অরুণ নয়নযুগলের কৃপাকটাক্ষবিশিষ্ট। এই কটাক্ষ-লক্ষ্মীর প্রভাবেই ভক্তগণের এবং অনুকূলা গোপীগণের সৌভাগ্যগর্ব্ব সম্বর্দ্ধিত হয়।

ভক্ত ও অনুকূলাগোষ্ঠীর সৌভাগ্যগর্ব্বসম্বর্দ্ধি ঈষৎ অরুণ-কটাক্ষ-সম্পৎবিশিষ্ট এবং মধুরাধরৌওষ্ঠবিশিষ্ট মুরারির মুখপদ্ম আমার মানস চুম্বন করিতেছে

ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকটাক্ষ-রূপ সম্পত্তিই ভক্তগণের অশেষ সৌভাগ্যগর্ব্বের হেতু। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাকটাক্ষপাত করিলে তাহা অপেক্ষা জীবের সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে?

৮৬ শ্লোক ব্যাখ্যা।

করৌ শরদিজাম্বুজ-ক্রম-বিলাসশিক্ষাগুরূ
পদৌ বিবুধপাদপপ্রথমপল্লবোল্লঙ্ঘিনৌ
দৃশৌ দলিতদুর্ম্মদত্রিভুবনোপমানাশ্রয়ৌ
বিলোকয় বিলোচনামৃতমহো মহঃ শৈশবম্ ॥৮৬॥

শ্রীল লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনলাভে অনন্ত মাধুর্য্যসাগরে নিমগ্ন এবং প্রেমানন্দে বিহ্বল। এই অবস্থায় ভাববিশেষের প্রভাবে আবার দর্শনলালসা বলবতী হইল। তিনি শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে তদ্দর্শনপ্রাপ্তা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর দর্শন প্রাপ্ত হইলেন এবং নিজকে তৎপার্শ্বদা মনে করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন অথবা স্বীয় সঙ্গীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

এই যে আমাদের পুরোভাগে অদ্ভুত কান্তিপুঞ্জ বিরাজ করিতেছেন—একবার চাহিয়া দেখ। ইনি নয়ন যুগলের অমৃত স্বরূপ— অমৃতের ন্যায় সন্তর্পক। কিয়ৎক্ষণ পরে বিস্ময় সহকারে বলিলেন—ইনি কিশোর—ইহার কর-যুগল শরৎ কালের কমল-ক্রমবিকাশের শিক্ষাগুরু। ইহার পাদপদ্ম-যুগল—কল্পতরুর নব পল্লবের রক্তিমাকেও অতিক্রম করিয়াছে—ইহার নেত্র-যুগল ত্রিভুবনের যাবতীয় নেত্রোপমাযোগ্য পদার্থ সমূহের গর্ব্ব বিদলিত করিতে সমর্থ।

৮৭ শ্লোক ব্যাখ্যা।

আচিন্বানমহন্যহন্যহনি সাকারান্ বিহারক্রমান্-
অরুন্ধানমরুন্ধতীহৃদয়মপ্যার্দ্রস্মিতার্দ্রশ্রিয়া।
আতন্বানমনন্যজন্ম-নয়নশ্লাঘ্যামনর্ঘ্যাং দশাং-
আনন্দংব্রজসুন্দরী-স্তনতটী-সাম্রাজ্য মুজ্জৃম্ভতে ॥৮৭॥

লীলাশুক স্মর-লালসোৎপাদক শ্রীকৃষ্ণ দর্শনানন্দে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে আনন্দ মনে করিয়া বলিতেছেন—

এই জ্যোতিঃপুঞ্জ—নিখিল আনন্দের উৎপত্তি স্থল। ইনি ক্ষণে ক্ষণে নবনবায়মান হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন—ব্রজ সুন্দরী-গণের স্তন তট সমূহই ইহার সুখদ সাম্রাজ্য। ইনি কোটি মন্মথ-মোহিনী দশা প্রকটনকারী—অর্থাৎ ইহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে অনন্তকোটি মন্মথ বিমোহিত হয়েন। অনন্ত মাধুর্য্য নিবন্ধনই নয়নে ইহার অনুভব অসম্ভব। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ দর্শনেচ্ছুগণ কোটি নেত্রের প্রার্থনা করেন—

১। না দিলেক লক্ষ কোটি সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ দিল কি দেখিব মুই॥

২। না দিলেক লক্ষকোটি সবে দিল আঁখি দুটি
তাহে কৈল নিমেষ সৃজন।

৩। যে হেরিবে কৃষ্ণানন, তাকে কোটি নেত্র না দেয় কেন
যদি দিল বা দুইটী নয়ন
তাতে কৈল পক্ষ আচ্ছাদন। ইত্যাদি

পুরুষ-দেহ শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদনের উপযোগী নহে বলিয়া ভক্তগণ, স্ত্রী দেহের প্রার্থনা করেন।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, পূর্ব্বকালে দণ্ডকারণ্যবাসী কোন কোন ঋষি শ্রীরামচন্দ্রের অভিরাম মাধুর্য্যপূর্ণ শ্রীবিগ্রহ দর্শনে উহা উপভোগ করার মানস করিয়াছিলেন। তাঁহারা বহু সাধনফলে অপর জন্মে স্ত্রীরূপে গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

লীলাশুক সামান্য স্ত্রী-রূপ প্রাপ্ত হওয়ার অনুপযোগিতা দেখিয়া দৈন্য সহকারে বলিলেন—ব্রজসুন্দরী ব্যতিরিক্ত অন্যান্য কুলে স্ত্রী-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াই বা কি ফল? অন্যান্যের নয়নে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-শ্লাঘা-লাভ তো দূরের কথা, তদনুভবেও সামর্থ্য জন্মিবে না। সুতরাং এই জ্যোতি কেবল ব্রজসুন্দরীগণের নয়নেরই দর্শনযোগ্য। উহার বিলাস সৌষ্ঠব দেখিয়া লীলাশুক বলিলেন, ইনি প্রতিদিন প্রতিক্ষণ প্রতিনিমেষ মূর্ত্তিমন্ত বিহার-পরিপাটিক্রম সৃষ্টি করেন। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাতে অপরের আর কি আশা আছে? অপর ব্যক্তি এরূপ দর্শন-সুখের আশা ত্যাগ করিয়া আপন ঘরে সুখে বসিয়া থাকুক না কেন? সেরূপ থাকারও উপায় নাই, কেননা ইনি নিজের কান্তশ্রীতে সাধ্বী অরুন্ধতীর হৃদয়কেও আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া আনয়নপূর্ব্বক অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখেন, এমনই ইহার প্রতাপ। সুতরাং কেহ কি এই জ্যোতি দেখিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে থাকিতে পারে?

৮৮ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

তদুচ্ছ্বসিতযৌবনং তরলশৈশবালঙ্কৃতং
মদচ্ছুরিতলোচনং মদনমুগ্ধহাসামৃতম্।
প্রতিক্ষণবিলোভনং প্রণয়পীতবংশীমুখং
জগত্রয়মনোহরং জয়তি মামকং জীবিতম্॥৮৮॥

আবার লালসাক্রান্ত হইয়া লীলাশুক সহর্ষে বলিতেছেন—এই আমার জীবনের জীবনের জয় হউক। ইনি যে কেবল অরুন্ধতীর চিত্তবিনোদন করেন, তাহা নহে—নিখিল জগতের চিত্তরঞ্জন। ইনি উচ্ছ্বসিত যৌবনের পূর্ব্বাবস্থ—অর্থাৎ নবকিশোর—ইনি কিঞ্চিদবশিষ্ট শৈশব—অর্থাৎ নবকিশোর। (এই দুইটী বিশেষণ দ্বারা কিশোর বয়সই ধ্বনিত হইয়াছে)। কন্দর্পমদে ইহার লোচনদ্বয় বিস্ফুরিত,—অর্থাৎ লোচনে কন্দর্পমদ প্রকটিত হইয়াছে। যে হাসিতে স্বয়ং কামদেবও মুর্চ্ছিত হয়েন, তাদৃশ হাস্যরূপ অমৃতশালী, সুতরাং ইনি প্রতি মুহূর্ত্তেই লোভনীয়। ইহার শ্রীমুখখানি সৌভাগ্যশীল বংশীকে প্রণয়বশতঃ চুম্বন করেন। ফলতঃ বংশীর এমনই সৌভাগ্য যে শ্রীকৃষ্ণ অত প্রণয়ে উহাকে চুম্বন করেন।

এ শ্লোকে কৈশোর, স্মর-মদ-বিহার-বিলাস লোচন, মদনমুগ্ধ হাস্যামৃত, প্রতিক্ষণ বিলোভনীয় রূপ এবং প্রণয়পীত বংশীবিশিষ্ট মুখের প্রতি যুগপৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও বেণুর সৌভাগ্য বর্ণিত হইয়াছে, তদ্‌যথা—

গোপ্যঃ কিমচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু
র্দামোদরাধর-সুধামপি গোপিকানাং
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ।

১০।২১।৯

অর্থাৎ হে গোপীগণ! এই বেণু কি সুকৃতি করিয়াছিল যে, সেই ফলে এই বেণু গোপীসম্ভোগ্য শ্রীকৃষ্ণাধর-সুধা সম্ভোগ করিতেছে। আর্য্যগণ যেমন স্বকীয় পুণ্যকীর্ত্তি সন্তানের সৌভাগ্য সন্দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করেন, সেইরূপ এই বেণু যে জলে পরিপোষিত এবং যে তরুবংশ হইতে জাত, সেই হ্রদিনী সকল ও তরু সকল ইহার সৌভাগ্যে আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছে।

শ্রীচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ-কথনে ইহার পদ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন তদ্‌যথা :—

গোপীগণ, কহ সব করিয়া বিচার।
কোন্ তীর্থ কোন্ তপ কোন্ সিদ্ধ মন্ত্র জপ
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে॥
হেন কৃষ্ণাধর সুধা যে কৈল অমৃতমুদা
যার আশায় গোপীধরে প্রাণ।
এই বেণু অযোগ্য অতি স্থাবর পুরুষ জাতি
সেই সুধা সদা করে পান॥

যার ধন না কহে তারে পান করে বলাৎকারে
পিতে তারে ডাকিয়া জানায়।
তার তপস্যার ফল দেখ ইহার ভাগ্যবল
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায়॥
মানস গঙ্গা কালিন্দী ভুবন পাবন নদী
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান।
বেণুঝুটাধর রস হঞা লোভ-পরবশ
সেই কালে হর্ষে করে পান॥
এতো নদী, রহু দূরে বৃক্ষ সব তার তীরে
তপ করে পর-উপকারী।
নদীর শেষ রস পাঞা মূল দ্বারে আকর্ষিয়া
কেনে পিয়ে বুঝিতে না পারি॥
নিজাঙ্কুরে পুলকিত পুষ্প-হাস বিকশিত
মধু মিশে বহু অশ্রুধার।
বেণুকে মানি নিজ জাতি, আর্য্যের যেন পুত্র নাতি
বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ বিকার॥
বেণুর তপ জানি যবে সেই তপ করি তবে
এ অযোগ্য আমরা যোগ্য নারী।
যাহা না পাঞা দুঃখে মরি অযোগ্য পিয়ে সইতে নারী
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের এই শ্লোকের টীকায় বেণুর এই সৌভাগ্যের কথা মনে করিয়াই "প্রণয়েণ পীতং

চুম্বিতং বংশ্যাঃ সুভগয়াঃ মুখং যেন" এইরূপ ব্যাস-বাক্যে সমাসবদ্ধ "প্রণয়-পীত-বংশী-মুখম্", পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৮৯ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দং
চিত্রং তদেতন্নয়নারবিন্দম্।
চিত্রং তদেতদ্বদনারবিন্দং
চিত্রং তদেতদ্বপুরস্য চিত্রম্ ॥ ৮৯ ॥

শ্রীল লীলাশুক পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সন্দর্শনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সকল সন্দর্শন করিয়া আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া বলিতেছেন, আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ সন্দর্শনের প্রার্থনা করিয়াছিলাম, (১) তাহা দেখিলাম ইহা অতি অদ্ভুত। আমি তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিদর্শনের প্রার্থনা করিয়াছিলাম, (২) তাহা দেখিলাম ইহাও আশ্চার্য্য। আমি তাঁহার বদনারবিন্দ-দর্শনের প্রার্থী হইয়াছিলাম, (৩) তাহা দেখিলাম, ইহাও বিস্ময়জনক। আমি তাঁহার নয়নারবিন্দ দেখার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, (৪) আমার সে প্রার্থনাও পূর্ণ হইয়াছে ইহা অতি আশ্চর্য্য।

১। তৎ কৃষ্ণ পাদমূলাভ্যাম্ ইতি ২। মূর্ত্তিং জগন্মোহিনীম্ ইতি ৩। মুখপঙ্কজং মনসি মে বিজৃম্ভতাম্ ইতি ৪। প্রেক্ষণীয়লোচনভ্যাম্ ইতি।

৯০ শ্লোক ব্যাখ্যা।

অখিলভুবনৈকভূষণমধিভূষিতজলধিদুহিতৃকুচকুম্ভম্।
ব্রজ-যুবতি-হারবল্লী-মরকত-নায়কমহামণিং বন্দে॥

শ্রীল লীলাশুক কিছুদূর হইতে গোপবধূদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রসকেলি দেখিতে পাইয়া রসকেলিপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের কেলি-পরায়ণতায় বিস্মিত হইলেন। কিছুকাল চিন্তা করিয়া মনে করিলেন, রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এতাদৃশ বিলাসে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

অতঃপরে বলিলেন, আমি এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। তিনি যে কেবল এক ব্রজবনেরই নীলমণি তাহা নহে, কিন্তু নিখিল ভুবনের শ্রেষ্ঠ নীলমণিরূপ ভূষণ স্বরূপ। শ্রীবিষ্ণু প্রভৃতিরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান সময়ে লক্ষ্মীগণ যখন তাঁহার পদ-সম্বাহন করেন, সেই সময়ে তাঁহার পাদস্পর্শে লক্ষ্মীগণের কুচকুম্ভ অতিশয় ভূষিত হয়। সুতরাং তাঁহাকে "অধিভূষিতজলধিদুহিতৃকুচকুম্ভ" এই পদে অভিহিত করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। ইনি নায়কমণিরূপে ইহাদের কণ্ঠস্থিত হয়েন ইহা আশ্চর্য্য। অথবা ঈশ্বরের প্রকাশভেদে ইহাও আশ্চর্য্য নহে। অখিলবৈকুণ্ঠ সমূহের ইনি একমাত্র ভূষণ। ইনি স্বয়ং বিষ্ণুরূপে বৈকুণ্ঠ সমূহে অবস্থান করেন; সেই সেইরূপে লক্ষ্মীগণের কুচকুম্ভসমূহ বিভূষিত করেন। কিছুকাল চিন্তা করিয়া আবার তিনি বলিলেন, না এতো প্রকাশভেদ নয়। এই সকল ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে

জানা যায় যে ইনি একদেহেই নিখিল গোপবালার নায়করূপে বিরাজমান—ইহা আশ্চর্য্য বটে, সুতরাং আমি ইহারই বন্দনা করি। এসম্বন্ধে আর বিচারের প্রয়োজন নাই। সুতরাং আমি ব্রজযুবতীগণের হারবল্লীর মারকত-নায়ক-মহামণি-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

অথবা "অধিভূষিতজলধি-দুহিতৃ-কুচকুম্ভং" পদে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণই বাচ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎতপঃ" 'নায়ং শ্রিয়ো' ইত্যাদি শ্লোকে জানা যায় যে লক্ষ্মীও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের জন্য লালায়িতা। সুতরাং এমন অর্থও হইতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বমাধুর্য্যে লক্ষ্মীদেবীকে আকর্ষণ করিয়া বিরহবহ্নিদ্বারা তাঁহার কুচকুম্ভযুগলকে অভিতপ্ত করেন। (অধি-ভূভুবি) উষিতৌ তাপিতৌ তস্যাঃ কুচকুম্ভৌ যেন)।

৯১ শ্লোক ব্যাখ্যা।

কান্তা-কুচ-গ্রহণ-বিগ্রহ-লব্ধলক্ষ্মী-
খণ্ডাঙ্গ-রাগ-নব-রঞ্জিত-মঞ্জুলশ্রীঃ।
গণ্ডস্থলী-মুকুর-মণ্ডল-খেলমান-
ঘর্ম্মাঙ্কুরঃ কিমপি গুম্ফতি কৃষ্ণদেবঃ ॥ ৯১ ॥

শ্রীরাধা বা সর্ব্বগোপীসহ কেলিপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের শোভা-বিশেষ দেখিয়া লীলাশুক সহর্ষে বলিতেছেন, এই ক্রীড়াশীল কৃষ্ণদেব মাধুরীরূপ ফুলের অনির্ব্বচনীয় মালা গাঁথিতেছেন। ইনি কান্তাগণের

চুম্বনাদি কুট্টমিতাখ্য* ভাবের ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহারা হস্তাদি ক্ষেপণ করিয়া তাহা নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ তাঁহার অঙ্গে কুচকুম্ভ-কজ্জলাদি লগ্ন হওয়ায় এক শোভা বিস্তার করিল; তাঁহার নিজের তিলকাদি অঙ্গরাগও খণ্ডিত হইয়া গেল। তাঁহাদের অঙ্গরাগ সিন্দুর অঞ্জনাদিও খণ্ডিত হইল। তাঁহার দর্পণ-সদৃশ ঝলমলিয়া গণ্ডস্থলে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় ঘর্ম্মবিন্দুসকল উদিত হইল। এই সকল ব্যাপারে রঞ্জিত হইয়া এক অভিনব শোভায় শোভিত হইয়া ক্রীড়াপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ মধুরভাবের এক অনির্ব্বচনীয় মালা গাঁথিলেন।

৯২ শ্লোক ব্যাখ্যা।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুং মধুরং মধুরম্ ॥ ৯২ ॥

লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মাধুর্য্য অনুভব করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিতেছেন—রাসলীলায় যুগপৎ সর্ব্বত্র ব্যাপনশীল এই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ অতি সুমধুর,—আবার শ্রীমুখমণ্ডলের দিকে

---

* কুট্টমিত—এক প্রকার ভাববিশেষ। নায়ক নায়িকা একত্র হইয়া চুম্বনাদি নানাবিধ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েন। সে সকল উল্লেখের এস্থল নহে। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে এ সকল ব্যাপার লিখিত আছে।

দৃষ্টিপাত করিয়া মস্তক চালন করিয়া বলিলেন, এই শ্রীমুখমণ্ডল আবার অতি মধুর। শ্রীমুখমণ্ডলে মৃদু হাস দেখিয়া শীৎকার পূর্ব্বক তদ্দিকে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া,—তর্জ্জনী চালন পূর্ব্বক বলিলেন এই যে মধুগন্ধ যুক্ত মৃদুমধুর হাসিটুকু, ইহা আবার মধুর মধুর মধুর মধুর—সর্ব্বাপেক্ষা মধুর।

টীকাকার শ্রীল কবিরাজ শ্রীচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ-কথায় এই শ্লোকের যে পদ্যানুবাদ করিয়াছেন তাহা এই :—

সনাতন [illegible] অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সন্নিপাতি সব পিতে করে মতি
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর মধুর হৈতে সুমধুর
তাতে যেই মুখ-সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তার সেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর॥
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে
দশদিক্ ব্যাপে যার পুর॥
স্মিত-কিরণ সুকর্পূরে পৈশে অধর মধুপুরে
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশীছিদ্র আকাশে তার গুণ শব্দে পৈশে
ধ্বনিরূপে পেয়ে পরিণামে॥

সে ধ্বনি চৌদিকে ধায় অণ্ডভেদি বৈকুণ্ঠে যায়
বলে পৈশে জগতের কাণে ॥

* * *

কাণের ভিতর বাসা করে আপনি তাহা সদা স্ফুরে
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ আনে বলিতে বোলায় আন
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥
আমি তো বাউল আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-স্রোতে সদা যাই বহি ॥

৯৩ শ্লোক ব্যাখ্যা।

শৃঙ্গার রসসর্ব্বস্বং শিখিপিঞ্ছবিভূষণম্।
অঙ্গীকৃতনরাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ম্ ॥৯৩॥

লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের এ রসরাজ শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন, আমি এই গৃহীতনরাকার শৃঙ্গার-রস-সর্ব্বস্ব শিখিপুচ্ছ বিভূষিত-ভুবনাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলাম।

শৃঙ্গারই রসের রাজা; সুতরাং রসের সর্ব্বস্ব। যদি বল রস তো অমূর্ত্ত। তদুত্তরে বলা হইয়াছে, তিনি ভুবন-আশ্রয়—ভুবনাশ্রয় হইলেও তিনি নরাকার অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং ইনি মূর্ত্তিমান্। শ্রীপাদ জয়দেবও বলিয়াছেন—'শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমান্' ইত্যাদি। অথবা ইহার মাথায় ভূষণ ময়ূরপাখার চূড়া। নরকার ইহার স্বকীয় স্বরূপ। ব্রহ্মমোহন-ব্যাপারে শ্রীভাগবতে

উক্ত হইয়াছে, ইহার এই নরকার-স্বরূপই নিখিল বৈকুণ্ঠের এবং কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়। তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ড সমূহের উদয়; আবার তাহাতেই লয়। তাদৃশ হইলেও ইনি শৃঙ্গার-রস-সর্ব্বস্ব। শৃঙ্গার রসই সর্ব্বস্ব যাহার, তাদৃশ ভুবনাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিতেছি।" শ্রীকৃষ্ণের এই মধুর রূপ-তত্ত্ব মৎকৃত শ্রীরায় রামানন্দ গ্রন্থে কিঞ্চিৎ সবিশেষ ও সবিস্তাররূপে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল না।

৯৪ শ্লোক ব্যাখ্যা।

নাদ্যাপি পশ্যতি কদাপি নিদর্শনায়
চিত্তে তথোপনিষদাং সুদৃশাং সহস্রম্।
স ত্বং চিরাময়নয়োরনয়োঃ পদব্যাম্॥
স্বামিন্ কদা নু কৃপয়া মম সন্নিধৎসে ॥৯৪॥

যদিও শ্রীকৃষ্ণ লীলাশুকের সম্মুখেই সমাগত, এবং তিনিও শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-প্রাপ্তি-জনিত আনন্দে উন্মত্ত, তথাপি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, স্বামিন্—আপনি ত কেবল ব্রজবধূদিগের নয়নেরই দৃশ্য—কেবল ব্রজবধূরাই আপনার দর্শন পাইয়া থাকেন। কিন্তু কবে আপনি আমার নয়নগোচর হইবেন? তখন আবার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইতঃপূর্ব্বে যেমন আমি স্ফূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইতাম—ধ্যানে ধ্যানে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হইত, এই যে দর্শন পাইতেছি,

ইহাও কি সেইরূপ? আবার মনে করিলেন স্ফুর্ত্তি এত দীর্ঘকাল স্থায়িনী হইবে কেন? এ বুঝি স্ফুর্ত্তি নয়—সাক্ষাৎ দর্শনই বা বটে, তাই যদি হয়, হয়তো শ্রীকৃষ্ণ একথা বলিতে পারেন, সত্যবটে আমার এইরূপ অপরের দৃশ্য নহে, তবে তুমি গোপীভাবমগ্ন বলিয়া আমি তোমার নয়ন গোচর হইয়াছি।" ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? আমার এই দেহ প্রাকৃত পুরুষের বইতো নয়, আমার ইন্দ্রিয়াদিও তদ্রূপ। এই দেহেও ঐ ইন্দ্রিয়ের পক্ষে তাঁহার তাদৃশ রূপ সন্দর্শন অতি দুর্ঘট। শ্রীকৃষ্ণ হয়তো বলিতে পারেন, হউক না কেন, তোমার প্রাকৃত পুরুষ দেহ, তাহাতে কি? আমি ভাবের বশ, যে আমায় গোপীভাবে ভজন করে, আমি তাহাকেই দেখা দিই। ইহাতে লীলাশুক মস্তক চালন করিয়া অসম্ভাবনার আশঙ্কা করিয়া বলিলেন—ইহা কি বিশ্বাস করা যায়? তোমার বেণুনাদে উন্মাদিনী—এই জগতের সহস্র সহস্র সুন্দরী,—এমন কি শ্রুতিগণ পর্য্যন্ত তোমার বা তোমার কোন অঙ্গের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করাতো দূরের কথা,—উহার নিদর্শন স্বরূপ, তোমার দেহের সাদৃশ্যের পর্য্যন্ত কোনও কিছু অদ্যাপি দেখিতে পান নাই। অথবা সহস্র সহস্র উপনিষৎ তাদৃশ ভাব অবলম্বনেও তোমার দেখা পান নাই। যদি বলা হয় যে, তাঁহাদের তো মূর্ত্তি নাই, তাঁহারা দেখিবেন কি রূপে? সেইজন্য বলা হইতেছে সুনয়নাগণের পর্য্যন্ত তুমি অদর্শনীয়। তুমি কেবল এই ব্রজসুন্দরীগণেরই দর্শনীয়। যদি আমায় দেখা দিতে হয়, আমারতো তাহাতে কোন অধিকার নাই,—কেবল তোমার কৃপাই আমার একমাত্র ভরসা,—হে

স্বামিন্ কবে কৃপা করিয়া তুমি আমার নিকটবর্ত্তী হইবে?" ইহা অতি ঠিক কথা। কৃপাই একমাত্র ভরসা।

কে পায় তোমার দেখা; দেখা নাহি দাও যদি।
কেবল তোমার কৃপা, তাই খুঁজি নিরবধি॥

৯৫ শ্লোক ব্যাখ্যা।

কেয়ং কান্তিঃ কেশব ত্বন্মুখেন্দোঃ
কোঽয়ং বেশঃ কাপি বাচামভূমিঃ।
সেয়ং সোঽয়ং স্বাদিত মঞ্জালিস্তে
ভূয়ো ভূয়ো ভূয়শস্ত্বাং নমামি॥৯৫॥

পুনর্ব্বার সেইরূপ শ্রীমুখকান্তি ও বেশসৌষ্ঠব দেখিয়া লীলাশুক আবার পূর্ব্ববৎ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাহাতে অশক্ত হইয়া চমৎকার ও সম্ভ্রম সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে কেশব—হে স্নিগ্ধকুঞ্চিত নিবিড় কেশ রচিতচূড়,—তোমার এই শ্রীমুখ কান্তিই বা কি? আর তোমার এই বেশই বা কি? যদি বল, তুমি গো পূর্ব্বেই তাহা বর্ণন করিয়াছ, এখন আবার জিজ্ঞাসা কেন? তদুত্তরে বলি—এই দুইই এক্ষণে আমার নিকট অতি অনির্ব্বচনীয় বলিয়া মনে হইতেছে—ইহারা ভাষার অগোচর,—ভাষায় প্রকাশের যোগ্য নহে। যদি বল, বর্ণনে যদি শক্তি না থাকে; নাই বা থাকিল, মনোনয়নে আস্বাদন করনা কেন? তদুত্তরে বলি, আমি সে চেষ্টাও করিয়াছিলাম,

কিন্তু তাহাতেও আমার শক্তি নাই। উহা কেবল গোপীদেরই দর্শনীয় এবং তাঁহাদেরই আস্বাদ্য। আমার যখন আস্বাদনেও কোনও সামর্থ্য হইল না, তখন তোমারই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য তুমি নিজেই আস্বাদ কর। আর আমার বর্ণনাস্বাদনে প্রয়োজন নাই। সুতরাং অসমর্থ আমি অগত্যা তোমার ঐ শ্রীচরণে কেবল পুনঃ পুনঃ প্রণত হইতেছি। আর যদি আমায় আস্বাদন করাইতে হয়, তবে তুমিই কৃপা করিয়া আস্বাদন করাইও—আমার নিজের কোনও শক্তি নাই।

অতি সত্য। কে কবে অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সিন্ধুর বর্ণন করিয়া উহার আস্বাদন-সুখ লাভ করিতে পারে? কার্য্যের মধ্যে এক কার্য্য এই,—সেই অনন্তের পদতলে সহস্র প্রণাম।

বর্ণন সুদূরে রহু আস্বাদিতে নারি।
ভূয় ভূয় ও চরণে নমস্কার করি॥

৯৬ শ্লোক ব্যাখ্যা।

বদনেন্দু-বিনির্জ্জিতঃ শশী
দশধা দেব পদং প্রপদ্যতে।
অধিকাং শ্রিয়মশ্নুতেতরাং
তব কারুণ্যবিজৃম্ভিতং কিয়ৎ॥ ৯৬॥

অতঃপর এক নূতন ব্যাপার উপস্থিত হইল। এবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলাশুকের বাদপ্রতিবাদময় ভাবের আভাস প্রকাশ করা

যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বকর্ণামৃতরূপ কৃষ্ণ-কথা, তাঁহার অদর্শনে লীলাশুকের দুঃখজপ্রলাপ, দর্শনে আনন্দজ উন্মাদে প্রলাপ-শ্রবণানন্দে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইলেন এবং লীলাশুকের বর্ণনে অসমর্থতা প্রযুক্ত মৌনভাব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার তাঁহার মুখে স্বীয়মুখমণ্ডলাদির বর্ণনাদি শুনিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি বলিলেন লীলাশুক, আবার তুমি আমার মুখাদির বর্ণনা কর, অথবা ঈশ্বরান্তর ভজন কর, কিম্বা বর প্রার্থনা কর,—এই বলিয়া তৎ তৎ জন্ম যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য—কেবল লীলাশুকের শ্রীকৃষ্ণ প্রেমনিষ্ঠাদি পরীক্ষা করা। এই সকল বিষয় লইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলাশুকের যে বাদপ্রতিবাদ আরম্ভ হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম যেন এইরূপ :—

প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ওহে লীলাশুক তুমি চন্দ্রপদ্মাদির সহিত উপমা দিয়া আমার মুখাদি অঙ্গের বর্ণনা কর না কেন?

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া লীলাশুক কিঞ্চিৎকাল নীরবে চিন্তা করিলেন—ভাবিলেন চন্দ্রপদ্মাদি কি শ্রীকৃষ্ণের মুখের সহিত উপমার যোগ্য হইতে পারে,—এই ভাবিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-পানে দৃষ্টিপাত করিয়া অসম্ভব ভাব দেখাইয়া বলিলেন—হে দেব, আপনার শ্রীমুখচন্দ্র অখণ্ড নির্ম্মল ও উজ্জ্বল। উদয়মাত্রে চন্দ্র নিজের পরাজয় স্বীকার করিয়া আপনার পদ নখের ন্যায় নিজকে দশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া অদ্যাপি চন্দ্র আপনার ঐ শ্রীচরণের সেবা করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—ভাল তাহাই হউক, তা হইলে আমার পদ নখের সহিতই উপমিত করিয়া বর্ণন কর।

লীলাশুক। না, না, তাও কি হন—আপনার পদনখের মহিমা কত অধিক—আপনার শ্রীচরণের নখচ্ছটার কারুণ্য কত? চন্দ্রের কি তাহা আছে? চন্দ্র সে কারুণ্য-সম্পত্তি কোথায় পাইবে? সুতরাং সে উপমা কখনই চলে না। আপনার নখ চন্দ্র নিষ্কলঙ্ক,—চন্দ্র সকলঙ্ক। উভয়ের মধ্যে মহৎ বৈষম্য স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ—সেও তো আমারই করুণা।

লীলাশুক—চন্দ্র যে করুণা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা তোমার করুণা সিন্ধুর এক কণিকা মাত্র। সুতরাং এই আকাশের চন্দ্র কোনক্রমেই তোমার পদ-নখ-চন্দ্রের সহিত উপমিত হওয়ার যোগ্য নয়।

৯৭ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

ত্বন্মুখং কথমিবাম্বুজতুল্যকক্ষং
বাচামবাচি ননু পর্ব্বণি পর্ব্বণীন্দোঃ।
তৎ কিং ব্রুবে কিমপরং ভুবনৈককান্ত-
বেণু-ত্বদাননমনেন সমং নু যৎ স্যাৎ ॥৯৭॥

শ্রীকৃষ্ণ লীলাশুকের উক্ত বাক্য শুনিয়া বলিলেন, তুমি একি বালকের মত কথা বলিতেছ! চন্দ্রের একটা দোষ যে, তাহাতে

কলঙ্ক আছে, থাকিলইবা, তাহাতে কি? বহুগুণে এক দোষ ঢাকা পড়ে। চন্দ্রের সহিত আমার মুখের উপমায় দোষ কি? সুতরাং চন্দ্রের সহিত উপমা করিয়া অথবা পদ্মের সহিত উপমা করিয়া আমার মুখের বর্ণনা করনা কেন?

ইহাতে লীলাশুক প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—আপনার শ্রীমুখমণ্ডল নিরুপম,—পদ্মের সহিত এক কথায় উহার উপমা হইতে পারে কি? শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তরে বলিলেন 'কেন! তাতে দোষ কি?"

তদুত্তরে লীলাশুক বলিতেছেন—দোষ অনেক। পদ্মের কথা পাছে বলিব। অগ্রে চন্দ্রের কথাই আরও কিছু বলিয়া লই—প্রতি অমাবস্তায় চন্দ্রের যে দশা ঘটে, তাহা বলিবার যোগ্য নয়—অমাবস্তায় চন্দ্রের যে ক্ষয় প্রাপ্তি ঘটে, তাহা অমঙ্গল জন্ত বাক্যেরও অযোগ্য। চন্দ্রেরই যখন এই অবস্থা; তখন চন্দ্র-পদাঘাতে তিরস্কৃত পদ্মের কথা আর কি বলিব! উহার সঙ্গে কোনও প্রকারে আপনার শ্রীমুখমণ্ডলের সমতা হইতে পারে না।

কৃষ্ণ—সমতা না হইতে পারে, কিন্তু বর্ণনীয় হইতে পারে তো? সুতরাং কোনরূপে চন্দ্রের সহিত উপমিত করিয়া মুখ বর্ণনা কর।

লীলাশুক,—(কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া) হাঁ বুঝেছি, বুঝেছি—তোমার এই ব্রজ-বিলাসি রূপ ব্যতীত অপর অন্তান্ত যেরূপ আছে, তুমি বুঝি তাঁদের সহিত উপমিত করিয়া বর্ণনা করিতে বল। তাহা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু তোমার মুখের তুলনা কিছুতেই

হইতে পারে না। স্বয়ং বৈকুণ্ঠ নাথেও তোমার মুখের ন্যায় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য নাই। সুতরাং বলিয়াছিতো—আমি বর্ণনা করিতে অসমর্থ।

কৃষ্ণ—ওগো, তুমি কি ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছ! বল কি, বৈকুণ্ঠ-পতির মুখ কি এ মুখ হইতে ভিন্ন? তাহার সহিত যদি পদ্মের তুলনা হয়, তবে এ মুখের সহিত পদ্মের তুলনা করিতেই বা বাধা কি? সে মুখের সহিত এ মুখের পার্থক্যের হেতু কিছু আছে কি?

লীলাশুক—(অনেক কথা মনে ভাবিয়া মুখ খানি নীচু করিয়া হস্ত মার্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন)—আজ্ঞা প্রভো, আমি দেখিতেছি; পার্থক্যের হেতু ত অনেক আছে। তবে তার মধ্যে একটা হেতুর কথাই বলিতেছি—তোমার এই শ্রীমুখ-মণ্ডলে ত্রিভুবন-কামনীয় বেণু রহিয়াছে। এই অপূর্ব্ব অমৃত আর যে কোথাও নাই! এখন বল দেখি আমি কি করিয়া অন্যান্য মুখের সহিত এই শ্রীমুখকে এক বলিয়া বুঝিব? আর কিরূপেই বা পদ্ম বা চন্দ্রের বহিত উপমিত করিয়া এই শ্রীমুখ শোভার বর্ণনা করিব?

"দর্শে দর্শে ক্ষয়ী চন্দ্র স্তৎপদাদ্দিভ্রমঘুজং
নির্বেণ্বন্যপরাণ্যানি কেন তুল্যং তদাননম্॥"
চন্দ্র সনে কি উপমা? প্রত্যেক অমায়
প্রত্যক্ষ সকলে দেখে চন্দ্র ক্ষয় পায়॥

নলিনীর সঙ্গে প্রভো কি দিব তুলনা।
চন্দ্র পদাঘাতে সে তো সতত মলিনা॥

৯৮ শ্লোক ব্যাখ্যা।

শুশ্রূয়সে শৃণু যদি প্রণিধানপূর্ব্বং
পূর্ব্বৈরপূর্ব্বকবিভির্ন কটাক্ষিতং যৎ।
নীরাজন-ক্রম-ধুরাং ভবদাননেন্দো-
র্নির্ব্যাজমর্হতি চিরায় শশিপ্রদীপঃ॥৯৮॥

লীলাশুকের উক্ত হেতু শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—যদি তোমার বাক্যই যুক্তিসঙ্গত হয়, তবে পূর্ব্বকার কবিগণ কেন আমার মুখের হাস্য প্রভৃতিকে চন্দ্র ও পদ্মের সহিত উপমিত করিয়া বর্ণন করিলেন, আর তুমিই বা তাহা না করিবে কেন? ইহাতে লীলাশুক সগর্ব্ব পরিহাস করিয়া দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন হে রসিক-শেখর, পূর্ব্ব কালের সুকবিগণ এ বিষয়ে কেন প্রণিধান পূর্ব্বক কটাক্ষ করেন নাই, যদি শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে শুন—সাবহিত হইয়া শুন।

এই চন্দ্র তোমার মুখচন্দ্র-নির্ম্মঞ্ছনের প্রদীপ স্বরূপ। এই প্রদীপ দ্বারা তোমার মুখচন্দ্রকে নির্মঞ্ছন করিয়া উহাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে হয়—নির্ম্মঞ্ছনের পরে ইহা দূরে নিক্ষেপণের যোগ্য।

চন্দ্রসনে তব মুখ তুলিত না হয়।
নীরাজন-দীপ,—চন্দ্র জানিহ নিশ্চয়॥

নির্ম্মঞ্ছন করি, দীপ ফেলে দেয় দূরে।
মুখের আদর; দীপে কে আর আদরে ?

৯৯ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

অখণ্ডনির্ব্বাণরসপ্রবাহৈ-
র্বিখণ্ডিতাশেষরসান্তরাণি।
অযন্ত্রিতোদান্তসুধার্ণবানি
জয়ন্তি শীতানি তব স্মিতানি॥

তোমার মুখের হাসি সমূহের জয় হউক—সকল উপমান পরাভূত করিয়া তোমার হাসি সমূহ সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ করুন। জগতে অন্যান্য যত রস আছে, তোমার হাসি, সর্ব্বত্র-প্রসরণশীল স্বীয় পূর্ণানন্দ রস দ্বারা সেই ইতর রসসকলকে ধিক্কারজনক বলিয়া প্রতিপন্ন করেন এবং বিনা আয়াসে সুধা-সাগর সমূহে জগৎকে আপ্যায়িত করেন, অপিচ উহা স্নিগ্ধ শীতল মাধুর্য্যানন্দের পরাকাষ্ঠা।

কি সুন্দর, কি মধুর, তোমার ও হাসি।
লহরে লহরে আনে অমিয়ার রাশি॥
ইতর আনন্দ রসে জন্মায় ধিক্কার।
ঘৃণনীয় বলি ভক্ত করয়ে থুৎকার॥
সম্মুখে ছড়ায়ে দেয় সুধার্ণব রাশি।
স্নিগধ আনন্দ ধারা তোমার ও হাসি॥

১০০ শ্লোক ব্যাখ্যা।

কামং সন্তু সহস্রশঃ কতিপয়ে সার স্যৌরেয়কাঃ
কামং বা কমনীয়তা পরিমল স্বারাজ্যবদ্ধব্রতাঃ।
নৈবৈবং বিবদামহে ন চ বয়ং দেব প্রিয়ং ব্রূমহে
যৎ সত্যং রমণীয়তাপরিণতিস্ত্বয্যেব পারং গতা॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, ওহে এই জগতে কত কত রসিক-শেখর বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ; এবং নিজের উক্তি স্থাপন করিয়া অত্যুক্তি দ্বারা আমার প্রশংসা করিতেছ; আর অপরাপর লোকদিগকে অবহেলা করিতেছ। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ উক্তির প্রত্যুত্তরেই যেন লীলাশুক সবিনয়ে বলিতেছেন—হে দেব, সরসতা-ভারবাহী, সহস্র সহস্র লোক যদি থাকেন, থাকুন; তাঁহাদের মধ্যে কমনীয়তা-পরিমল-লোভাতিশয়ী ও কতিপয় ব্যক্তি থাকিতে পারেন, সে সম্বন্ধে আপনার সহিত আমার কোনও বিবাদ নাই—মিথ্যা তোষামদ করিয়া আপনার মনস্তুষ্টিকর কোন কথাও বলিব না—প্রকৃতপক্ষে সত্য কথাই বলিব। রমনীয়তার পরাকাষ্ঠা কেবল আপনাতেই আছে, ইহা সত্য সত্যই বলিতেছি—ইহাতে কোন নিন্দা স্তুতি নাই।

১০১ শ্লোক ব্যাখ্যা।

গলদ্ব্রীড়া-লোলা মদনবিনতা গোপ-বনিতা
মদস্ফীতং বীতং কিমপি মধুরা চাপলধুরা।

সমুজ্জৃম্ভা-গুম্ফা-মধুরিমকিরাং মাদৃশ গিরাং
ত্বয়ি স্থানে যাতে দধতি চপলং জন্ম সফলম্ ॥১০॥

আরও কথা এই যে পূর্ব্বে আমি কত কিছু বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু সম্প্রতি আমার কবিত্বাদি সফল হইয়াছে,—এই বলিয়া তিনি হর্ষ সহকারে বলিতেছেন, আমার কবিতা গাঁথা আপনাকে আশ্রয় করিয়া আমার জন্ম সফল করিয়া দিল। উত্তম পদার্থ সকল যখন আপনাকে আশ্রয় করে, তখনই তাহাদের সাফল্য হয়। আমার সেই বাক্যগুলি উত্তম; কেননা, উহারা মাধুরীময়—মাধুর্য্যাদি কবিতাগুণ যুক্তা; পূর্ব্বে অসৎগুণের অধ্যাসে যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছিলাম তাহা সঙ্কোচিতা হইয়া পড়িয়াছিল—কিন্তু অধুনা যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা উদারভাবময়,—কুণ্ঠাবিবর্জ্জিত। সম্প্রতি আপনার সহজ অনন্ত গুণ-বর্ণনায় আমার বাক্যগুলি উৎফুল্লতা প্রাপ্ত হইয়াছে। জীবন অতি চপল ও নশ্বর। এই নশ্বর জীবন পূর্ব্বে বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে আপনার সমীপে আপনার গুণ বর্ণন করিয়া উহা সফল হইয়াছে—সম্প্রতি আমার বাণী আপনার গুণরাগপরিপূর্ণা। গোপবনিতারাও আপনাকে পাইয়া তাহাদের জন্ম সফল বলিয়া মনে করিয়াছেন। যদি বলা যায় ইহাদের মধ্যে যাঁহারা আপন আপন স্বামীর প্রতি চিত্তার্পণ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবন সফল, কিন্তু ইহা বলা যায়, না—কেননা যাহারা রাসে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গলাভ করিতে পারিলেন না, তাঁহারা দেহত্যাগ করিলেন।

রাসারম্ভে গোপীদের চপলতাও দৃষ্ট হয়, তাহাও সদ্‌গুণেরই অন্তর্গত। "মদন-বিনতা",—অর্থ এই যে, তোমার সম্বন্ধীয় প্রেম-বিশেষই মদন নামে অভিহিত। সেই প্রেমে বিনম্রা, সুতরাং তোমাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য চঞ্চলা অর্থাৎ তৃষ্ণাবতী। বিগলিত লজ্জা গোপ বনিতারাও তোমার কিশোর মাধুর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া জন্ম সফল করিয়াছেন।

"বীতং" এবং মদস্ফীতং" এই দুইটী পদে কিশোর বয়স বুঝাইতেছে। বীত শব্দের এখানে অর্থ এই যে যাহার বাল্যাংশ বিগতপ্রায় হইয়াছে। মদস্ফীত পদের অর্থ এই যে তারুণ্যাংশে কন্দর্প মদদ্বারা স্ফীত। ইহাতে কৈশোর বয়সই ধ্বনিত হইয়াছে।

যদি বল তোমার কৈশোর ভিন্ন দিব্যাদিব্য আরও তো কত কৈশোর আছে, তাহাতেই এই সাফল্য হইতে পারে। না তাহা হইতে পারে না। অন্য কোথাও এইরূপ রাস লীলাদি দেখিতে পাওয়া যায় না। অপিচ তোমার এই কৈশোর নিত্য-চিরস্থির—সুতরাং অন্যান্যের কৈশোর ব্যর্থ। কিন্তু পুরাণে লিখিত আছে :—

সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ
রেমে স্ত্রীরত্ন কুটস্থঃ ইত্যাদি

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও কৈশোর-মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে যথা "বাচাসূচিত শর্ব্বরী" ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যচাপল্য দর্শন করিয়া লীলাশুক বলিতেছেন—

তোমাতে যে চাপল্যাতিশয় দৃষ্ট হয়, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। যদি বল জলপ্রবাহে ও পবনাদিতেও পূর্ণমাত্রায় এই চাপল্য আছে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে তোমার এই চাপল্য অতি মধুর। তোমার এই চাপল্য-মাধুর্য্যে তুমি এক দেহে কোটি কোটি গোপীর প্রার্থনা যুগপৎ পূর্ণ কর। এমন যে সুমধুর সুচপল, সুরমণীয় তুমি তোমাকে পাইয়া কেবল আমার বাকগাঁথা সফল হয় নাই। তোমার কৈশোরলুব্ধা গোপাঙ্গনাগণেরও জন্ম সফল হইয়াছে।

১০২ শ্লোক ব্যাখ্যা।

ভুবনং ভবনং বিলাসিনী-শ্রী-
স্তনয়স্তামরসাসনঃ স্মরশ্চ।
পরিচার-পরম্পরাঃ সুরেন্দ্রা-
স্তদপি ত্বচ্চরিতং বিভো বিচিত্রম্॥ ১০২॥

এই শ্লোক ব্যাখ্যার ভূমিকায় শ্রীমদ্ কবিরাজ মহোদয় এক শ্লোক লিখিয়াছেন তাহা এই—

ভাবোদ্ভাবিতহর্ষের্ষা প্রৌঢ়িদৈন্যার্ত্তি-মিশ্রিতং।
পুনঃ স তদ্বচঃ শ্রোতুং কৌতুকী তমবাদয়ৎ॥

অর্থাৎ কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ লীলাশুকের ভাবোদ্ভাবিত হর্ষ ঈর্ষা প্রৌঢ়িদৈন্য এবং আর্ত্তিমিশ্রিত বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ করার জন্য লীলাশুককে বলিলেন—দেখ গীতায় আমি বলিয়া রাখিয়াছি, ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। সেই ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ কর।

গীতাদিশাস্ত্রোক্ত ভজনায় ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া গোপ-কুমাররূপ আমায় সর্ব্বোত্তম বলিয়া স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ কেন, আমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছ কেন।"

লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের ভাববিশেষে বিবশ হইয়া হস্ত চালন পূর্ব্বক বলিলেন, হে বিভো—সর্ব্বাবতারিন্‌' তোমার চরিত অতি বিচিত্র—তোমাতেই এই ভুবনের ভুবন। যেহেতু তুমি সর্ব্বাশ্রয় ইহা অবশ্যই আশ্চর্য্য, কিন্তু ইহা হইতেও—এই অদ্ভুত অনন্যুমেয় ঐশ্বর্য্যময় চরিত হইতেও,—প্রত্যক্ষদৃশ্যমান যে তুমি,—তোমার এই নেত্ররসায়ন চরিত্র আরও বিচিত্র।

যদি বল, দৃশ্য ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট বিষ্ণু,বামন, অজিতাদি কত কত অবতার আছেন, তাঁহাদিগকে ভজনা করনা কেন? একথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তোমারই পরিবার-পরম্পরা—তাঁহারা তোমারই পরিচারক। ইহাদের চরিত যুদ্ধাদিময় ও পালন-কেলিবিশিষ্ট সুতরাং অদ্ভুত,—ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু ইঁহাদের চরিতে মাধুর্য্য কোথায়? তোমার চরিত পূর্ণমাত্রায় মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যময় সুতরাং অতি বিচিত্র ও অত্যুত্তম।

যদি বল, গর্ভোদশায়ী পুরুষও তো যুদ্ধাদিবিমুখ; তাঁহাকেও ভজন করিতে পার। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাঁহার পুত্র ব্রহ্মা, তিনি সৃষ্ট্যাদি করেন, তাঁহার কার্য্যও অদ্ভুত বটে; কিন্তু তত্তৎ-স্থলে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। তোমার এই মধুর চরিতই সর্ব্বোত্তম।

ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—বুঝেছি, তুমি মধুর রসরসিক

ভক্ত। তাহা হইলে তুমি পরমব্যোমের অধীশ্বর লক্ষ্মীপতি নারায়ণকে ভজনা কর।

লীলাশুক ঊর্দ্ধে ভ্রূচালনা করিয়া কহিলেন—পরমব্যোমে কেবল একমাত্র লক্ষ্মীঠাকুরাণীই বিলাসিনী। আমি সেই সর্ব্বাদ্ভুততর চরিত অপেক্ষাও তোমার চরিতকেই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া মনে করি। কেননা কোটি-কোটি-বিলাসিনীবৃন্দ তোমার এই চরিতের স্তুতি করেন। উহা সংস্তুত-বিলাসিনী-কোটি-বিলাস-বলিত ;—অর্থাৎ যাঁহাদের বিলাস সর্ব্বশাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত, তাঁহারাও ব্রজবিলাসিনী-গণের বিলাস-মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। তোমার চরিতে এমন বিলাস-মাধুর্য্য বর্ত্তমান। তোমার এই চরিত অতি সর্ব্বোত্তমতর।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যদি তাই হয়, তবে তুমি রুক্মিণী প্রভৃতির রমণ-রূপ শ্রীকৃষ্ণকেই ভজন কর।

লীলাশুক মস্তক চালনা করিয়া বলিলেন—তোমার সেই লীলায় কামদেব তোমার পুত্র—সাম্ব প্রভৃতিও বটে। এই লীলায় তুমি স্বকীয়া সুবিখ্যাতা শতপুত্রবতী ভার্য্যাগণের সহ কেলি করিয়াছ। এই কেলি অতি সর্ব্বাদ্ভুততম তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু পরকীয়া নৃত্যশীলা অসংখ্য কিশোরীকুলের সহিত তোমার রাসাদি কেলিময় চরিতই বিচিত্র এবং সর্ব্বোত্তম। উহাই আমার সেব্য।

"বহূনি যচ্চরিতানি চিত্রাণ্যেব তথাপ্যদঃ।
মৎসেব্যং মধুরৈশ্বর্য্যরূপ-কেলিভিরুত্তমম্॥"

বিচিত্র চরিত বহু আছে যে তোমার।
মধুর ঐশ্বর্য্য লীলা সেব্য সে আমার॥
রাস-রস-লীলারম্ভী মদন গোপাল।
গোপী পরিবৃত দেব ভজনে রসাল॥

১০৩ শ্লোক ব্যাখ্যা।

দেবস্ত্রিলোকীসৌভাগ্য-কস্তুরী-মকরাঙ্কুরঃ।
জীয়াদ্‌ব্রজাঙ্গনানঙ্গকেলি-লালিত-বিভ্রমঃ॥ ১০৩॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বুঝিলাম ব্রজলীলাই তোমার অভীষ্ট। ভালই, আমার বাল্যলীলা ও পৌগণ্ডলীলা আছে। ইহার মধ্যে কোন এক লীলার ভজন কর।"

লীলাশুক ইহাতে তর্জ্জনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন—এই যে আমার নয়নসমক্ষে রাসক্রীড়া-পরায়ণ কিশোর শেখর রহিয়াছেন। ইনি সর্ব্বোপরি বিরাজ করুন। অন্য কোন রূপে আমার প্রয়োজন নাই।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বটে! কিশোরলীলাই তোমার অভীষ্ট, ভাল তাহাই হউক, উহাতে গোচারণাদি লীলা আছে।

ইহাতে লীলাশুক ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিলেন—আমি তো আর কাহাকেও জানি না—ব্রজাঙ্গনাগণের অনঙ্গ-কেলি-সমূহ দ্বারা লালিত, মধুর বিলাসবিশিষ্ট কেবল তোমাকেই চাই।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তুমি তো নিজেই বলিয়াছ শ্রুতিগণ পর্য্যন্ত

অদ্যাপি সেরূপ দেখিতে পায় নাই। তুমিত জান যে আমার তাদৃশ রূপ অতি দুর্লভ।

লীলাশুক বলিলেন—তা আপনি ঠিক বলিয়াছেন, আপনার তাদৃশ রূপ যে কেবল আমারই বাঞ্ছনীয়, তাহা নহে উহা ত্রৈলোক্যের সৌভাগ্যব্যঞ্জক, কস্তুরি-মকরাঙ্কুবিশিষ্ট ব্রজ-গোপীদের চির পূজিত, ঐরূপই আমার সেব্য। করুণা করিয়া আপনি সেই দুর্লভ বস্তুকে সুলভ করিয়া দিন।

১০৪ শ্লোক ব্যাখ্যা।

প্রেমদশ্চ মে কামদশ্চ মে, বেদনশ্চ মে বৈভবশ্চ মে।
জীবনশ্চ মে জীবিতশ্চ মে, দৈবতশ্চ মে দেব নাপরম্॥

লীলাশুক দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যেন হাসি হাসি মুখে আরও কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে এই অবস্থায় দেখিয়া অসহিষ্ণু ভাবে সসম্ভ্রমে ও দৈন্যভাবে লীলাশুক বলিলেন—হে দেব, রাসলীলাপরায়ণ রসিকশেখর, আপনি ভিন্ন আমার আর দৈবত (আশ্রয়ণীয়) বস্তু নাই। ইহার হেতু এই যে আপনি ব্যতীত প্রেমদ আর কেহ নাই। আপনি প্রেমলভ্য—প্রেম ভিন্ন আপনাকে পাওয়ার আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

যদি বলেন, কৌমার পৌগণ্ড লীলাপরায়ণ আমি প্রেমদ—তদ্ভবৎ লীলানুসারে আমায় ভজনা করিলেও প্রেম অবশ্যই লভ্য হয়।

তদুত্তরে আমার নিবেদন এই যে আপনি আমার কামদ।

কামজাতীয় প্রেম লাভ করিতে হইলে আপনি তাহারও দাতা। আমার চিত্ত এই ভাবে বিভাবিত। আপনি কিশোর-শেখর-আপনি ভিন্ন আমার আর আশ্রয়ণীয় নাই। কেবল ইহাই নয়, আপনি আমার বেদন (বেদয়তীতি বেদনঃ কর্ত্তরি ল্যুট)। আপনি আমার প্রেমপরিপাটির শিক্ষক।

তজ্জন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আপনি আমার শুধু প্রেমদ বা কামদ নহেন—কামানুগা প্রেমভক্তি শিক্ষার গুরুও আপনি।

যদি বলেন, অরে মূঢ়, ভক্ত্যাত্ম জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয়—উহা তত্ত্বজ্ঞানাপেক্ষ।

তৎপক্ষে আমার বক্তব্য এই যে আপনি আমার বেদন—অর্থাৎ আপনিই আমার তত্ত্বজ্ঞান।

শুদ্ধ ভক্তি হইতেও যদি তত্ত্বজ্ঞানের আদর হয় হউক, কিন্তু বৈকুণ্ঠ সম্পত্তি অবশ্যই প্রার্থনীয়া।

তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে আপনি আমার সেই বৈকুণ্ঠ-বৈভব এবং সর্ব্ব সম্পৎবৈভবের আর কথা কি? বৈভব না পাইলেও লোক জীবনধারণ করিতে পারে। কিন্তু আপনাকে না পাইলে আমি মুহূর্ত্ত মাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারি না। আপনি আমার জীবন। জীবনের আর কথা কি? যাহাতে জীবকে জীবিত রাখে তাহাই জীবিত, সুতরাং জীবনের হেতু। আপনিই আমার জীবিত ও জীবনের হেতুস্বরূপ। আপনি ব্যতীত আমার আর কিছুই নাই। অন্য উপদেশ দিয়া আর কেন আমায় উপেক্ষা করিবেন?

১০৫ শ্লোক ব্যাখ্যা।

মাধুর্য্যেণ বিবর্দ্ধন্তাং বাচো নস্তব বৈভবে।
চাপল্যেন বিবর্দ্ধন্তাং চিন্তা নস্তব শৈশবে॥১০৫

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন সাধু, লীলাশুক সাধু! আমি তোমার দৃঢ়তায় প্রীতিলাভ করিলাম। আমার দর্শনলাভ কখনও বিফল হয় না। তুমি বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর।

শ্রীকৃষ্ণ পুনঃপুনঃ লীলাশুককে এইরূপ বলায় লীলাশুক তাঁহার অভিপ্রেত প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—তোমার বাক্য বিষয়াতীত সৌন্দর্য্য-বিলাসৈশ্বর্য্যাদিতে যেন আমার বাক্য মাধুর্য্যসহ বিবর্দ্ধিত হয়, অর্থাৎ যেন তোমার সৌন্দর্য্য-বিলাস-ঐশ্বর্য্যময় মাধুর্য্য বর্ণনে আমার বাক্য সফল সমর্থ হয়; এবং উৎকণ্ঠা সহকারে যেন তোমার কৈশোর লীলার চিন্তা করিতে পারি; আমার চিন্তা স্রোতকে সেইরূপ ভাবে সমর্থ কর। এই আমার প্রার্থনীয় বর।

কবীন্দ্র লীলাশুক শুদ্ধভক্ত, শুদ্ধভক্তের এতদ্ব্যতীত উচ্চতম প্রার্থনীয় বিষয় আর কি হইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-বিলাস ও ঐশ্বর্য্য-মাধুরী বর্ণনে লীলাশুকের বাক্য বাস্তবিকই সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং শ্রীভগবানের কৈশোর রস-মাধুর্য্যেই তাঁহার চিন্তা স্রোত সার্থকতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

১০৬ শ্লোক ব্যাখ্যা।

যানি তচ্চরিতামৃতানি রসনালেহ্যানি ধন্যাত্মনাং
যে বা শৈশব-চাপলব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখাঃ।

যা বা ভাবিতবেণুগীতগতয়ো লীলামুখাম্ভোরুহে
ধারাবাহিকয়া বহন্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে॥ ১০৬॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, লীলাশুক এ বর প্রার্থনাতো তোমার পক্ষে বিশেষ কিছু নয়। এ গুণদ্বয় তো স্বভাবতঃই তোমাতে আছে। বিশেষ কোন বর প্রার্থনা কর।

ইহার পরে শ্রীশ্রীলীলাশুক বলিলেন, শ্রীরাধার সহিত আপনার রাসবিলাসাদি যে সকল লীলা,—শুকদেবাদির ন্যায় ধন্যাত্মা মহোদয়-গণের আস্বাদিত সেই সকল লীলা যেন ধারাবাহিকরূপে আমার হৃদয়ে প্রবাহিত হয়। দান পুষ্পহরণ প্রভৃতিতে শ্রীরাধার গত্যা-দির অবরোধ জনিত আপনার যে কৈশোর চাপল্যময়ী লীলা তৎসমস্ত এবং আপনার শ্রীমুখপদ্মে প্রেমমদোদগারি হাস্যাদি এবং আপনার মাধুর্য্য মিশ্রিত বেণু গীত গতি লীলা সমূহ আমার হৃদয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত হউক।

লীলাশুক যে, মধুময় শ্রীভগবানের পূর্ণতম মাধুর্য্য-লীলায় নিমজ্জিত ছিলেন, তাহা তাঁহার এই বর-প্রার্থনাতেও সবিশেষ জানা যায়।

১০৭ শ্লোক ব্যাখ্যা।

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥ ১০৭॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, লীলাশুক, তুমি পঞ্চম পুরুষার্থময় প্রেমফল এবং সাক্ষাৎ আমাকে পাওয়ার প্রার্থনা না করিয়া কেবল আমার মাধুর্য্যময়ী লীলাস্ফুর্ত্তির প্রার্থনা করিতেছ এ তোমার কেমন প্রার্থনা ?

শ্রীল লীলাশুক ভক্তি-সিদ্ধান্ত প্রকটন পূর্ব্বক স্বীয় প্রার্থনা চাতুর্য্য, বাক্যের কৌশলে বলিতেছেন—ভগবন্ আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার নিকট আমি আর আমার মনের কথা কি প্রকাশ করিয়া বলিব ? যে লীলাস্ফুর্ত্তিরূপিণী প্রেম ভক্তি দ্বারা সাক্ষাৎ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই ভক্তি যদি স্থিরতরা থাকেন, তাহা হইলে দিব্য কিশোর মূর্ত্তি আপনি স্বতঃই আসিয়া দেখা দিবেন। মুক্তির আর কথা কি ? তিনি তো আমার নিকট আসিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক বলিবেন, ওগো সিদ্ধ পুরুষ। তুমি আমাকে গ্রহণ কর, আমাকে গ্রহণ কর,—এই বলিয়া তিনি নিজেই আসিয়া আমার সেবা করিবেন। ধর্ম্মার্থ কাম গতি প্রভৃতির সম্বন্ধে আর কি বলিব ? ইহারা মুক্তিদেবীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া কেবল এই ভাবিবেন এই সিদ্ধপুরুষ কবে আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাকটাক্ষ পাত করিবেন ? এই ভাবিয়া ইহারা সময় প্রতীক্ষক ভাবে করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিবেন। আপনি আত্মদানরূপ বরের কথা উত্থাপন করিয়া আর কেন আমার ছলনা করেন ? যাহাতে এই প্রেমলক্ষণা লীলা-স্ফুর্ত্তি-রূপিণী ভক্তি টুকু স্থির থাকে, তাহাই করুন।

১০৮ শ্লোক ব্যাখ্যা।

জয় জয় জয় দেব দেব দেব
ত্রিভুবনমঙ্গল দিব্যনামধেয়।
জয় জয় জয় দেব কৃষ্ণদেব
শ্রবণমনোনয়নামৃতাবতার ॥ ১০৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অয়ি লীলাশুক তুমি শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রারূপ মঙ্গল আচরণ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া 'কেয়ং কান্তি' এই শ্লোক পর্য্যন্ত যে সকল শ্লোক রচনা করিয়াছ, সে সকল পদ্য আমার কর্ণে অমৃতের ন্যায় মধুর বলিয়া অনুভব হইয়াছে। তোমার সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি না হওয়ায় আমার আমার রূপ-মাধুর্য্যাদি বর্ণন করার জন্য তোমায় উচ্চালিত করিয়াছি। তুমিও আমাদ্বারা উচ্চালিত হইয়াছ। তোমার এই বাক্যসমূহ আমার কর্ণে অমৃতবৎ অনুভব হওয়ায় এই সকল বাক্য সমষ্টির নাম হউক —শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত। কিরূপে আমার মাধুর্য্য বর্ণন করিতে হয়, তাহা তুমিই জান।

শ্রীল-লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের এই স্নেহ-মধুর বাক্য শুনিয়া আনন্দোচ্ছলিত হইয়া বলিলেন—হে দেব জয়, হে দেব জয়, হে দেব জয়, তুমি ত্রিভুবনের মঙ্গল মনোজ্ঞ নামধেয়। তোমার নামে অমঙ্গল দূরে যায়, প্রেমের উদয় হয়। অপরাপর গ্রন্থে নাম-মাহাত্ম্য লিখিত আছে। এই নাম মধুর হইতেও মধুর, মঙ্গলসমূহের

মঙ্গল, সকল নিগমলতার সচ্চিদানন্দ ফল। মর্ত্যগণ যাহাদিগকে পূজা করেন, তাঁহারা দেবতা। এই সকল দেবগণ আপনার পার্ষদগণকে পূজা করেন। আপনি আবার তাঁহাদেরও পূজ্য সুতরাং আপনি দেব-দেব-দেব। আপনার জয় হউক। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে "হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতা" ইত্যাদি শ্লোক ইহার প্রমাণ। আপনার নামটি আপনার স্বীয় স্বরূপ। উহা ত্রিভুবন-মঙ্গল, দিব্য ও আনন্দময়,—হে এতাদৃশ দেব, আপনার জয় হউক, আপনার জয় হউক, আপনার জয় হউক। হে দেব আপনার জয় হউক, হে সর্ব্বচিত্তাকর্ষক কৃষ্ণ, হে রাসরসাদিক্রীড়াপরায়ণ, আপনার জয় হউক, হে শ্রবণ-মনোনয়নামৃত অবতার, আপনার জয় হউক।

১০৯ শ্লোক ব্যাখ্যা।

তুভ্যং নির্ভরহর্ষবর্ষবিবশাবেশস্ফুটাবির্ভবদ্
ভূয়শ্চাপলভূষিতেষু সুকৃতাং ভাবেষু নির্ভাষিণে।
শ্রীমদ্গোকুলমণ্ডনায় মনসাং বাচাঞ্চ দূরে স্ফুরৎ
মাধুর্য্যৈক-মহার্ণবায় মহসে কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ॥ ১০৯

শ্রীলীলাশুকের শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য বর্ণনে তো পরিতৃপ্তি হয়না। তিনি স্বীয় হৃদয়ে আবার নিরতিশয় ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য অনুভব করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন; আবার শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-বর্ণনে উৎসুক হইলেন। কিন্তু আর তাঁহার সে শক্তি নাই। এখন

কেবল নমস্কার দ্বারা তাঁহার স্বরূপ-বর্ণনের উপসংহার করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং সকৌতুকে বিবাদকারী শ্রীকৃষ্ণসহ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন—আমি কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যপুঞ্জ স্বরূপ এই তোমায় প্রণাম করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কেবল প্রণাম করিলে চলিবেনা, আমার মাধুর্য্য বর্ণন কর, উহা শুনিবার জন্য আমার সাধ হইয়াছে।

লীলাশুক বলিলেন তা কি সম্ভবপর। যে সকল মাধুর্য্য বাক্যের বহুদূরে স্ফূর্ত্তি পায়, ভাষায় যে সকল মাধুর্য্য প্রকাশ পায় না—সেই সকল মাধুর্য্যের আবার প্রধানতম সাগর তুমি। কি করিয়া তোমার মাধুর্য্য বর্ণন করিব? সুতরাং এতাদৃশ যে তুমি তোমায় কেবলই নমস্কার।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যদি তাই হয় তবে মনে মনে বিভাবনা কর।

লীলাশুক বলিলেন তাও সম্ভবপর নয়। তুমি একবারেই অবিভাব্য। ভাবনার বা বিভাবনার বিষয় নও—এমন যে তুমি—তোমায় শুধু নমস্কার।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—ভালরে ভাল! এ যে এক মহাঠেঁঠার হাতে পড়া গেল।" আচ্ছা লীলাশুক, তুমি বলিতেছ আমি বাক্যেরও গোচর নই, মনেরও গোচর নই। তা হলে আমি বাক্যমনের অগ্রাহ্য, সুতরাং সকলেরই অগোচর—এই তো তোমার কথা?

লীলাশুক একটুকু মৃদু মধুর হাসিয়া বলিলেন, হুজুর ক্ষমা করিবেন, আমি অতটা দূরে যাইতে চাহিনা যে আপনি সর্ব্ব-

অগোচর। আমি জানি যাহারা পুণ্যশালী, আপনার প্রেম-বিশেষে যাঁহাদের চিত্ত দ্রবীভূত, তাদৃশ ভাবরস-পরিষিক্ত চিত্তেই হুজুরের প্রকাশ সম্ভবপর ;- অন্য কোথাও নহে। সুতরাং তাদৃশ চিত্তে প্রকাশশীল যে আপনি—সেই আপনাকে নমস্কার।

শ্রীকৃষ্ণ একটুকু আনমনাভাবে বলিলেন, ওহে তোমার "অই প্রেম-বিশেষে ভাবরস-পরিষিক্ত চিত্তে" কথাটা ভালরূপে বুঝিতে পারিলাম না,—একটুকু বুঝাইয়া বলিতে পার ?

শ্রীলীলাশুক কিঞ্চিৎ পরিহাস করিয়া বলিলেন,প্রেমময় আপনি বুঝিতে পারেন সকলই;—তবে ত্রিভঙ্গ কিনা। স্বভাব কুটিলতা যাবে কোথা ? আচ্ছা। যথা সম্ভব বলিতেছি—আপনার অবাধ আনন্দ-ধারায় বিবশ হইয়া আপনাকে লাভ করার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা-জনিত পরিস্ফুট চাপল্যে যে সকল চিত্ত পরিষিক্ত হয়, সেই সকল চিত্তেই যাহার প্রকাশ, তাদৃশ আপনাকে আমার নমস্কার। এখন বুঝিলেন তো।

শ্রীকৃষ্ণ একটুকু হাসিয়া বলিলেন—হাঁ বুঝিয়াছি, কিন্তু ভালরূপে বুঝিতে পারি নাই। সাধকবিশেষের চিত্তে আমার স্ফূর্ত্তি হয়,—এই কথা তো। তবে পাকে-প্রকারে তুমি বুঝি আমায় নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া নির্ণয় করিতে চাও ?

লীলাশুক উচ্চহাসির লহর তুলিয়া বলিলেন—চিত্তে স্ফূর্ত্তির কথাতেই বুঝি নিরাকার ব্রহ্ম বলা হইল। তাদৃশ ব্রহ্ম আমার স্বপ্নের অগোচর। আপনি যে এই গোকুলের শোভা—এই গোকুলের মধুরোজ্জ্বল নীলমণির ন্যায় প্রত্যক্ষ শোভা।—হে

আমার প্রত্যক্ষদৃষ্ট সুমধুর মূর্ত্তি,—সমুজ্জল নীলমণি, আপনাকে নমস্কার।

১১০ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

ঈশানদেব-চরণাভরণেন নীবী-
দামোদরস্থিরযশস্তবকোদ্ভবেন।
লীলাশুকেন রচিতং তবকৃষ্ণদেব
কর্ণামৃতং বহতু কল্পশতান্তরেঽপি ॥১১০॥

অতঃপরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "অয়ে লীলাশুক তোমার মধুর উজ্জ্বল বাক্যগুলি আমার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিয়াছে, আমি উহাতে অতীব আপ্যায়িত হইয়াছি। তুমি পুনর্ব্বার কোন অভীষ্ট-বর প্রার্থনা কর।

লীলাশুক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, দেব আপনি দয়া করিয়া সাক্ষাৎ দর্শন দিয়াছেন আমি পুর্ণ পুর্ণরূপে কৃতার্থ হইয়াছি। আবার কি বর চাহিব? তবে আপনার আজ্ঞা অবশ্য প্রতিপালনীয়। যদি আবার অন্য কোন বর দেওয়া আবশ্যক মনে করেন, তবে এই বর দিউন,—আমার রচিত এই শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত শতশত কল্প কাল ব্যাপিয়া যেন আপনার ভক্তি রসিক-জনগণের চিত্ত পরিপ্লুত করিয়া প্রবাহিত হয়।

এই শ্লোকে লীলাশুকের বিশেষণ বা বিশেষ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে :—ঈশানদেব চরণাভরণেণ নীবী-
দামোদর স্থির যশস্তবকোদ্ভবেন।

শ্রীল কবিরাজ মহোদয় ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

যিনি ঈশান (সর্ব্বেশ্বর) হইয়াও দেব (ক্রীড়ারত)—তিনি ঈশান দেব। অথবা ঈশা রাধা—সেই রাধা হন "আন" অর্থাৎ প্রাণ যাঁহার,—তিনি ঈশান। যিনি রাধার প্রাণ, তিনি আমারও প্রাণ, এবং তিনিই দেব। সুতরাং ঈশানদেব শব্দের বাচ্য,—শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলও এই অর্থে এই পদ ব্যবহৃত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণই যাঁহার শিরো-হৃদয়ের আভরণ, তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণচরণাভরণ,—এইরূপ সমাসযুক্ত পদটী লীলাশুকের বিশেষণ।

'নীবী-দামোদর'—পদের অর্থও শ্রীকৃষ্ণ। নীবীরূপ দাম উদরে যাঁহার, তিনি নীবী-দামোদর। পৌরাণিক প্রসঙ্গ এই যে, কার্ত্তিক মাসে প্রণয়-কোপকৃষ্টা শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণের কোমরে নীবী বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই লীলা হইতে শ্রীকৃষ্ণের এক নাম হইয়াছে,—নীবী দামোদর। ভবিষ্যপুরাণে এ সম্বন্ধে একটি লীলাবদ্ধ শ্লোক আছে তাহা এই :—

সঙ্কেতাবসরে চ্যুতে প্রণয়তঃ সংরব্ধয়া রাধয়া
প্রারভ্য ভ্রুকুটীং হিরণ্যরসনা দাম্না নিবদ্ধোদরং
কার্ত্তিক্যাং জননী কৃতোৎসববরে প্রস্তাবনাপূর্ব্বকং
চাটূনি প্রথয়ন্তমাত্মপুলকং ধ্যায়েম দামোদরম্।

অথবা অন্য অর্থও হইতে পারে,—নীবী অর্থ মূলধন। অর্থাৎ দামোদর তুমিই আমার মূলধন। তোমার স্থিরযশঃকুসুমগুচ্ছই উদ্ভব (বিভব) সম্পত্তি যাঁহার, এমন যে আমি লীলাশুক,—আমা দ্বারা

রচিত এই শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত শত শত কল্প ব্যাপিয়া যেন তোমার রসিক ভক্তগণের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়।"

কেহ কেহ বলেন শ্রীল লীলাশুকের মাতার নাম নীবী এবং পিতার নাম দামোদর। গ্রন্থকার এখানে প্রকারান্তরে পিতা মাতার নামই উল্লেখ করিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন। ঈশান দেব হয়তো ইহার বিদ্যাশিক্ষার গুরু। অপর কোন গ্রন্থে ইহার সবিশেষ পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত এই শ্লোকের এই অংশের অর্থ ভক্তিভাব-গর্ভ ভাবেই গ্রহণ করা সাধু-সম্মত।

১১১ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

ধন্যানাং সরসানুলাপসরণী-সৌরভ্যমভ্যস্যতাং
কর্ণানাং বিবরেষু কামপি সুধা-বৃষ্টিং দুহানং মুহুঃ।
রম্যানাং সুদৃশাং মনোনয়নয়ো-র্মগ্নস্য দেবস্য নঃ
কর্ণানাং বচসাং বিজৃম্ভিতমহোকৃষ্ণস্য কর্ণামৃতম্ ॥

অতঃপরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অয়ে লীলাশুক, তোমার কৃত এই শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত আমার, আমার এই প্রেয়সীগণের এবং সরস বিদগ্ধ ভক্তগণের পক্ষে স্বভাবতঃই কর্ণযুগলের অমৃত স্বরূপ হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, তথাপি তোমার প্রার্থনানুসারে আমি বলিতেছি "তথাস্তু" তাহাই হউক।

লীলাশুক ইহাতে অতীব আনন্দিত হইলেন। তিনি মনে

করিলেন আমার বাক্যসকল শ্রীকৃষ্ণের, তৎপ্রেয়সীবর্গের এবং সরসবিদগ্ধ ভক্তগণের আনন্দপ্রদ হইবে ইহা অপেক্ষা আমার প্রীতিজনক আর কি হইতে পারে,—ইহা ভাবিয়া তিনি বিস্ময় ও আনন্দ সহকারে বলিলেন—

আমার এই বাক্যসমূহ আপনার প্রীতিজনক হইবে ইহা আমার মহাভাগ্য। সকল কেলিকলাচতুর রসিক-শিরোমণি আপনার প্রীতিজনক হইবে ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—এরূপ বিরহ-মিলন-প্রলাপ-সংলাপময় সুমধুর কাব্যাত্মক বাক্যসমূহ প্রীতিকর হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

লীলাশুক আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—আশ্চর্য্যের বিষয় বই কি! সুনয়নী গোপীগণের বিরহে আপনার মন তাঁহাদের প্রতিই অহর্নিশ সংলগ্ন থাকে, তাঁহাদের সহ মিলনেও আপনার নয়নযুগল তাঁহাদের প্রতিই সংলগ্ন থাকে সেই সেই অবস্থায় প্রলাপে ও সংলাপে আপনার ইন্দ্রিয়গণও অপহৃত হইয়া যায়—এই অবস্থায় আমার এই বাক্যগুলি আপনার আনন্দজনক হইলে তাহা অতীব বিস্ময়ের বিষয়। আরও কথা এই যে লক্ষ্মীরও প্রার্থনীয় বৈদগ্ধ্যবিশিষ্টা আপনার প্রেয়সীদেরও ইহা আনন্দজনক হইবে, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। আপনি চির দিনই ভক্তের উক্তি-প্রিয়। ভালই হউক, আর মন্দই হউক,—ভক্ত যাহা বলেন, তাহা আপনার প্রিয়। কিন্তু তাদৃশ রমণীয় ব্রজ-

বালাগণের কর্ণেও যদি ইহা সুধাবৃষ্টি বর্ষণ করে, তবে ইহা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে ?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ইহা আমি আশ্চর্য্য বলিয়া মনে করি না। কেননা তোমার দুইটী দশায় প্রলাপের সহিত গোপবালাদের প্রলাপের সমতা আছে।

লীলাশুক বলিলেন কেবল তাহা নহে—আপনার বরে বুঝিতে পারিলাম আপনার ভক্তগণের পক্ষেও ইহা প্রীতিজনক হইবে। আপনি চিরদিনই অনুগতজনে কৃপাকারী ও প্রণতকামদ। আপনার সন্তোষবিধান সহজ হইলেও আপনার ভক্তগণের প্রীতি উৎপাদন করা সাধনাপেক্ষ। যাঁহারা আপনার ভক্ত, জগতে তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের কর্ণেও যদি ইহা আনন্দজনক হয়, তবে আরও বিচিত্র।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তাহাও বেশী বিচিত্র নয়—কেননা তাহারা তো এরূপ সরস বাক্যামৃত আর কখনও শুনিতে পান নাই।

লীলাশুক বাধা দিয়া বলিলেন—আপনার ভক্তগণ নিরন্তর আপনার সুমধুর ভক্তি-রসময় অনুলাপের (পুনঃ পুনঃ কথনে) লহরী-সৌরভে সর্ব্বদা আমোদিত। তাঁহাদের পক্ষে আর নূতন কি ? এ কথাতো বহু পূর্ব্বে আপনিই শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় বলিয়াছেন। সুতরাং তাদৃশ ভক্তগণের পক্ষেও যে ইহা প্রীতিকর হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। এ সকল তো, প্রভো আপনারই কৃপা-মহিমা।

১১২ শ্লোক-ব্যাখ্যা।

অনুগ্রহ-দ্বিগুণ-বিশাল-লোচনৈ-
রনুস্মরন্মৃদু-মুরলী-রবামৃতৈঃ।
যতো যতঃ প্রসরতি মে বিলোচনং
ততস্ততঃ স্ফুরতু তবৈব বৈভবম্ ॥ ১১২

ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—অয়ে লীলাশুক, তোমার এই বিশুদ্ধ প্রগাঢ় প্রেমবিকশিত বাক্য অতি সত্যই বটে। তোমার এইরূপ অনুরাগের পুরস্কার স্বরূপ আর কোনও মূল্যবান্ ধন আমার নাই; কেবল একমাত্র আমিই ইহার মূল্য। আমি তোমার বশীভূত হইলাম। তুমি অল্পদিন হইল, শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছ। তুমি তোমার এই নরদেহের আস্বাদ্য শ্রীবৃন্দাবন-রাস-দর্শনাদি সুখ সমূহ কতিপয় দিবস অনুভব কর; পরে তুমি আমার এই লীলায় প্রবেশ করিবে,—এই বলিয়া শ্রীমতী রাধিকাসহ যুগলরূপে স্নেহপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করার জন্য উদ্যত হইলেন। শ্রীল লীলাশুকের হৃদয়ে তখন যুগলরূপ দর্শনের বিরহ দুঃখ উদিত হইল। তিনি সেই বিরহা-শঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া অতি দীনভাবে বলিতে লাগিলেন—নাথ সপরিবার আপনাকে না দেখিয়া আমি কি প্রকারে দিন অতি-বাহিত করিব? আমি তো আপনার অদর্শন সহিতে পারিব না—অতএব আমার প্রার্থনা এই—আপনাকে স্মরণ করিতে করিতে

যেখানে যেখানে আমার নয়ন যাইবে, তৎ তৎ স্থলেই যেন আপনার বৈভব আমার নয়ন সমক্ষে স্ফুরিত হয়েন। আমি আপনার বৈভব কি ভাবে দেখিতে প্রার্থনা করি, তাহা নিবেদন করিতেছি—হে যুগল-কিশোর আপনাদের উভয়ের লোচন-যুগল স্বভাবতঃই বিশাল। অনুগ্রহপূর্ব্বক দ্বিগুণবিশাল নয়নে আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন, এবং আপনার মধুর মোহন মুরলীর মৃদু রবামৃতে আমার কর্ণযুগল নিরন্তর পরিপূরিত রাখিবেন। এই ভাবে আপনাদের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে বৈদগ্ধ্য বিলাসাদিময় লীলা-মাধুর্য্য যেন অনুক্ষণ আমার নয়ন-সমক্ষে স্ফুরিত হয়েন, আপনাদের শ্রীচরণে আমার এখন এই একমাত্র প্রার্থনা।"

শ্রীল কবিরাজ মহোদয় ইহারই ভাবগ্রহণ করিয়া একটী সরল সরস শ্লোক লিখিয়া ব্যাখ্যার উপসংহার করিয়াছেন, তদ্ যথা—

অক্ষোরগ্রে সদা তিষ্ঠ নয় বা মাং পদাস্তিকং।
ইতি দীনঃ কথং ব্রূয়াং নেত্রাগ্রে স্ফুর তৎ সদা ॥

নয়ন সমক্ষে তুমি থাক দিবানিশি
কিম্বা পদাস্তিকে নিয়ে কর মোরে দাসী
দীন আমি, বলিতে কি পারি যোগ্য বাণী ?
নয়ন সমুখে স্ফুর, ওহে নীলমণি।

ইতি শ্রীল কবিরাজ কৃষ্ণদাস-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত ব্যাখ্যানাস্বাদ-প্রয়াসঃ কশ্চিদ্দীন দ্বিজ-সুতস্য।

সমাপ্তি

ভ্রান্ত, শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্লিষ্ট জীবনের শেষে
জীর্ণ, শীর্ণ, দীর্ণ ক্ষুণ্ণ বিষণ্ণ মানসে,—
কোন মতে লয়েছিনু এ ভার মাথায়,
সঁপিলাম হরিপদে হরির কৃপায়।
প্রেমময় ভক্ত এই বেহারী আমার,
যার যত্নে ধর্মোদ্যমে এ গ্রন্থ-প্রচার॥
শ্রীমান্ বেহারীলাল রায় মহোদয়,
ভকতিভূষণ প্রেমী অতি রসময়।
তাঁর যদি তৃপ্তি হয় এ গ্রন্থ পঠনে,
ভক্তগণ সুখী হন যদি অধ্যয়নে,—
তবেই জানিব মোর শুভ ভাগ্যোদয়।
শুভাশীষ কর সবে হইয়া সদয়॥
সুপুণ্য কার্ত্তিক মাস পুণ্য পুরীধাম
শ্রীগৌর-গম্ভীরা,—যথা সদা কৃষ্ণনাম;—
কৃষ্ণকর্ণামৃত ব্যাখ্যা তথা আস্বাদন
তেরশ আটাশ সালে হলো সমাপন॥

শেষ

হে মম চির সখা,
শ্যামল উপবনে নীবিড় নিরজনে
তোমার ও মুখপানে
কেবল চেয়ে থাকা—
জীবন ব্রতমম হউক অনুখন ;
গোপীর প্রাণধন,—
ও মুখ মধুমাখা।
পরাণ তোমা চায়, দিবস বৃথা যায়
যদি না খুঁজে পায়
তিলেক তব দেখা।
আকুল হিয়া মোর, ঝরে লোচন লোর,
তোমার ভাবে ভোর ;
হৃদয়ে তুমি আঁকা।
শ্যাম যমুনা কুলে সে নীপতরুমূলে
মুরলী মধুরোলে
আর কি হবে দেখা ?

তোমারই সেবারাম*

---

* গ্রন্থকারের আত্মগুরুদত্ত নাম।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত

(দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতক)

বোম্বাইনিবাসী ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রেষ্ঠী—লীলাশুক বিরচিত শতকত্রয়সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি শ্রীক্ষেত্রস্থিত শ্রীরাধাকান্ত মঠের পুস্তকাগারে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি গ্রন্থ সমূহের মধ্যে উড়িয়া অক্ষরে লিখিত এই শতকত্রয়সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের এক পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি। এই সংগ্রহ কত প্রাচীন, তাহা বলা যায় না। আমি বিশেষরূপে জানিয়াছি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে গবর্ণমেণ্ট সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগ্রন্থসমূহের মধ্যে শতক-ত্রয়াত্মক একখানি সটীক শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ আছে। টীকাকারের নাম শ্রীমৎ পাপয়ল্লয় সূরি—নিবাস মান্দ্রাজ প্রদেশ। ইহাতে অনেকেরই ধারণা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত শতকত্রয়াত্মক গ্রন্থ। শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দাক্ষিণ দেশ হইতে যে অংশ আনয়ন করিয়াছিলেন, শ্রীল গোপাল ভট্টপাদ ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি সেই অংশেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপর দুই শতকও শ্রীলীলাশুক প্রণীত এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থেরই অঙ্গ।

কিন্তু এদেশে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত নামে কবিরাজ গোস্বামিকৃত টীকা সহ যে গ্রন্থখানি প্রচলিত আছে তাহার আদ্যন্ত পাঠ করিলে সহজেই প্রতীত হয় যে এই গ্রন্থেই উহার উপসংহার হইয়াছে।

গ্রন্থকার নিজেই গ্রন্থের উপসংহারাত্মক শ্লোক নিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। শ্রীলীলাশুক বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ যে এই একশত বারটী পদ্যেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে, গ্রন্থখানির শেষভাগ পাঠমাত্রেই তাহা সম্যক্‌রূপে প্রতীত হয়।

অপর যে শতকদ্বয় দৃষ্ট হয়, সেই সকল শ্লোকের কতিপয় শ্লোক আমাদের গোস্বামি-গ্রন্থে বিল্বমঙ্গল-রচিত বলিয়া প্রমাণও উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। যে যে স্থান তাহারা প্রথম শতকের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎ তৎ স্থলে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের শ্লোক বা লীলাশুককৃত শ্লোক বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন। লীলাশুক, বিল্বমঙ্গল ও শিহ্লন মিশ্র একই ব্যক্তি বলিয়া আমার বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে আমি অনুসন্ধানের সময় ও সুবিধা পাই নাই। শান্তিশতক যাঁহার কৃত, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতও তাঁহারই কৃত। অপর দুই শতকে যে সকল শ্লোক দৃষ্ট হয়, তৎসকলই বিল্বমঙ্গল কৃত; কিম্বা অপর কোন পরবর্ত্তী কবি বিল্বমঙ্গলের অনুকরণে এই সকল শ্লোক নিবদ্ধ করিয়া শতক-ত্রয়াত্মক শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, অথবা অপরাপর প্রাচীন বিকীর্ণাবস্থায় প্রাপ্ত শ্লোকসমূহ কেহ সংগ্রহ করিয়া পরবর্ত্তী দুই শতকযোজনা করিয়াছেন। ইহা অনুসন্ধান পূর্ব্বক বিচারের বিষয় বলিয়াই আমার মনে হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীবিল্বমঙ্গল কৃত কোষকাব্য নামেও একখানি গ্রন্থ মুর্শিদাবাদের রাধারমণ যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। উহার সম্পাদক ও অনুবাদক সুসজ্জ দুর্গাপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র

নাথ বাগ্‌চী। ইনি এই গ্রন্থখানি পাবনা জেলায় ভাঙ্গাবাড়ী নিবাসী পণ্ডিত ৺ভুবনেশ্বর বিশারদ মহাশয়ের নিকেতনে প্রাপ্ত হন। আমি পড়িয়া দেখিলাম এই গ্রন্থখানিতে যে ১০১টী শ্লোক আছে, উহাদের মধ্যে অর্দ্ধেকেরও বেশী শ্লোক ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস প্রকাশিত শতকত্রয়াত্মক শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে দৃষ্ট হয়।

ইহাতে এই ধারণা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বলবতী হইতেছে, যে বিল্বমঙ্গলের কৃত শ্লোক সংগ্রহ অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের সকলগুলি শ্লোক বিল্বমঙ্গল কৃত না হইলেও এই সংগ্রহ ও সংযোজন ব্যাপার নিতান্ত আধুনিক নহে। শ্রীল পাপ বল্লভ সূরির সময় নির্ণীত হইলে এই বিষয়ের কতকটা সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক শ্লোকগুলি প্রেমভক্তিময় ও উৎকৃষ্ট রসাত্মক সুতরাং আমি এই গ্রন্থে উক্ত দুই শতক, এবং কোষ কাব্যে নিহিত অতিরিক্ত কতিপয় শ্লোক নিবদ্ধ করিয়া দিলাম।

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ
২৫ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত দ্বিতীয় শতকম্

১

অভিনব-নবনীত-স্নিগ্ধমাপীতদুগ্ধং
দধিকণ-পরিদিগ্ধং মুগ্ধমঙ্গং মুরারেঃ
দিশতু ভুবন-কৃচ্ছ্রচ্ছেদি তাপিঞ্ছ গুচ্ছ-
চ্ছবি নব-শিখিপিচ্ছে লাঞ্ছিতং
লাঞ্ছিতং নঃ।

২

যাং দৃষ্ট্বা যমুনাং পিপাসুরনিশং
ব্যূহো গবাং গাহতে
বিদ্যুত্বানিতি নীলকণ্ঠ নিবহো
যাং দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠতে।
উত্তংসায় তমালপল্লবমিতি
চ্ছিন্দন্তি যাং গোপিকাঃ
কান্তিঃ কালীয়শাসনস্য বপুষঃ
সা পাবনী পাতু নঃ।

৩

মাতর্মাতঃ পরমনুচিতং
যৎ খলানাং পুরস্তাদ্
অস্তাশঙ্কং জঠর পিঠরী
পূর্ত্তয়ে নর্ত্তিতাসি
তৎকর্ত্তব্যং সহজ সরলে
বৎসলে বাণি কুর্ব্বে
প্রায়শ্চিত্তং গুণগণনয়া
গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ॥

৪

দেবঃ পায়াৎ পয়সি বিমলে
যামুনে মজ্জতীনাম্
যাচন্তীনাং মনোনয়পদৈ
র্বঞ্চিতান্যংশুকানি
লজ্জালোলৈরলস-বলনৈ
কুঞ্চিতৎ পঞ্চবাণৈ
র্গোপস্ত্রীণাং নয়নকুসুমৈ
রর্চ্চিতঃ কেশবো নঃ।

৫

অঙ্গুল্যাগ্রৈররুণকিরণৈ
র্মুক্তসংরুদ্ধ রন্ধ্রং
বারংবারং বদন মরুতা
বেণুমাপূরয়ন্তম্
ব্যত্যস্তাঙ্ঘ্রি বিকচ কমল-
চ্ছায় বিস্তারি নেত্রং

বন্দে বৃন্দাবন সুচরিতং
নন্দগোপাল সূনুম্।

৬

বেণীমূলে বিরচিতঘন-
শ্যামপিঞ্ছাবচূড়ো
বিদ্যুল্লেখা বলয়িত ইব
স্নিগ্ধপীতাম্বরেণ
মামালিঙ্গন্ মরকত মণি
স্তম্ভ গম্ভীর বাহুঃ
স্বপ্নে দৃষ্টঃ শ্চরুণ তুলসী
ভূষণো নীলমেঘঃ।

৭

মন্দং মন্দং মধুর নিনদৈ
র্বেণুমাপূরয়ন্তং
বৃন্দং বৃন্দাবন ভুবি গবাং
চারয়ন্তং চরন্তং
ছন্দোভাগাং শতমুখ-
মথধ্বসিনাং দানবানাং
হন্তারং তং কথয় রসনে
গোপকন্যাভুজঙ্গম্।

৮

কৃষ্ণে হৃত্বা সিচয়নিচয়ং
কূলকুঞ্জাধিরূঢ়ে
মুগ্ধা কাচিন্ মুহুরনুনয়ৈঃ
কিংম্বিতিব্যাহরন্তী
সভ্রূভঙ্গং সদয়হসিতং
সত্রপং সানুরাগং
ছায়া শৌরেঃ করতলাগতা
শুষ্কবাঞ্ছা চকর্ষ।

৯

অপি জনুষি পরস্মিন্নাপ্তপুণ্যো ভবেয়ং
তটভুবি যমুনায়াংস্তাদৃশো বংশনালঃ
অনুভবতি য এষ শ্রীমদাভীরসূনো-
রধরমণিসমীপন্যাসধন্যামবস্থাম্।

১০

অয়ি পরিচিনু চেতঃ প্রাতরম্ভোজনেত্রং
কবরকলিতচঞ্চৎ পিঞ্ছদামাভিরামম্।
বলভিদুপলনীলং বল্লবীভাগধেয়ং
নিখিল নিগমবল্লীমূলকন্দং মুকুন্দম্।

১১

অয়ি মুরলি-মুকুন্দস্মের বক্ত্রারবিন্দ-
শ্বসন-মধুরসজ্ঞে ত্বাং প্রণাম্যাত্ম যাচে
অধরমণিসমীপং প্রাপ্তবত্যাং ভবত্যা
কথয় রহসি কর্ণে মদ্দশাং নন্দসূনোঃ

১২

সজলজলদনীলং বল্লবীকেলি-লোলং
শ্রিত-সুর-তরুমূলং বিদ্যুদুল্লাসিচেলম্
সুর-রিপু-কুল-কালং সন্মনোবিম্বলীলং
নতসুরমুণিজালংনৌমি গোপালবালম্

১৩

অধর-বিম্ব-বিড়ম্বিতবিভ্রমং
মধুরবেণু-নিনাদ-বিনোদিনম্।
কমল কোমল নম্র মুখাম্বুজং
কমপি গোপ-কুমারমুপাস্মহে।

১৪

অধরে বিনিবেশ্য বংশনালং
বিবরাণ্যস্য সলীলমঙ্গুলিভিঃ
মুহুরন্তরয়ন্ মুহুর্বিবৃণ্বন্
মধুরং গায়তি মাধবো বনান্তে

১৫

বদনে নবনীতগন্ধবাহং
বচনে তস্কর-চাতুরীধুরীণম্
নয়নে কুহকাশ্রুমাশ্রয়েথাঃ
চরণে কোমলং তাণ্ডবং কুমারম্।

১৬

অমুনাখিলগোপগোপনার্থং
যমুনা-রোধসি নন্দনন্দনেন
দমুনা বনসম্ভবঃ পপেনঃ
কিমুনাসৌ শরণার্থিনাং শরণ্যম্।

১৭

জগদাদরনীয় সারভাবং
জলজাপত্যবচো-বিচারগম্যম্
তনুতাং তনুতাংশিবেতরাণাং
সুর-নাথোপল সুন্দরং মহো নঃ।

১৮

যাশেখরে শ্রুতি-গিরাংহৃদিযোগভাজাং
পাদাম্বুজে চ সুলভা ব্রজসুন্দরীণাম্
সা কাপি সর্ব্বজগতামভিরাম সীমা
কামায় নো ভবতু গোপকিশোর-মূর্ত্তিঃ

১৯

অত্যন্ত বালমতসী কুসুমপ্রকাশং
দিগ্বাসসং কনকভূষণ-ভূষিতাঙ্গম্
বিস্রস্তকেশমরুণাধরমায়তাক্ষং
কৃষ্ণং নমামি মনসা বসুদেবসূনুম্।

২০

হস্তাঙ্ঘ্রি-নিক্বণিত কঙ্কণ কিঙ্কিণীকং
মধ্যে নিতম্ব মবলম্বিত হেমসূত্রম্।
মুক্তা কলাপ মুকুলীকৃত কাকপক্ষং
বন্দামহে ব্রজচরং বসুদেব-ভাগ্যম্।

২১

বৃন্দাবন দ্রুমতলেষু গবাঙ্গণেষু
বেদাবসান সময়েষু চ দৃশ্যতে যৎ
তদ্বেণু নাদনপরং শিখিপিঞ্ছচূড়ং
ব্রহ্ম স্মরামি কমলেক্ষণমভ্রনীলম্ ।

২২

ব্যত্যস্তপাদমবতংসিত বর্হিবর্হং
সাচীকৃতাননবিবেশিতবেণুরন্ধ্রম্
তেজঃ পরং পরমকারুণিকং পুরস্তাৎ
প্রাণ-প্রয়াণ সময়ে মম সন্নিধত্তাম্ ।

২৩

ঘোষ-প্রঘোষ-শমনার্থমথো গুণেন
মধ্যে ববন্ধ জননী নবনীত-চোরম্
তদ্বন্ধনং ত্রিজগতামুদরাশ্রয়াণাম্
আক্রোশ কারণমহো নিতরাং বভূব

২৪

শৈবা বয়ং ন খলু তত্র বিচারণীয়ং
পঞ্চাক্ষরীজপপরা নিতরাং তথাপি
চেতো মদীয়মতসী-কুসুমাবভাসং
স্মেরাননং স্মরতি গোপবধূ কিশোরম্

২৫

রাধা পুনাতু জগদচ্যুতদত্তচিত্তা
মন্থানমাকলয়তি দধিরিক্ত পাত্রে
তস্যাঃ স্তন-স্তবক-চঞ্চল-লোল দৃষ্টিঃ
দেবোঽপি দোহনধিয়া বৃষভং নিরুন্ধন্

২৬

গোধূলি ধূসরিত কোমল কুন্তলাগ্রং
গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ কেলিকৃত প্রয়াসম্
গোপীজনস্য কুচ কুঙ্কুম মুদ্রিতাঙ্গং
গোবিন্দমিন্দু বদনং শরণং ভজামঃ ।

২৭

যদ্ রোমরন্ধ্র-পরিপূর্ত্তি বিধাবদক্ষাঃ
বারাহ-জন্মনি বভূবুরমী সমুদ্রাঃ ।
তং নাম নাথমরবিন্দদৃশং যশোদা-
পাণিদ্বয়ান্তরজলৈঃ স্নপয়াম্বভূব ।

২৮

পরমিমমুপদেশমাদ্রীয়ধ্বম্
নিগমবনেষু নিতান্ত চারখিন্নাঃ
বিচিনুত ভবনেষু বল্লবীনাং
উপনিষদর্থমুলূখলে নিবদ্ধম্ ।

২৯

দেবকী-তনয়-পূজন পূতঃ
পূতনারি চরণোদকধৌতঃ
যদ্যহং স্মৃতধনঞ্জয়-সূতঃ
কিং করিষ্যতি স মে যমদূতঃ ।

৩০

জানতাং ভবভয়ৈক ভেষজং
মানসে মম মুহুর্মুহুর্মুহুঃ
গোপবেষমুপৈতুষঃ স্বয়ম্
যাপি কাপি রমণীয়তা বিভোঃ।

৩১

কর্ণালম্বিত কদম্ব-মঞ্জরী-
কেশরারুণ কপোল মণ্ডলম্
নির্মলং নিগম-বাগগোচরং
নীর্ম্মিমানমবলোকয়ামহে।

৩২

সাচি সঙ্কলিত লোচনোৎপলং
সাম্মি কুড্মলিত কোমলাধরম্।
বেগবল্গিতকরাঙ্গুলীমুখং
বেণু-নাদ রসিকং ভজাম্যহে।

৩৩

স্যন্দনে গরুড়মণ্ডিতধ্বজে
কুণ্ডিনে শতনয়াধিরোপিতা।
কেনচিন্নবতমালপল্লব-
শ্যামলেন পুরুষেণ নীয়তে॥

৩৪

মায়াতপান্থাঃ পথিস্তীমরথ্যা
দিগম্বরঃ কোপি তমালনীলঃ।
বিন্যস্তহস্তোপি নিতম্ববিম্বে
ধুতঃ সমাকর্ষতি বিত্তচিত্তম্॥

৩৫

অঙ্গনামঙ্গনামন্তরে মাধবো
মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ
সঞ্জগৌ বেণুনা দেবকী-নন্দনঃ॥

৩৬

কেকিকেকাদৃতানেকপঙ্কেরুহা
লীনহংসাবলী হৃষ্টতাহৃষ্টতা
কংসবংশাটবী দাহদাবানলঃ
সংজগৌ বেণুনা দেবকী-নন্দনঃ।

৩৭

কাপি বীণাভরারাবিণাকল্পিতঃ
কাপিবীণাভরা কিঙ্কণী নর্ত্তিতঃ
কাপি বাণাভিরামান্তরং গায়িতঃ
সংজগৌ বেণুনা দেবকী-নন্দনঃ॥

৩৮

চারুচন্দ্রাবলীলোচনৈশ্চুম্বিতো
গোপগোবৃন্দগোপালিকা বল্লভঃ
বল্লবীবৃন্দ-বৃন্দারক-কামুকঃ
সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ।

৩৯

মৌলিমালা মিলন্মত্তভৃঙ্গীলতা
ভীতভীত প্রিয়া-বিভ্রমালিঙ্গিতঃ
ত্রস্তগোপীকুচাভোগসংমেলিতঃ
সংজগৌ বেণুনা দেবকী-নন্দনঃ।

৪০

চারুচামীকরা ভাসমানাম্বরো
বৈজয়ন্তীল া-ভাসিতোরস্থলং
নন্দ বৃন্দাবনে বাসিতামগ্রাগঃ
সংজগৌ বেণুনা দেবকী-নন্দনঃ॥

৪১

বালিকা তালিকা-তাললীলালয়া
সঙ্গসংদাশেক ক্র তার্বিভ্রমঃ
গোপীকা গী দত্তাবধানঃ স্বয়ং
সংজগৌ বেণুনা দেবকী নন্দনঃ।

৪২

পারিজাতং মৃদ্ধত্যরাধাপরো
রোপয়ামাস ভাসাগৃহস্থাঙ্গনে
শীতশীতে বটে যামুনীয়ে তটে
সংজগৌ বেণুনা দেবকী-নন্দনঃ।

৪৩

অগ্রেদীর্ঘতরোধমর্জ্জুনতরু
স্তস্যাগ্রতো বর্ত্তিনী
সা ঘোষং সমুপৈতী তৎ পরিসরে
দেশে কলিঙ্গাত্মজা
তস্যাস্তীরতমাল কানন তলে
চক্রং গবাং চারয়ন্
গোপ-ক্রীড়িতিদর্শয়ন্নতি সথে
পন্থানমব্যাহতম্ ॥

৪৪

গোধূলিধূসরিত কোমলগোপবেশং
গোপাল বালক শতৈরনুগম্যমানম্
সায়ন্তনে প্রতিগৃহং পশুবন্ধনার্থং
গচ্ছন্তমচ্যুতশিশুং প্রণতোস্মি নিত্যম্

৪৫

নিধি লাবণ্যানাং নিখিল
জগতাশ্চর্য্যনিলয়ং
নিজাবাসাভাসাংন-বধিক
নিশ্রেয়সরসম্
সুধাধারাসারং সুকৃত-
পরিপাকং মৃগদৃশাং
প্রপদ্যে মাঙ্গল্যং প্রথমমধিদেবং
কৃতধিয়াং।

৪৬

আতাম্রপাণিকোমলং প্রণয়িপ্রতোদং
আলালহার-মণিকুণ্ডল হেমসূত্রম

আবিঃ শ্রমাম্বুকণমম্বুদনীলমব্যাৎ
আন্তং ধনঞ্জয়রথাভরণং মহো নঃ।

৪৭

মথনিয়মিত কণ্ডন্ পাণ্ডবস্যন্দনাশ্বান্
অনুদিনমভিসিঞ্চন্নঞ্জলীস্থৈপয়োভিঃ
অবতু বিতত গাত্রস্তোত্রসংস্তুতমৌলিঃ
দশন-বিধৃত-রশ্মি দেবকীপুণ্যরাশিঃ

৪৮

ব্রজযুবতিসহায়েযৌবনোল্লাসিকায়ে
সকল শুভ বিলাসেকুন্দমন্দাবহাসে
মুনি-সরসিজভানৌ নন্দগোপালসূনৌ
নিবসতু মমচিত্তং তৎপদায়ত্তবৃত্তং ॥

৪৯

অরণ্যানীমার্দ্রস্মিতমধুরবিম্বাধরসুধা-
সরণ্যাসংক্রান্তৈঃসপদিমদয়ন্বেণুনিনদৈঃ
ধরণ্যাসানন্দোৎপুলকমৃশ-
গূঢ়াঙ্ঘ্রিকমলঃ
সরণ্যানামাস্তঃ সজয়তি শরীরী
মধুরিমা।

৫০

মুগ্ধংস্নিগ্ধংমধুরমুরলীমাধুরীধীরনাদৈঃ
কারংকারংকরণবিবশং
গোকুলব্যাকুলত্বং
শ্যামংকামংযুবজনমনোমোহনং
মোহনাঙ্গং
চিত্তেনিত্যং নিবসতু মহো
বল্লবীবল্লভং নঃ।

৫১

ত্রিভঙ্গগোপালবিলাসিনীনাং
সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিতসর্ব্বগাত্রং
পবিত্রমাম্নায়গিরামগম্যং
ব্রহ্মপ্রপদ্যে নবনীত-চোরং।

৫২

আনন্দেন যশোদয়াসমদনং
গোপাঙ্গনাভিশ্চিরং
সাশঙ্কং বলবিদ্বিষা সকুসুমৈঃ
সিদ্ধৈঃ পথিব্যাকুলম্।
সের্ষ্যং গোপকুমারকৈঃ সকরুণং
পৌরেজ্জনৈঃ সস্মিতং
যো দৃষ্টঃ স পুনাতু নোহসুর-রিপুঃ
প্রোৎক্ষিপ্ত-গোবর্দ্ধনঃ ॥

৫৩

অন্তর্গৃহে কৃষ্ণমবেক্ষ্য চোরং
বদ্ধাকপাটং জননী গতৈকা।
উলূখলে দামনিবদ্ধমেনং
তত্রাপি দৃষ্ট্বা স্তিমিতা বভূব ॥

৫৪

রত্নস্থলে জানুচরঃ কুমারঃ
সংক্রান্তমাত্মীয়মুখারবিন্দম্।
আদাতুকামস্তদলাভখেদা-
দ্বিলোক্য ধাত্রী বদনং রুরোদ ॥

৫৫

উপাসতামাত্মবিদঃ পুরাণাঃ
পরংপুমাংসং নিহিতং গুহায়াম্।
বয়ং যশোদা শিশুবাললীলা
কথাসুধাসিন্ধুষু লীলয়ামঃ ॥

৫৬

বিক্রেতুকামা কিল গোপকন্যা-
মুরারিপাদার্পিত চিত্তবৃত্তিঃ।
দধ্যাদিকং মোহবশাদবোচদ্
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।

৫৭

উলূখলং বা যমিনাং মনো বা
গোপাঙ্গনানাং কুচকুট্মলং বা।
মুরারিনাম্নঃ কলভস্য নূন
মালানমাসীত্ত্রিতয়ংহি লোকে।

৫৮

করারবিন্দেন পদারবিন্দং
মুখারবিন্দে বিনিবেশয়ন্তম্
বটস্য পত্রস্য পুটে শয়ানং
বালং মুকুন্দং মনসা স্মরামি।

৫৯

শম্ভো স্বাগতমাস্যতামিতইতো
বামেন পদ্মাসনে
ক্রৌঞ্চারে কুশলং সুখং সুরপতে
বিত্তেশ নোদৃশ্যসে।
ইত্থং স্বপ্নগতস্য কৈটভজিতঃ
শ্রুত্বা য শোদাগিরঃ
কিং কিং বালক জল্পসীতিরচিতং
থূথূকৃতং পাতু নঃ ॥

৬০

মাতঃ কিং যদুনাথ দেহি চষকং
কিন্তেন পাতুং পয়ঃ।
তন্নাস্ত্যদ্যকদাস্তি বা নিশিনিশা
কা বান্ধকারোদয়ঃ।
আমীল্যাক্ষি যুগং নিশাপ্যুপগতা
দেহীতি মাতুর্মুহু
র্বক্ষোজাম্বরকর্ষণোদ্যতকরঃ
কৃষ্ণঃ স পুষ্ণাতু নঃ ॥

৬১

কালিন্দীপুলিনোদরেষুমুষলী
যাবদগতঃ খেলিতুং
তাবৎকর্ব্বুরিকাপয়ঃ পিব হরে
বর্দ্ধিষ্যতে তে শিখা।
ইত্থং বালতয়া প্রতারণপরং
শ্রুত্বা যশোদাগিরঃ
পায়ান্নঃস্বশিখাং স্পৃশন্ প্রমুদিতঃ
ক্ষীরেঽর্দ্ধপীতে হরিঃ॥

৬২

কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত লোচনস্য পিবতঃ
পর্য্যায় পীতং স্তনং।
সদ্যঃ প্রস্নুত দুগ্ধবিন্দু মপরং
হস্তেন সংমার্জ্জিতঃ॥
মাত্রৈকাঙ্গুলীলালিতস্যচিবুকে
স্মেরাননস্যাধরে
শৌরে ক্ষীরকণান্বিতানি পাতিতা-
দন্তদ্যুতিঃ পাতু নঃ।

৬৩

কৈলাসোনবনীততিক্ষিতিরিয়ং
প্রাগ্ভুক্ত মৃল্লোষ্টিতি।
ক্ষীরোদোপি নিপীতদুগ্ধতিলসৎ
স্মের-প্রফুল্লে মুখে॥
মাত্রাহজীর্ণধিয়া দৃঢ়ং চাকতয়া
নষ্টাস্মি দৃষ্টঃ কয়া।
থুথু বৎসক জীবজীবচির
মিত্যুক্তো বতাম্নো হরিঃ

৬৪

উত্তুঙ্গস্তন-মণ্ডলে পবিলসৎ
প্রালম্ব মুক্তামণে
রন্তর্বিম্বিতাইন্দ্রনীলনিকর-
চ্ছায়ানুকারিদ্যুতিঃ।
লজ্জাব্যাজমুপেত্য নম্রবদনা
স্পষ্টং মুরারে র্বপুঃ
পশ্যন্তি মুদিতা মুদেঽস্তু ভবতাং
লক্ষ্মীর্বিবাহোৎসবে।

৬৫

কৃষ্ণেনাম্বগতেনরন্তু মধুনা
মৃদ্ভক্ষিতা স্বেচ্ছয়া
সত্যং কৃষ্ণ কএবমাহ মুরলী
মিথ্যাম্ব পশ্যাননম্।
ব্যাদেহী তে বিদারিতে শিশুমুখে
দৃষ্ট্বা সমস্তং জগৎ

মাতা যস্য জগাম বিস্ময়-পদং
পায়াৎ স নঃ কেশবঃ

৬৬

স্বাতী সপত্নী কিল তারকাণাং
মুক্তা ফলানাং জননীতি রোষাৎ
সা রোহিণী নীলমসূত রত্নং
কৃতাস্পদং গোপবধূকুচেষু ।

৬৭

বৃতান্তমেতস্য বিলোকনীয়ং
কৃষ্ণং মণিস্তম্ভগতং মৃগাক্ষী
নিরীক্ষ্য সাক্ষাদিব কৃষ্ণমগ্রে
দ্বেধা বিতেনে নবনীতমেকম্ ।

৬৮

বৎস জাগৃহি বিভাতমাগতং
জীব কৃষ্ণ শরদাং শতং শতম্ ।
ইত্যুদীর্য্য সচিরং যশোদয়া
দৃশ্যমানবদনাম্বুজং ভজে ।

৬৯

ওষ্ঠং জিঘ্রৎ শিশুরিতি ধিয়া
চুম্বিতো বল্লবীভিঃ
কণ্ঠং গৃহ্ণন্ ক্বণিত পদং
গাঢ়মালিঙ্গিতাঙ্গঃ
দোষ্ণা লজ্জাপদমভিমৃশন্
অঙ্কমারোপিতাত্মা
ধূর্ত্ত-স্বামী হরতু দুরিতং
দূরতো বালকৃষ্ণঃ ।

৭০

এতে লক্ষ্মণ জানকীবিরহিতং
মা খেদয়ন্ত্যম্বুদা
মর্ম্মাণীব চ ঘট্টয়ন্ত্যলমমী
ক্রূরাঃ কদম্বানিলাঃ ।
ইত্থং ব্যাহৃত পূর্ব্বজন্মচরিতো
যো রাধয়া বীক্ষিতঃ
সের্ষ্যং শঙ্কিতয়া স নঃ সুখয়তু
স্বপ্নায়মানো হরিঃ ।

৭১

ওষ্ঠং মুঞ্চ হরে বিভেমি ভবতা
পানে হৃতা পূতনা
কণ্ঠাশ্লেষমমুং জহীহি দলিতা
বালিঙ্গনেনার্জ্জুনৌ ।
মা দেহি ছুরিতং হিরণ্যকশিপু
নীতোনখৈঃ পঞ্চতাং
ইত্থং বারিত রাত্রিকেলিরবতাৎ
লক্ষ্যাপহাসাৎ হরিঃ ॥

৭২

রাম নাম বভূব হুঁ তদবলা
সীতেতি হুঁ তাং পিতু
র্বাচা পঞ্চবটীতটে বিহরতঃ
তস্যাহরৎ রাবণঃ ।
নিদ্রার্থং জননী কথামিতি হরেঃ
হুঙ্কারতঃ শৃণ্বতঃ
সৌমিত্রে ক্ব ধনুর্ধনুর্ধনুরিতি
ব্যগ্রাগিরঃ পাতু বঃ ।

৭৩

বালোঽপি শৈলোদ্ধরণাগ্রপাণিঃ
নীলোঽপি নীরন্ধ্রতমঃপ্রদীপঃ
ধীরোঽপি রাধানয়নাববদ্ধো
জারোঽপি সংসারহরঃ কুতস্ত্বম্ ।

৭৪

বালায় নীলবপুষে নব কিঙ্কিণীক-
জালাভিরামজঘনায় দিগম্বরায়
শার্দ্দূলদিব্য-নখ ভূষণ-ভূষিতায়
নন্দাত্মজায় নবনীতমুষে নমস্তে ।

৭৫

পাণৌ পায়সভক্তমাহিতরসং
বিভ্রন্ মুদা দক্ষিণে
সব্যে শারদচন্দ্রমণ্ডল নিভং
হৈয়ঙ্গবীনং দধৎ ।
কণ্ঠে কল্পিত-পুণ্ডরীকনখ-ম-
প্যুদ্দামদীপ্তিং দধৎ
দেবোদিব্যদিগম্বরো দিশতু নঃ
সৌখ্যং যশোদাশিশুঃ

৭৬

কিংকিণিকিণিকিণি রুচিরৈঃ ক্বণ
ভুবি রিঙ্গণৈঃ সদাঽটন্তম্
কুণুকুণুকুণুপদযুগযুগলং কঙ্কণ-
করভূষণং হরিং বন্দে ।

৭৭

সন্ধ্যাধে সুরভীণাং অম্ব মায়া
সংস্তু মনুবান্ধীম্
লম্বালকমবলম্বে তং বালং
তন্বীবলয়মালম্ ।

৭৮

অঞ্চিতপিচ্ছচূড়ং
বাঞ্ছিতসৌজন্যবল্লবীবলয়ম্।
অধরমণি-নিহিতবেণুং
বালং গোপালমনিশমবলম্বে।

৭৯

প্রহ্লাদাভাগধেয়ং নিগমমহাদ্রে-
গুহান্তরাধেয়ম্
নরহরিপদাভিধেয়ং
বিবিধ বিধেয়ং মমানুসন্ধেয়ম্ ।

৮০

সংসারে কিং সারং ?
কংসারে শ্চরণযুগল-পরিভজনম্।
জ্যোতিঃ কিম অন্ধকারে ?
যদ্ অন্ধকারেরণুস্মরণম্।

৮১

কলশ-নবনীত চোরে
কমলদৃক্ চন্দ্রকাকারে
বিহরতু নন্দ কুমারে
চেতো মম গোপসুন্দরীজারে।

৮২

কস্তং বাল বলানুজঃ কিমিহতে
মন্মন্দিরাশঙ্কয়া
জ্ঞাস্থেতৎ নবনীত পাত্র বিবরে
কস্তং কিমর্থং ন্যসেঃ ?
মাতঃ কঞ্চন বৎসকং মৃগয়িতুং
মাগা বিশাদং ক্ষণাৎ
ইত্যেবং বরবল্লবীপ্রতিবচঃ
কৃষ্ণ স পুষ্ণাতু নঃ॥

৮৩

গোপালাজির-কর্দ্দমে বিহরসে
বিপ্রাধ্বরে লজ্জসে
ব্রূষে গোধন হুংকৃতৈঃ স্তুতিশতৈঃ
মৌনং বিধৎসে বিদাম্
দাস্তং গোকুল পুংশ্চলীষু কুরুষে
স্বাম্যং ন দান্তাত্মসু
জ্ঞাতং কৃষ্ণ তবাংঙ্ঘ্রি পঙ্কজ-যুগং
প্রেমাচলং মঞ্জুলম্।

৮৪

নমস্তস্মৈ যশোদায়াদায়াদায়াস্ত
তেজসে।
যদ্রিয়াধামুখাম্ভোজং ভোজং
ভোজং ব্যবর্দ্ধত॥

৮৫

অবতারাঃ সন্ত্বন্যে সরসিজনয়নস্য
সর্ব্বতো ভদ্রাঃ
কৃষ্ণাদন্যঃ কোবা প্রভবতি
গোগোপ-গোপিকা মুক্তৈ।

৮৬

মধ্যে গোকুলমণ্ডলং প্রতিদিশং
চাম্বারবোজ্জৃম্ভিতে
প্রাতর্দোহমহোৎসবে নবঘন
শ্যামং রণন্নূপুরম্।

ভালে বালবিভূষণং কটিরটৎ
সৎকিঙ্কিনীমেখলং
কণ্ঠে ব্যাঘ্রনখং চ শৈশবকলা-
কল্যাণকার্ৎস্নং ভজে ।

৮৭

সজল জলদ নীলংদর্শিতোদারলীলং
করতলধৃতশৈলং বেণুবাদ্যেরসালম্
ব্রজজনকুলপালংকামিনীকেলিলোলং
কলিতগলিতমালংনৌমিগোপালবালম্

৮৮

স্মিতললিত কপোলং স্নগ্ধসঙ্গীতলোলং
ললিতচিকুরজালং চৌর্য্যচাতুর্য্যলীলম্
শতমখ রিপুকালং শাতকুম্ভাভচেলং
কুবলয়দললীলং নৌমি গোপালবালম্

৮৯

মুরলিনিনদলোলং মুগ্ধমায়ূরচৈলং
দলিত দনুজজালংধন্যসৌজন্যলীলম্ ।
পরহিতনবহেলং পদ্মসদ্মানুকূলং
নবজলধরনীলংনৌমি গোপাল বালম্

৯০

সরসগুণ-নিকায়ং সচ্চিদানন্দকায়ং
শমিতসকল মায়ং সত্যলক্ষ্মীসহায়ম্।
শম-দম সমুদায়ং শান্তসর্ব্বান্তরায়ং
সুহৃদযজনদায়ং নৌমি গোপালবালম্ ।

৯১

লক্ষ্মীকলত্রং ললিতাব্জনেত্রং
পূর্ণেন্দুবক্ত্রং পুরুহূতমিত্রম্
কারুণ্য-পাত্রং কমনীয়গাত্রং
বন্দে পবিত্রং বসুদেব-পুত্রম্ ।

৯২

মদময় মদময় হরগং
যমুনামবতীর্য্য বীথ শালীয়ং
মমরতিমমমর্তিরস্ফূর্ত্তি-
শমনপরঃ স ক্রিয়াৎ কৃষ্ণঃ ।

৯৩

মৌলৌ মায়ুর বর্হং মৃগমদতিলকং
চারু ললাট পট্টে ।
কর্ণে দ্বন্দ্বে চ তালী দলঘটিত মৃদুলং
মৌক্তিকং নাসিকায়াম্ ।
হারো মন্দার মালা পরিমল ভরিতে
কৌস্তভস্যোপকণ্ঠে
পাণৌ বেণুশ্চ যস্য ব্রজযুবত যুতঃ
পাতু পীতাম্বরো নঃ ।

৯৪

মুরারিণা বারি-বিহার কালে
মৃগেক্ষণানাং মুষিতাংশুকানাম্
করদ্বয়ং বা কচ-সংহৃতির্ব্বা
প্রমীলনং বা পরিধানমাসীৎ ।

৯৫

লোকামুন্মদয়ন্ শ্রুতীর্মুখরয়ন্
ক্ষৌণীরুহান্ হর্ষয়ন্
শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মৃগান বিবশয়ন্
গোবৃন্দমানন্দয়ন্,
গোপান্ সংভ্রময়ন্ মুনীন্ মুকুলয়ন্
সপ্তস্বরান্ জৃম্ভয়ন্
ওঁকারার্থমুদীরয়ন্ বিজয়তে
বংশী-নিনাদঃ শিশোঃ ।

৯৬

দেবক্যা জঠরাকরে সমুদিতঃ
ক্রীতঃ গবাং পালিনা
নন্দেনানকদুন্দুভের্নিজসুতা-
পণ্যেন পুণ্যাত্মনা
গোপালাবলিমুগ্ধহারতরলো
গোপীজনালঙ্কৃতিঃ
স্থেয়ান্মে হৃদি সন্ততং সুমধুরঃ
কোঽপীন্দ্রনীলো মণিঃ ।

৯৭

যাসাং গোপাঙ্গনানাং লসদসিততরা
লোললীলাকটাক্ষা
যন্নাসা চারুমুক্তামণিরুচিনিকর-
ব্যোমগঙ্গা প্রবাহে
মীনায়ন্তেঽপি তাসাং অতি রভসচলৎ
চারু লোলালকান্তা
ভৃঙ্গায়ন্তে যদঙ্ঘ্রি-দ্বয়-সরসিরুহে
পাতু পীতাম্বরো নঃ ।

৯৮

যদ্বেণু শ্রেণীরূপস্থিতসুষিরমুখোদ্-
গীর্ণনাদপ্রভিন্না
এণাক্ষস্তৎক্ষণেন ত্রুটিতনিজপতি
প্রেমবন্ধা বভূবুঃ ।
অস্তব্যস্তালকান্তাঃ স্ফুরদধরকুচ-
দ্বন্দ্বনাভিপ্রদেশাঃ
কামাবেশ-প্রকর্ষ-প্রকটিতপুলকাঃ
পাতু পীতাম্বরো নঃ ।

৯৯

পীঠে পীঠ নিষণ্ণবালকগলে
তিষ্ঠন্ স গোপালকো
যন্ত্রান্তস্থিত দুগ্ধভাণ্ডমবকৃ-
ষ্যাচ্ছাদ্য ঘণ্টারবম্ ।

যস্ত্যোগোপান্তকৃতাঞ্জলিঃ কৃতশিরঃ
কম্পং পয়ো যোঽপিবৎ
সোঽব্যাদাগত গোপিকানয়নয়োঃ
গণ্ডূষফুৎকারকৃৎ ॥

১০০

ত্বয়িপ্রসন্নে ময়ি কিং গুণেন
ত্বয্যপ্রসন্নেন ময়ি কিং গুণেন
রক্তেবিরক্তেদয়িতেঽঙ্গনানাং
বৃথাভবেৎকুঙ্কুম-পত্র-ভঙ্গঃ।

১০১

যজ্ঞৈরীজিমহে ধনং দধিমহে
পাত্রেষু নূ্যনং বয়ম্
বৃদ্ধান্ ভোজিমহে তপশ্চ কুমহে
জন্মান্তরে দুশ্চরম্।
যেনাস্মাকমভূদনন্ত সুলভা
ভক্তির্ভবেদ্দ্বেষিণী
চাণূরদ্বিষি ভক্ত-কল্মষমুষি
শ্রেয়ঃপুষি শ্রীজুষি।

১০২

গায়ন্তি ক্ষণদা বিরামসময়ে
সানন্দবিন্দু প্রভা
ক্ষয্যন্ত্যো নিজদন্তকান্তিনিবহৈঃ
গোপাঙ্গনাগোকুলে
মথ্নন্ত্যো দধিপাণিকঙ্কণ ঝণৎ-
কারানুরূপং জবাৎ
ব্যালোলদ্বসনাঞ্চলায় মনিশং
পীতাম্বরোঽব্যাৎ স নঃ।

১০৩

অংসালম্বিতবাম কুণ্ডলধরং
মন্দোন্নত ভ্রূলতং
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিতকোমলাধরপুটং
সাচি প্রসারেক্ষণম্।
আলোলাঙ্গুলি পল্লবৈর্মুরলিকা-
মাপূরয়ন্তং মুদা
মূলে কল্পতরো স্ত্রিভঙ্গ ললিতং
ধ্যায়ে জগন্মোহনম্।

১০৪

মল্লৈঃ শৈলেন্দ্রকল্পঃ শিশুরিতরজনৈঃ
পুষ্পচাপোঽঙ্গনাভিঃ
গোপৈস্ত প্রাকৃতাত্মা দিবি কুলিশভৃতা
বিশ্বকায়োঽপ্রমেয়ঃ
ক্রুদ্ধঃ কংসেন কালো ভয়চকিতদৃশা
যোগিভির্ধ্যেয়মূর্ত্তি
দৃষ্টো রঙ্গাবতারো হরিরমরগণা-
নন্দকৃৎ পাতু যুষ্মান্।

১০৫

সংবিষ্টো মণিবিষ্টরেষ্কতল-
ধ্যাসীন রাধামুখে
কস্তূরী তিলকং মুদা বিরচয়ন্
হর্ষাৎ কুচৌ সংস্পৃশন্
অন্যোন্যস্মিত চন্দ্রিকা কিশলয়ৈ-
রারাধয়ন্ মন্মথং
গোপী-গোপ-পরিবৃতো বহুপতিঃ
পায়াজ্জগন্মোহনঃ।

১০৬

আকৃষ্টে বসনাঞ্চলে কুবলয়-
শ্যামাং হ্রিয়াধঃকৃতা
দৃষ্টিঃ সংবলিতা রুচা কুচযুগে
স্বর্ণপ্রভে শ্রীমতি।
বালঃ কশ্চন চূতপল্লব ইতি
ভ্রান্ত্যা স্মিতাস্ত শ্রিয়ং
প্রিয়াংস্তামথ রুক্মিণীং নতমুখী
কৃষ্ণঃ স পুষ্ণাতু নঃ।

১০৭

উর্ব্ব্যাং কোঽপি মহীধরো লঘুতরো
দোর্ভ্যাং ধৃতোলীলয়া
তেন ত্বং দিবি ভূতলে চ সততং
গোবর্দ্ধনোদ্ধারকঃ।
ত্বাং ত্রৈলোক্যধরং বহামি কুচয়ো
রগ্রেণ তদ্ গণ্যতে
কিংবা কেশব ভাষণেন বহুনা
পুণ্যৈর্যশোলভ্যতে।

১০৮

সন্ধ্যাবন্দন ভোভদ্র মস্ত ভবতে
ভো স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবা পিতরশ্চ তর্পণ-বিধৌ
নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্
যত্র কাপি নিষদ্য যাদবকুলো-
ত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং
মন্যে কিমন্যেন মে।

১০৯

হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে
হে সিন্ধু-কন্যা-পতে
হে কংসান্তক হে গজেন্দ্র করুণা-
পারীণ হে মাধব
হে রামানুজ হে জগৎ ত্রয়ো-গুরো
হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাম্
হে গোপীজননাথ পালয় পরং
জানামি ন ত্বাং বিনা

১১০

কস্তূরী তিলকং ললাট ফলকে
বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে গজমৌক্তিকং করতলে
বেণুং করে কঙ্কণম্
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনঞ্চ কলয়ন্
কণ্ঠেচ মুক্তাবলিং
গোপস্ত্রী-পরিবেষ্টিতো বিজয়তে
গোপাল চূড়ামণিঃ

১১১

যস্যাস্মভূতস্য গুরোঃ প্রসাদাদ্
অহং বিমুক্তোঽস্মি শরীর-বন্ধাৎ
সর্ব্বোপদেষ্টুঃ পুরুষোত্তমস্য
তস্যাঙ্ঘ্রি-পদ্মং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্ ।

ইতি শ্রীলীলাশুক-বিরচিতে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে
দ্বিতীয়ং শতকং সমাপ্তম্

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতং তৃতীয় শতকম্

১

অস্তি স্বস্ত্যয়নং সমস্তজগতামভ্যস্ত
লক্ষ্মাস্তনং
বস্তু ধ্বস্তরজস্তমোভিরনিশং
ন্যস্তং পুরস্তাদিব ।
হস্তোদস্ত গিরীন্দ্র মস্ত তরু-
প্রস্তার-বিস্তারিত-
প্রস্তবস্তরুস্ নসং স্তরসং
প্রস্তাবিরাধাস্তভম্

২

রাধারাধিতবিভ্রমাদ্ভুতরসং
লাবণ্য রত্নাকরং
সাধারণ্যপদব্যতীতসহজ-
স্মেরাননাম্ভোরুহম্ ।
আলম্বে হরিনীলগর্ব্বগুরুতা-
সর্ব্বস্বনির্ব্বাপণম্
বালং বৈণবিকং বিমুগ্ধমধুরং
মূর্দ্ধাভিষিক্তং মহঃ ।

৩

করিণামলভ্যা গতি-বৈভবং ভজে
করুণাবলম্বিতকিশোরবিগ্রহম্
যমিনামনারত-বিহারি মানসে
যমুনা-বনান্ত-রসিকং পরং মহঃ।

৪

অতন্দ্রিত ত্রিজগদপি ব্রজাঙ্গনা
নিয়ন্ত্রিতং বিপুল বিলোচনাঞ্জনৈঃ
নিরন্তরং মম হৃদয়ে বিজৃম্ভতাং
সমন্ততঃ সরসতরং পরং মহঃ।

৫

কন্দর্প-প্রতিমল্ল-কান্তি-বিভবং
কাদম্বিনী বান্ধবং
বৃন্দারণ্য-বিলাসিনী-ব্যসনিনং
বেষেণ ভূষাময়ম্
মন্দং স্মের মুখাম্বুজং মধুরিম-
ব্যামৃষ্ট-বিম্বাধরম্
বন্দে কন্দলিতার্দ্র যৌবন বনং
কৈশোরকং শার্ঙ্গিণঃ।

৬

আমুক্তমানুষমমুক্ত নিজানুভাবং
আরূঢ়বিগ্রহমগূঢ়বিদগ্ধ লীলম্
আমৃষ্ট যৌবনমনষ্ট কিশোর ভাবং
আদ্যং মহঃ কিমপি মাদ্যতি মানসে মে

৭

তে তে ভাবাঃ সকলজগতি
লোভনীয় প্রভাবা
নানাতৃষ্ণা সুহৃদি হৃদি মে
কামমাবির্ভবন্তু
বীণাবেণু কণিত লসিত
স্মের-বক্ত্রারবিন্দাৎ
নাহং জানে মধুরমপরং
নন্দপুণ্যাম্বুপূরাৎ।

৮

সুকৃতিভিরাদৃতে সরসবেণুনিনাদ-সুধা
রস-লহরী বিহার-নিরবগ্রহকর্ণপুটে।
ব্রজবর সুন্দরীমুখ-সরোরুহ সারসিকে
মহসি কদানুমজ্জতি মদীয়মিদং হৃদয়ম্

৯

তৃষ্ণাতুরে চেতসি জৃম্ভমাণঃ
মুষ্ণন্ মুহুর্মোহ মহান্ধকারম্
পুষ্ণাতু নঃ পুণ্যোদধিকসিন্ধোঃ
কৃষ্ণস্য কারুণ্য-কটাক্ষ কেলিঃ।

১০

নিখিল নিগম মৌলিলালিতং
পদকমলং পরমস্য তেজসঃ।
ব্রজ ভুবি বহুমন্মহেতরাম্
সরস করীষবিশেষভূষিতম্।

১১

উদারমৃদুলস্মিতব্যতিকরাভিরামাননং
মুদামুহুরুদীর্ণয়া মুনিমনো-
মুজাম্রেড়িতম্
মদালসবিলোচন ব্রজবধূমুখাস্বাদিতং
কদানু কমলেক্ষণং কমপি
বালমালোকয়ে।

১২

ব্রজজনমদযোবিল্লোচনোচ্ছিষ্টশেষৌ
কৃতমতিচপলভ্যাংলোচনাভ্যামুভাভ্যাং
সকৃদপি পরিপাতুং তে বয়ং পারয়ামঃ
কুবলয়-দল নীলঃ কান্তি পূরং কদানু।

১৩

ঘোষযোষিদনুগীতবৈভবং
কোমলস্তনিতবেণু-নিঃস্বনম্
সারভূতমভিরামসম্পদাম্
ধামতামরসলোচনং ভজে।

১৪

লীলয়াললিতয়াবলম্বিতং
মূলগেহমিবমূর্তিসম্পদাম্
নীল নীরদ-বিকাশ-বিভ্রমং
বালমেব বয়মাশ্রয়ামহে।

১৫

বন্দে মুরারে শ্চরণার বিন্দ-
দ্বন্দ্বং দয়াদর্শিত-শৈশবস্য
বন্দারবৃন্দারকবৃন্দমৌলি-
মন্দার মালা বিনির্মর্দ্দভীরু।

১৬

যস্মিন্ নৃত্যতি যস্য শেখরভরৈঃ
ক্রৌঞ্চদ্বিষন্শ্চন্দ্রকী
যস্মিন্ হৃষ্যতি যস্য ঘোষ সুরভিং
জিঘ্রন্ বৃষো ধূর্জ্জটেঃ
যস্মিন্ সর্জ্জতি যস্য বিভ্রম গতিং
বাঞ্ছন্ হরেঃ সিন্ধুরঃ
তৎবৃন্দাবনকল্পকদ্রুমবনং
তং বা কিশোরং ভজে।

১৭

অরুণাধরামৃত বিশেষিতং স্মিতং
বরুণালয়ানুগত বর্ণ-বৈভবম্

তরুণারবিন্দদল দীর্ঘলোচনং
করুণালয়ং কমপি বালমাশ্রয়ে।

১৮

লাবণ্য বীচী-ললিতাঙ্গ ভূষাং
ভূষাপদারোপিত পুণ্যবর্হাম্
কারুণ্য-ধারাচ্ছটাক্ষমালাং
বালাং ভজে বল্লব-বংশলক্ষ্মীম্।

১৯

মধুরৈকরসং বপুর্বিভো
র্মথুরাবীথিচরং ভজামহে
নগরী-মৃগশাব লোচনানাং
নয়নেন্দীবরবর্ষবর্ষিতম্।

২০

পর্য্যাকুলেন নয়নান্তবিজৃম্ভিতেন
বক্ত্রেণ কোমল দরস্মিতবিভ্রমেণ
মন্ত্রেণ মঞ্জুলতরেণ চ জল্পিতেন
নন্দস্য হন্ত তনয়ো হৃদয়ং দুনোতি।

২১

কন্দর্প কণ্ডুল কটাক্ষ বন্দী
রিন্দীবরাক্ষীরভিলাষমানান্
মন্দস্মিতাধার মুখারবিন্দান্
বন্দামহে বল্লবধূর্ত্তপাদান্।

২২

লীলাটোপকটাক্ষ নির্ভরপরি-
ষঙ্গপ্রসঙ্গাধিক
প্রীতেরীতি-বিভঙ্গ-সঙ্গরলসৎ
বেণুপ্রণাদামৃতে
রাধা-লোচন-লালিতেল্লললিত
স্মেরে মুরারে র্মুদা
মাধুর্য্যৈকরসে মুখেন্দুকমলে
মগ্নং মদীয়ং মনঃ।

২৩

শরণাগতব্রজ পঞ্জরে
শরণে শার্ঙ্গধরাস্তবৈভবে
কৃপয়া ধৃতগোপ-বিগ্রহে
কিয়দন্যন্ মৃগয়ামহে বয়ম্।

২৪

জগৎ ত্রয়ৈকান্তমনোজ্ঞ ভূমি
চেতস্যজস্রং মম সন্নিধত্তাং
রামাসমাস্বাদিত সৌকুমার্য্যং
রাধাস্তনাভোগরসজ্ঞমোজঃ।

২৫

বয়মেতে বিশ্বসিমঃ করুণাকর-
কীর্ত্তি কিংবদন্ত্যগ্রে
অপিচ বিভো তব ললিতে
চপলতরা মতিরিয়ং বাল্যে।

২৬

বৎসপালচরঃ কোপি বৎসঃ
শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ।
উৎসবায় কদা ভাবিত্যুৎস্নকে
মমলোচনে।

২৭

মধুরিমভরিতে মনোভিরামে
মৃদুলতরস্মিতমুদ্রিতাননেন্দৌ
ত্রিভুবননয়নৈক লোভনীয়ে
মহসি বয়ং ব্রজভাঞ্জিলালসাঃ স্মঃ।

২৮

মুখারবিন্দে মকরন্দবিন্দু-
নিস্পন্দ লীলামুরলী নিনাদে
ব্রজাঙ্গনাপাঙ্গ তরঙ্গভৃঙ্গ-
সংগ্রাম ভূমৌ তব লালসাঃস্মঃ।

২৯

আতাম্রায়ত-লোচনাংশুলহরী
লীলাসুধাপ্যায়িতৈঃ
গীতাম্রেড়িত দিব্যকেলিভরিতৈঃ
স্ফীতং ব্রজস্ত্রীজনৈঃ
স্বেদাম্ভঃকণভূষিতেন কিমপি
স্মেরেণ বক্ত্রেন্দুনা
পাদম্ভোজ মৃদুপ্রচার সুলভং
পশ্যামি দৃশ্যং মহঃ।

৩০

পাণৌ বেণুঃ প্রকৃতিসুকুমারা-
কৃতৌ বাল্যলক্ষ্মীঃ
পার্শ্বে বালা প্রণয়সরসা
লোকিতাপাঙ্গলীলা
মৌলৌ বর্হাং মধুরবদনা-
ম্ভোরুহে মৌগ্ধ্যমুদ্রে
ত্যার্দ্রাকারং কিমপি কিতবং
জ্যোতিরস্বেষয়ামঃ।

৩১

আরূঢ়বেণুতরুণাধরবিভ্রমেণ
মাধুর্য্যশালীবদনাম্বুজমুদ্বহন্তী
আলোক্যতাং কিমনয়া বনদেবতা বঃ
কৈশোরকে বয়সি কাঞ্চন কান্তিযষ্টিঃ

৩২

অনন্ত সাধারণ কান্তি কান্ত-
মাক্রান্ত গোপীনয়নারবিন্দম্।
পুংসঃ পুরাণস্ত নবং বিলাসং
পুণ্যেন পূর্ণেন বিলোকয়িষ্যে।

৩৩

সাষ্টাঙ্গপাতমভিবন্দ্যসমস্তভাবৈঃ
সর্ব্বান্ সুরেন্দ্রনিকরানিদমেব যাচে
মন্দস্মিতার্দ্রমধুরাননচন্দ্রবিম্বে
নন্দস্ত পুণ্যনিচয়ে মমভক্তিরস্তু।

৩৪

এষু প্রবাহেষু স এব মন্যে
ক্ষণোঽপি গণ্য পুরুষায়ুষেষু
আস্বাদ্যতে যত্র কয়াপি বৃত্ত্যা
নীলস্য বালস্য নিজং চরিত্রম্ ।

৩৫

নিসর্গসরসাধরং
নিজদয়ার্দ্রদিব্যেক্ষণং
মনোজ্ঞমুখপঙ্কজং
মধুরসাদ্রমন্দ্রস্মিতম্
রসজ্ঞহৃদয়াস্পদং
রমিতবল্লবীলোচনং
পুনঃপুনরুপাস্মহে
ভুবনলোভনীয়ং মহঃ ।

৩৬

স কোঽপি বালঃসরসীরুহাক্ষঃ
সাচ ব্রজস্ত্রীজনপাদধূলিঃ
মুহুস্তদেতৎ যুগলং মদীয়ে
মোমুহ্যমানেঽপি মনস্যুদেতু ।

৩৭

ময়ি প্রয়াণাভিমুখে চ বল্লবী
স্তনদ্বয়ীদুর্ললিতঃ স বালকঃ
শনৈঃ শনৈঃ শ্রাবিতবেণু-নিস্বনঃ
বিলাসবেষেন পুরঃ প্রতীয়তাম্ ।

৩৮

অস্তি ভূমিমভূমিমেব বা
বচসাং বাসিত বল্লবীস্তনম্
মনসামপরং রসায়নং
মধুরাদ্বৈতমুপাস্মহে মহঃ ।

৩৯

জননান্তরেঽপি জগদেকমণ্ডনে
কমনীয় ধাম্নি কমলায়তেক্ষণে
ব্রজসুন্দরীজনবিলোচনামৃতে
চপলানি সন্তু সকলেন্দ্রিয়ানি মে ।

৪০

মুনিশ্রেণী-বন্দ্য মদভরলসৎ বল্লববধূ-
স্তনশ্রোণীবিম্বস্তিমিতস্মিত-
নয়নাম্ভোজসুভগম্
পুনঃশ্লাঘাভূমিং পুলকিতগিরাং
নৈগমগিরাং
ঘনশ্যামং বন্দে কিমপি
কমনীয়াকৃতি মহঃ

৪১

অগ্নচুম্বতামবিচলেন চেতসা
মনুজাকৃতে ম ধুরিমশ্রিয়ং বিভো
অয়ি দেব কৃষ্ণদয়িতেতি জল্পতাং
অপি নো ভবেয়ুরপিনামতাদৃশঃ।

৪২

কিশোরবেষেণ কৃশোদরীদৃশাং
বিশেষদৃশ্যেন বিশাল-লোচনম্
যশোদয়া লব্ধ যশোনবাম্বুদং
নিশাময়ে নীলনিশাকরং কদা।

৪৩

প্রকৃতিরবতু নো বিলাস লক্ষ্যাঃ
প্রকৃতিজড়ং প্রণতাপরাধবাধ্যাম্।
সুকৃতি কৃতপদং কিশোর ভাবে
সুকৃতিমনঃ প্রণিধানগাত্রমোজঃ।

৪৪

অপহসিত-সুধা মদাবলাপৈ
রতিসুমনোহর মার্দ্রমন্দহাসৈঃ
ব্রজযুবতীবিলোচনাবলেহ্যং
রময়তু ধাম রমাবরোধনং নঃ

৪৫

অঙ্কুরিতস্মের-দশাবিশেষৈঃ
অশ্রান্তহর্ষামৃতবর্ষমক্ষ্যাম্।
সংক্রীড়তাং চেতসি গোপকন্যা-
ঘন-স্তন-স্বস্ত্যয়নং মহো নঃ।

৪৬

মৃগমদপঙ্কসঙ্করবিশেষিত বন্য-
মহাগিরিতটগণ্ডঘনদ্রববিক্রমিতম্
অজিতভুজান্তরং ভজত হেবতগোপবধূ
স্তনকলশস্থলীঘুসৃণ-মর্দন কর্দমিতম্।

৪৭

আমূলপল্লবিতলীলমপাঙ্গ-জালৈঃ
আসিঞ্চতী ভুবনমাদৃত গোপবেষা
বাল্যাকৃতি মৃদুল মুগ্ধমুখেন্দুবিম্বা-
মাধুর্য্যসিদ্ধিরবতাদমধু বিধিবো নঃ।

৪৮

বিরণন্মণিনূপুরং ব্রজৎ
চরণাম্ভোজমুপাস্তশার্ঙ্গিণঃ।
সরসে সরসি শ্রিয়াশ্রিতং
কমলং বা কলহংসনাদিতম্।

৪৯

শরণমশরণানাং শারদাম্ভোজনেত্রং
নিরবধিমধুরিম্না নীলবেষেণরম্যম্
স্মর-শর পরতন্ত্র-স্মেরনেত্রাম্বুজাভি
র্ব্রজযুবতীভিরব্যাদ্ব্রহ্মসংবেষ্টিতং নঃ।

৫০

সুব্যক্তিকান্তি-ভরসৌরভদিব্যগাত্রং
অব্যক্তযৌবন হরীত-কিশোরভাবম্
গব্যানুপালনবিধাবনুশিষ্টমব্যাৎ
অব্যাজরম্য মখিলেশ্বরবৈভবং নঃ।

৫১

অনুগতমমরীণামম্বরালম্বিনীনাং
নয়ন-মধুরিম শ্রীনর্ম্ম নির্মাণসীমাম্
ব্রজ-যুবতী-বিলাস ব্যাপৃতাপাঙ্গমব্যাৎ
ত্রিভুবনসুকুমারংদেবকৈশোরকং নঃ।

৫২

আপাদমাচূড় রতি প্রসেকৈঃ
আপীয়মানা যমিনাং মনোভিঃ
গোপীজনজ্ঞ রতসাবতাৎ নঃ
গোপাল ভূপাল-কুমার-মূর্ত্তিঃ।

৫৩

দিষ্ট্যা বৃন্দাবন মৃগদৃশাং
বিপ্রযোগাকুলানাং
প্রত্যাসন্নং প্রণয় চপলা
পাঙ্গবীচী-তরঙ্গৈঃ
লক্ষ্মী লীলা কুবলয় দল-
শ্যামলং ধাম কামান্
পুষ্ণীয়ান্নঃ পুলকমুকুলা
ভোগভূষা-বিশেষম্।

৫৪

জয়তি গুহ-শিখীন্দ্রপিঞ্ছমৌলিঃ
সুরগিরিগৈরিক কল্পিতাঙ্গ-রাগঃ
সুরযুবতী-বিকীর্ণ সুনবর্ষ-
স্নপিতবিভূষিত কুন্তলঃ কুমারঃ।

৫৫

মধুর মন্দশুচিস্মিত মঞ্জুলং
বদন পঙ্কজমঙ্গজবেল্লিতম্।
বিজয়তাং ব্রজবাল বধূজন-
স্তনতটী-বিলুঠন্ নয়নং বিভোঃ।

৫৬

অলসবিলসমুগ্ধস্নিগ্ধংস্মিতং ব্রজসুন্দরী-
মদন-কদনখিন্নং ধন্যং মহদ্বদনাম্বুজম্।
তরুণমরুণজ্যোৎস্নাকাৎস্মিত-
স্নপিতাধরং
জয়তি বিজয়শ্রেণীমেণীদৃশামদয়ন্মহঃ।

৫৭

রাধাকেলি-কটাক্ষবীক্ষিতমহা
বক্ষঃস্থলীং মণ্ডনা
জীয়াসুঃ পুলকাঙ্কুরস্ত্রিভুবন-
স্বাদীয়সস্তেজসঃ

ক্রীড়াস্তপ্রতিসুপ্তদুগ্ধতনয়া-
মুগ্ধাবিবোধক্ষণ-
ত্রাসারূঢ়দৃঢ়োপগূঢ় গহনাঃ
সাম্রাজ্যসান্দ্রশ্রিয়ঃ।

৫৮

স্মিতস্রুত-সুধা-ধরা
মদ-শিখণ্ডি-বর্হাঙ্কিতা
বিশালনয়নাম্বুজা
ব্রজবিলাসিনী-বাসিতাঃ
মনোজ্ঞমুখ-পঙ্কজা
মধুরবেণু-নাদদ্রবা
জয়ন্তি মম চেতসঃ
চিরমুপাসিতা বাসনাঃ

৫৯

জীয়াদসৌশিখিশিখণ্ডকৃতাবতংসা
সাংসিদ্ধিকীসরসকান্তি-সুধাসমৃদ্ধিঃ
যদ্‌বিন্দু-লেশ-কণিকাপরিমাণভাগ্য-
সৌভাগ্যসীমপদমঞ্চতি পঞ্চবাণঃ।

৬০

আয়ামেন দৃশোর্বিশালতরয়ো
রক্ষয্যমার্দ্রস্মিত-
চ্ছায়াধবিত শারদেন্দু ললিতং
চাপল্যমাত্রং শিশোঃ
আয়াসানপরান্ বিধূয় রসিকৈঃ
রাস্বাদ্যমানং মুহুঃ
আয়াত্যুন্মদবল্লবীকুচভরা-
ধারং কিশোরং মহঃ।

৬১

স্কন্ধাবার সদঃ প্রজাঃ কতিপয়ে
গোপাঃসহায়াদয়ঃ
স্কন্ধালম্বিনিবৎসদাম্নি ধনদা
গোপাঙ্গনাঃ স্বাঙ্গনাঃ
শৃঙ্গারাগিরিগৈরিকং শিব শিব
শ্রীমন্তি বর্হাণি চ।
শৃঙ্গগ্রাহিকয়া তথাপি তমিমং
প্রাহুস্ত্রীলোকেশ্বরম্।

৬২

শ্রীমদ্ বর্হিশিখণ্ডমণ্ডনজুষে
শ্যামাভিরামত্বিষে
লাবণ্যৈকরসাবসিক্তবপুষে
লক্ষ্মীসরঃ প্রাবৃষে।
লীলাকৃষ্ট-রসজ্ঞ ধর্ম্মমনসে
লীলামৃত স্রোতসে
কেবা ন স্পৃহয়ন্তি হন্ত মহসে
গোপীজনপ্রেয়সে।

৬৩

আপাটলাধরমধীর বিলোলনেত্রং
আম্মোদনির্ভরিতমদ্ভুত-কান্তিপূরম্
আবিষ্মিতামৃতমশুস্মিত-লোভনীয়ং
আমুদ্রিতাননমহোমধুরং মুরারেঃ।

৬৪

জাগৃহি জাগৃহি চেতশ্চিরায়
চরিতার্থা ভবতঃ
অনুভূয়তামিদমিদং পুরস্থিতং
পূর্ণনির্বাণম্।

৬৫

চরণয়োররুণং করুণার্দ্রয়োঃ
কচভরে বহুলং বিপুলং দৃশোঃ
বপুষি মঞ্জুলমঞ্জন মেচকে
বয়সি বালমহো মধুরং মহঃ।

৬৬

বালাবর্হমনোজ্ঞ কুন্তল ভরা-
বন্যপ্রসূনোক্ষিতাং
শৈলেয়দ্রব কপ্তচিত্রতিলকাং
শশ্বন্ মনোহারিণীং
লীলাবেণুরবামৃতৈকরসিকাং
লাবণ্য-লক্ষ্মীময়ীং
বালাং বালতমালনীলবপুষং
বন্দে পরাং দেবতাম্

৬৭

জিহানং জিহানং মুখানে নবোষ্ঠাং
দুহানং দুহানং সুধাং বেণুনাদৈঃ।
লিহানং লিহানং মু দিব্যোরপাঙ্গৈ
র্মহানন্দ সর্বস্বং মেতন্নমেতম্।

৬৮

লসবর্হাপীড়ংললিতসদৃশং স্মের-বদনং
ভ্রমৎক্রীড়াপাঙ্গংপ্রণতজনতা-
নিবৃতিপদং
নবাম্ভোদশ্যামংনিজমধুরিমা-
মোদ-ভরিতং
পরংদেবং বন্দে পরিমিলিত-
কৈশোরক-রসম্।

৬৯

সারস্ত সামগ্র্যমিবাননেন
মাধুর্য চাতুর্যনিবন্ধিতেন
তারুণ্য কারুণ্য মিবেক্ষণেন
চাপ্যল্য সাফল্যমিদং দৃশো র্মে।

৭০

যত্র বা তত্র বা দেব যদি বিশ্বসিমস্থবি
নির্বাণমপিদুর্বারমর্বাচীনানি কিংপুনঃ

৭১

রাগান্ধগোপীজন বন্দিতাভ্যাং
যোগীন্দ্র ভৃঙ্গেন্দ্র-নিষেবিতাভ্যাম্
আতাম্রপঙ্কেরুহবিভ্রমাভ্যাং
স্বামিন্ পদাভ্যা ময়মঞ্জলিস্তে।

৭২

অর্থানুলাপান্ ব্রজসুন্দরীণাং
অকৃত্রিমাণাং সরস্বতীনাম্
আর্দ্রাশয়েন শ্রবণাঞ্চলেন
সংভাবয়ন্ ত্বং তরুণং গৃণীমঃ।

৭৩

মনসি মম সন্নিধত্তাং
মধুরমুখাম্বুরাপাঙ্গা
কর-কলিত-ললিতবংশা কাপি
কিশোরাকৃতিঃ কৃপালহরী।

৭৪

রক্ষস্তনঃ শিক্ষিত পশুপাল্যা
বালাকৃতা বর্হিশিখাবতংশা
প্রাণ-প্রিয়-প্রস্তুত-বেণু-গীতাঃ
শীতাদৃশোঃ শীতল গোপকন্যাঃ।

৭৫

স্মিতস্তবকিতাধরং শিশিরবেণু-
নাদামৃতং
মুহুস্তরল-লোচনং মদকটাক্ষ-
মালাবৃতম্
উরঃস্থলবিলীনয়া কমলয়া-
সমালিঙ্গিতং ভুবঃ
স্থলমুপাগতং ভুবনদৈবতং পাতু নঃ।

৭৬

দধিমথননিনাদৈস্তক্তনিদ্রঃ প্রভাতে
নিভৃত পদমগারং বল্লবীনাং প্রবিষ্টঃ
মুখ-কমল-সমীরৈরাশুনির্বাপ্য দীপান্
কবলিতনবনীতঃ পাতু গোপালবালঃ।

৭৭

নয়নাম্বুজে ভজতকামদুহং
হৃদয়াম্বুজে কিমপি কারুণিকম্
চরণাম্বুজে মুনিকুলৈকধনং
বদনাম্বুজে ব্রজবধূ-বিভবম্।

৭৮

নির্বাণনং হন্ত রসান্তরাণাং
নির্বাণ-সাম্রাজ্য-মিবাবতীর্ণম্
অন্যাজমাধুর্য্য-মহানিধানং
অব্যাদব্রজানামধিদৈবতং নঃ।

৭৯

গোপীনামভিনবগীতবেবহর্ষাৎ
অপীনস্তনভর-নির্ভরোপগূঢ়ম্

কেলীনামবতু স্বসৈরুপাস্তমানং
কালিন্দী-পুলিনচরং পরং মহো নঃ।

৮০

খেলতাং মনসি খেচরাঙ্গনা-
মাননীয়-মৃদুবেণু-নিঃস্বনৈঃ
কাননে কিমপি ন কৃতাস্পদং
কালমেঘকলহোদ্বহং মহঃ।

৮১

কালিন্দী-পুলিনে তমাল নিবিড়
চ্ছায়ে পুরঃ সঞ্চরৎ
তোয়ে তোয়জপত্রপাত্রনিহিতং
দধ্যন্নমশ্নাতি যঃ
বামে পাণিতলে নিধায় মধুরং
বেণু-বিষাণং কটি-
প্রান্তে গাশ্চবিলোকয়ন্প্রতিকলং
তং বালমালোকয়ে।

৮২

এণীশাব-বিলোচনাভিরলস-
শ্রেণীভরপ্রৌঢ়িভি
র্বেণীভূতরসক্ত মাভিরভিতঃ
শ্রেণীকৃতাভিবৃ তঃ
পাণীনামবিনোদয়ন্ রতিপদে
স্তুণীশরৈঃ সায়কৈঃ
বাণীনামপদং পরং ব্রজজন-
ক্ষৌণীপতিঃ পাতু নঃ।

৮৩

যদ্ গোপীবদনেন্দুমণ্ডনমভূৎ
কস্তূরিকা পত্রকং
যল্লক্ষ্মী-কুচশাতকুম্ভকলশ
ব্যাকোচমিন্দীবরম্
যন্নির্ব্বাণ-নিধানসাধন-বিধৌ
সিদ্ধাঞ্জনং যোগিনাং
তন্নঃ শ্যামলমাবিরস্তু হৃদয়ে
কৃষ্ণাভিধানং মহঃ।

৮৪

ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং
বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং
পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং
গো-গোপসংঘাবৃতম্
গোবিন্দং কলবেণু নাদ-নিরতং
দিব্যাঙ্গ-ভূষং ভজে।

৮৫

যন্নাভি-সরসী রুহান্তরপুটে
ভৃঙ্গায় মানো বিধিঃ
যদ্বক্ষঃ কমল-বিলাস-সদনং
যচ্চক্ষুষা চেন্দিরৌ
যৎপাদাব্জ বিনিঃসৃতা সুরনদী
শম্ভোঃ শিরোভূষণং
যন্নাম-স্মরণং ধুনোতি দুরিতং
পায়াৎ স নঃ কেশবঃ।

৮৬

রক্তস্থামসিত জলকৈ-
কুঞ্জালঃ পাদমূলে
মীনানাভি সরসি হৃদয়ে
মারবাণা মুরারেঃ
হারাঃ কণ্ঠে হরি মণিময়া
বক্ত্র পদ্মে দ্বিরেফাঃ
পিঞ্ছাচূড়া শ্চিকুর নিচয়ে
ঘোষযোষিৎ কটাক্ষাঃ।

৮৭

প্রাতঃ স্মরামি দধিঘোষবিধূতনিদ্রং
নিদ্রাবসানরমণীয়-মুখারবিন্দম্
হৃদ্যানবদ্যবপুষং নয়নাভিরামং
উন্নিদ্র পদ্ম-নয়নং নবনীত-চোরম্

৮৮

ফুল্লহল্লকবতংসকোল্লসদ্
গল্লমাগমগবী-গবেষিতম্
বল্লবী চিকুরবাসিতাঙ্গুলী
পল্লবং কমপি বল্লবং ভজে।

৮৯

স্তেয়ং হরের্হরতি যন্নবনীতচৌর্য্যং
জারত্বমস্য গুরুতল্পকৃতাপরাধম্
হত্যাং দশাননহতির্মধুপানদোষং
যৎ পুতনাস্তন পয়ঃ স পুনাতু কৃষ্ণঃ।

৯০

মারমাবস মদীয় মানসে
মাধবৈকনিলয়ে যদৃচ্ছয়া
হে রমারমণ বার্য্যতামসৌ
কঃ সহেত নিজবেশ্মলং ধনম্।

৯১

আকুঞ্চিতং জানুকরঞ্চ বামং
ন্যস্তাঞ্চিতৌ দক্ষিণহস্ত পদ্মে
আলোকয়ন্তং নবনীতখণ্ডং
বালং ভজে কৃষ্ণমুপানতাঙ্গম্।

৯২

মন্দার মূলে মদনাভিরামং
বিম্বাধরাপূরিতবেণু নাদম্।

গো-গোপ গোপী-জনমধ্য-সংস্থং
গোপং ভজে গোকুল-পূর্ণচন্দ্রম্।

৯৩

জানুভ্যামভিধাবন্তংবাহুভ্যামতিসুন্দরং
সুকুণ্ডলালকং বালং গোপালং
চিন্তয়েদ্বুধঃ।

৯৪

বিহায় কোদণ্ড-শরান্ মুহূর্তং
গৃহাণ পাণৌ মণিচারুবেণুম্।
ময়ূরবর্হঞ্চ নিজোত্তমাঙ্গে
সীতাপতে ত্বাং প্রণমামি পশ্চাৎ।

৯৫

অয়ংক্ষীরাম্ভোধেঃ পতিরিতি গবাং
পালক ইতি
শ্রিতোঽস্মাভিঃ ক্ষীরোপনয়নধিয়া
গোপতনয়ঃ।
অনেন প্রত্যূহো ব্যরচি সততং
যেন জননী-
স্তনাদপ্যস্মাকং সকৃদপি পয়ো
দুর্লভমভূৎ।

৯৬

হস্তমাক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ
কিমদ্ভুতং
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরষং
গণয়ামি তে।

৯৭

যা প্রীতি র্বিদুরার্পিতে মুররিপোঃ
কুন্ত্যার্পিতে যাদৃশী
যা গোবর্দ্ধনমূর্দ্ধ্নি যাচ পৃথুকে
স্তন্যে যশোদার্পিতে।
ভারদ্বাজ-সমর্পিতে শবরিকা-দত্তে
ঽধরে যোষিতাং
যা প্রীতিমু'নিপত্নিভক্তি রচিতে
হত্রাপি তাং তাং কুরু।

৯৮

তমসি রবিরিবোদ্যন্মজ্জতামম্বুরাশৌ
প্লব ইব তৃষিতানাং স্বাদুবর্ষীব মেঘঃ।
নিধিরিব বিধনানাংদীর্ঘতীব্রাময়ানাং
ভিষগিবকুশলং নোদাতু মায়ারু শৌরিঃ

৯৯

কোদণ্ডং মস্থণং সুগন্ধি বিশিখং
চক্রাব্জপাশাঙ্কুশং
হৈমীং বেণুলতাং করৈশ্চ দধতং
সিন্দূরপুঞ্জারুণম্

কন্দর্পাধিকসুন্দরং স্মিতমুখং
গোপাঙ্গনা-বেষ্টিতং
গোপালং মদনাধিপং তমভজেৎ
ত্রৈলোক্য-রক্ষামণিম্।

১০০

সায়ংকালে বনান্তে কুসুমিতসময়ে
সৈকতে চন্দ্রিকায়াং
ত্রৈলোক্যাকর্ষণাঙ্গং সুর-নর-গণিকা-
মোহনাপাঙ্গমূর্ত্তিম্।
সেব্যং শৃঙ্গারভাবৈ র্নবরসভরিতৈ
র্গোপকন্যা-সহস্রৈঃ
বন্দেঽহং রাসকেলিরতমতি সুভগং
বশ্যগোপাল-কৃষ্ণম্।

১০১

কদম্বমূলে ক্রীড়ন্তং বৃন্দাবননিষেবিতং
পদ্মোপরিস্থিতংবন্দেবেণুং গায়ন্তমচ্যুতম্

১০২

বালংনীলাম্বুদাভং নবমণিবিলসৎ-
কিঙ্কিণীজালবদ্ধ-
শ্রোণী-জঙ্ঘান্তযুগ্মং বিপুল রুরুনখ
প্রোল্লসৎ কণ্ঠভূষম্
ফুল্লাম্ভোজাভবক্ত্রং হতশকটপতৎ-
পূতনাদ্যং প্রসন্নং
গোবিন্দংবন্দিতেন্দ্রাদ্যমরবরমজং
পূজয়েদ্বাসরাদৌ।

১০৩

বন্দ্যং দেবৈর্মুকুন্দং বিকশিতকুরুবি-
ন্দাভমিন্দীবরাক্ষং
গোপী-গোবৃন্দবীতং জিতরিপুনিবহং
কুন্দ-মন্দার-হাসম্।
নীলগ্রীবাগ্র্যপিঞ্ছগ্রসন-সুবিলসৎ
কুণ্ডলং ভানুমন্তং
দেবং পীতাম্বরাঢ্যং যজ যজ দিনশো
মধ্যমাহ্নেরমাদ্যৈ।

১০৪

চক্রান্তধ্বস্তবৈরি-ব্রজমজিত মপা
স্তাবনীভারমাদ্যৈ-
রাবীতং নারদাদ্যৈর্মুনিভি রভিনুতং
তত্ত্ব-নির্ণীতি-হেতোঃ
সায়াহ্নে নির্ম্মলাঙ্গং নিরুপমরুচিরং
চিন্তয়েন্নীলভাসং
মন্ত্রী বিশ্বোদয়স্থিত্যাপহরণপদং
মুক্তিদং বাসুদেবম্

১০৫

অঙ্গুল্যাকঃ কপাটং প্রহরতি কুটিলে
মাধবঃ কিং বসন্তো
নোচক্রী কিং কুলালো নহি ধরণীধরঃ
কিং দ্বিজিহ্বঃ ফণীন্দ্রঃ
নাহং ঘোরাহিমর্দ্দী কিমসি খগপতিঃ
নোহরিঃ কিং কপীন্দ্রঃ
ইত্যেবং গোপকন্যাপ্রতিবচনজিতঃ
পাতুবশ্চক্রপাণিঃ

১০৬

রাধামোহন-মন্দিরাদুপগতঃ
চন্দ্রাবলীমূচিবান্
রাধে ক্ষেমময়েঽস্তি তস্য বচনং
শ্রুত্বাহ চন্দ্রাবলী
কংস-ক্ষেমময়ে বিমুগ্ধহৃদয়ে-
কংসঃ কদৃষ্টস্ত্বয়া
রাধাক্কেতি বিলজ্জিতো নতমুখঃ
স্মেরোহরিঃ পাতু বঃ।

১০৭

কোদণ্ডমৈক্ষব মখণ্ডমিষুঞ্চ পৌষ্পং
চক্রাব্জপাশসৃণিকাঞ্চনবংশনালম্
বিভ্রাণমষ্টবিধ বাহুভিরর্কবর্ণং
ধ্যায়েৎ হরিং মদন-গোপ বিলাসবেষম্

১০৮

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ং
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ-প্রদীপঃ
জয়তু জয়তু পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গঃ।

১০৯

কৃষ্ণানুস্মরণাদেব পাপসংঘাত পঞ্জরঃ
শতধাভেদ মায়াতি গিরি
র্বজ্রাহতোযথা ॥

ইতি শ্রীলীলাশুকবিরচিতে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে
তৃতীয়ং শতকং সমাপ্তম্।

শ্রীবিল্বমঙ্গলকৃত-

কোষকাব্যস্থকতিপয়াতিরিক্ত পদ্যানি।

১

যং বেদ বেদবিদপি প্রিয়মিন্দিরায়াঃ
যন্নাভি-নীররুহগর্ভগৃহো ন ধাতা
গোপাল-বালললনা বনমালিনস্তং
গোধূলিধূষরশরীরমরীরমং ত্বাঃ।

২

কনক-কমলমালঃ কেশিকংসাদিকালঃ
সমরভুবিকরালঃ প্রেমবাপী-মরালঃ
অখিলভুবনপালঃ পুণ্যবল্লী-প্রবালঃ
তব ভবতু বিভূত্যৈ নন্দ-গোপালবালঃ

৩

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলাবতার
সংসার-বারণ-বিদারণ-সিংহ বিষ্ণো
গোপীজনোপহৃত লোচন-পদ্মমাল
গোপালপালয় কৃপালয়মামপারাৎ।

৪

যশ্চিন্তিতোঽপি নিহন্ত্যশুভানি পুংসাং
যো যোগিনামপি মনো-বিষয়াদপেতঃ
জ্ঞানাত্মনে সকলবেদময়ায় তস্মৈ
নারায়ণায় ভববন্ধভিদে নমস্তে।

৫

গোপিকানয়নচাতকাবলী
পারণোৎসব পরম্পরার্পিকা
কাপি দীপ্যতি-বিভূষণ-প্রভা
চঞ্চলা জলদরাজিরঞ্জিকা।

৬

যো লীলয়া গোকুলগোপনায়
গোবর্দ্ধনং ভূধরমুদ্দধার
স্বিন্নঃ সকম্পঃ স বভূব রাধা-
পয়োধর-স্মাধর-দর্শনেন।

৭

নীলকণ্ঠনবপিচ্ছ শেখরং
নীলমেঘ-ললিতাঙ্গ-বৈভবম্
বালমঞ্জু-পলাসলোচনং
লোলকুন্তলধরং ভজেমহঃ

৮

নিরর্থকং তীর্থকদর্থনাভি
ক্রিয়েত কায়কিমপায়পাত্রং
সুখং শয়ানঃ শরণে শরণ্যম্
শ্রয়ে শ্রিয়ঃ কান্তমনন্তমন্তঃ।

৯

াম্বানমুষ্ণমথিতুদধি ন ক্ষমত্বং
বালোঽপিবৎস বিরমেতি যশোদয়োক্ত
ক্ষীরাব্ধি-মন্থন-বিধি-স্মৃতি-জাতহাসে
াস্থাস্পদং দিশতু নো বাসুদেব-সূনুঃ

১০

াখিলভুবনবন্ধো বৈ রুমিন্দোঃ
সরোজৈঃ
অনুচিতমিতিমত্বা বঃ স্ব পদারবিন্দং
ঘটয়িতুমিবমায়ী যোজয়িত্বাননেন্দৌ
টদলপুটশায়ী মঙ্গলং বঃ কৃষীষ্টঃ।

১১

় পাঞ্চজন্য করপঙ্কজাভ্যাং
নবেশিতঃ কৃষ্ণমুখারবিন্দে
রোজ গোক্ষীর মৃণাল-পাণ্ডুঃ
রোজমধ্যস্থ ইবৈকহংসঃ।

১২

বর্হাপীড়মনোহরাণি মধুর-
স্মেরাননেন্দুন্নতো
গর্হাকোটিনিবেশিতাম্বুধিমহা-
গর্ভাণীগাত্রশ্রিয়া
অর্হাণি ব্রজসুন্দরীগুন-প্রবা-
মার্দ্রাণি তেজাংসি মে
দুর্বারাণি দুরসদানি চ কথং
ধুম্বন্তি ধৈর্য্যং দৃশোঃ।

১৩

অম্লানং যদ্বন্দনকমলং
দিব্যদিব্যাভিরম্যং
নৈবাদ্রাক্ষীয়নয়নযুগলং
মন্দভাগ্যং মদীয়ম্
আবদ্ধোঽয়ং প্রণয়রসিকৈ
রঞ্জলি মে বিকল্পৈঃ
চেতস্তাবস্তবতু চপলং
জন্মজন্মান্তরেষু।

১৪

মন্দস্মিত-স্নপিত-মুগ্ধ-মুখারবিন্দে
মন্দানিলকুলিত-কোমল-কাক-পক্ষে
গোপা প্র গোপ-বনিতাজন-কর্ণপূরে
গোপালবালতিলকে রমতাং মনো মে

১৫

বর্হৈনাঙ্কিতমূর্দ্ধজো গজপতি
র্ভিন্নাঞ্জন-শ্যামলো
বেণুং লোলকরাঙ্গুলীভিরনিশং
বিভ্রজ্জ বক্তাম্বুজে

গায়ন্‌গান-রসেন গাঃ প্রমুদিতা
বৃন্দাবনে চারয়ন্
গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো
বিজয়তে গোপাল-চূড়ামণিঃ ।

১৬

লক্ষ্মীকান্তমনন্তকান্তি-বিভবং
ত্রৈলোক্যচিন্তামণিং
গোপং গোপতনুজ-গোপ-নিরতং
গোপাঙ্গনা-গোপিতম্
আলীঢ়াধরবেণু-মুদ্রিতমুখং
স্মের-স্মর-স্মারকং
বালং বাল-তমালনীলমমলং
গোপালমালোকয়ে ।

১৭

পদ্মমস্তু ভবতাং বিভূতয়ে
সূতিকা-ভবনমাদিবেধসঃ
শ্যামলা ভুজগভোগশায়িনী
দেবতা ভবতি যস্য দীর্ঘিকা ।

১৮

শ্যামলং বিপিন-কেলি-লম্পটং
কোমলং কমলপত্র-লোচনম্
দোহদং ব্রজবাসিনীদৃশাং
শীতলং মনসি জৃম্ভতাং মহঃ ।

১৯

কষ্টাদষ্টাঙ্গ যোগেন যং
নাপুর্মুনয়োঽপি যে ।
একাঙ্গযোগেনাভীরভীরবস্তমরীরমন্

২০

নিন্দন্তং দনুসূনু সৈরিভবিনি-
স্পন্দং দধানং পরি-
স্পন্দং মন্দতরং মুখেন্দুগুরুতা-
মিন্দিন্দিরান্দোলিতম্
নিন্দন্মন্দারবালসুন্দরদৃশা
কন্দর্প-কান্তংশ্রিয়ঃ
কন্দং নন্দকুলোদ্ভবং মম দৃশো
র্দ্বন্দস্য বন্দে মুদা ।

২১

নবনীলমেঘ-রুচিরঃ পুমান্
অবনীতলে বিধৃত-গোপ-বিগ্রহঃ
নমনীয়-মূর্তিরমরৈরপিস্বয়ং
নবনীত ভিক্ষুরধুনা সক্ষিস্যতাম্

২২

স্বগোচরে চারয় কিন্দদীয়া
মুপক্কশে গামপথে ব্রজন্তীম্

যদগোপনাথ ক্রিয়তে কদাচিৎ
ন চেতসাপি ত্বয়ি বৃত্তিভঙ্গঃ।

২৩

যো যোগভাজাং হৃদয়ৈকবন্ধুঃ
সুরাসুরাণামপি যো নমস্যঃ
যো ঘোষকান্তা-চরণেষু দৃশ্যঃ
স পাতু মাং সৌরভৃতো বয়স্যঃ।

২৪

অন্তে সহায়মভিবাঞ্ছসি চেৎ প্রয়াণে
তং পুণ্ডরীক-নয়নং ভজ সাধুচেতঃ
যং প্রত্যপদ্যত পুরা শরণাগতানাং
দৈত্যং দয়ার্দ্রহৃদয়েভুবি পাণ্ডবানাম্

২৫

বিমল-লোল-ললাটতটোল্লসৎ
কুটিলনীলচলালকজালকম্
নববলাহকমেচক বিগ্রহং
নমত গোকুল-পালকবালকম্।

২৬

শৈশবোল্লসিতকোমলাকৃতিং
কিল্বিষান্তকরমিন্দিরাপতিম্
পশ্য মে হৃদয়সঙ্গতং প্রিয়া
নন্দগোপ-তনয়ং মুহুর্মুহুঃ।

২৭

ভ্রমদ্ভ্রমরকুন্তলায়চিত
লোললীলালকং
কলী-কলিত-কিঙ্কিণী
ললিতমেখলাবন্ধনম্
কপোলফলকস্ফুরৎ
কনককুণ্ডলং তন্মহো
মম স্ফুরতু মানসে
মদনকেলিশয্যোত্থিতম্।

২৮

বন্দে মুকুন্দমরবিন্দ দলায়তাক্ষং
শঙ্খেন্দুকুন্দদশনং শিখিপিচ্ছবেশম্।
ইন্দ্রাদি-দেবগণ-বন্দিতপাদপদ্মং
বৃন্দাবনালয়মমুং বসুদেব-বালম্।

২৯

রাগাঙ্কুর শ্চেতসি গোপিকানাং
পুণ্যদ্রুম শ্চেতসি মুক্তিভাজাং
আনন্দপুষ্পং হৃদিভক্তিভাজাং
বিশ্বস্য বীজং ফলিতং শ্রিয়েঽস্তু।

৩০

আমহর্ষিসদাচারাদাচ গোপাঙ্গনাগণাৎ
ধামসন্ততেমল্লানসৌরভং তব হৃল্লভম্

ইতি কোষকাব্যাৎ শ্লোকসংগ্রহঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের

শ্রীকৃষ্ণবল্লভা-টীকা।

চারিশত বৎসরের অনেক অধিক কাল গত হইল, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়শিষ্য শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামি মহোদয় শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। আমি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে হস্তলিখিত বাঙ্গালা অনুরাগবল্লী গ্রন্থে এই গ্রন্থের নাম দেখিতে পাই। মনে হইতেছে হস্ত লিখিত ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থেও এই টীকার উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছিলাম। বৈষ্ণবাচার্য্য পরমারাধ্য শ্রীলপ্রভুপাদ পিতৃদেব মহোদয়ের গ্রন্থমধ্যে নানা প্রকার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ছিল। আমি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার শ্রীচরণ-তলে বসিয়া এ সকল বিষয়ে বহু উপদেশ ও সন্ধান প্রাপ্ত হইতাম। সর্ব্ব প্রথমে তিনিই আমায় মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও শ্রীভগবদ্গীতা পাঠে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তখন আমার বয়স সাত বৎসর মাত্র। তখনও উপনয়ন হয় নাই। তখন শ্রীপাদ গোপাল ভট্টের এই গ্রন্থের নাম শুনিয়াছিলাম। কিন্তু পাণ্ডুলিপি পাঠের প্রবৃত্তি তখনও হয় নাই। তাহার পরে আমি এই সকল বৈষ্ণব ইতিহাস গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিবার প্রবৃত্তি ও সুযোগ প্রাপ্ত হই। এ সকল অর্দ্ধ শতাব্দীর পুরাতন কথা।

সেই সুদীর্ঘ কাল এ সকল ঐতিহাসিক বিষয় ভুলিয়া অন্যান্য বিষয়ে মন দিয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামি

প্রভুপাদকে ভুলিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব—শ্রীপাদ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শাখাসন্তানের পক্ষে শ্রীপাদ গোপাল ভট্টকে ভুলিয়া থাকা—বাস্তবিকই অপরাধ।

শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামি বিলিখিত শ্রীভগবদ্ ভক্তি বিলাস গ্রন্থ—বৈষ্ণব স্মৃতি। আনন্দ বাজার ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সম্পাদকতা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার সময়ে এই প্রয়োজনীয় শ্রীগ্রন্থ খানির বহুল আলোচনা করিতাম। কিন্তু শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট কৃত শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা টীকার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করি নাই। ইহা এক প্রধান অপরাধ। বিগত চারি মাস কাল ব্যাপিয়া এই অপরাধের জন্য একরূপ উন্মত্তের ন্যায় দিন যামিনী অতিবাহিত করিয়াছি।

ঘটনা এই যে শ্রীমান্ বিহারী লাল রায় মহোদয় শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের রস-মাধুর্য্য-আস্বাদনের সহায়রূপে একখানি গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য যখন আমার প্রতি ভারার্পণ করেন, তখন তাঁহার মনে এ বাসনারও উদয় হয়, যে শ্রীল গোপাল ভট্ট পাদের টীকা প্রকাশ করিতে পারিলে ভক্ত-সমাজের আহ্লাদের বিষয় হইবে। যে দিন তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, সেই দিন হইতেই আমার হৃদয়েও এই টীকা অনুসন্ধানের বাসনা তীব্ররূপে উদিত হয়। আমি বহু স্থানের পুস্তকাগারে ইহার পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধান করি। যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বহুল শ্রীগ্রন্থ এই সময়ের মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা টীকা খানি সংগ্রহ ও মুদ্রণের প্রয়াস আমি কুত্রাপি দেখিতে পাই নাই।

গত কার্ত্তিক মাসে শ্রীপুরীধামে গিয়াছিলাম। শ্রীগম্ভীরা মন্দির হইতে কতকটা দূরে কোন এক বৈষ্ণব দেবমন্দিরের পুস্তকালয়ের অধিকারিগণ কৃপা করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ তালিকা আমায় দর্শন করিতে দিয়াছিলেন। আমি তাহাতে সহসা এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির নাম দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হই, এবং কয়েক দিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দুই বেলা দীর্ঘ পথ যাতায়াত করিয়া এই টীকা নকল করিতে প্রবৃত্ত হই। গ্রন্থখানি দেবনাগর অক্ষরে লিখিত—অত্যন্ত অশুদ্ধ। নকল করিতে প্রবৃত্ত হইলাম বটে—কিন্তু সে এক বিড়ম্বনা। অধিকারিগণ পুঁথি কিছুতেই ছাড়েন না, আমি গ্রন্থ খানি লইয়া ভাবনা চিন্তা করি—কিছু কিছু লিখি—কিন্তু অগ্রসর হইতে পারি না।

একদিন সহসা প্রেমের তীর্থ শ্রীবৃন্দাবন হইতে ইঁহাদের এক গুরুভ্রাতার হুকুম আসিল—এ গ্রন্থ কোনক্রমেই নকল করিতে দেওয়া হইবে না। আমি পুঁথির পাতা উহাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া পুত্র-শোকাতুর পিতার ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম—পুত্র শোকটা আমার নূতন নয়—এ ঘটনাটা অপরের পক্ষে হয় তো একবারেই নগণ্য—কিন্তু তখন যে আমার কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা অনেকেই দেখিয়াছিলেন। আমি প্রকৃতই শোকোন্মাদে অধীর হইলাম। গ্রন্থ অন্যত্র পাওয়া যাইবে বলিয়া অনেকেই আমায় সান্ত্বনা দিলেন; কিন্তু কার্য্যতঃ কেহই কিছু করিলেন না। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল। অন্যান্য গুরুতর শোক যেমন কালের প্রভাবে হ্রাস হয়, আমার এ শোকও তেমনি কিছু

কমিল, কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাসটা থাকিয়া গেল। শ্রীবৃন্দাবনে কতজন কত পত্র লিখিলেন,—তথাকার দয়াময় বৈষ্ণবসমাজ তাহার উত্তর পর্য্যন্ত প্রদান করিলেন না। অর্থব্যয় প্রয়োজনীয় হইলে তাহাতেও আমি স্বীকৃত ছিলাম—তাহাতেও কেহ কর্ণপাত করিলেন না।

অসম্পূর্ণ নকল লইয়া ভগ্ন হৃদয়ে অনেক দিন পরে কলিকাতায় ফিরিলাম, কিন্তু চেষ্টা ছাড়িলাম না। আমার নয়ন জলে কিছুদিন পরে প্রভুর চরণ আর্দ্র হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন তিনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমায় দয়া করিলেন। ঘরের নিকটেই পুঁথির সন্ধান পাইলাম। পুরীধামে যাহাদের হাতে পুথি ছিল, তাঁহারা বৈষ্ণব—আর এখানে যে সন্ধান পাইলাম—ইহারা অবৈষ্ণব। ফল প্রায় তুল্যই হইল। যক্ষের ধনের ন্যায় পুথি খানি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু দয়াময়ের যখন দয়া হইল, আমি কোনপ্রকারে রাঁচি-ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক আমার পুত্রতুল্য স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র বসু বি, এ, বাবাজীবনের ঐকান্তিক যত্নে ও পরিশ্রমে অবশিষ্ট শ্লোক গুলির টীকা যেন-তেন প্রকারে লিখিয়া লইলাম। এ পুথি খানিতেও ভুল আছে—কিন্তু পূর্ব্ব পুথিতে যেমন ভ্রমের ছড়াছড়ি এ পুথিতে তেমন ভুল দৃষ্ট হইল না। যাহা হউক আমার খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি প্রভুর দয়ায় কোন প্রকারে সম্পূর্ণ হইল। এ সংবাদে শ্রীমান্ বিহারি লাল পরম আহ্লাদিত হইলেন। আমি কোন প্রকারে এ গ্রন্থ মুদ্রিত করিলাম।

গ্রন্থে অমার্জ্জনীয় ভ্রম প্রমাদ রহিল, তাহা আমি জানি। কিন্তু

নিরুপায়। তাড়াতাড়ি ভ্রমপূর্ণ গ্রন্থ নকল করায় ভ্রম হইয়াছে; ইহার উপরে আবার অনবধানতা বশতঃ অনেক ত্রুটি হইয়াছে। সুতরাং ভ্রম থাকিবারই কথা। তাহা থাকুক, আমি নির্ভুল গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারি, সে সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নাই—হইবেও না। ইহাতে এই হইবে যে পাঠকগণ এবার শ্রীপাদ ভট্ট গোস্বামিমহোদয়ের টীকার ভাব-রস কিয়ৎ পরিমাণে আস্বাদন করিতে পারিবেন। আমার মত অকর্ম্মণ্য নগণ্য গ্রন্থকারের পক্ষে সেই টুকুই যথেষ্ট।

এই টীকার প্রারম্ভে গ্রন্থকার স্বপরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণ কর্ণামৃতস্যৈতাং টীকাং শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভাং।
গোপাল ভট্ট কুরুতে দ্রাবিড়াবনি-নির্জ্জরঃ॥

অনুরাগবল্লীগ্রন্থকার মঙ্গলাচরণের শ্লোক ও এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াই শ্রীকৃষ্ণবল্লভাটীকা যে শ্রীপাদ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি-কৃত, তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

তাঁহার উক্তি এই:—

শ্রীভট্ট গোসাঞী কর্ণামৃতের টীকা কৈল।
অশেষ-বিশেষ ব্যাখ্যা তাহাতে লিখিল॥
যাহার দর্শনে ভক্ত পণ্ডিতের চমৎকার।
রস-পরিপাটি যাতে সিদ্ধান্তের সার॥
সে টীকার মঙ্গলাচরণ দুই শ্লোক।
লিখিয়াছে যাহা দেখি শুনি সর্ব্ব লোক।

আপনা পাসরে রহে চকিত হইয়া।
পুলকাদি অশ্রু বহে মুখ চক্ষু বাঞা॥

ইহাই লিখিয়া তিনি এই টীকার প্রথম দুই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতঃপরে তিনি দ্রাবিড় শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা :—

ইহাতে লিখিল স্থিতি দ্রাবিড় অবনি।
তার ব্যাখ্যা কহি পূর্ব্বাপর বার্ত্তাগুনি॥
ব্রাহ্মণের জাতি ভেদ অনেক আছয়।
তার মধ্যে দশঘর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হয়।
পঞ্চ গৌড় পঞ্চ দ্রাবিড় কহি যারে।
প্রথম গৌড়ের কহি বিবরণ সারে॥
কান্যকুব্জ মৈথিল গৌড় কামরূপ।
উৎকল জানিহ এই পঞ্চ দ্বিজ ভূপ॥
পঞ্চ দ্রাবিড় কহি শুন সাবধানে।
যেখানে যাহার সে স্থানের নামে॥
মহারাষ্ট্র দ্রাবিড় তৈলঙ্গ কর্ণাট।
গুর্জ্জর দেখিয়ে যাহা বিপ্ররাজ পাঠ॥
পঞ্চ দ্রাবিড় মধ্যেতে তৈলঙ্গ হয়।
"দ্রাবিড়াবনি-নির্জ্জর" তে কারণে কয়॥
এই তো ইহার অর্থ জানিহ নির্দ্ধার।
প্রাচীন পরম্পরা শুনি লিখিলাম সার॥

শ্রীভক্তি রত্নাকর গ্রন্থেও এই টীকার পরিচয় পাওয়া যায় তদ্ যথা :—

করিলেন কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীপ্পণী।
বৈষ্ণবের পরমানন্দ যাহা শুনি॥

নানা কারণে আমার মনে হয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত পুনর্ম্মিলনের পূর্ব্বে দ্রাবিড়ে অবস্থানের সময়ে শ্রীপাদ ভট্ট গোস্বামী কর্ণামৃতের এই টীকা লিখিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রীপাদ শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থাবলোকন করিয়া এই টীকা পুনর্ব্বার সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করেন। এইরূপে বহুল গোস্বামি গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ আলোচনাপূর্ব্বক এই টীকা "বিলিখিত" হয়। দ্রাবিড়ে পিতৃ গৃহে অবস্থানের সময়েও ইঁহার প্রভূত পাণ্ডিত্য প্রতিভা ছিল। বর্ত্তমান্ সময়ে আমরা শ্রীপাদ শ্রীজীব-লিখিত যে ষট্ সন্দর্ভ গ্রন্থ দেখিতে পাই, তাহার পূর্ব্ব-প্রবর্ত্তক শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট। খুব সম্ভবতঃ শ্রীবৃন্দাবনে আগমনের পূর্ব্বে তিনি ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন ও মায়াবাদ নিরাসের জন্য গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শ্রীজীব সেই গ্রন্থ ব্যুৎক্রান্ত ও খণ্ডিত অবস্থায় তাঁহার নিকট প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীজীবপাদ সন্দর্ভ গ্রন্থের প্রারম্ভে তাহা স্বীকার করেন। সন্দর্ভে লিখিত 'দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন' পদের অর্থ শ্রীগোপাল ভট্ট।

এই টীকাখানি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-বিনিসৃত সিদ্ধান্ত-সমূহে পরিপূর্ণ। শ্রীপাদ রূপের ভক্তি রসামৃত সিন্ধু ও উজ্জ্বল নীলমণি

গ্রন্থ হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। শাব্দিকতা, উচ্চতম কাব্যের প্রসন্ন-গম্ভীর ভাষা ও ভাব-বৈভবে মধুরোজ্জ্বল ভক্তি-রসে এই টীকাখানি অতি উৎকৃষ্ট। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তদীয় টীকার অনেক স্থলেই যে এই টীকা হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। দুইটী টিকা যাঁহারা তুলনায় পাঠ করিবেন তাঁহারা সহসা ও সহজেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই টীকার একটা বিশেষ বিশিষ্টতা এই যে ইহাতে অতি সংযত ভাবে আদি রসের গূঢ় রহস্যের ঈঙ্গিত মাত্র করা হইয়াছে—তাহা বিস্তারিত করা হয় নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তৎপক্ষে তাদৃশ পাঠক গণের বাঞ্ছা পূরণ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট এ সকল বিষয়ে শ্রীপাদ শ্রীজীবের ন্যায় সংযত। কিন্তু তাঁহার কাব্য প্রতিভাময় ভাষা-বৈভবে এক মহীয়সী ঐন্দ্রজালিক শক্তি পরিলক্ষিত হইল—তাহার সুমধুর ভাষা ও ভাব-বৈভবময় শব্দ-বিন্যাস কৌশল পাঠকগণের হৃদয়ে বাস্তবিকই লুক্কায়িত রসের উদ্রেক করিয়া দিয়া ভক্তিরসামৃতে পরিষিক্ত করে; সুমধুর মহাভাব-বিশিষ্ট শব্দ সম্পৎ স্থানে স্থানে রসমাধুর্য্যের এক অসীম অফুরন্ত ঝঙ্কার পাঠক হৃদয়ে সমুপস্থাপিত করিয়া দেয়। ভক্ত প্রেমিক ও রসিক ভাবুক পাঠকগণ এই টীকা পাঠে বাস্তবিকই আনন্দ রসে অভিষিক্ত হইবেন।

আমি যে দুইখানি পুঁথির পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি তাহার এক খানির উপসংহারে শ্রীপাদ গোপাল-ভট্টের পরিচয়-সূচক আরও একটি শ্লোক দৃষ্ট হইল—তদ্ যথা :—

শ্রীমদ্ দ্রাবিড় নির্জ্জরঃ সুধি-বিধুঃ শ্রীমন্ নৃসিংহোদ্ভবঃ
ভট্টশ্রীহরিবংশ উত্তম-গুণ-গ্রামৈকভূস্তৎসুতঃ।
তৎপুত্রস্তু কৃতিস্ত্বিমাং বিতনুতাং গোপাল নাম্নো মুদং
গোপীনাথ-পদারবিন্দ-মকরন্দানন্দি চেতোঽলিনঃ।

অতঃপরে লিখিত হইয়াছে :—

বল্লবী-কেলি-কল্লোল নব-লাবণ্য সাগরে।
রমতাং মন্মনো নিত্যং বৃন্দাবন-বিহারিণি।

ইতি শ্রীদ্রাবিড়হরিবংশভট্টৈকচরণশরণ শ্রীগোপাল ভট্টবিরচিতা শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত টীকা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা সমাপ্তা।"

অন্য পুঁথিতে এইরূপ উপসংহার শ্লোকাদি নাই। তাহাতে কেবল টীকা পরিসমাপ্তিরই উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট তদীয় গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন—ইহা কেহ কেহ সমীচীন মনে করে না। কিন্তু ইহাতে জানা যায় এই শ্রীগোপাল ভট্টের পিতার নাম শ্রীহরিবংশ ভট্ট—তাঁহার পিতা শ্রীমন্ নৃসিংহ ভট্ট; নিবাস—দ্রাবিড়ে। গোপীনাথ ইঁহার উপাস্য দেব।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বর্ণনায় জানা যায় যে শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। উঁহার পিতার নিবাস বেঙ্কট নামক স্থানে—বেঙ্কট দ্রাবিড়েরই অন্তর্গত। বেঙ্কট দেশীয় ভট্টগণের মধ্যে তিনি সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। হয়তো সেই জন্যই তাঁহাকে লোকে বেঙ্কট ভট্ট নামে অভিহিত করিত। ইহাও হইতে পারে যে তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল—হরিবংশ ভট্ট। যদি শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত না হয়, তবে এইরূপ অর্থ ধরিয়া লইলেই আর কোন সন্দেহের

কারণ থাকে না। যদি প্রক্ষিপ্ত হয়, তবে তো কোন কথাই নাই। শ্রীমদ্ রাধাবল্লভীয় সম্প্রদায়-আচার্য্য-প্রবর শ্রীমৎ হরিবংশ গোস্বামি মহোদয় অপর ব্যক্তি। তিনি গৌড় ব্রাহ্মণ—তাঁহার চারি পুত্র। তাঁহাদের মধ্যে গোপাল নাম কাহারও ছিল না। তাঁহার জন্মভূমি শ্রীগোকুলের নিকটস্থ বাদগ্রাম গ্রাম। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকেশোদাস মিশ্রজী।

ফলতঃ এই টীকাকার যে আমাদেরই সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোনও কারণ নাই। গ্রন্থ লিখিত প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত সমূহ আমাদের সম্প্রদায়ের সুসিদ্ধান্ত-সম্মত। মঙ্গলাচরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দনা না থাকায় কেহ কেহ যদি সন্দেহ করেন, তবে সে সন্দেহও অমূলক। শ্রীপাদ শ্রীরূপের হংস দূতাদি গ্রন্থেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দনাপূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ নাই, এই নিমিত্ত ইহা বলা যায় না যে উহারা শ্রীপাদের কৃত নয়। শ্রীগৌরাঙ্গে ও শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের ভেদ-বুদ্ধি ছিল না। যেখানে যেমন প্রয়োজন বোধ হইয়াছে সেইখানে তাঁহারা সেইরূপই মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন; কোথাও বা উভয় রূপেরই বন্দন করিয়াছেন। ফলতঃ উহাতে সবিশেষ কিছু যায় না; আসেও না।

আমার এক মহাদুঃখ এই যে শুদ্ধ পাণ্ডুলিপির অভাবে এবং নিজের দৃষ্টিশক্তির অল্পতায় এই শ্রীগ্রন্থখানিকে যথাযথ পরিশুদ্ধরূপে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কৃপাময় ভাবগ্রাহী পাঠকগণ আমাদের এই উদ্যমে এই শ্রীগ্রন্থের কোনও প্রকারে সাক্ষাৎলাভ করিলেন; অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু এবার কোনরূপে দর্শন দিলেন। অতঃপরে ইহার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মূর্ত্তি অবশ্যই প্রকাশিত হইবেন। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা

২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থস্য

শ্রীকৃষ্ণবল্লভা টীকা

(শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামিনা কৃতা)

চূড়া-চুম্বিত-চারুচন্দ্রক চমৎকার ব্রজ-ভ্রাজিতং
দিব্যস্মশ্রু-মরন্দ পঙ্কজ-মুখ-ভ্রূনৃত্যাদিন্দিন্দিরম্
রজ্যদ্বেণু সুমূল-শ্লোক-বিলসৎ বিম্বাধরৌষ্ঠং মহঃ
শ্রীবৃন্দাবনকুঞ্জ-কেলি-ললিতং রাধাপ্রিয়ং প্রীণয়ে ॥
কৃষ্ণকর্ণামৃতস্তোভাং টীকাং শ্রীকৃষ্ণ বল্লভাং ।
গোপালভট্টঃ কুরুতে দ্রাবিড়াবনি-নির্জ্জরঃ ॥

অথ নিখিলগোপ-নিতম্বিনী-নিকুরম্বাঞ্চলাবলম্বি রাসবিহারি শ্রীকৃষ্ণপরমভাবাবিষ্টঃ পরমভাগবতো লীলাশুকাভিধানঃ কবীন্দ্রঃ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতাখ্যং স্তোত্ররত্নং চিকীর্ষুঃ শিখিপিঞ্ছ-মৌল্যলঙ্কৃতং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেষ্টদেবতানুস্মরণরূপং মঙ্গলমাচরতি ।

চিন্তামণিরিতি—ভগবান্ জয়তি,—সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। ভগবচ্ছব্দবাচ্যঃ শ্রীকৃষ্ণ দেব :—"এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ইত্যুক্তম শ্রীভাগবতপ্রথমস্কন্ধে । তথাচোক্তং ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চঃ—

"যো বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহুর্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।
স এব শ্বেতদ্বীপেশো নরনারায়ণশ্চ সঃ ॥

স এব বৃন্দাবন-ভূ-বিহারী নন্দ-নন্দনঃ।
এতস্যৈবাপরেঽনন্তা অবতারা মনোরমাঃ॥
মানসস্যৈব সরসো গর্ভাৎ শত সহস্রশঃ।
মহাগ্নেরিব যদ্বত্ত রুক্কা শত সহস্রশঃ॥
তত্রৈব লীলয়ৈকত্বং ব্রজেযুস্তে হরৌ তথা, ইতি।
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

ঐশ্বর্য্যাদীনমেতেষাং সময়েকস্মিন্ বর্ত্তমানত্বং ভগবতোঽন্যত্র ন সম্ভবতি, অন্যোন্যবিরুদ্ধত্বাৎ। ভগবতো স্তু অণু-বৃহৎ-কৃশ স্থুল ইত্যাদিবৎ বিরুদ্ধাবিরুদ্ধয়ো ধর্ম্ময়োরেবাশ্রয়ত্বাৎ বিশেষণমর্য্যাদয়া সর্ব্বস্ফুটীক্রিয়তে। কিন্তু তোভগবান্, চিন্তা-মণিরিতি-চিন্তনং,—চিন্তা; চিন্তানাং চিন্ত্যমানানাং ধর্ম্মাদিরসময়-তত্তৎলীলাপর্য্যন্তানাং মণি র্মণিরিবপ্রকাশকঃ তেনাস্মচ্চিন্তিত মপি প্রকাশয়িষ্যতীতি ভাবঃ। যদ্বা চিন্তা, পরম ভাবেন চিন্তনং,—সৈব মণি প্রকাশকোযস্য সঃ পরমভাগবতৈশ্চিন্ত্য মানানি তৎ তৎ স্বরূপাণি তেষাং মণিঃ শ্রেষ্ঠ ইতিবা। চিন্তামণিরিত্যত্র শ্রীকীর্ত্তি-বীর্য্যাদিপ্রদত্বাৎ।

পুনঃ কীদৃশঃ,—সোমগিরিঃ সোমস্য অমৃতস্য গিরিঃ পর্ব্বত ইব বহুপ্রকারাস্বাদ্যপরমানন্দরসময়রাশিরিত্যর্থঃ। যদ্বা উময়া সহ বর্ত্ততে ইতি সোমঃ শ্রীমহেশঃ, গিরিবৎ যত্র প্রেম্না স্তম্ভ-লক্ষণসাত্ত্বিকভাব যুক্ত ইত্যর্থঃ। সোমস্য শ্রীমহেশস্য গিরিঃ পূজ্য ইতি বা।

"গিরিনে ত্রে পদেচাস্ত্রৌ গীর্ণো গিরিয়কে তথা
গিরিঃ পূজ্যো যোবিদ্দীশৌ প্রাবেচ গিরিরিত্যপীতি।
এতেনৈশ্বর্য্যমুক্তম্। পুনঃ কীদৃশঃ মে মম গুরুঃ বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্ত্তনেন নিজ মহাভক্তিরসপদবীসমুপদেষ্টা ইত্যর্থঃ; ইত্যনেন ন কেবলং বৈরাগ্যপ্রদত্বং, ন কেবল মুপদেষ্টৃত্বম্, স হি শিক্ষা-গুরুশ্চ :—
"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণমিতি শ্রীভগবদ্গীতোক্তিঃ।
গুরুর্হি উপদেশমাত্রং করোতি। শিক্ষাগুরুস্তু উপাসনাদি-প্রকারং খ্যাপয়তি। অতো মে ভগবান্ ইষ্টদেবতা উপদেষ্টা শিক্ষাগুরুশ্চেত্যর্থত্রয়মেব ব্যনক্তি।

সৌন্দর্য্যাতিশয়েন সর্ব্বমনোহরত্বমাহ,-শিখিপিঞ্ছ-মৌলিরিতি —শিখিপিঞ্ছযুক্তো মৌলিঃ কিরীটং যস্য শিখিপিঞ্ছানাং মৌলি র্যস্যেতি বা সঃ। কিরীটে মৌলিরিতি ক্লীবে চূড়া সংযতকেশয়োরিতিবিশ্বঃ। মৌলিধর্ম্মিল্ল্য চূড়য়ো কিরীটেঽপি ইতি।

শিখিপিঞ্ছমৌলিরিত্যনেন সৎস্বপিস্বর্ণালঙ্কারেষু শিখি-পিঞ্ছাদিধাতুরাগপল্লবাদি ধারণেন শ্রীবৃন্দাবনে কিশোর বয়োবিলাসত্বং সূচিতম্। কৈশোর এব শিখিপিঞ্ছাভরণত্বাৎ শিখিনোহি সতড়িদ্ঘনবুদ্ধ্যা সমুল্লসিত ত্বং ব্রজসুন্দরীসমালিঙ্গিতং দৃষ্ট্বা নৃত্যন্তি। ততঃ প্রেয়াচ তৎ পিঞ্ছং শিরসি ধৃতং ব্রজসুন্দরী কেশ-কলাপ-স্মারকত্বাচ্চ, স্বংশস্তীনাং গোপাঙ্গনানাং নির্নিমেষ-নয়নরূপত্বাচ্চ চন্দ্রিকানাং শিরসি ধারণং; পিঞ্ছস্তু শিখিপিঞ্ছ বাচকত্বাৎ। শিখি শব্দো বিশিষ্টার্থঃ। বিশিষ্টাশ্চ শ্রীবৃন্দাবন-

শিখিন এব। মহামুনীশ্বরদুরবগাহ বিশুদ্ধকৃষ্ণপ্রেমাণ উক্তঞ্চ শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে যথা শ্রীবলদেবোক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি :—'নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ইড্য মুদা'

তত্রৈব অন্যত্র,—"প্রায়োবতাম্ব বিহগা" ইতি। বৈদগ্ধ্যাতিশয়ত্বেন সর্বোত্তমত্বমাহ, যৎপাদেত্যাদি—যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাবেব কল্পতরুঃ সকলমনোহরত্ব-সম্পাদনত্বাত্তয়োঃ পল্লবসদৃশাঙ্গুলয়ঃ তাসাং শিখরেষু অগ্রেষু জয়শ্রীঃ জয়রূপা লক্ষ্মীঃ শোভেতিযাবৎ। লীলা-স্বয়ম্বররসং লীলয়া যঃ স্বয়রঃ স্বয়ং বরণং তস্য রসো রাগত্বং লভতে প্রাপ্নোতি। পল্লব স্ত্রী কিশলয়ং। 'শৃঙ্গারাদৌ বিষে বীর্য্যে গুণে রাগে দ্রবে রস' ইত্যমরঃ।

যদ্বা পাদাবেবকল্পতরুপল্লবশেখরঃ শিরোভূষণং যেষাং তেষু ভক্তেষু তচ্চরণভজনেষু জয়শ্রীশালিত্বং তস্য। পুনঃ কিমিতি পরমোৎকর্ষ-চমৎকারঃ। কেচিদত্র চিন্তামণির্বেশ্যা, সোমগিরি গুরুমে' ভগবাংশ্চ জয়তীতি কল্পিতয়া কথয়া ব্যাখ্যানং কুর্বতে। তত্রেভ্য এবং জ্ঞাতব্যমলমতিবিস্তরেণ। ১॥

এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণস্য জয়রূপং মঙ্গলং নিরূপ্য লীলাশুক নামা কবিঃ সম্প্রতি বর্ণনীয়পরমরহস্য-লীলা-তদ্রূপকরণরহিতস্য সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রৈকরস-ঘনবিগ্রহস্য কিশোরাকৃতেস্তস্যৈব পরমপুরুষার্থ-শিরোমণিতাং দর্শয়িতুং প্রতিজানিতে অস্তীতি—বস্তু অস্তীতি সম্বন্ধঃ। বসন্তি ভক্তানাং হৃদয়ে তত্রৈব আবির্ভাবাৎ। তথৈবোক্তং বিল্বমঙ্গলেন—

গোপালাজিরকর্দ্দমে বিহরসে বিপ্রাধ্বরে লজ্জসে,
ব্রূষে গোধন হুংকৃতৈঃ স্তুতিশতৈ র্মৌনং বিধৎসে সতাম্।
দাস্যং গোকুল-পুংশ্চলীষু কুরুষে স্বাম্যং ন দান্তাত্মসু
জ্ঞাতং কৃষ্ণ, তবাঙ্ঘ্রি পঙ্কজযুগং প্রেমৈকলভ্যং পরম্॥

ইতি দ্বিতীয়শতকে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে; স্মারকত্বাচ্চ; সংপশ্যন্তীনাং গোপাঙ্গনানাং নির্নিমেষ নয়নরূপত্বাচ্চ চন্দ্রিকানাং। যথা বস্তে আচ্ছাদয়তি ব্যাপ্নোতি সর্ব্বম্, এতেন পূর্ণত্বমুক্তম্ স্বরূপতো রসচমৎকারতঃ প্রভাতিশয়াচ্চ স্তম্ভোপলক্ষিতাঃ সাত্ত্বিকমহাভাবালিঙ্গিতাঃ সর্ব্ব এব ভবন্তি যস্মাদিতি বা। বস নিবাসে, বস আচ্ছাদনে, বস স্তম্ভ ইতি ধাতবঃ "বসেরৌণাদিকস্তন" বস্তু পরমার্থভূতং তাপত্রয়োন্মূলত্বাৎ। "বিনাচ্যুতং বস্তুতরাং ন বাচ্যম্" "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্" "তাপত্রয়োন্মূলনম্" ইতি চ শ্রীমদ্ভাগবতে।

অস্তি ত্রিকালব্যাপ্যরূপেণ বর্ত্ততে। নহি পূর্ণভক্তানাং কদাচিদপি তদভাবো ভবতি। তর্হি কিং বেদান্তবেদ্যং নিরাকারং ব্রহ্মৈব প্রতিজ্ঞায়তে? ন, কিশোরাকৃতিঃ। কিশোরী কৈশোর বিশিষ্টা আকৃতিঃ শ্রীমূর্ত্তির্যস্য তৎ কৈশোরং যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ

"কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
কৈশোরমাপঞ্চদশাদ্ যৌবনন্তু ততঃ পরম্"॥

তত্র,—আদ্যংমধ্যং তথাশেষং কৈশোরং ত্রিবিধং ভবেৎ॥

তত্রাদ্যং কৈশোরম্ "বর্ণস্যোজ্জ্বলতা কাপি নেত্রান্তে চারুণচ্ছবিঃ।
রোমাবলি-প্রকটতা কৈশোরে প্রথমে সতি"॥

মধ্যং কৈশোরম্ "উরুদ্বয়স্য বাহ্বোশ্চ কাপি শ্রীরুরসস্তথা।
মূর্ত্তের্মাধুরিমাঢ্যঞ্চ কৈশোরে সতি মধ্যমে" ॥
শেষ কৈশোরম্ "পূর্ব্বতোঽপ্যধিকোৎকর্ষং বাঢ়মঙ্গানি বিভ্রতি
ত্রিবলিব্যক্তিরিত্যাদ্যং কৈশোরে চরমে সতি" ॥ ইতি

যথা কিশোরঞ্চ তৎ আকৃতি চেতি ন চেতি বা আক্রিয়তে ব্রহ্মানন্দ-পর্য্যন্তমনেনেত্যাকৃতি, নিত্যানন্দবিগ্রহত্বাৎ। কিশোরঞ্চ তদাকৃতি চেতি বা ব্রহ্মানন্দস্যাভেদেন অনাস্বাদ্যমানত্বাৎ ব্রহ্মানন্দস্য ভগবদানন্দসিন্ধোঃ পরমোৎকর্ষচমৎকারঃ। শর্করাতস্তো-জিনোরিবেতি ভাবঃ। তথোক্তং চতুর্থে শ্রীমদ্ভাগবতে :—

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জন কথাশ্রবণেন বা স্যাৎ
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ, মাভূৎ
কিমন্তকাসি লুলিতাৎ পতভাং বিমানাৎ" ॥ ইতি

তথা শ্রুতয়ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে :—

"দুরবগমাত্মতত্ত্ব-নিগমায় তবাত্তনো
শ্চরিতমহামৃতাব্ধি-পরিবর্ত্ত পরিশ্রমণাঃ
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে
চরণ সরোজ হংসকুল সঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ" ॥ইতি

কেচিদিতি, এবম্ভূতা ভক্তিরসিকা বিরলা ইতি ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্ব্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ 'মুক্তা অপি লীলাবিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্ত' ইতি। 'মধুদ্বিট্‌সেবানুরক্তমনসামভাবোঽপি ফল্গুরিতি চ পঞ্চমে। সৌন্দর্য্যস্যাতিমনোহরত্বমাহ—"বস্তরুণীকরাগ্রবিগলৎকল্প প্রসূনাপ্লু-

তম্" স্বরিতি স্বস্তরুণ্যা কল্পশব্দেনাত্র কল্পদ্রুম প্রতীতি ভীমসেনবদিতি প্রসূনানি পুষ্পাণি তৈঃ আপ্লুতং ব্যাপ্তম্। যথা

"যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরম্।

অভিলাষোপনীতংচ তৎসুখং স্বঃ পদাস্পদম্" ইত্যুক্তেঃ॥

স্বঃ শব্দেন তৃতীয় লোকমারভ্য উপরিতনাঃ সর্ব্ব এব লোকা গৃহীতা স্তেন স্বস্তরুণ্যঃ সুখকপাল(?)লম্মাভাস্নাসাং করেভ্যঃ বিগলন্তি যানি কল্পপ্রসূনানি ইতি তৈঃ আসমন্তাৎ প্লুতম্ স্বাঙ্গবিগলৎ ইতস্য অয়ংভাবঃ—পরম্পরয়াপি শ্রীকৃষ্ণস্য স্পর্শোভবেদিতি বুদ্ধ্যা তৎসঙ্গকামনয়া বা তদারাধনয়া অঙ্গুলীষু পুষ্পাণি গৃহতানি মুখাবলোকনেন জনিতপরমানন্দনিস্যন্দসাত্বিক-ভাবানাং স্বচিকীর্ষিত-প্রসূন-বর্ষবিস্মৃতৌ করাগ্রাৎ প্রসূনানাং বিগলনং ভগবতশ্চ ভক্তকামপূরকত্বাৎ বিগলিতানামপি কুসুমানাং স্বীকারঃ।

সম্প্রতি বেণুনাদেন বিশ্বমোহকত্বমাহ—"প্রস্তুত বেণুনাদলহরী-নির্ব্বাণনির্ব্ব্যাকুলম্"। প্রস্তুতঃ প্রারব্ধঃ তৎবিচিত্ররাগাদিরূপানি উত্থাপয়িতুম্। প্রস্তুতং প্রস্তাবোচিতং বা সঙ্কেতনর্ম্মাদৌ যো বেণুনাদঃ বেণোর্বংশভেদস্য নাদস্তস্তলহরী গ্রামস্তত্র যতঃ নির্ব্বাণং মূর্চ্ছনা তেন নির্ব্বাকুলং নিতরাং ব্যাকুলয়তি মোহয়তি তৎ।

"নির্ব্বাণংচ সুখে মোক্ষে মূর্চ্ছনায়াংচ মুক্তকে" ইতি নানার্থঃ লহরী স্বর-ব্যবহিত সমুহঃ তদ্‌যথা,—

"স্বরাণাং সুব্যবস্থানং সমূহোগ্রাম ইষ্যতে"।

স চ ত্রিধা—ষড়্‌গ্রামো মধ্যম গ্রামো গান্ধার গ্রামশ্চেতি। তদ্‌যথা—

"অথ গ্রামাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তা স্বর-সন্দোহরূপিণঃ।
ষড়্জ মধ্যম গান্ধার সংজ্ঞাভিস্তে সমান্বিতাঃ
মূর্চ্ছনাধারভূতাস্তে ষড়্জ গ্রাম স্ত্রিষূত্তমঃ ইতি।

পঞ্চস্বরাণাং জনকো যতঃ স্যাৎ
গ্রামে ততো মুখ্যতয়ৈব এব।
রাগেষু সগ্রামজবনিত্বমেব
দৃষ্টং ততো গ্রামযুগং নহীষ্টম্" ইতি
অবরোহণঞ্চ ক্রমশোঽবরোহঃ
সপ্তস্বরাণামিতি মূর্চ্ছনোক্তাঃ" ॥

সপ্তস্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ।
স স্বরো যঃ শ্রুতিস্থানি স্বনন্ হৃদয়রঞ্জকঃ ॥
স্বরঃ সংমূর্চ্ছিতো যত্র রাগতাং প্রতিপদ্যতে।
মূর্চ্ছনামিতি তামাহুর্ভরতা গ্রাম সম্ভবাম্ ॥

যত্রস্বরো মূর্চ্ছিত এব রাগতাং
প্রাপ্তশ্চ তামাহ মুনিশ্চ মূর্চ্ছনাঃ
গ্রামোদ্ভবাস্তাঃ স্বর-সপ্ত-সংযুতাঃ
স্থানেত্রয়েস্যুঃ পুনরেক বিংশতিঃ ॥

তত্র বংশো যথা—"বর্ত্তুলঃ সরলশ্চৈব সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিতঃ।
বৈণবঃ খাদিরো বাপি রক্ত চন্দনজোঽথবা।
শ্রীখণ্ডজোঽথ সৌবর্ণো দন্তিদন্তময়োঽপিবা।
রাজতস্তাম্রজো বাপি লৌহজস্ফাটিকোঽথবা ॥
কনিষ্ঠাঙ্গুলি তুল্যোন গর্ভরন্ধ্রেণ শোভিতঃ॥"

বংশ ভেদাস্তু বহবঃ লিখ্যন্তে বিস্তরান্নহি ॥

তত্র চত্বার উত্তমাবংশাঃ যথা—

"মহানন্দস্তথানন্দো বিজয়োঽথ জয়স্তথা।

চত্বার উত্তমা বংশা মতঙ্গ-মুনি সম্মতাঃ ॥"

"দশাঙ্গুলো মহানন্দোনন্দ একাদশাঙ্গুলঃ।

দ্বাদশাঙ্গুলমানস্তু বিজয় পরিকীর্ত্তিতঃ॥

চতুর্দ্দশাঙ্গুলমিতো জয় ইত্য ভিধীয়তে।

এষ ত্রিধা ভবেদ্‌বেণুর্ম্মুরলী বংশিকেত্যপি।

তত্র বেণুঃ—"পারিকারব্যো ভবেদ্‌বেণু র্দ্বাদশাঙ্গুলদৈর্ঘ্যভাক্

স্থৌল্যঙ্গুষ্ঠমিতঃ ষড়্‌ভিরেব রন্ধ্রৈঃ সমন্বিতঃ" ॥

মুরলী—হস্তদ্বয়মিতায়ামা মুখরন্ধ্র সমন্বিতঃ

চতুঃস্বরচ্ছিদ্রযুতা মুরলী চারুনাদিনী।

বংশী—অর্দ্ধাঙ্গুলন্তরোন্মানং তারাদি বিবরাষ্টকম্।

ততঃ সার্দ্ধাঙ্গুলাদ্ যত্র মুখরন্ধ্র তথাঙ্গুলম্ ॥

শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যঙ্গুলং সাতুবংশীকা।

নবরন্ধ্রাঃস্মৃতা সপ্তদশাঙ্গুলমিতা বুধৈঃ।

দশাঙ্গুলান্তরা স্যাচ্চেৎ সা তারমুখরন্ধ্রয়োঃ

মহানন্দেতি বিখ্যাতা তথা সম্মোহিনীতি চ ॥

ভবেৎ সূর্য্যান্তরা সা চেত্তত্শ্চাকর্ষণীমতা।

আনন্দিনী তথা বংশী ভবেদিন্দ্রান্তরা যদি।

গোপানাং বল্লভা সেয়ং বংশুলীতিচ বিশ্রুতা।

ক্রমান্মণিময়ী হৈমী বৈণবীচ ত্রিধাচ সা" ইতি।

যথা প্রস্তুতঃ প্রকৃষ্টতয়া স্তুতো গোপীভির্বেণুরিতি, অয়ং বেণুর্ধন্যঃ,—যদয়ং স্বচ্ছন্দং গোবিন্দাধররসং পিবন্ মুদো মুহুর্মুহুর্মধুরং শব্দায়তে, তথাচোক্তং শ্রীভাগবতে—

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্ট রসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥

ইতি তস্য বেণোর্নাদস্য লহরীভিস্তরঙ্গৈ নির্ব্বাণমুক্তাঃ নির্গতো-বাণঃ বেধকো যেভ্যস্তে নির্ব্বাণাঃ যেষাং হৃদয়ং বেদ্ধুং কেঽপি ন শক্নুবন্তি তেঽপি নির্ব্বাকুলাঃ নিতরাং ব্যাকুলা যস্মাৎ। উক্তঞ্চ দশমে (৩৫-১০৩)—

বিবিধ গোপ-চরণেষু বিদগ্ধো
বেণুবাদ্য উরধা নিজশিক্ষাঃ
তব সুত সতি যদাধরবিম্বে
দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ।

ব্যাখ্যাতঞ্চ পদ্যমিদং স্বামিপাদৈঃ "সতি—যশোদে। স্বর-জাতীঃ—নিষাদঋষভাদি স্বরালাপ- ভেদাঃ।" উক্তঞ্চ তত্রৈব :—

সবনস স্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ
শক্রশর্ব্ব-পরমেষ্ঠী পুরোগা
কবয় আনত কন্ধর-চিত্তাঃ
কশ্মলং যয়ুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ইতি।

তৎতাঃ স্বরজাতীঃ। সবমশঃমন্ত্রমধ্যমতারভেদেন"

তস্য পরমরসপ্রদকত্বমাহ—"স্রস্তস্রস্তনিরুদ্ধ-নীবি-বিলসদ্-গোপী-সহস্রাবৃতম্"। "স্রস্ত স্রস্তা" শ্রীকৃষ্ণসৌন্দর্য্য বিলোকনাৎ মহা-কামবিবশতয়া পুনঃ পুনঃ স্রস্ত স্রস্তা"—নিরুদ্ধানীবিব স্ত্রগ্রন্থিতয়া বিলসন্তীনাং বিশেষেণ লসন্তীনাং শোভমানানাং গোপীনাং সহস্রৈঃ আবৃতং—আ সমন্তাৎ বৃতং বেষ্টিতং। নিরুদ্ধ ইত্যনেন গ্রন্থি-মোচনে জাতে পুনর্ব্বন্ধন-সামর্থ্যং নাস্ত্যেবেতি করেণ রোধ-মাত্রমুক্তম্। উক্তং হি দশমে শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়েঃ—

> বাহু প্রসারপরিরম্ভ করালকোরু-
> নীবিস্তনালভন-নর্ম্ম-নখাগ্রপাতৈঃ
> ক্ষেল্যাবলোকহসিতে ব্রজসুন্দরীণাং
> উত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার।

তস্য পরমপুরুষার্থ প্রদত্বমাহ—"হস্তন্যস্ত" ইত্যাদি।

হস্তেন ন্যস্তা নতানাং ভক্তানাং অপবর্গ মোক্ষঃ কার্য্যাবসান সাফল্যং যেন তৎ। পরম কারুণিকেত্বেন ভক্তকাম-পুরকত্বাৎ। যদ্বা নতানাং ভক্তানাং হস্তে ন্যস্তঃ অর্পিতঃ অপবর্গঃ মোক্ষো যেন মদ্ভক্তাঅপিমোক্ষং দাতুং সমর্থা ইতিভাবঃ। "স্যাদপবর্গ ত্যাগে মোক্ষে কার্য্যোবসানে সাফল্যে" ইতি মেদিনী।

সর্ব্বপ্রকারেণোৎকৃষ্টতামাহ—অখিলোদারং—অখিলেভ্যঃ ব্রহ্মে-ন্দ্রাদিভ্যঃ উদারং মহৎ তেষাং সেব্যমিত্যর্থঃ—সর্ব্বশক্তিত্বাৎ যদ্বা অখিলস্য সর্ব্বস্য উদারং দাতৃ(?)সর্ব্বজ্ঞমিত্যর্থঃ। প্রকরণাৎ অখিলাসু সর্ব্বাসু গোপীষু উদারং দক্ষিণং বা উদারো দাতৃ মহতো দক্ষিণেঽপিচ—ইতি মেদিনী। ২॥

ইদানীং প্রতিজ্ঞাতস্যৈব সচ্চিদানন্দসান্দ্রৈকরসঘনমূর্ত্তেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পরমারাধ্যত্বং দর্শয়তি ; চাতুর্য্যেতি—অমীবয়ং নীলং বালং আরাধ্নুমঃ। অমী ইতি ভাবনা-বেশেন হৃদি সাক্ষাৎ কৃতীপ্রেমানন্দ-বিগ্রহা। বয়ং ইতি—সহচরানেকযূথাভিপ্রায়েণ, নীলং শ্যামং ফুল্লেন্দীবরকান্তং শৃঙ্গার-রস-সর্ব্বস্বমিত্যর্থঃ। শৃঙ্গাররসস্য শ্যামত্বাৎ 'শৃঙ্গারঃ শ্যাম বর্ণোঽয়ং কথিতঃ কৃষ্ণদৈব' ইতি সঙ্গীতে। বালং কিশোরং 'আষোড়শাত্তবেদ্ বাল' ইত্যুক্তে বলাৎ সংভজতে গোপীকদম্বমিতি বাচালং জল্পাদিত্বাদল। আরাধ্নুমঃ আরাধয়ামঃ কীদৃশং—"চাতুর্য্যৈক-নিদানসীমচপলাপাঙ্গচ্ছটা মন্থরম্"। চাতুর্য্যং চতুরতাং তস্য একং মুখ্যনিদানং কারণং তস্য সীমা অবধিভূতাচাসৌ চপলা অপাঙ্গচ্ছটা নেত্রান্তকান্তিপরং পরং তেজো মন্থরয়তি স্তম্ভয়তি ব্রজবল্লবীস্তং স্তম্ভোপলক্ষিতাং ভাবযুতাং করোতীত্যর্থঃ। যদ্বা, চাতুর্য্যং একং মুখ্যং নিদানং কারণং তস্য সীমা অবধিভূতায়াশ্চপলাপাঙ্গচ্ছটা চপলবৎ বিদ্যুতাদিবৎ বর্ণমালানাং গোপসুন্দরীণাং অপাঙ্গা স্তেষাংচ্ছটা স্তরঙ্গা,—(ছটাচ্ছেদার্থঃ উণাদিক প্রত্যয় উদেচ্ছতি উকারস্য আকার সিদ্ধং) তাভির্ম্মন্থরং মন্থন দ্রব্যবৎ সংযুক্তং শুদ্ধং। এতেন লীলা-বিগ্রহস্য দধিপাত্রত্বং ধ্বন্যতে। মন্দরঃ কোষফলয়োর্ব্বাধঃ। মন্দার মন্থ-শৈল কুসুমেষু ইতি মেদিনী। অথবা চাতুর্য্যস্য একং নিদানং ব্রজসুন্দরীসজ্যস্তস্মিন্ সীমা অর্থাৎ বাধা তস্যাঃ চপলাঙ্গচ্ছটয়াঃ মন্থরং সীমা তু আদি পুরাণে—

"ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা তত্র বৃন্দাবনং পুরী
তত্রাপি গোপিকা ধন্যা তত্র রাধাভিধা মম।"

পুনঃ কীদৃশং—লাবণ্যেতি লাবণ্যমেবামৃতং তস্য বীচীভি স্তরঙ্গৈ লোলিতে বিমর্দ্দিতেতি দৃশৌ যস্য তং। যদ্বা লাবণ্যামৃতস্য বীচী যয়োস্তাদৃশে লোলিতে চ দৃশৌ যস্য তং—লোলে বিমর্দ্দে সৌ তৌ লিচি সিদ্ধমিতি(?)। অত্র স্নিগ্ধা দৃষ্টি র্যথা :—

বিকাশিতা মধুরাচ চতুরে বিভ্রতীং ভ্রুবৌ।
কটাক্ষিণী সাভিলাষা দৃষ্টিঃ স্নিগ্ধাভিধীয়তে॥

লাবণ্য-লক্ষণং যথাভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

মুক্তাফলেষু চ্ছায়ায়া স্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে॥

পুনঃ কীদৃশম্—'লক্ষ্মীকটাক্ষাদৃতম্'—লক্ষ্মী শ্রীরাধা ; উক্তঞ্চ মৎস্য পুরাণে—

"বারাণস্যাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে।
রুক্মিণী দ্বারবত্যান্ত রাধা বৃন্দাবনে বনে॥

ইতি যস্যাধিকারস্ত তৎপ্রতিপাদনার্থং "শক্তি-শক্তিমতোরভেদাৎ" 'রাধিকা পরদেবতা'। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী দেবী সর্ব্বসম্মোহিনী পরা ইতি। তস্যা কটাক্ষেণাদৃতং মহাগৌরবপাত্রীকৃতম্। রাধায়াঃ কটাক্ষেণ পরং পরমাদরং মন্যতে ইত্যর্থঃ।

"অপাঙ্গ নেত্রয়োরন্ত কটাক্ষোঽপাঙ্গ দর্শন" ইত্যমরঃ। তথাচ সঙ্গীত রত্নাকরে—

যদগতাগত বিভ্রান্তিবৈচিত্র্যেণ বিবর্ত্তনং
তারকায়াঃ কলাভিজ্ঞস্তং কটাক্ষং প্রচক্ষতে ইতি।

যদ্বা লক্ষ্মীং কটাক্ষেণ পরমাদরং যাস্তি স্বসৌভাগ্যেনেতি লক্ষ-কটাক্ষাঃ শ্রীরাধাস্বগোপ্যস্তাভিরাদৃতং দৃগ্‌ভঙ্গিভিঃ সেবিতমিত্যর্থঃ। তথা শ্রীদশম স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলদেবোক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি 'ধন্যেয়মদ্য ধরণী' ইত্যাদি তত্রবাস্মত্রোদ্ধব বাক্যং 'নায়ং শ্রীঅঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ' ইত্যাদি। পুনঃ কীদৃশম্—কালিন্দীতি কলিন্দাতি খণ্ডয়তীতি যমুনা-জনকত্বাৎ কলিন্দঃ সূর্য্য স্তদ্‌ভবা কালিন্দী যমুনা তস্যা পুলিনমেবাঙ্গণঃ বিহার স্থানং তত্র প্রণয়ঃ স্নেহো যস্য তং তত্রৈব স্থিত্বা তং আরাধয়াম ইতি ভাবঃ। পুনঃ কীদৃশং "কামাবতারাঙ্কুরং"—কামাবতারস্য অঙ্কুরো যস্মাৎ যদ্বা কামস্য অবতারা ভাব-হাবকটাক্ষলীলাদৃগ্‌ভ্রাদয় স্তেষাং অঙ্কুরং প্রোদ্গমস্থানং। পুনঃ কীদৃশং,—মধুরিম্নোঃ স্বারাজ্যং,—অশেষবৈভবরূপং কিমপি অনির্ব্বাচ্যং তনোর্ম্মাধুর্য্যং উচ্যতে। যদ্বা মধুরমণি স্বারাজ্যং অনন্যাধীনত্বং যস্য। মধুরিমা মধুর রসঃ স এব স্বারাজ্যং যস্য ইতি বা তং মধুর-রসরূপ মিত্যর্থঃ। ৩॥

ইদানীং হৃদি তৎস্ফুর্ত্তিমাশাস্তে বর্হেতি। জ্যোতিঃ প্রকাশকং, যৎ প্রকাশেন সর্ব্বং প্রকাশতে তদিত্যর্থঃ। এতেন সর্ব্বোজ্জ্বলিতত্বং-দর্শিতম্। নো অস্মাকং চেতসি চকাস্ত। প্রকাশনঃ জ্যোতিস্ত্বস্তি কিং ব্রহ্ম? ন,—গোপীভিরারাধিতং সেবিতম্। ব্রহ্ম অপি স্ত্রীণাং আরাধিতং ভবতি? ন। তথা আপীনস্তন কুট্মলাভিঃ আপীনা অতি কঠিনা স্তনাএব পদ্মকুট্মলা যাসাং তাভির্নব-

কিশোরীভিরিত্যর্থঃ। যদ্বা আ ঈষৎ পীনা নব কিশোরীণাং স্তন কুট্মলা যাসাং তাভিঃ। অন্যাপি দেবতা কুট্মলৈরারাধ্যতে কুট্মলো মুকুলোঽস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ। সর্ব্বতঃ পরমানন্দরূপত্বং জগতাং জগদ্বর্ত্তিনাং মধ্যে একং মুখ্যং অভিরামং অভিরময়তি আনন্দয়তীতি। তচ্চ অদ্ভুতঞ্চেতি। এতাদৃশং সৌন্দর্য্যং অন্যত্র কুত্রাপি নাস্তি অত্রৈবোপলক্ষিতমিত্যর্থঃ। তথাচোক্তং শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে "বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ' পরং পদং ভূষণং ভূষণাঙ্গ'মিতি। তত্রাপি অদ্ভুতমাশ্চর্য্যং অনন্তচমৎকাররূপ-ত্বাদিতি। তদেব জ্যোতিরবয়ব বিভাগেন বিশিনষ্টি—বর্হোত্তংসেতি বর্হনির্মিতেন উত্তংসেন শিরোভূষণেন বিলাসো যস্য তথাভূতঃ কুন্তলভরো যস্যেতি পুনঃ বহুব্রীহি যদ্বা বর্হলাঞ্ছিতো যো নানা কুসুম রচিতঃ উত্তংসঃ শিরোভূষণং তস্য বিলাসো যেন তথাভূতঃ কুন্তল ভরো যস্য তৎ। চিকুর কুন্তলো বাল ইত্যমরঃ। বিলাস-লক্ষণং যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ

বৃষভস্যেব গম্ভীরা গতির্ধীরঞ্চবীক্ষণং

সস্মিতঞ্চ বচো যত্র স বিলাস ইতির্য্যতে।

পুনঃ কীদৃশং—মাধুর্য্যমগ্নাননং মাধুর্য্যে মধুররসে মগ্নমিব কৃতমজ্জনমিব আননং যস্য তৎ। "সর্ব্বাবস্থাবিশেষেষু মাধুর্য্যং রমণীয়তা"। যদ্বা মাধুর্য্যে রসে মগ্নানাং ভক্তানাং অননং জীবনং 'অনঃ প্রাণে'। পুনঃ কীদৃশং প্রোন্মীল প্রকর্ষেণ উন্মীলৎ আবির্ভবৎ নব যৌবনং যস্য তৎ উন্মীলদিতি নিত্য প্রবর্ত্তমানে শন্নত শতৃপ্রত্য-য়াস্তং অনবস্থরৈব তস্য নব যৌবনমিতি ভাবঃ। পুনঃ কীদৃশং বেণু-

প্রণাদামৃতং—প্রকর্ষেণ বিলসৎ শোভমানো যো বেণুস্তস্য প্রকৃষ্টো নাদো এবং অমৃতংযত্র জ্যোতিষি অমৃতারোপাৎ চন্দ্রত্বং ব্যঙ্গম্।

পুনরপি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহস্ফূর্ত্তিং প্রার্থয়তি—মধুর তয়েতি দ্বাভ্যাম্ কিমপি অনির্ব্বচনীয়ং ধাম জ্যোতিঃ অনুভবৈকমাত্রগম্যং মে মম চেতসি চিরং চির কালং চকাস্তু প্রকাশতাম্, অসম্ভাবনায়াং লোট্। কথম্ভূতে চেতসি,—বিষয়বিষামিষ গ্রহণ গৃধ্নুনি বিশেষেণ সিন্বন্তি বধ্নন্তি ইতি বিষয়াঃ বি সিং চ বন্ধনে ধাতোঃ হিরণ্যগর্ভপদবীপর্য্যন্তেন্দ্রিয়-ভোগ্যানি, ত এব বিষয়ামিষাণি বিষসম্পৃক্তপললানি বিষ-রূপাণি বা। যদ্বা ত এব বিষাণি তানি এব আমিষাণি তাভ্যাং বস্তূনি তেষাং গ্রসনায় গ্রহণায় গৃধ্নুনি। অভিকাঙ্ক্ষাবতি গ্রস্ অদনেগৃধু অভিকাঙ্ক্ষায়াঞ্চ ধাতুঃ "আমিষে পললে লভ্যে সম্ভোগে চ' মেদিনী। তদ্ধামনিরাকৃতীতি তৎ সাকারত্বেন বর্ণয়তি, মধুরেতি, 'মধুরতরস্মিতামৃতবিমুগ্ধমুখাম্বুরুহম্''—অতিশয়েন মধুরং মধুরতরং যৎস্মিতং হাস্যভেদঃ তদেব অমৃতং তেন বিমুগ্ধং বিশেষেণ মুগ্ধং সুন্দরং মুখমেব অম্বুরুহং কমলং যস্য তৎ। মুগ্ধঃ সুন্দর মূঢ়য়ো রিতি বিশ্বঃ। স্মিত লক্ষণম্ যথা নাট্যলোচনে—

ঈষদ্বিকশিতৈর্গণ্ডৈঃ কটাক্ষৈঃ সৌষ্ঠাবান্বিতৈঃ

অলক্ষিতদ্বিজদ্বারং উত্তমানাং স্মিতং ভবেৎ॥

মদেতি—মদা মত্তা যে শিখিনঃ ময়ূরাঃ তেষাং পিঞ্ছৈ র্লাঞ্ছিতং অঙ্কিতো মনোজ্ঞানাং কচনাং কেশানাং প্রচয়ঃ সমূহঃ যস্মিন্ তৎ। মাদ্যৎ শিখিত্বেন পিঞ্ছস্য স্ফীততা ব্যজ্যতে। মাদ্যতি মাধুর্য্যাতিশয়েন মাদয়তি গোপসুন্দরীঃ বা। মদস্চাসৌ শিখিপিঞ্ছ লাঞ্ছিত মনোজ্ঞ

কচপ্রচয়শ্চেতি যস্যেতি বা। পুনঃকীদৃশং—বিপুলং বিলোচনং বিপুলে বিশালে বিশিষ্টে বিলোলতা মদঘূর্ণতারুণ্যাদিনা তত্র লোচনে যস্য তৎ। প্রাক্ সমস্তাঙ্গ-মনুভূয় শ্রীমুখনিরীক্ষণং কৃতমং স্মিতামৃতাদিষেব মনোনিমগ্ন-মিতি সমুদায়ার্থঃ। ৫ ॥

অপিচ বিভো স্তস্যৈব সকলসৌন্দর্য্যনিধেঃ মুখপঙ্কজং মে মনাংসি বিজৃম্ভতাং প্রকাশতাম্। এতেন নিজমনসঃ সরোরূপতা-ব্যঞ্জিত। তৎ বিশিনষ্টি—মুরলীতি মুরল্যা নিনাদ এব মকরন্দঃ তেন নির্ভরঃ পূর্ণং অন্যদপি পঙ্কজং মকরন্দভরঃ ভবতি। যথা মুরলীনিনাদঃ মকরন্দেন নিতরাং বিভর্ত্তি পোষয়তীতি নিজ পরি-বারমানয়ন্দতীত্যর্থ। পুনঃ কীদৃশং—মুকুলায়তে—মুকুলায়মানে (বিশেষ সঞ্জাতাভিতোষতঃ তৎতদানন্দেন মুকুলপ্রায়ীভবতি) নয়নাম্বুজে যস্য তৎ। অম্বুজসমানতয়া মুখস্য চন্দ্রতা ধ্বন্যতে—মুকুরায়মানে দর্পণপ্রায়ে প্রতিবিম্বগ্রাহিত্বাৎ মৃদুনী কোমলে গণ্ড-মণ্ডলে যস্যা তৎ। "দর্পণে মুকুরাদর্শে" গণ্ডে কপোলাবিত্য মর। ৬।

অথ কীর্ত্তনে এব তন্মধুরিমাণমিচ্ছন্ ধন্যাস্তে যেষাং নির্ম্মলে মনসি বিভুমুখপঙ্কজং প্রকাশতি, মমতু কেবলমিদমেব প্রার্থনীয়-মিত্যাহ কমনীয়েতি,-কলবেণু-কণিতাননেন্দো মুরারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মধুরিম্নঃ কণিকাপি অল্পকণা কণিকা সাপি অল্পার্থে কণ আদিতশ্চ ইতি সূত্রেণ পূর্ব্বস্যাৎ ইত। মম বাচি বিজৃম্ভতাং প্রকাশতাং প্রার্থনায়াং লোট্। নমু ইক্ষুক্ষীরগুড়াদীনাং মাধুর্য্যস্বাদান্তরং তন্মধুরদ্রবস্য মাধুর্য্যং বক্তুমশক্যমিতি। শ্রীকৃষ্ণস্যতু মধুরিমা কথ মুচ্যতাম্। তত্র-আহ—কাপি কাপি বা কাচিৎ সর্ব্বাসামম্বিত্যর্থঃ।

মুরারিরিত্যাদি নামানি নকেবলং যৌগিকানি। মুরবধাৎ পূর্ব্ব-পূর্ব্বমপি তৎশ্রুতেঃ। গোবিন্দাভিষেচন সময় এব গোবিন্দ নাম্নঃ শ্রীকৃষ্ণাভিধেয়ত্বম্। তস্মাদ্‌বুৎপত্তিরকিঞ্চিৎকরী। তথাপি স্বমনোবিনোদার্থমত্র কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে :—মুরদৈত্যস্যারিঃ—অরিরিত্যনেন বীররসোৎকর্ষচমৎকারঃ যথা মুরবন্ধনধাতো মুরতি বধ্নাতি ইতি মুরা অবিদ্যা তস্যা অরিঃ শক্রস্তস। মুরদৈত্যস্যারিস্তস্য কিঞ্চ কথম্ভূতস্য মুরারেঃ কমনীয়কিশোরমূর্ত্তিঃ কমনীয়া কান্তিমতী কাম্যা বা স্পৃহনীয়েতি যাবৎ। কিশোরী কৈশোর-বিশিষ্টা মুগ্ধা সুন্দরী মূর্ত্তির্যস্য তস্য কামনাঃ কামুক্যঃ গোপ্যস্তাসাং সম্বন্ধিনী কমনীয়া তদেকলক্ষণত্বাৎ সা চাসৌ কিশোরী মুগ্ধাচেতি মূর্ত্তির্যস্য তস্যেতিবা। পুনঃ কীদৃশস্য, কলবেণুধ্বনিতাদৃতাননেন্দোঃ। কলং মধুরাস্ফুটং যদ্‌বেণুধ্বনিতং তেনাদৃতং আননেন্দুর্যস্য বা। যথা কলয়তি বশীকরোতি গোপসুন্দরীঃ স্বনাদবেণুস্তস্য যৎধ্বনিতং তেন হেতুনা আদরচ্ছলেন স্পর্শাস্থর্থং সস্মিত-সভাব-সাতিলালস-চুম্বনাদিভিঃ আদৃতাননেন্দুর্যাভিঃ প্রেমরূপাভির্গোপিভিস্তস্য। তথাচ শীতগোবিন্দে—

> সাধু ত্বদ্‌বদনং সুধাময়মিতি ব্যাহৃত গীতস্তুতি-
> ব্যাজাদুদ্ভটচুম্বিত স্মিত মনোহারী হরিঃ পাতু বঃ। ৭॥

এবং শ্রীকৃষ্ণমধুরিমাণং ভাবয়ন্ তৎসাক্ষাৎকারং প্রার্থয়তে, মদ-শিখণ্ডীতি,—মম বাঙ্‌ময়ং জীবিতং বস্তু বিজয়তাং সর্ব্বোৎকর্ষ-স্বরূপাবস্থামাবিষ্করোত্বিত্যর্থঃ। বিজয়তামিতি বিপরাভ্যাং জে রিত্যাত্মনে পদম্। বাঙ্‌ময়ং বাগাত্মকং যথা মম বাক্ তৎরসকেলি-

গুণাত্মভিধায়িনী ভবেৎ। তথৈবাবির্ভবতু ইত্যর্থঃ। বাগধীন-মিতিবা। যদেবাহং তন্নামাদি কীর্ত্তয়ামি প্রীত্যা তদৈবাহতমিব স্ফুরায়াতি তাদৃশঞ্চ জীবিতং প্রাণরূপঞ্চ প্রাণতুল্যমিতি নোক্তম্। তস্যৈবপ্রাণানামপিপ্রাণত্বং। বস্তুতোহত্তি-প্রেমাস্পদত্বাৎ অতএবাস্য-কীর্ত্তনং বিনা ন চ জীবিতম্ সফলমিতি। যদ্বা বাঙ্ময়ং জীবিতং যস্মাৎ তৎ। নিজ-রস-বিলাস-বর্ণ নাপদেপ্রাণভৃতঃ (?) জীবনপ্রদমিত্যর্থঃ। তৎ কিং বিশেষণ-মর্য্যাদয়া বিশেষয়ন্নাহ--মদভি ইতি মদঃ মদিইষ্টে সচাসৌ শিখণ্ডীচ প্রশংসায়াং ইন্। তস্য যঃ শিখণ্ডঃ পিচ্ছং তেন বিশিষ্টং ভূষণং অলঙ্কৃতির্যস্য তৎ। শিখণ্ডস্ত পিচ্ছবর্হে নপুংসকইত্যমরঃ। ত্রতেন বিচ্ছিত্তিনামাখবো ·দর্শিতঃ। সোদাহরণ বিচ্ছিত্তি-লক্ষণঞ্চ উজ্জ্বলনীলমণৌ—"আকল্পকল্পনাল্লাপি বিচ্ছিত্তিঃকান্তিপোষকৃৎ"। উদাহরণঞ্চ হরিবংশে—

একেনামলপত্রেন কণ্ঠসূত্রাবলম্বিনা
বরাজ বর্হিপত্রেন মন্দমারুতকম্পিনা।

মদ-শিখণ্ডি-শিখণ্ডস্ত বিভূষণং অলঙ্কৃতি র্যস্মাদ্ বা তত্ত্ ততোএক বাধিকং শোভিত ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং মদনেতি মদয়তি হর্ষয়তি মদনঃ মথ্নাতি মনাংসি ইতি মন্থরং তচ্চ তৎ মুগ্ধং সুন্দরং মুখা-ম্বুজং যস্য তৎ। মদনং কামং মন্দরয়তি মন্থনদ্রব্যবৎ আকুলয়তি মন্দরবৎ শৈলবৎ স্তম্ভয়তীতি বা মদনমন্দরং তন্মুগ্ধং মুখাম্বুজং যস্য। মদনোহপি যন্মুখলাবণ্যমালোক্য মন্থরো যাত ইতি বাক্যার্থঃ। সাক্ষাৎমন্মথমন্মথঃ ইতি শ্রীভাগবতে। পুনঃ কীদৃশং—ব্রজবধ্বিতি, ব্রজবধূনয়নাঞ্জনেন রঞ্জিতং চুম্বনাদধরলগ্ন-

তন্নয়নরঞ্জনমিত্যর্থঃ। তথাচ গীতগোবিন্দে :—(কজ্জল মলিন-বিলোচন চুম্বন-বিরচিত-নীলিমরূপমিতি) বা। যদ্বা ব্রজবধূভিঃ নয়নাঞ্জনবৎরঞ্জিতংঅনুরাগবিষয়ীকৃতম্‌তন্নয়নাঞ্জনেন রঞ্জিতম্‌। অঞ্জন-চুম্বনা অনুরক্তং বা। যদ্বা, সর্ব্বতঃ স্থিতানাং ব্রজবধূনাং সর্ব্বাঙ্গপ্রতিবিম্বিতেষু নয়নেষু তৎ কজ্জল-প্রতিবিম্বাৎ অথবা ব্রজবধূনয়নানাং অঞ্জনং কান্তমতি-গতি-হাব ভাবসহিতদৃক্‌পাত-কটাক্ষরূপা, তয়া রঞ্জিতং হর্ষযুক্তম্‌। অঞ্জধাতুঃ অঞ্জ ব্যক্তি ম্রক্ষণ গতিষু। ৮॥

অথ পরমোজ্জ্বল ভাবাবিষ্টঃ কবিঃ ব্রজসুন্দরী রমণং সংশ্রয়তে পল্লবেতি—প্রভবং প্রকর্ষেণ ভবন্তি সর্ব্বে কামাঃ যস্মাদিতি তৎ আশ্রয়ে সম্যক্‌ সেবে। কীদৃশং—পল্লববৎ অপি অরুণো য পাণিঃ স এব পঙ্কজং সুগন্ধশীতলত্বাৎ তৎসঙ্গী যো বেণুঃ তস্য রবেণ ধ্বনিনা আকুলয়তি বিশ্বব্রজতরুণীরিতি ণ্যন্তাৎ পচাদ্যচ্‌। যদ্বা তৎসঙ্গী তদাসক্তিমান্‌ যো বেণুঃ স এব আকুলঃ কুলমর্য্যাদা-ত্যাজকো যত্র। পাণেঃ পঙ্কজত্বেন নিরূপণাৎ, বেণোঃ কলহংসরূপতা শ্রীকৃষ্ণস্যামৃতসরস্তা চ ব্যঞ্জিতা। পুনঃ কীদৃশং ফুল্লেতি—ফুল্লা বিকশিতা যা পাটলা রক্তা পাটলী পাটলী পুষ্পং—পুষ্পমূলেষু বহুলমিতি সূত্রেণ প্রত্যয়স্য বা লুক্‌ অতিরিক্তলাভায় রক্তেতিতাং পরিবদিতুং নিন্দিতুং শীলং যস্য তৎ তথাভূতং পাদরূপং সরোরুহং রক্তকমলং যস্য তং। পঙ্কজত্বেন কদাচিন্মুদ্রিতরূপতাপি স্যাৎ। অতঃ উক্তং ফুল্লেতি। পুনঃ কীদৃশং উল্লসদিতি উল্লসন্ত্যাঃ উচ্ছলন্ত্যাঃ বা মধুরাধরস্য দ্যুতয়ঃ কান্তয়ঃ তাসাং মঞ্জরীভিঃ কান্তয়

এব। মঞ্জর্য্যাভিঃ সরসং রসমাধুর্য্যাদি তৎ সহিতং আননং যস্য যদ্বা উল্লসন্ত্যাঃ উল্লস্য উচ্চৈঃ লসৎ শোভমানং যন্ মধু মাদকং বস্তু। তৎ রাতি দদাতি। সচাসৌ অধরদ্যুতিঃ মঞ্জরীচেতি। অদ্যাপি মঞ্জরী মধু প্রবচ্ছতীতি প্রসিদ্ধম্। তয়া সরসা রস-সহিতা, গোপীঃআং সমন্তাৎ অতীতি জীবয়তীতি তং। পুনঃ কীদৃশং বল্লবীতি বল্লবীনাং গোপসুন্দরীণাং কুচকুম্ভগত কুঙ্কুমেন পঙ্কিলং (কুঙ্কুমমিত্যুপলক্ষণং) কর্পূরা গুরুকস্তূরিতৎ কর্দ্দমিত কলেবরং। ইদন্তু কিশোরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য লীলাবধু গোপসুন্দরীণামেবেতি তাভিঃ স্বকুচাগতকুঙ্কুমেন মুদ্রাদত্তেতি ভাবঃ। পঙ্কিলমিত্যনেন খেলন্মন্মথপরিশ্রম-স্বেদামৃত-রস প্রবাহ-রূপ-পরিরম্ভণ-বিশেষো ব্যজ্যতে। হস্তয়োঃ পাদয়ো রধরস্য দ্যুতীনাং রাগেণ বল্লবী-কুচ-কুঙ্কুম পঙ্কিলং তয়া চ সর্ব্বাঙ্গ-রাগযুক্তেন তেন মন্মনোরাগো দ্বিগুণীকৃতস্তেন তদাশ্রয়ং বিনা ন জীবামিতি ভাবঃ।৯॥

সম্প্রতি স্বাভিমতরূপেণাবির্ভাবার্থং তমেবাশ্রয়ং করোতি। অপাঙ্গেতি— বিভুং বিবিধরূপেণ ভক্তানুগ্রহার্থং আবির্ভবতীতি, তমাশ্রয়ামহে, শরণং ব্রজামঃ বহু বচনেন ভগবৎ শরণ্য সজাতীয় সত্ত্বেঽপি। পরমং সাধনমিতি সূচিতম্। কথম্ভূতং—বল্লবা-নাং গোপানাং সুন্দরীভিঃ বিশিষ্টা স্ত্রীভিঃ। তথা চামরসিংহঃ :— "বিশোষাত্বঙ্গনা ভীরুঃ কামিনী বামলোচনা। প্রমদা ভাবিনী কান্তা ললনাচ নিতম্বিনী। সুন্দরী রমণী রামে"তি। অপাঙ্গ লেখাভিঃ করণ-রূপাভিঃ অপাঙ্গানাং নেত্রান্তানাং লেখাভিঃ

রেখাভিঃ পংক্তিভিঃ ভলয়ো রৈক্যাৎ (শ্রেণীরেখাস্তু রাজয়ঃ ইত্যমরঃ)। যথা, অপাঙ্গেষু যা রেখা তদ্বৎ কজ্জল রেখা-বৎ স্থিতা দীর্ঘীভূতা দৃষ্টয় স্তাভিঃ অনুক্ষণং ক্ষণে ক্ষণে অভ্যস্যমানং বারং বারং বিষয়ীক্রিয়মানং "গচ্ছ গচ্ছ তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যাদিবৎ দূষী-ক্রিয়মানমিত্যর্থঃ। সতত দৃষ্টিতোঽপি তৃপ্তৌ যাতায়াং বিরতিঃ স্যাৎ। সা তু নাস্তীত্যাহ অভঙ্গুরাভিঃ অবিচ্ছিন্ন-প্রবাহ রূপাভিঃ স্বতস্তুষ্টি র্ভজ্যতে ? ন। কিন্তু বিষয়স্যান্ততো গমনাদিনৈবেতি ভাবঃ। যথা অভ্যাসেভ্যঃ স নীয়মানো যস্মিন্ তন্মুখমধুরিমালোকনাৎ মানসানব স্থিতেঃ। তথাচ শরণ কবিঃ (পদ্যাবল্যাম্)

মুরারিং পশ্যন্ত্যা সখি সকলমঙ্গং নয়নং
কৃতং যৎ গৃণ্বন্ত্যা হরি-গুণ-গণং শ্রোত্র-নিচিতম্
সমং তেনালাপং সপদি রচয়ন্ত্যা মুখময়ং
বিধাতুর্নৈবাসীৎ ঘটন-পরিপাটী-মধুরিমা ইতি।

যস্যা অপাঙ্গ-রেখা-সাদৃশী তদাহ-অনঙ্গেতি, অনঙ্গ কামস্তস্য যারেখা পরস্পরতয়া যো রসঃ তেন রঞ্জিত রসাভির্বাঞ্জিতাভি-রিত্যর্থঃ। তাভির্হি নানৈশ্বর্য্যবিনোদৈঃ কোটিশোমহাদ্ভুতঃ অনঙ্গার্ব্বুদ ইতি। অথ কান্তাদৃষ্টি স্নিগ্ধা চ যথা,—

আপীবন্তীব দৃশ্যং যা সবিকাশাতিনির্ম্মলা।
সভ্রূক্ষেপ কটাক্ষা সা কান্তামন্মথবর্দ্ধিনী॥

স্নিগ্ধালক্ষণং পূর্ব্বমেবোক্তং। অনঙ্গরেখারসরঞ্জিতাভিরিতি বল্লবীবিশেষণং বা। অনঙ্গলেখঃ কামলেখঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি তত্র তত্র যআ সর্ব্বতো রসত্বেন রঞ্জিতাভিঃ অনঙ্গেন কামেন কৃতো

লেখো নিজবক্ষঃস্থলাদৌ কস্তূরিকয়া শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তেঃ আসমাক্ লিখনং তেনৈবোদ্ভূতো যঃ রসস্তেন রঞ্জিতাভির্বা শ্রীকৃষ্ণ প্রেষিতানন্দ-লেখেন রসরঞ্জিতাভিরিতি বা। তত্র কামলেখো যথা ভক্তি-রসামৃতসিন্ধৌঃ (?)—(উজ্জ্বলনীলমণৌ)

স লেখঃ কামলেখঃস্যাদ্ যঃ স্বপ্রেম-প্রকাশকঃ।
যুবত্যাং যূনি যুনাঞ্চ যুবত্যাং সংপ্রতীয়তে।
নিরক্ষরঃ স্বাক্ষরশ্চ কামলেখো দ্বিধা ভবেৎ॥

তত্র নিরক্ষরঃ—সুরক্তপল্লবময়শ্চন্দ্রার্দ্ধাদি-নখাঙ্কভাক্।
বর্ণবিন্যাসরহিতো ভবেদেষ নিরক্ষরঃ

স্বাক্ষরশ্চ— গাথাময়ীলিপির্যত্র স্বহস্তাঢ্যৈষ স্বাক্ষরঃ।

যথা শ্রীজগন্নাথ বল্লভেঃ—

সুচিরং বিধ্যসি হৃদয়ং লভতে মদনঃখলু দুর্যশোবলবৎ
দৃশ্যসে সকলদিক্ষু ত্বং। দৃশ্যতে মদনো ন কুত্রাপি।
রাধাঞ্জন-তুলারাগঃ কিম্বা কস্তূরিকাময়ী
পৃথুপুষ্পং দলং পত্রং মুদ্রাঢ্যৎ কুঙ্কুমৈরিতি। ৯॥

অথ শ্রীকৃষ্ণভাবেন ভূষিতাশয়ো বিপ্রলম্ভরসমথিতহৃঃসহং মন্যমানো হৃদয়ে তল্লীলাস্ফূর্ত্তিমেবাশাস্তে। হৃদয়েতি কিঞ্চন ধাম-কর্ত্তৃকাপি মূর্ত্তিঃ অতিরহস্যত্বেন সর্ব্বোপনিষদাদৌ নিগূঢ়ত্বাদ্ বা তন্নামাগ্রহণম্। মম হৃদয়ে চেতসি সন্নিধত্তাং সন্নিহিতং ভবতু। হৃদ্যং—হৃদ্যানাং হৃদয়প্রিয়-বিলাসানাং মূলভূতং যাবন্তোহি রসময়-বিলাসা স্তেষাং বীজভূতমিত্যর্থঃ। তেষাং জীবনং বা। তেঽপি পরমানন্দসান্দ্রমূর্ত্তিং প্রাপ্য জীবন্তি। যথা হৃদ্যাঃমনোহরাঃ বিভ্রমাঃ

ভাবহাবালঙ্কারাঃ যাসাং তাসাং ব্রজসুন্দরীণাং হৃদয়ং, সর্ব্বস্বং হৃৎ মনো অয়ত্নে প্রবিশতীতি বা। তত্রালঙ্কারা যথা উজ্জ্বল নীলমণৌ :—

যৌবনে সত্ত্বজাস্তাসামলঙ্কারাস্তু বিংশতি।
উদয়ন্ত্যদ্ভুতাঃ কান্তে সর্ব্বথাভিনিবেশতঃ।
ভাবো হাবশ্চ হেলাচ প্রোক্তাস্তত্র ত্রয়োঽঙ্গজাঃ।
শোভা কান্তিশ্চ দীপ্তিশ্চ মাধুর্য্যঞ্চ প্রগল্‌ভতা।
ঔদার্য্যং ধৈর্য্যমিত্যেতে সপ্তৈবাস্যুরযত্নজাঃ।
লীলাবিলাসো বিচ্ছিত্তি র্বিভ্রমঃ কিলকিঞ্চিতং।
মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিব্বোকো ললিতং তথা।
বিকৃতিং চেতিবিজ্ঞেয়া দশ তাসাং স্বভাবজাঃ॥

তত্রভাবঃ—প্রাদুর্ভাবং ব্রজত্যেব রত্যাখ্যোভাব উজ্জ্বলে।
নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তেভাবঃ প্রথম বিক্রিয়াঃ॥

তথাহ্যুক্তং—চিত্তস্যাবিকৃতিঃসত্ত্বং বিকৃতেঃ কারণে সতি।
তত্রাদ্যাবিক্রিয়াভাবো বীজস্যাদিবিকারবৎ॥

অথহাবঃ—গ্রীবারেচকসংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদি বিকাশকৃৎ।
ভাবাদীষৎ প্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে॥

হেলা —হাব এব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তঃ শৃঙ্গারসূচকঃ

শোভা —সা শোভারূপভোগাদ্যৈর্যৎ স্যাদঙ্গ-বিভূষণম্।

কান্তিঃ —শোভৈব কান্তিরাখ্যাতা মন্মথাপ্যায়নোজ্জ্বলা॥

দীপ্তিঃ —কান্তিরেব বয়োভোগদেশকালগুণাদিভিঃ।
উদ্দীপিতাতিবিস্তারং প্রাপ্তাচেদ্দীপ্তিরুচ্যতে॥

মাধুর্য্যং :—মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা।

প্রগল্ভতা :—নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্ভতা।

ঔদার্য্যম্ :—ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাগতং বুধাঃ।

ধৈর্য্যম্ :—স্থিরা চিত্তোন্নতির্যাতু তদ্ধৈর্য্যমিতি কীর্ত্ত্যতে।

লীলা :—প্রিয়ানুকরণং লীলারম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ।

তদ্ যথা বিষ্ণুপুরাণে—

দুষ্টকালিয় তিষ্ঠাদ্য কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা।

বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্ব্বস্বমাদদে॥

বিলাসঃ—গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদি কর্ম্মণাং

তৎ কালিকস্তু বৈশিষ্টং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্॥

বিচ্ছিত্তিঃ—আকল্পকল্পনাল্পাপি বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ

বিভ্রমঃ—বল্লভ-প্রাপ্তি-বেলায়াং মদনাবেশ সম্ভ্রমাৎ।

বিভ্রমে হারমাল্যাদি ভূষাস্থান-বিপর্য্যয়ঃ।

কিলকিঞ্চিতম্—গর্ব্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসূয়া-ভয়ক্রুধাং

সঙ্করী করণং হর্ষাদ্ উচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্।

মোট্টায়িতম্—কান্ত-স্মরণ-বার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবঃ ভাবতঃ।

প্রাকট্য মভিলাষস্তু মোট্টায়িত মুদীর্য্যতে॥

কুট্টমিতং—স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।

বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ॥

বিব্বোকঃ—ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ

ললিতম্—বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।

সুকুমারো ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদীরিতম্॥

বিকৃতম্—হ্রীমানের্ষ্যাদিভির্যত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতং।

ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্বুধাঃ ॥"

অলঙ্কারা নিগদিতা বিংশতির্গাত্র চিত্তজাঃ।

"অমী যথোচিতং জ্ঞেয়া মাধবেহপি মনীষিভিঃ

কৈশ্চিদন্যেহপ্যলঙ্কারাঃ প্রোক্তানাত্রময়োদিতাঃ ॥

মুনেরসম্মতত্বেন কিন্তু দ্বিতয়মুচ্যতে।

মৌগ্ধ্যঞ্চ চকিতঞ্চেতি কিঞ্চিন্মাধুর্য্য-পোষণাৎ ॥"

মৌগ্ধ্যম্—জ্ঞাতস্যাপ্যজ্ঞবৎ পৃচ্ছা প্রিয়াগ্রে মৌগ্ধ্যমীরিতম্

যথামুক্তাচরিতে—কাস্তালতাঃ কবাসন্তি কেন বা কিল রোপিতাঃ

কৃষ্ণ মৎকঙ্কণ' ন্যস্তং যাসাং মুক্তাফলং ফলম্ ॥

চকিতম্—প্রিয়াগ্রে চকিতং ভীতেরস্থানেহপি ভয়ং মহৎ।

ইতি ভাবহাবাদ্যলঙ্কারা আলঙ্কারিকৈঃ কথ্যন্তে। পুনঃ কীদৃশং—হর্ষবিশালেতি—হর্ষেণ বিশালে সহজবিস্তারা দধিকতর বিস্তারে—লোলে প্রেয়সীনাং তৎতদঙ্গবিলোকনায় চঞ্চলে নেত্রে যস্য তৎ। অথ বিভ্রান্তা দৃষ্টির্যথা—

যাতু কচিদবিশ্রান্তমবিষ্টারং (?) বিলোচনে ?

বিস্তীর্ণা চঞ্চলা ফুল্লা সা দৃষ্টি বিভ্রমা মতা (?) ॥

অবিষ্টরং অনবরতম্। "বিভ্রান্তো বিভ্রমে বেগে সম্ভ্রমে চ ভবেদসৌ" পুনঃ কীদৃশং—তরুণং রসবিলাস-চমৎকারচেষ্টারূপং কিশোর-ত্বেহপি শৃঙ্গার-রস-বিলাসাতিপ্রাগল্ভ্যাৎ তরুণমিত্যুক্তং। পুনঃ কীদৃশং—ব্রজবালসুন্দরীণাং তরলং ব্রজেযাঃ বালাং মৃদঙ্গ্যঃ কিশোর্য্যঃ বালাশ্চ আকৃত্যা প্রকৃত্যাচ সুন্দর্য্যঃ তাসাং মধ্যে

তরলং বস্ত্রহরণাদিনা চঞ্চলস্বভাবং। যদ্বা তরলং তরলো হার-মধ্যগঃ তৎ সদৃশং (সাদৃশ্যে অর্শাদিরচ্।)

তরলঃ চঞ্চলে সিদ্ধৌ স্বভাবেই স্বভাবে চ ত্রিলিঙ্গিকম্
হারমধ্যমণৌ পুংসি যবাগুস্তরয়ো স্ত্রিয়ামিতি মেদিনী।১১॥

কৃতপুণ্য পুঞ্জাস্তে যে তৎসান্নিধ্যং অভিনবন্তি। মম পুন-রিদং ভূয়াদিতি শ্রীকৃষ্ণ মহিমানমত্যাশ্চর্য্যং মনসি নিধায়াভিমত-মাশাস্তে নিখিলেতি—চেতঃ (কর্ত্তৃ) কৃষ্ণপদাম্বুজাভ্যাং তৎ সকাশাৎ যদ্বা ল্যবলোবে পঞ্চমী, তাদর্থে বা চতুর্থী। কিমপি প্রেমবিশেষৈর্ম্মাধুর্য্যং বহতু ধারয়তু শ্রীকৃষ্ণ পদাম্বুজে তথা প্রসীদেতাং যথা তস্মিন্ অনুরাগ এব মম উদেতি। কীদৃশাভ্যাং নিখিলেতি—প্রাকৃতাপ্রাকৃতসমস্তলোকস্ত যা লক্ষ্মীঃ শোভা সম্পত্তি স্তস্যাঃ নিত্য লীলাপ্রদাভ্যাং কেলিগৃহাভ্যাং। যদ্বা নিখিল ভুবনস্ত লক্ষ্মীর্যয়া এবংভূতায়া নিত্যলীলা তস্যা আস্পদাভ্যাং পুনঃ কীদৃশাভ্যাং কমলেতি কমলবনশ্রেণীনাং গর্ব্বস্ত—(বয়ং সুরতয়ঃ, লক্ষ্মী নিবাস ইত্যাদেঃ) সর্ব্বঙ্কষাভ্যাং সর্ব্বনির্ম্মূল-করাভ্যাং সৌগন্ধ্যারুণমার্দ্দিব শৈত্যাদি সর্ব্বগর্ব্বাণাং নাশকত্ত্যামিতি ভাবঃ। এবং বিশেষণদ্বয়েণ লীলা-শোভা-সৌরভ্য-সৌকুমার্য্য-শৈত্য-মকরন্দাদেরতিশয়ত্বমুক্তং। প্রণামারম্ভমাত্রেণ সর্ব্বপ্রদত্বমাহ প্রণমদেতি—প্রণমতাং নতিমাত্রং কুর্ব্বতামেব অভয়দানে যা প্রৌঢ়িঃ তয়া গাঢ়ং অত্যর্থং আদৃতাভ্যাং উদ্যতাভ্যামিতি পাঠে প্রণমৎসু প্রণতিপরেষু অভয়-প্রদানে-প্রৌঢ়িঃ যাসাং তাঃ নিজরসময়লীলাময়-শ্রীকৃষ্ণশক্তয়ঃ। গাঢ়ং দৃঢ়ং উদ্যতাং যয়ো স্তাভ্যাং তথাচোক্তম্—

অতন্দ্রিতচমূপতি-প্রহিত হস্তমস্বীকৃত-
প্রণীতমণিপাদকং কিমিতি বিস্মিতান্তঃপুরম্
অবাহন পরিস্থিরং পতগরাজমারোহতঃ
করি-প্রবর-বৃংহিতে ভগবতঃ ত্বরাযৈ নমঃ।১২॥*

ইদানীং শ্রীকৃষ্ণস্য মধুরতরলীলা-বিলোলবিলোচন-মাধুরী-মগ্নচেতা স্বস্য ভাবগতবিলোচন-খেলনং পরং তস্মিন্ প্রার্থয়তে। প্রণয়েতি অস্মাকং স্বীয়াভিপ্রায়েণ সবহুমানাদ্বা হৃদয়ে প্রাণনাথত্বেন বর্ত্তমানঃ কিশোরঃ প্রস্ফুরৎ লোচনভ্যাং প্রকর্ষেণ স্ফুরদ্ভ্যাং সচঞ্চলাভ্যাং লোচনভ্যাং সহ অতি সাকাঙ্ক্ষত্বাৎ প্রবহতু প্রকর্ষেণ বর্ত্ততাম্। সম্যক্ পরোক্ষ স্ফূর্ত্তিধারা বিষয়োভবত্বিত্যর্থঃ। যদ্বা কিশোরঃ কীদৃশঃ এবম্ভূতাভ্যাং লোচনাভ্যাং বিশিষ্ট বিশেষণো তৃতীয়া। প্রস্ফুরৎ লোচনাভ্যামিত্যত্রাদ্ভুতা বিভ্রান্তা বা দৃষ্টির্যথা

প্রসন্নশুদ্ধশুভ্রাংশান্তর্বহির্গামিতারকা।
ঈষৎ কুঞ্চিত পক্ষ্মাগ্রাদ্ভুতাপাঙ্গবিকাশিনী॥

প্রসন্ন শুদ্ধঃ শুভ্রঃ অংশঃ অপাঙ্গো যস্যাঃ অন্তর্বহিশ্চ গামিনী তারকা যস্যাঃ সা। বিভ্রান্তা-লক্ষণং পূর্ব্বমেবোক্তম্। লোচনে বিশিনষ্টি—প্রণয়-পরিণতাভ্যাং পরিণামং শেষং প্রাপ্তাভ্যাং। যথা প্রণয়ো গোপীনাং সহজসিদ্ধঃ পরিণতঃ প্রবৃদ্ধায়াভ্যাং প্রণয়েণ প্রেম্না পরিতোনয়নং যাভ্যামিতি বা। যত্র যত্র দৃষ্টিঃ পততি তত্র

---

* কেনচিদ্দাক্ষিণাত্যেন কবিনা রচিতমিদং পদ্যমুদ্ধৃত মেবাস্তি শ্রীপাদরূপ গোস্বামি-সমাহৃত পদ্যাবল্যামিতি।

তত্র চৈতন্যমাত্রস্য প্রেমবিহ্বলতয়া কৃষ্ণৈকগ্রহত্বতা ভবতি। অত্র স্নিগ্ধা দৃষ্টি স্তল্লক্ষণঞ্চোক্তম্। পুনর্বিশিনষ্টি,—শ্রীভরেতি শ্রীশোভা, তস্যাভরোঽতিশয়ঃ তদালম্বনাভ্যাং পরমবিশ্রামত্বাশ্রাভ্যাং। অত্র কান্তাদৃষ্টিঃ—তল্লক্ষণঞ্চোক্তমেব। পুনর্বিশিনষ্টি—প্রতিপদেতি। পদং ব্যবসিতবিবিধকেলিরূপঃ ব্যবসায়ঃ। ততঃ প্রতিপদং প্রতি বা ললিতাভ্যাং এতেন সদা সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণসুষমাভ্যা-মিত্যর্থঃ। "পদং ব্যবসিত-ত্রাণ-স্থান লক্ষ্যাঙ্ঘ্রিবস্তুষু ইত্যমরঃ। অত্র ললিতা দৃষ্টির্যথা—

মধুরা কুঞ্চিতাপাঙ্গা সভ্রুক্ষেপস্মিতান্বিতা
মন্মথোন্মথিতা দৃষ্টির্ললিতা ললিতামতা॥

প্রত্যহং নূতনভ্যামিতি—প্রত্যহং প্রতিদিনমুপলক্ষণঞ্চৈতৎক্ষণ-লবাদিং প্রতি ইত্যর্থঃ। নূতনাভ্যাং নবাভ্যামহনি অহনি পূর্ব্বানমু-ভূত সৌন্দর্য্যাতিশয় চমৎকারাভ্যামিত্যর্থঃ। প্রতিক্ষণং নূতন ত্বেঽপি প্রত্যহমিত্যুক্তম্ লীলা-বিশেষাভিপ্রায়েণ। অত্র বীরা দৃষ্টির্যথা :—"অচঞ্চলা বিকশিতা যা বীরা ধীরৈরুদাহৃতা।"

ঔদার্য্য-ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য-মাধুর্য্যললিতাস্তপি তেজঃ শোভা-বিশেষাঃ স্ব স্ব-ভেদাদ্বিবৃধতী। পুনঃ বিশিনষ্টি—প্রতিমুহু-রধিকাভ্যাং প্রতিমুহুঃ প্রতিবারং অধিকমধিকং সুখং যাভ্যাং যয়োর্ব্বা। "সুখশীর্ষজলেষু চ" ইতি মেদিনী অত্রাপি কান্তাদৃষ্টি স্তল্লক্ষণং পূর্ব্বমেবোক্তমিতি।১৩॥

ইদানীমতিপ্রেমোৎকণ্ঠাদিতয়বিষয়মাত্রাসহিষ্ণুঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রা-মৃতবারিধৌ মনো নিমগ্নতাং প্রার্থয়তো মাধুর্য্যেতি—মে মম

মনঃ আনন্দসংপ্লবমানন্দপ্রবাহস্তুপ্লুতাং নিমজ্জতু,—অবগাহতামিতি যাবৎ। আনন্দপূরস্য আনন্ত্যাৎ কুত্রাপি নিমগ্নং ভবতু ইত্যর্থঃ। অগ্রণুবৃত্ত্যা। বারং বারং প্লবতামিতি বা। তর্হি কিং ব্রহ্মানন্দেনইত্যাহ মাধুর্য্যেতি। স্বভাবত এব চিত্তাকর্ষকতা, মাধুর্য্যম্, তস্য বারিধি শুদ্ধশুদ্ধভূমহাসমুদ্র শুদ্ধৈবান্তর্গতঃ যৎ মদাম্বু মত্ততারূপমম্বু মাদকং মাধুর্য্যমিত্যর্থঃ। যেনাকৃষ্টং মনো মদ-বিহ্বলমিতরবিস্মৃতিযুক্তং সৎ ইতস্ততঃ স্রোতঃশৈলবৎ সঞ্চরতীত্যর্থঃ। তস্য যে তরঙ্গা উচ্ছলৎরূপা স্তেষাং ভঙ্গাঃ প্রকারবিশেষাঃ মাদকবিশেষাম্মদ বিকার-বিশেষা ভবন্তি—তদ্রূপো যঃ শৃঙ্গার-রসময় বিলাসঃ তেন সঙ্কুলিতঃ ব্যাপ্তঃ শীতঃ সর্ব্বতাপহরঃ কিশোরশ্চাসৌ মূর্ত্তির্যস্য তৎ। যদ্বা, শ্রীকৃষ্ণস্য মাধুর্য্যমেব বারিধিঃ অত্র ব্রজ সুন্দরীণাং মদ এব অম্বু সৌভাগ্যযৌবনাদ্যবলেপরূপং তয়ো র্যে তরঙ্গ ভঙ্গ্যো তাভ্যাং যঃ শৃঙ্গারঃ তেন সঙ্কুলিতঃ সম্পূরিতঃ অন্যৎ পূর্ব্ব বয়সবাবস্থাবিশেষেষু (?)। মাধুর্য্যং রমণীয়তা, মদঃ বিকারঃ সৌভাগ্যযৌবনাদ্যবলেপঃ। পুনঃ কীদৃশং আমন্দতি আ ঈষন্মন্দেন হাসেন স্মিতেনেত্যর্থঃ, ললিতং মনোহরং আননমেব চন্দ্র মণ্ডলং যস্য তৎ। লুলিতানন চন্দ্রবিম্বপাঠে লুলিতো বিমর্দ্দিতো ব্যাপ্তঃ ইতি যাবৎ, পূর্ব্ববৎ অন্যৎ।১৪॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য বৃন্দাবনগিরিকন্দরকালিন্দীতট এব বীথ্যাদিষু সপ্রেম চরণসঞ্চারেণ বিরচিতবিচিত্রমধুরক্রীড়স্য চরণস্ফূর্ত্তি হৃদি প্রার্থয়তে। অব্যাজেতি ওজঃ কিমপি তেজোরূপং বস্তু—"বলাবষ্টম্ভয়োরোজঃ ক্লীবং দীপ্তিপ্রকাশয়োরিতি।

("ওজোদীপ্তাববষ্টম্ভে প্রকাশবলয়োরপীতিমেদিনী) মদীয় হৃদয়ে অরুণপাদসরোরুহে তাভ্যাং করুণামৃতাভ্যাং আক্রীড়তাম্— (ক্রীড়া বিহারে) নৃত্যতু ইত্যর্থঃ। ক্রীড়া বিহারে আংপরিত্যা আত্মনে পদম্। নমু কথং কঠিনে হৃদয়ে তাভ্যাং পরম সুকুমারাভ্যাং ক্রীড়নং অতো আহ শ্রীনন্দনন্দন, গোবর্দ্ধনাচল কঠোর-শিলাসু কোমলাভ্যাং আভ্যাং পত্ভ্যাং সঞ্চারমানোঽপি ত্বতোঽপি মনঃ কঠোরং কিং মে যৎ তস্মিন্ পদদ্বয়ং ন নিদধাসি। (তন্ন সম্ভবতীতি যোজনা) যৎ আর্দ্রে তৎ প্রেমরসেন স্নিগ্ধী ভূতে। কিম্ভূতং ওজঃ ভবনং আর্দ্রং যেন, যং সঙ্গাভুবন মেবার্দ্রী ভবতি, মৎহৃদয়স্ত কা গণনা। যৎ প্রেমার্দ্রতালবেন ভুবনেষু মহাপ্রেমার্দ্রতা তস্য সাক্ষাৎ প্রেমার্দ্রতা কিং বক্তব্যা? যথা, ভুবনং জলং তদ্বদার্দ্রমিতি। জলযোগাৎ কঠিনং লোষ্ট্রাদি আর্দ্রী ভবতি। পুনঃ কিম্ভূতং অব্যাজেতি অব্যাজা নিকপটা সহজানুরাগবিলসিতা মনোহরে মুখাম্বুজে মুগ্ধাঃ সুন্দরাঃ যে ভাবা হাস্যকটাক্ষভ্রুভঙ্গ্যাদয়ঃ তৈঃ সহেতি বা আস্বাদ্যমানো মধুরাৎ মধুরতরো যঃ ইতি অনুভূয়মানঃ নিজবেণোঃ সঙ্কেতপরিহাস-নামাদিসংশিনো বিনোদাঃ স্বরগ্রামমূর্চ্ছনাতালাদিরূপা বা তদ্ যুক্তো নাদো যেন যতঃ। অথবা এবং যোজনা—অরুণপাদ-সরোরুহাভ্যাং উপলক্ষিতং ওজঃ মদীয়হৃদয়ে আক্রীড়তাং। কঠিনহৃদয়ে কথং আক্রীড়নম্? অতঃ আহ অব্যাজাদিপ্রভাবৈ রার্দ্রং। কিম্ভূতং ওজঃ—অব্যাজেতি—অব্যাজমঞ্জুলমুখাম্বুজ-মুগ্ধভাবৈঃ আর্দ্রং ওজঃ। কিম্ভূতং আস্বাদ্যমানো গোপিভি নিজবেণো বিনোদযুক্তো নাদো যস্য। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।১৫॥

পাদ-সরোরুহাভ্যামাক্রীড়ন্তামিত্যুক্তেঃ সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণস্য পরমসুন্দরত্বাৎ তচ্চরণং স্তুবন্ স্বান্তর্ভাববিলসিতমাবিষ্করোতি মণীতি—বিভোশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য তচ্চরণমনিরূপ্য মাধুর্য্যাদিএকদেশচ্ছটা কোট্যাংশসৌভাগ্যস্য মহতা যত্নেনাপি হৃদয় স্ফুরণাৎ বাচলমিতি—'আলজাটচৌ বহুভাষিণী'তি সূত্রম্ (৫—২—১২৫) কুৎসিত ইতি বক্তব্যমিতি বার্ত্তিকসূত্রাৎ কুৎসায়ামিতি বাচ্যম্। সাম্যন্ত্র ভগবদ্ব্যতিরিক্তে বস্তুনি সংগচ্ছতে। তৌ হি নামুরজ্ঞসমস্তৌ। মধুরৌ নস্তঃ। যদ্বা মণিময় মধুরবাচালানাং অলং ভূষণম্। তাম-ত্রৈবাধিকং শোভন্তে। অনুভূতং তচ্চরণম্ মণিময়বন্দর্শয়তি যদীয়ানি যস্য চরণস্য ইমানি চিহ্নানি ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজাদ্রূপাণি ব্রজবীথিষু বর্ত্মসু ললিতানি অতি মনোহরাণি দৃশ্যন্ত ইতি শেষঃ। যদীয়ানি বন্দে স্তৌমি নমস্যামি চ। কীদৃশং তচ্চরণং মণিনূপুর-বাচালং মণিময়ো নূপুরো বাচালো বহুভাষী যত্র। তল্লক্ষ্যাণ্যেবাতি সুন্দরাণি তস্য চরণস্যসৌন্দর্য্যং কথং বর্ণনীয়ং ভবেদিতি ভাবঃ।১৬॥

ততশ্চাতিমনোহরত্বেন তচ্চরণনূপুরশিঞ্জিতং কর্ণপ্রেয়মিতি যযান স্ফুর্ত্তিমাশাস্তে মম চেতসীতি বল্লবীবিভোঃ বল্লবীনাং গোপ-সুন্দরীনাং বিভোঃ অনুরাগতারতম্যেন বিবিধো ভবতীতি বিভু বল্লবীসহিতস্য বিভোর্বা। মঞ্জুমনোহরং কর্ণরম্যং শিঞ্জিতং ভূষণধ্বনিং ভূষণাণান্ত শিঞ্জিতমিত্যমরঃ। স মম চেতসি স্ফুরতু। তৎ শিঞ্জিতং শ্রবণানন্দানুভবঃ স্ফুরতু ইতি প্রার্থনায়াং লোট্। কীদৃশং শিঞ্জিতং মণিনূপুরপ্রণয়ি—তন্ময়য়ো নূ'পুরয়োঃ প্রণয়ি প্রণয়-পাত্রং তস্য। তাভ্যাং প্রণয়ি স্নিগ্ধং বা। পুনঃ কীদৃশং—

কমলেতি। কমলবনেচরা অত্র বনে চরতি কৃতিবহুলমিতি সপ্তম্যাঃ অলুক্। তে চ তে কলিন্দকন্যাকাযমুনা তৎসম্বন্ধিনঃ তত্র স্থিতা যে কলহংসাঃ কলহংসশ্চ কলহংসাশ্চ ইতি একশেষঃ হংসবিশেষা :— "কাদম্বঃ কলহংসস্যাদি"ত্যমরঃ। তেষাং যৎ কণ্ঠেস্থিতং অতএব কলমব্যক্তং মধুরাস্ফুটং যৎ কূজিতং ধ্বনিঃ তেন আদৃতং কৃতাদরং অত্যুৎকৃষ্টতয়া কৃতগৌরবমিত্যের্থঃ। পদ্মবনচারিত্বেন মৃণালাদি-ভক্ষণেন মত্ততা ধ্বনিরম্যতা চ সূচিতা। কালিন্দী-সম্বাসিনো এতে হংসা নান্যত্র গচ্ছন্তি ইতি উৎকৃষ্টজলশয়ত্বাভাবাদিতি সূচিতম্। চরণতলয়োঃ পদ্মোপম্যম্; কলিন্দকন্যেতি চরণোপারিভাগয়োঃ কালিন্দাসাম্যম্; নূপুরয়ো হংসতুল্যতেতি জ্ঞে যথা যথমূহ্যম্। ইত্যা-দিনা চরণারবিন্দসৌভাগ্যাতিশয়নূপুর নিকুঞ্জমঞ্জুতরবীথীসঙ্কেত-নিকেতনং প্রতিচলতো নূপুরধ্বনিঃ স্ফুরতু ইতি নির্গলিতার্থঃ।১৭॥

অথ অত্যদ্ভুত পরমমহানুভাবভাবিতে মনসি সম্যগাবির্ভাবং প্রার্থয়তে তরুণেতি। কিমপি অমৃতং নিত্যপরিপূর্ণপরানন্দৈকরস-সার-সর্ব্বস্বং বস্তু মম মদচেতসি প্রেম-রসমাধ্বীকে চিত্তে খেলতু। ধারাবাহিকতয়া পুঙ্খাপুঙ্খভাবেন (?) ক্রীড়তু দিব্যাবয়বত্বাচ্চ আশ্চার্য্যামৃতং ইত্যাহ মধুরাধরম্ মধুরোঽধরো যত্র। যদ্যপি অমৃতত্বাৎ সর্ব্বমেব মধুরং তথাপি মাধুর্য্য-বিশেষত্বাদেরমূর্ত্তিঃ। যথা মধুর বস্তুনি যাবন্তি প্রসিদ্ধানি তানি অধরমতিনিকৃষ্টং করোতি অথবা মধুরং রসং কিমপ্যনিরূপ্য আ সমন্তাৎ সর্ব্বাবয়বেষু স্বস্যান্যস্যচ ধারয়তি তদেবাঙ্গং দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা। তদেব মহামাদকং পরম-রসদমিত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ :—

শ্যামত্বং মধু যস্য যস্য মধুবৎ কৈশোরমত্যদ্ভুতম্
ক্রীড়া যস্য মধুনি যস্য চ মধুন্যেকাদশাখ্য ক্রিয়াঃ
মাধ্বী যস্য বিনোদকলাঙ্গবচসাং ভঙ্গী যদীয়ং বপুঃ
রূপং মধ্বথ ভূষণাদিচ মধু ব্যামোহয়েৎ কং স ন। ইত্যাদি

পুনঃ কীদৃশং তমাহ—তরুণেতি স্ফীতে স্বভক্তোৎকর্ষশ্রবণেন অরুণো লোহিতো স্বভাবতো নেত্রয়োঃ প্রাপ্ততায়াং অরুণিমনি যদ্বা তরুণারুণে অত্যরুণে করুণাময়ে প্রিয়জনস্য দুঃখাসহিষ্ণৌ বিপুলে বিশালে পুলসহত্বে ধাতুঃ, বিশেষেণ পুলকময়েতি ভাবইতি (?) আয়তে অতিদীর্ঘে নয়নে যত্র সর্ব্বাকুলিত মাধুরী। পুনঃ কীদৃশঃ—কমলেতি কমলা বরস্ত্রী শ্রীরাধিকা, "কমলাবরস্ত্রিয়োরিতি" বিশ্বঃ। যদ্বা, কং কৃষ্ণপ্রেমসুখং তেন অলতি পর্য্যাপ্তা পূর্ণা ভবতি ইতি কমলা তস্যাঃ কুচাবিব কলশৌ অল্পকলশৌ কৈশোরব্যঞ্জকত্বাৎ তয়োর্ভরঃ ভরণং ধরণং স্পর্শনমিতি যাবৎ। তস্মাৎ বিপুলীকৃতা পুলকা যস্য কুচকলসীভরেণৈব। অথবা বিপুলীকৃতা পুলকাঃ যেন। পুনঃ কীদৃশং অমৃতং? মুরলী-রবেতি মুরলী-রবেণ তরলীকৃতং ব্রহ্ম সমাধেশ্চঞ্চলীকৃতং মুনীনাং মননশীলানামপি মানসরূপং নলিনং যেন। বায়ুনাহি কেবলং চঞ্চলং ভবতি। মুরলীরবোঽপি ফুৎকারাত্মকো বায়ুরূপ এব—মুনিমানসস্য নলিনতা—মুরলীনাদ-শ্রবণমাত্রসঞ্জাতকৃষ্ণ-প্রেম-রস-ভরত্বাৎ কৃষ্ণভৃঙ্গাক্রান্তত্বাচ্চ তন্মানসং ব্রহ্মাত্মানুসন্ধানমাত্রমত্যক্তমভবদিতি। যদ্বা মুরলীরবেণ তরলীকৃতা যে মুনয়ঃ তে মানস-নলিনে যস্য তাদৃশমুনিমানস-নলিনং যস্যেতি বা। ১৮॥

অথ শ্রীরাধারমণ-কিশোরমূর্ত্তেঃ কেষাঞ্চিৎ মধুরাতিমধুর-বলাসানাং স্বস্য হৃদ্যাবির্ভাবমাশাস্তে। আমুগ্ধেতি—আত্ত-কিশোরমূর্ত্তেঃ আরব্ধবেণুরবভাবা কেঽপি মম চেতসি আবির্ভবন্তু ইত্যন্বয়ঃ। আশংসায়াং লোট্। আত্তা প্রকটিতা কিশোরী মূর্ত্তির্যেন তস্য। আরব্ধো বেণুরবো যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্‌যথাস্যাৎতথা। যদ্বা কিশোর্য্যাশ্চ তা মূর্ত্তয়শ্চেতি আত্তা বশীকৃতা কিশোরমূর্ত্তয়ঃ রাধাদয়ঃ যেন তস্য ভাবাঃস্তম্ভস্বেদাশ্রুপুলকাদয়ঃ সাত্ত্বিকভাবা ইত্যর্থঃ। তে চ পূর্ণপরমানন্দরূপস্যাপি শ্রীরাধানুরাগবিশেষ-বিলসিতত্বাৎ কেঽপি আশ্চর্য্যরূপা ইতি হর্ষাদয়ঃ ব্যভিচারিণো বা ভাবাঃ, রত্যাখ্যাঃ স্থায়িভাবা বা। যদ্বা,

"ভাবো হাবশ্চহেলা চ প্রোক্তাস্তত্র ত্রয়োঽঙ্গজাঃ।

শোভাকান্তিশ্চ দীপ্তিশ্চ মাধুর্য্যঞ্চ প্রগল্ভতা॥

ঔদার্য্যং ধৈর্য্যমিত্যেতে সপ্তৈবাস্যুরযত্নজাঃ" ইতি দশ পুংসাঞ্চ ভবন্তি। উক্তঞ্চ 'দশ পুংসাং ভবন্ত্যপি"। তথাচ বহুবিধা এব ভাবা উদ্ভূতাঃ শ্রীকিশোরমূর্ত্তে যত্র চ মম চেতসি কেঽপি কিয়ন্তোঽপি প্রকাশতামিতি। কীদৃশস্য-আমুগ্ধং আ সমন্তাৎ মুগ্ধং সুন্দরং যথাস্যাৎ তথার্দ্ধনয়নাম্বুজচুম্ব্যমান-হর্ষাকুলব্রজবধূ-মধুরাননেন্দোঃ অর্দ্ধ নয়নং অম্বুজবৎ যত্র। মুখেন্দুচুম্বনে তথামুক্তং যথাস্যাৎ তথা চুম্ব্যমানো হর্ষেণ আকুলানাং ব্যাপ্তানাং ব্রজবধূনাং মধ্যে মধুরা যা রাধা তস্যা আননং যেনেতি বা। তস্য পরমানন্দ-প্লাবিতচুম্বনে নয়নার্দ্ধস্য মুকুলীভাবত্বাদম্বুজতুল্যত্বম্। যদ্বা আরব্ধ-বেণুরবো যথাস্যাৎ তথা মুগ্ধং পূর্ব্ববৎ নয়নাম্বুজয়োরর্দ্ধে অর্দ্ধ-

নয়নাম্বুজে তাভ্যাং চুম্ব্যমানো হর্ষাকুলব্রজবধূ মধুরাননেন্দুর্যেন। বেণু-বাদনারম্ভপূর্ব্বকসাতিলালসনয়নপেপীয়মান-পরমপ্রেয়সী বদন-চন্দ্রস্যেতি ইত্যর্থঃ। অথবা আরব্ধ-বেণুরবো যথাস্যাৎ আমুগ্ধং আ সমস্তাৎ মুগ্ধং মহারসোদয়াৎ মোহং প্রাপ্তো যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্ যথা অর্দ্ধনয়নাম্বুজে চুম্ব্যমানঃ অতএব হর্ষাকুলঃ আনন্দং প্রাপ্তো ব্রজবধূভির্মধুরাননেন্দুর্যস্যা চুম্বনং বস্ত্রসংযোগং নয়নতাদাত্ম্যমেব তদা মুখমপি প্রাপ্তমেবেতি কৃষ্ণৈবমুক্তং। এবং বংশীগীতেন মুগ্ধী-কৃত সর্ব্বসুন্দরীকদম্বা স্তে ভাবা ময়ি স্ফুরন্তু। মনসি প্রতিভাবন মেব (?) নাস্তি পরং কথং বর্ণয়ামি ইতি নির্গলিতার্থঃ। ১৯ ॥

অথ নবগোপকিশোরী-সঙ্গ-সঞ্জাত-সম্ভোগ-রূপাং লীলাং বর্ণয়তি—বিভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মদনকেলিশয্যায়াঃ উত্থিতং উত্থানং মম মানসে চেতসি স্ফুরতু প্রকাশতাং প্রার্থনায়াং লোট্। উত্থিত-মিতি ভাবে ক্তঃ। কীদৃশং উত্থিতং ? কলং মনোহরং ক্বণিতকঙ্কণং যত্র তদ্ যথা স্যাৎতথা। প্রণয়িনী-ভুজা যন্ত্রিতং—প্রণয়িণ্যা রাধয়া ভুজাভ্যাং আ ঈষৎ যন্ত্রিতং বদ্ধং কম্পোপলক্ষিতসাত্ত্বিকভাবাৎ। যদ্বা প্রণয়িন্যা ভুজৌ যন্ত্রিতৌ যেনেতি বা। পুনঃ কীদৃশং, করেতি করেন নিরুদ্ধং স্খলৎ পীতাম্বরং যত্র। যদ্বা করেণ নিরুদ্ধং পীতায়াঃ গৌর্য্যাঃ রাধিকায়াঃ অম্বরং যেন। "পীতে গৌরা রুণেঽসিতেতি" বৈজয়ন্তী। পুনঃ কীদৃশং ক্লমেতি। ক্লমেন প্রসৃতং প্র অতি সম্যক্ সৃতা বিলুলিতা কুন্তলা যস্য ; ক্লমবশাৎ কেশবন্ধনা-শক্তেঃ অতএব গলিতবর্হরূপা ভূষা অলঙ্কৃতির্যত্র। যদ্বা গলিতবর্হভূষা ভূষণানি মালাহারাদয়ো যত্র। "পুনঃ প্রকৃতিচাপলং"—পুনঃ-

কৃত্বাপি রহঃকেলিকৌতুকং প্রপৃক্ত্যা (?) রসাকৃষ্টৈকস্বভাবেন চাপলং চপলতা রতি-সম্ভ্রমেণ স্বব্যস্ততা (?) যত্র "প্রকৃতিগুণ সাম্যেঽপি স্বভাবামাত্যয়োরপি স্ত্রীষু পৌরেষিত্যা"দি মেদিনী। প্রকৃষ্টতমাকৃতৌ কেলি করণে বা চাপলং যস্য তং। এবং প্রভাত সময়ে উপসন্নে ব্রজেন্দ্রদারি গোপকুমারাণাং তুমুলধেনুনাদ-কোলাহলে, গৃহেষু দধিমন্থন-কোলাহলে, প্রণায়ৎ সখীনাং "রাত্রিগতা লোকাঃ সঞ্চরন্তি কথমদ্যাপি ন জাগৃতমিত্যাদি সপরিহাসচরণৈঃ সসম্ভ্রমেণ মদনকেলিস্মরণাৎ শ্রীকৃষ্ণোত্থানমিতি নির্গলিতার্থঃ। ২০॥

পূর্ব্বং তাবন্মহাভাবাবিষ্টেন কবিনা শ্রীবৃন্দাবননবীন কুঞ্জভবনোদারবিহরতোঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ স্ফূর্ত্তিঃ প্রার্থিতা। সম্প্রতি ব্রজ-সুন্দরীজল্পিতমাধুরীশ্রোতুকামস্ত শ্রীকৃষ্ণস্য কপটনিদ্রা-রূপাং কেলিং প্রার্থয়তে। স্তোকেতি ভগবতঃ সুরত-সম্ভোগশায়িনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মিথ্যাস্বাপং ক্রীড়াপূর্ব্বককপটনিদ্রারূপং বয়ং উপাস্মহে সেবিমঃ। বহুত্বং সজাতীয়সজ্বাপেক্ষয়া। অথবা মিথ্যাস্বাপ-বিশিষ্টং ভগবন্তং উপাস্মহে ইতি গৌরবায়। স্বাপলীলয়া এব প্রাধান্যসূচনায় সর্ব্বত্র ভক্তানাং। স্বরূপাপেক্ষয়া লীলায়ামেব অত্যা-সক্তি স্তয়ৈবহি স্বরূপমত্যন্তং চমৎকরোতি যদ্বা মিথ্যাস্বাপং নিদ্রাব্যজস্বাপানুকারলীলোপনীয় ভাবনয়া সাক্ষাদিবোপনীতং কৃত্বা আস্মহে রসাবেশেন নিশ্চলাবর্ত্তামহে। তস্য কথং স্বরূপবদাচরণম্ কিমর্থং বা তদাহ—ব্রজবধূলীলামিথোজল্পিতং শ্রোতুং ক্রীড়ানিমী-লিতদৃশঃ ব্রজে যা বধ্বঃ—বধ্যন্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসতয়া বধ্নন্তি বা

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসনয়েতি। তাসাং ব্রজবধূনাং লীলাপ্রিয়ানুকরণং বংশীচৌর্য্যাদিরূপাদ্যৈঃ "অঙ্গৈর্বেশৈরলঙ্কারৈঃ প্রেমভির্বচনৈরপি প্রীতিপ্রযুক্তিভৈর্লীলাং প্রিয়স্যানুকৃতিংবিদু"রিতি। তৎপূর্ব্বকং যস্মিথোরহসি অন্যোন্যজল্পিতং তৎশ্রোতুং ক্রীড়াকৌতুকেন তু নিদ্রাবেশাৎ নিমিলিতে দৃশৌ যস্যাঃ তস্যাঃ প্রিয়ায়াঃ অনৃজুনিহিত মনুকরণম্, যথা ছন্দোমঞ্জর্য্যাম্ঃ—

মৃগমদকৃতচর্চ্চাপীতকৌষেয় বাসা

রুচিরশিখিশিখণ্ড বদ্ধধর্ম্মিল্লপাশা।

অনৃজুনিহিতমংসে বংশমুৎকাণয়ন্তী

কৃতমধুরিপু-লীলা মানিনী পাতু রাধা। ৪।১৫।২

কৌতুকনিমিলনং যথা পদ্মাবল্যাম্

নীচৈর্ন্যাসাদথ চরণয়োর্নূপুরে মূকয়ন্তী

ধৃত্বা ধৃত্বা কনকবলয়ানুৎক্ষিপন্তি ভুজান্তে

মুদ্রামক্ষোশ্চকিতচকিতং শশ্বদালোকয়ন্তী

স্মিত্বা স্মিত্বা হরতি মুরলীমঙ্কতো মাধবস্য।

তত্রচ নিদ্রাব্যাজেন কেলিকৌতুকং বহুতরং প্রবর্ত্তিতম্ তামেবচ স্বাপানুকার লীলামনুভূয় কবিরনুবদতি,—উপাস্মহে ইতি কীদৃশং জল্পিতং, শ্রোত্রমনোহরং শ্রোত্রে মনশ্চ হরতি তাদৃশবাগ্‌বিলাসস্য মধুরকোমলসুশ্রাব্যত্বাৎ শ্রোত্রহরং, অর্থগম্ভীরত্বাচ্চ মনোহরং। মনসঃ আকর্ষণাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তেরপি অর্থাঃ নিরুদ্ধাঃ। কীদৃশং স্বাপং—স্তোকেতি—স্তোকাদপি স্তোকং যথাস্যাৎ তথা নিরুদ্ধমানঃ অত্যন্তনিরোধস্য অশক্যত্বাৎ মৃদুলং কোমলং মৃদুমৃদ্বী ব্রজসুন্দরীং

স্মারতীকরোতি ইতি বা। প্রস্নন্দি প্রকর্ষেণ স্নন্দিতুং শীলমস্যেতি প্রস্নন্দি অত্যানন্দভরেণানর্গলং প্রস্নমরং, মন্দয়তীতি তেন হি গোপীনাং লজ্জাভয়াদিকং সর্ব্বং সংক্ষীয়তে সঙ্কীয়তে মন্দীক্রিয়তে তথাভূতং স্মিতং যত্র। স্মিতস্য অমৃতরূপতা ব্যজ্যতে। পুনঃ কীদৃশং—প্রেমেতি প্রেম্নঃ প্রণয়স্য সর্ব্বাতি-শায়িনোঽনুরাগস্য উদ্ভেদোঽতিবৃদ্ধিঃ তেন নিরর্গলো নিরঙ্কুশঃ প্রস্নমরঃ প্রসরণশীলঃ অতএব প্রব্যক্তঃ। প্রকর্ষেণ ব্যক্তিং স্থগয়িতুং অশক্যরোমোদ্গমঃ তৃতীয়ঃ সাত্ত্বিকভাবো যত্র। মন্দস্মিতস্য সম্বরণং কথমিব জায়তে? গোপসুন্দরীসংলাপশ্রবণজায়মানস্য প্রেমোভরবৃদ্ধ্যা পুলোপুলকোদ্গমস্থশক্যসংবরণঃ ইত্যর্থঃ। ২১॥

শ্রীবৃন্দাবন-মঞ্জুকুঞ্জবিহারিশ্রীকৃষ্ণমধুরোপাসনোদ্ভূতভক্তভাবা-বিষ্টঃ স্বস্য তদুপাসনৈকদার্ঢ্যমাহ বিচিত্রেতি কৃষ্ণেচ্ছয়া যদি বালান্তনান্তরং বালায়াঃ নায়িকায়াঃ 'বালেতি গীয়তে নারী যাবৎ বর্ষাণি ষোড়শ" ইতি কোকশাস্ত্রে। তস্যাঃ স্তনয়োরন্তরং মধ্যং যামঃ গচ্ছামঃ। প্রবৃত্তিমার্গনিষ্ঠা ততৎতল্লীলাংশকাদিসঙ্গতান্ (?) পরম-বিষয়ান্ ভোজয়ামঃ "স্বর্গকামোঽগ্নিষ্টোমেন যজতী"তিশ্রুতেঃ "তদ্ যথা ইহ কর্ম্মচিতোলোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" (ছান্দো° ৮।১।৬) ইতি শ্রুত্যা ইহ পরম-সুখমপ্রাপ্নুবন্তো বনান্তরং বনস্যান্তরং মধ্যং প্রবিশামঃ। বালান্তনান্তরং বনান্তরং বা কীদৃশং বিচিত্রেতি—বিবিধানি বিচিত্রাণি কস্তুরিকুঙ্কুমাদিভিঃ কৃতানি যানি তৈঃ এবম্ভূতৈঃ পত্রাঙ্কুরৈঃ পত্রাবলিভিঃ শালা শোভনা অস্য অস্তি ইতি। বনান্তরমপি বিচিত্রৈঃ পত্রৈঃ পত্রৈঃ

অঙ্কুরৈঃ শালিতং শীলং যস্যেতি। অঙ্কুরোভিনবোদ্ভিদিত্যমরঃ। তথাপি শ্রীবৃন্দাবন-পাদ-লাস্যং বৃন্দাবনে পাদয়োর্লাস্যং লসনঃ শোভাবিশেষো যস্য তং। যদ্বা লাস্যং রাসবিলাসী নানাগতিবিলাস-রূপং নৃত্যং যস্য তং শ্রীকৃষ্ণং অপাস্য ত্যক্ত্বা। অন্যৎ কিমপি উপাস্যং উপাসনার্হং আরাধ্যবস্তু অস্তি। যদ্বা উপাস্যং আস্যসমীপমপি ন বিলোকয়ামঃ ন পশ্যামঃ, সর্ব্বত্র এবহি তং বিলোকয়াম ইতি ভাবঃ। তত্র লাস্যং "তাণ্ডবঞ্চ তথালাস্যং দ্বিবিধং নৃত্যমুচ্যতে" উক্তঞ্চ সঙ্গীত-রত্নাকরে—

তাণ্ডুক্তমুদ্ধতপ্রায়ং প্রয়োগং তাণ্ডবংবিদুঃ।
লাস্যন্তু সুকুমারাঙ্গং মকরধ্বজবর্দ্ধনম্॥

নৃত্যং যথা—দেশরুচ্যাপ্রতীতির্যত্তালমানরসাশ্রয়ঃ।
সবিলাসাঙ্গ-বিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতেবুধৈঃ॥ ২২॥

সম্প্রতি দর্শনানন্দমহোৎসবাশাং প্রার্থয়তে সার্দ্ধমিতি-মধুরা বা আকৃতয়ঃ তাসাং মধুরাকৃতীনাং মূর্দ্ধাভিষিক্তং বয়োরূপ-লাবণ্যাদিভিঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠং রাজানং বালং অলঙ্কারবিশেষং—"পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্" ইত্যুক্তেঃ যথা বা বালা মধুর-রসাত্মিকাবাণী অস্য অস্তি ইতি বালং "অর্শাদিভ্য অচ্" তথাচ কোষকারৈঃ

বালো হি কুন্তলেঽশ্বস্য করিণশ্চাপি বালধৌ
বাচ্যলিঙ্গার্ভকে মূর্খে হ্রবেরে পুং নপুংসকম্
অলঙ্কারং স্তবে মেরৌ বাণ্যোবালস্ত্র টিস্ত্রিয়ামিতি মেদিনী।

মুরল্যা নিনাদৈর্ধ্বনিভিসার্দ্ধং সহ নাম সম্ভাবনায়াম্ প্রকাশে বা কদাঃ কস্মিন্ কালে বিলোকয়িষ্যে। মুরলীরবস্তু বিলোক-

নীয়ত্বাভাবেঽপি দৃশে র্জ্জান বচনত্বমিতি সমাধানম্। কীদৃশৈ মুরলীনিনাদৈঃ সমৃদ্ধৈঃ স্ফীতৈঃ মাধুর্য্যকর্ষকত্বাদিগুণসম্পন্নৈরিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশৈঃ অমৃতায়মানৈঃ অমৃতবদাচরদ্ভিঃ অচেতনানপি জীবয়দ্ভিরিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশৈরাতায়মানৈঃ আ সমন্তাৎ স্বরগ্রামমূর্চ্ছনালাপতালাদিভি বিস্তারং প্রাপ্নুবদ্ভিঃ (তন্ বিস্তারে)। যদ্বা আতায়মানৈঃ সর্ব্বেষামিতি কিং কিমিতি আশ্চর্য্যেন পূজিতৈঃ (তায়্ (?) পূজা নিশামনে ধাতোঃ) অথবা মধুরাকৃতীনাং মধুররসময়া আকৃতয়ো যাসাং তাসাং গোপসুন্দরীণাং মুরলীনিনাদৈঃ করণভূতৈঃ মূর্দ্ধাভিষিক্তং মন্ত্রিণং মুরলীনিনাদৈঃ এবং করণীয়ং অস্মিন্ নিকুঞ্জাদি স্থলে এব অভিসর্ত্তব্যম্ এবং ন অভিসর্ত্তব্যং এবং মন্ত্রণাপরং মূর্দ্ধাভিষিক্তং (ভূপাল মন্ত্রিণি ক্ষত্রিয়ে চ) ইতি মেদিনী। সার্দ্ধং গো-গোপ-গোপীকদম্ব-মধ্যস্থমিত্যর্থঃ। যদ্বা অর্দ্ধং দ্রুতার্দ্ধম্ তেন সহিতং যথাস্যাৎতথা সমৃদ্ধৈঃ ইতি নাদবিশেষণং তথাচ লঘু-গুরু-প্লুত-দ্রুত-দ্রুতার্দ্ধ দ্রুতবিভাগদ্রুত-চতুর্থাংশাচ্চ স্বরতালাঙ্গানি চ যথা :—

অর্দ্ধদ্রুতোদ্রুতোশ্চেতি লঘুর্গুরুরতঃপরম্।
প্লুতশ্চেতি ক্রমাদিত্থং তালাঙ্গানিচ পঞ্চধা॥ ইতি অন্যৎ সমানম্।২৩।

সম্প্রতি দূরত এব শ্রীকৃষ্ণদর্শনানন্দানুভবভাবিতান্তঃকরণঃ কদা নিজকরুণয়া মম দৃশৌ শীতলয়িষ্যতি ইতি প্রার্থয়তে শিশিরীতি। শিখিপিঞ্ছাভরণঃ শিখা চূড়া বিদ্যতে যেষাং তে শিখিনঃ ময়ূরাঃ তৎ পিঞ্ছানাং আভরণং যস্য সঃ মুখেন্দুনা মুখচন্দ্রেণ

স্বপ্রকাশত্বেন অমৃতস্রাবিত্বেন চন্দ্রমাসাম্যং। তু ইতি বিতর্কে। নঃ অস্মাকং দৃশোর্যুগলং কদা শিশিরীকরিষ্যতি শীতলয়িষ্যতি। কীদৃশঃ শিশুঃ সুকুমার শিশু অকঠিন ইতি যাবৎ। তস্মাৎ কদাচিৎ তস্য শীতলীকরণং কর্ত্তুং সম্ভবয়তি। "শিশুঃস্যাদ্ বালকে পুংসি সুকুমারঃ অভিধেয়বৎ" ইতি ধ্বনিঃ। যদ্বা শিশুরিতি নিজ প্রিয়বৎ। অস্য বালকসঙ্গে অনুক্ষণং শৈশবক্রীড়াসক্তত্বাৎ। কীদৃশেন মুখেন্দুনা বিগলন্মধুদ্রব-স্মিতমুদ্রামৃদুনা পুষ্পাদত্যোদ্রিক্ততয়া যৎ মধু মকরন্দ তদ্বৎ মাধুর্য্য-চমৎকারবান্ যৎ এব পরিহাসঃ তদ্‌যুক্তা বা স্মিতমুদ্রা ঈষদ্ বিকশিতকপোলসৌষ্ঠবান্বিতকটাক্ষলক্ষিত-দন্ত-পংক্তিরূপা পরিপাটিতয়া মৃদুনা সরসেন প্রতিপদমিতি স্নিগ্ধমাধুর্য্যেন ইত্যর্থঃ। "দ্রবঃ কেলিঃ পরিহাসঃ" ইত্যমরঃ। যদ্বা, বিগলন্মধুমাদকযদ্‌দ্রব রসঃ তদ্বৎ যৎস্মিতং তদেবাধরামৃতস্য মুদ্রা বহির্মুদ্রণং তথা মৃদুনা মনোহরেণেত্যর্থঃ ।২৪॥

পুনরপি অত্যুৎসুকতয়া শিশিরীকরণমাশাস্তে কারুণ্যেতি—ভো অদ্ভুতঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ শ্রীযুক্তঃ কৃষ্ণবর্ণশ্চন্দ্রঃ এতেন অদ্ভুতত্বং অন্যচন্দ্রাদ্ বৈলক্ষণ্যঞ্চ উক্তম্। শ্রীযুক্তত্বেন আশঙ্ক্য সম্পূর্ণকলাবত্বাদি নিষ্কলঙ্ক পূর্ণামৃতচন্দ্রিকাবত্ত্বাদিচোক্তং কৃষ্ণত্বেনাদ্ভুতত্বং—নিত্যানন্দরসময়ত্বাৎ মধুররসময়ত্বঞ্চোক্তম্। মে মম লোচনং জাত্যাবৈক-বচনম্। বিভ্রমেণ বিলাসেন শিশিরীকুরু। অত্যুৎকণ্ঠা বাহুল্যেন প্রার্থনায়াং লোট্। ত্বম্ চন্দ্র ইব চন্দ্রঃ মল্লোচনবিভ্রমেণ ইন্দীবরং চন্দ্রস্য ইন্দীবরশীতলীকারঃ প্রসিদ্ধ এব। তৎ কথং ন করোষি ইতি কাকু। কীদৃশেন কটাক্ষেণ কারুণ্যকর্ব্বু-

রেতি—কারুণ্যং করুণা তেন কর্ব্বুরং চিত্রং মিশ্রিত মিতি
যাবৎ যৎ কটাক্ষপূর্ব্বকং নিরীক্ষণং যত্র তেন "চিত্রং কির্ম্মীর-
ম্যাবশবলৈতাশ্চ কর্ব্বুরে" ইত্যমরঃ। পুনঃ কীদৃশেন
রুণ্যং তরুণিমা তেন সম্বলিতং যৎ শৈশবং শিশোর্ভাবঃ চপলতা
চ বৈভবং প্রভুত্বং যত্র তেন। পুনঃ কীদৃশেন—ভুবনং জগৎ
াপুষ্ণতা সর্ব্বতো মধুরমাধুরীচমৎকারপোষকেন ত্রিভুবনমেব
ীয় বিলাসেন জীবতি ইতি স্বানুভবানন্দসন্দোহ ইতি সমন্বম্।
থবা হে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, আশ্রয়তে সর্ব্বাতিশায়িনী রূপ নব-যৌবন-
য়া মাধুর্য্যলীলা-বিলাস-বৈদগ্ধ্যাদি সম্পত্তিঃ যা সা শ্রী রাধা এব তদ্
্ঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ। কারুণ্যং বিদ্যতে যস্য তৎ সম্বোধনম্। কারুণ্যং
রুণা নিধেঃকর্ব্বুরয়ো পরস্পরালোকনানুরাগচিত্রয়োঃ কটাক্ষয়ো
ঃ পূর্ব্বকয়ো র্যত্র নিরীক্ষণং তেন তারুণ্যং তরুণিমাত্বেন সম্বলিতং।
াশবস্য সৌকুমার্য্যস্য বৈভবং তেন চ আত্মত্বঞ্চ অদ্ভুত বিভ্রমেণ
শ্চর্য্যবিলাসেন মল্লোচনং শিশিরীকুরু ইতি। কারুণ্যাদি
ক্ পৃথক্‌বিশেষ্য পদৈর্ব্যাখ্যেয়ম্ তন্মধ্যে ভুবনং আপুষ্ণেতেতি
ত্রয়েঽপি বিশেষণং কর্ত্তব্যম্।২৫॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ সরোজ মকরন্দানন্দিতান্তঃকরণ-স্তদ্‌বিচ্ছেদং
াণবিচ্ছেদমিব মন্যমানো মহাতীব্রভাব-ভাবনাগৃহীতচেতা
ঃ কেলিবিশেষদর্শনজ সন্তোষবিশেষাভিলাষমভিলক্ষতি, কন্দা-
তি—পূর্ব্ববর্ত্তিনস্তস্য কটাক্ষাঃ কটন্তি বিবিধরসান্ বর্ষন্তি বা
টাক্ষাঃ ইতি অথবা কটানি তানি অক্ষিণী দৃষ্টয়ো যেষু তে কট-
াবরণয়ো রিতি ধাতুঃ। "বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ্"

(৫—৪—১২৩) ইতি সূত্রেণ যচ্। কদা বা লক্ষ্যন্তে লক্ষীষ্যন্তে ইত্যর্থঃ। কীদৃশাঃ কটাক্ষাঃ কালিন্দী-কুবলয়েতি—কালিন্দীকুবলয়দলনীরশ্যামাশ্চ তে তরলাশ্চ। শ্রীবিগ্রহস্য কৃষ্ণিমা কালিন্দী-কুবলয়েতি কালিন্দী শব্দ উপাদানং তস্যাঃ স্রোতোজলত্বেন কুবলয়ত্বং চাপলঞ্চ তেন শ্রীবিগ্রহস্য কালিন্দীরূপতা। তত্রচ কুবলয়স্য কটাক্ষ-রূপতা ইতি ধ্বনিতম্। পুনঃ কীদৃশাঃ কিমপি করুণা বীচিনিচিতেতি—কিমপ্যনির্ব্বচনীয়ং যথা স্যাৎ তথা করুণায়াঃ বীচিঃ অধিকতাধিকতা তয়া নিচিতা ব্যাপ্তা কুবলয়দলান্যপি বীচিভি স্তরলানি ভবন্তি, ইতি দর্শনান্তরং মুরলী শব্দেন মুরস্য নামগ্রাহমাহুয় পরিহাসং করোতি ইতি। তদনুভাবেন তথৈব চাভিলষতি। তদা আহ কদেতি কদাবেতি শব্দদ্বয়ং দ্বয়োঃ প্রাধান্যার্থং। কদা বা মুরলীসম্বন্ধেন কেলিনিনদা ক্রীড়ার্থং ধ্বনয়ঃ কমপি অনিরূপ্য অন্তস্তোষং অন্তঃকরণসন্তোষং অন্তরাত্মনি য স্তোষং বা অস্মদস্য সর্ব্বেঽপি সন্তোষা ইতি বা তান্ দধতি ধাস্যন্তীতি। অনবচ্ছিন্নসন্তোষধারামিত্যর্থঃ। কীদৃশানি কন্দর্পেতি কন্দর্পঃ প্রতিভটঃ শ্রীরুদ্রঃ তস্য জটাবর্ত্তী যঃ চন্দ্রঃ স হি তুহিন-গিরি-নিঃস্যন্দি মন্দাকিনী-নির্ঝরপ্লুতাতিশীতল স্ততোঽপি শিশিরাঃ মুরলীকেলি-নিনদাঃ। এতেন মুরলী-মাহাত্ম্যমুক্তম্। নাদঃ পঞ্চধা—সূক্ষ্ম অতিসূক্ষ্মঃ পুষ্টঃ অপুষ্টঃ কৃত্রিমেতি।* তেন কন্দর্প দমনত্ব শীতলত্ব সূক্ষ্ম ত্বানি ব্যাপানীতি।২৬।

---

* অস্যোষ প্রমাণ-বচনং সঙ্গীত রত্নাকরে যথা :—

অথ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনানুভববিশেষং সর্ব্বাতিশয়িনং ক্রমেন আত্মনঃ পরম মহালালসাং সংশ্রয়তি অধীরমিতি—হে নাথ প্রভো গোপ্যএব গোপিকা অনুকম্পায়াং কন্। তা এব বদন্তি আলা-পয়ন্তীতি যাবৎ তৎ কিং তে তব অধীরং চঞ্চলং প্রতিক্ষণ মন্যতরৎ আলোকিতম্ লোকনং সহসা দর্শনং যৎ তদালোকিতং উদীরিত-মিতি। যদ্বা ন ধীরা স্থিরা যেন তদ্দ্বিয়োঃ ভাবং। অধী সম্মোহং তং রাতি দদাতি ইতি অধীরং ইতি। আর্দ্রং সরসং জল্পিতং যত্র তং ন কেবলমালোকিতমেব অধীরং গতঞ্চ ক্ষণমিতঃ ক্ষণমন্যতঃ ইতস্ততঃ এবং রূপং গম্ভীরৈঃ গুহ্যাভিপ্রায়ৈর্বিলাসৈ র্মন্থরং মথনাতি সর্ব্বেষাং মনাংসি ইতি যদ্বা গম্ভীরবৎ গম্ভীর গজেন্দ্রবৎ মত্ত গজেন্দ্রবৎ যঃ বিলাসঃ তেন মন্থরং মন্দমিত্যর্থঃ।

তথাচোক্তং "ত্বগস্থিরুধিরস্রাবাম্মাংসস্য গলনাদপি

সংজ্ঞাং ন লভতে যস্তং বিদ্যাদগম্ভীরবেদিনম্॥"

ন কেবলং গতমধীরং অমন্দং গাঢ়মালিঙ্গনঞ্চ। কীদৃশং—আকুলেতি—আকুলয়তি ইত্যাকুলং উন্মদয়তি উদ্বৈর্মদয়তি হর্ষয়তি ইতি উন্মদং এবম্ভূতং উন্মদং স্মিতং ঈষৎ হাস্যং যস্মিন্ তৎ।২৭॥

"নাদোঽতিসূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মশ্চ পুষ্টোঽপুষ্টশ্চ কৃত্রিমঃ

ইতি পঞ্চভিধাং ধত্তে পঞ্চস্থানস্থিতঃ ক্রমাৎ।"

বৃহত্তেচ নামদ্বয়-পার্থক্যং তদ্ যথা মতঙ্গেনোক্তম্

"সূক্ষ্মনাদো গুহাবাসী হৃদয়ে চাতি সূক্ষ্মকঃ

কণ্ঠমধ্যস্থিতোব্যক্ত শ্চাব্যক্তস্তালুদেশকঃ

কৃত্রিমো মুখদেশেতু জ্ঞেয়ঃ পঞ্চবিধো বুধৈঃ॥

সম্প্রতি রাসক্রীড়ায়াং রাসরসোন্মত্ততয়া ব্রজসুন্দরীভিঃ প্রত্যেকং উপকৃষ্ণং মন্যমানাভিঃ প্রগাঢ়তরং আলিঙ্গ্যমানং শ্রীকৃষ্ণং দ্রষ্টুমাশাস্তে। অস্তোকেতি হে কৃষ্ণ তে তব মহঃ পরমাশ্চর্য্য জ্যোতির্ময়ং পরমমহোৎসবময়ং বা বপুঃ অহং দৃশ্যাসম্ দ্রষ্টু-মাশাস্তে। দৃশ্যাসমিতি আশীর্ষিলিঙ্। কীদৃশং মহঃ—অস্তোক-স্মিতভরং—অস্তোকমনল্পং যৎ স্মিতং তস্য ভরঃ অতিশয়ো যত্র তৎ। ঈষদর্থেনাঞ্ চ। অস্তোকং ঈষৎ স্তোকং অত্যল্পাতিশয়ো লক্ষ্যতে যত্র। অস্তোকস্মিতেন বিভর্ত্তি পুষ্ণাতীতি বা। পুনঃ কীদৃশং আয়তায়তাক্ষং আয়তায়তে আয়তাদপি আয়তে প্রীত্যা বিস্ফারিতে অক্ষিণী চ তৎ। পুনঃ কীদৃশং ব্রজাঙ্গনাভিঃ নিঃশেষিতমিতি ব্রজাঙ্গণাভি ব্রজসম্বন্ধিনীভিরঙ্গনাভিঃ প্রশস্তানি অঙ্গানি আসাং সন্তি ইতি তাভিঃ প্রশংসায়াং ণ প্রত্যয়ঃ নিঃশেষং যথা ভবতি তথা স্তনাভ্যাং মৃদিতং। পুনঃ কীদৃশং নিঃসীমেতি—নিঃ সীমা যথা স্যাৎ তথা স্তবকিতা। যথা যথা ব্রজাঙ্গনাভিঃ স্তনমৃদিতং ভবতি তথা তথা স্তবকিনী বিস্তারং প্রাপ্তা। নীলকান্তিঃ নীলময়ী-কান্তির্বা কান্তিং ধারয়তি তদয়ং ভাবঃ। নীলিমা কৃষ্ণবপুসি শৃঙ্গাররসময়ত্বাৎ অসাধারণচমৎকার এব কৈশোরে তত্রাপি স্বানুরক্তব্রজবিলাসিনীসহিত রাসক্রীড়ায়াং শৃঙ্গাররসস্যাতি পরমোদ্রেকাৎ নীলকান্তিনা পরমমহাচমৎকারো ভবেদিতি। পুনঃ কীদৃশং—ত্রিভুবনেতি ত্রিভুবনে ইদমেব স্বরসাবিষ্টং শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপং সুন্দরং নহি ত্রৈলোক্যবর্ত্তিনা কেনাপি ব্রজবাসি পর্য্যন্তেন, ঈদৃশ সৌন্দর্য্যবান্ কৃষ্ণঃ ইত্যর্থঃ। ত্রিভুবনং সুন্দরং যেন বা।২৮।

ইদানীং স্বাভীষ্টপদ-লাভায় শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থয়তে। মন্নীতি হে ব্রজনাথ, মধুরৈর্মধুররসৈঃ যথা মধুনি মাদকানি ইতর-রস-বিস্মারকানি প্রেমরস-রূপাণি রাতি দদাতি ইতি তাদৃশ কটাক্ষৈঃ তারকা-গতাগত-বিশ্রান্তিসহিত- বিচিত্রাবর্ত্তনপূর্ব্বক-নয়ন- ভঙ্গিভিঃ প্রসাদং বিধেহি প্রসন্নতাং বিধেহি প্রসন্নো ভবেত্যর্থঃ। কীদৃশৈঃ কটাক্ষৈঃ বংশীতি বংশীনিনাদানুচরৈঃ বংশীনিনাদানু-চরন্তি যেষু তৈঃ বংশীনিনাদান্ অনুচরন্তি ইতি বা। অত্র তৎ প্রসাদমাত্রেণ অভীষ্টসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ময়ি অপ্রসন্নে এতাদৃশং প্রসাদং অকুর্ব্বতি ত্বয়্যেব প্রসীদেত্যর্থঃ অপরৈঃ স্বর্গেণ কিং, অপরৈঃ ফলৈঃ কিম্। বিঘ্ন সহস্র সম্ভবাদিতি ভাবঃ। অস্য জীবন-সর্ব্বস্ব মূলত্বাৎ। নাম শ্রবণমাত্রমেব পরম্। যদি পুনঃ ত্বং বংশীনাদা-নুচর-কটাক্ষামৃতেন অস্মান্ প্রতি প্রসন্নো ভব তদা কিং বক্তব্য-মিতি। তেন মহানুৎকর্ষ-চমৎকারঃ (?)২৯॥

পরমদুর্ল্লভরস-সারশৃঙ্গার-রসসর্ব্বস্বাবিষ্টচেতা ত্বৎ প্রসাদমেব প্রার্থয়তে, নিবদ্ধেতি—হে দয়াম্বুধে দয়ানামম্বুধয়ো যস্মাৎ কৃপাপারাবার যথা দয়া দানং তস্য অম্বুধিঃ সমুদ্রঃ সমস্ত পুরুষার্থপ্রদ ইত্যর্থঃ। উক্তং হি দ্বিতীয় স্কন্ধে—"অকামো সর্ব্ব-কামো বা" ইত্যাদি। হে দেব, নিরন্তরক্রীড়ারসমগ্ন এবঃ অহং দুরন্তপ্রত্যাশাবিরসঃ নিবদ্ধমূর্দ্ধাঞ্জলি নিবদ্ধঃ মূর্দ্ধনি অঞ্জলি র্যেন তথাবিধঃ সন্ যথা, নিবদ্ধো মূর্দ্ধনি সমস্ত পুরুষার্থেভ্যঃ সাধনা-নুষ্ঠানেভ্যশ্চ অঞ্জলি র্যেন তাদৃশঃ সন্ নীরন্ধ্রং নিরন্তরং যৎ দৈন্তং তস্য বা উন্নতিঃ তয়া মুক্তকণ্ঠং যৎ ভবতি তথা যাচে প্রার্থয়ামি

কিং তৎ তদাহ ভবৎকটাক্ষদাক্ষিণ্য লেশেন 'ভবৎ' স্বভাবাদেব আবির্ভবৎ কটাক্ষঃ য স্তদীয়ঃ তস্য দাক্ষিণ্যং ঔদার্য্যং তস্য লেশেন সকৃৎ একবারং নিষিঞ্চ। ভবৎকটাক্ষ ইত্যস্য ভবৎ কটাক্ষেতি 'তব কটাক্ষ' ইতি বা পরং উৎকৃষ্টং প্রেম সবিষয়ং দেহি ইত্যর্থঃ ॥৩০॥

অথা বিভূ্র্তপরমরসময়দিব্যকিশোর-মধুরিম-মহাচমৎকারমহাদ্যুতি ধামশ্রীকৃষ্ণচাপলামনুভূতমপি পুনরপি মনুভবিতুং ইচ্ছামি ইতি প্রার্থয়তে। কিঞ্চেতি—তব শৈশব তারুণ্যমিশ্রিতে তারুণ্যস্য কিঞ্চিন্মাত্রাঙ্কুরিতত্বয়া শৈশববাহুল্যাৎ তদেবোক্তম্। সৌন্দর্য্য সৌকুমর্য্যাতিশয়চাপল্যোরূপেণ অস্মাকং নয়নং নয়ন্তে বিষয়াঃ অনেন আত্মানাং প্রতি অন্তঃকরণং নয়নং বা। চাপল্যং চপলতাং এতি গচ্ছতি পুনঃ পুনঃ দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠাতরলং ভবতি ইত্যর্থঃ। তদেবং শৈশবং সূচয়িতুং বিশিনষ্টি পিঞ্ছাবতংসেতি। পিঞ্ছানাং অবতংসং শিরোভূষণং যত্র তাদৃশং যৎ রচনং নানাপুষ্পাদিভির্ভূষারূপেণ বিরচনং প্রকারকল্পনরূপবন্ধনবিশেষো তদ্যুচিতঃ কেশপাশঃ কেশকলাপো যত্র। তৎ তারুণ্যএবপাশঃ "পাশঃ পক্ষশ্চ হস্তশ্চ কলাপার্থঃ কচাৎ পর" ইত্যমরঃ। পুনর্বিশনষ্টি পীনস্তনেতি পীনস্তন্য গোপকিশোর্য্যস্তাসাং নয়নপঙ্কজৈঃ পূজনীয়ে, সমন্ততঃ স্থিতানাং ব্রজসুন্দরীণাং নেত্রপঙ্কজ প্রতিবিম্বিত অঙ্গচমৎকারত্বাৎ। পুন বিশিনষ্টি--চন্দ্রারবিন্দেতি অমৃত চন্দ্রিকাহ্লাদনরূপশ্চন্দ্রঃ সৌধুশৈত্যসৌরভ্য সৌকুমার্য্যরূপং অরবিন্দং তয়ো বিজয়ায় উদ্যতং কৃতোদ্যমং বক্তু বিম্বং মুখমণ্ডলং যস্য তস্মিন্ গোপীদৃক্চকোরযুথৈরতিপিপাসিতৈঃ পেপীয়মানাননচন্দ্রিকামৃতত্বাৎ। ক্রীড়ায়সোল্লাসং সমুচ্ছলদ্দশদিগ্ব্যাপি

বিমল…(?) গৌরচন্দ্রিকা মহার্ণবত্বাৎ চন্দ্রবিজয়ঃ সরসমধুরদৃষ্টি-মাধ্বীকমধুরচ্ছটাভিরুন্মাদিতসকলগোপীসমাজত্বাৎ প্রচ্ছন্নারবিন্দ-বিজয় (?) ইতি ।৩১॥

ইদানীং শ্রীগোবিন্দমুখারবিন্দবিলোকনানন্দমনুভবিতুং মধ্যা-বসায়ং কুর্ব্বন্ তদেব অভিনয়তি। তৎ শৈশবেতি তৎ শৈশবং তব-চাপল্যং ত্রিভুবনাদ্ভুতং ত্রিভুবনেষু অদ্ভুতং ত্রিভুবনে অপ্রকট স্বরূপেষু তাদৃশকৈশোরমাধুরীচমৎকারাভাবাৎ অত্যুত্তমভাবৈ মর্য্যা নির্দ্ধা-রিতত্বাৎ। যদ্বা কীদৃশং শৈশবং ত্রিষু-শ্রীমথুরাগোকুলবৃন্দাবনেষু ভূ সত্তা যস্য তৎ। অতএব বনানি বৃন্দাদীনি অদ্ভুতানি যেন তৎ তত্তদ্বনবিহরণ-কৌতুকাৎ ইতি অবেহি জানীহি। তৎকিম্ মচ্চাপলং মচ্চিত্তস্য তৎদর্শনোৎকণ্ঠেন তরলতা তৎ। যদ্ভুত্তরলত্বং চাপল্যং তন্মম বাধিগম্যং তব বা ন তৃতীয়স্য। শ্রীকৃষ্ণরসা-স্বাদলোভাৎ। মমৈব তাবতী ব্যগ্রতা স চ ত্বয়া সর্ব্বজ্ঞেন মন্নাচ তদনু-ভব সংমিশ্রণাৎ জ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ। তৎ তস্মাৎ তব মুগ্ধং সুন্দরং মুখাম্বুজং মুরলী-বিলাসী মুরল্যা বিলসিতং শীলং যস্য তৎ। ঈক্ষ-ণাভ্যাং নেত্রাভ্যাং নতু মনসা। মনসাতু সর্ব্বদৈব বীক্ষ্যতে। উদীক্ষিতুং উচ্চৈরীক্ষিতুং দ্রষ্টুং কিং করোমি। বিরলং দুর্ল্লভ দর্শনমিত্যর্থঃ। ইদানীমেব… …(?) মমাভীষ্টভাবভাবনাবেশ-প্রবৃত্তপ্রগাঢ় সমাধিনা শরীরমেতৎ বিস্মৃত্য প্রণয়ভর-বিস্ফারিতা-ভ্যামীক্ষণাভ্যাং বীক্ষ্য পরমমহানন্দ সমুদ্রে ইতি (?) উদীক্ষ্য ইতি। ঈক্ষণাভ্যা মিত্যুক্তে ভবৈব ঈক্ষণে ইতরথা চিত্রাদিত ইতি উক্তঞ্চ দ্বিতীয় স্কন্ধে "বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং" (২।৩।২২) ইত্যাদি।৩২॥

অপিচ পর্য্যাচিতেতি হে নাথ মদ-বল্লভভাবিনীভিঃ মদঃ বিকারঃ সৌভাগ্যযৌবনাদ্যবলেপজঃ তদ্‌যুক্তা যা বল্লভানাং তাভিঃ প্রশস্তভাববত্যঃ গোপ্যস্তাভিঃ সহ তব সকলসৌন্দর্য্যানিধে জল্পিতানি পরস্পররাব্যক্তবচনানি ইত্যর্থঃ। সুকৃতং সুষ্ঠুকৃতং যেষাং তেষাং পুণ্যবতাং ভাবে সত্তায়াং লীলাভিপ্রায়যুক্তে চেতসি লুঠন্তি সঞ্চরন্তি নিরন্তরং মনোলগ্নানি তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। মদনঃ প্রেমোদ্রেকেন ধারণক্ষমত্বাভাবাৎ লুঠন্তি।

"ভাবসত্তা স্বভাবাভিপ্রায়চেষ্টাত্মজন্মসু

ক্রিয়া-লীলা পদার্থেষু বিভূতি ভূতযোনিষু ইতি মেদিনী।

কীদৃশানি জল্পিতানি পর্য্যাচিতামৃতরসানি পরিতঃ আচিতা... (?) অমৃতরূপা রসা যেষু তানি পুনঃ কীদৃশানি পদার্থেতি পদানামর্থানাং পদেষু অর্থেষু বা যা ভঙ্গী পরিপাটী তয়া বল্গুনি মনোহরাণি। পুনঃ কীদৃশানি, বল্লিতেতি বল্লিতে তৎতদঙ্গেষু লীলাবিলাসবৈদগ্ধ্যাবলোকনার্থক বিশালে হর্ষোদ্রেকাৎ বিশিষ্টে লোচনে যত্র। পুনঃ কীদৃশানি বাল্যাধিকানি বাল্যং চাপল্যং বক্ষঃগ্রহাস্যচুম্বনরূপং তেন অধিকানি অধিকং সুখং যত্র তানি অধিকানি যথাশ্রুতব্যাখ্যানে "মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা" ইত্যাদি মিতঞ্চ সারঞ্চ যো গুণ স্তদভঙ্গাদিতি।৩৩॥

ব্রজসুন্দরীভিঃ সহ জল্পিতানি ইতি যদুক্তানি তানিতু তথাবিধান্যেব। কিন্তু তানি যদি মুরলী-নাদাদপি ভবতি তদা অতীব মনোহরাণি স্যুরিতি। পূর্ব্বানুভবপরমানন্দ-সাম্রাজ্যভর তাদৃশ-সমাধিনৈব আয়ুঃকালঃ মে যায়াৎ। যদিচ ততোব্যুত্থানতলো ন-

ভবেৎ তর্হি এবং ভূয়াৎইত্যাহ পুনরিতি কৃপাম্বুধে তব করুণা-সমুদ্রস্য তদেব তৎকালীনং পূর্ব্বানুভূতং বা পুনঃ পুনরপি নু বিতর্কে সমাধেরন্তঃকরণলয়স্য বিষয় কদাভবেৎ ভবিষ্যতি। তৎকি-মিত্যাহ লীলামুরলীরবামৃতং লীলানিমিত্তং লীলাপ্রাধান্যং বা যৎ মুরলীরব এব অমৃতং হ্লাদকত্বাৎ তথাচোক্তম্।

> যমুনাতট কাননেষুকেলি
> কলয়স্য মধুরা শিশো মুরারেঃ
> অবিকল্প সমাধয়ে মুনীন্দ্রা
> পরিকুপ্যন্ত্যতি ভূমিভাগতয়া।

তব কীদৃশস্য প্রসন্নেতি পুরোবতীর্ণস্য প্রসন্নং নিষ্কলঙ্কং ইন্দুবৎমুখং যত্র তাদৃশেন তেজসা পরমামৃততেজোবিতানপূর্ণে পুরঃ অগ্রত অবতীর্ণস্য সাক্ষাৎ প্রকটপরমানন্দস্বরূপেণ স্থিতস্য এতেন অতি-সুরূপত্বং সর্ব্বতাপনিবারকত্বঞ্চ ধ্বনিতম্ ।৩৪॥

অথ মুরলীরবামৃতং প্রতিজ্ঞাতোৎকণ্ঠ তদ্‌বাদকং দ্রষ্টুং অত্যুৎকণ্ঠাং আবিষ্করোতি ইত্যাহ—বাদনেতি বয়ং লীলাকিশোরং লীলাময় কিশোরং ঈক্ষণেন উপগূহিতং দ্রষ্টুং উৎসুকাঃস্মঃ সস্পৃহা ভবামঃ বর্ত্তমানেনৌৎসুক্যস্য নিরন্তুশত্ববিষ্কৃতোক্তা। ঈক্ষণা-ভ্যামেব তৃপ্ত্যভাবাৎ। অতঃ সামান্যতঃ উক্তং "উপগূহন" উক্ত্যা অতিসন্নিহিতত্বেন দর্শনমিত্যুক্তম্। কীদৃশেন, ঈক্ষণেন লোচ-নেন "লোলম্চল" ইত্যাত্তময়ঃ। কীদৃশং কিশোরং লোচন রসায়নং লোচনস্বাস্তরসানাং অয়নং স্থানম্। লোচনয়োঃ রসায়নং আহ্লাদকম্ বা। রসায়নসেবয়া হি লোচনয়োঃ পুষ্টির্ভবতি ইতি

প্রসিদ্ধম্। মল্লোচনপুষ্টি-বিশেষনিদানং। তদেব যদ্দর্শনাৎ পরমাসাধ্যব্যাধের্মল্লোচনস্য তদেব রসায়নমিতি। এতৎ সেবনে দৃষ্টিমান্দ্যং ন স্যাৎ অন্যথা তু আন্ধ্যমেব। পুনঃ কীদৃশং বালেন কোমলেন মুগ্ধেন প্রতিপদমাধুরীবিশেষচমৎকারবৎপরম সুন্দরেণ স্বভাবাদেবচপলেন চাঞ্চল্যগুণযুক্তেন এতাদৃশ বিলোকিতেন মন্মানসে মম চাপল্যং দর্শনোৎকণ্ঠাতরলতাং উদ্বহন্তং উৎকণ্ঠেন প্রসারয়ন্তমিতি।৩৫॥

অথ কদাচিৎ লীলাকিশোরদর্শনসুখেন সম্যক্ তৎ প্রাপ্ত্যভাব দুঃখেন চ দ্বিধাভূতান্তঃকরণসুখাকারো মনোহংসঃ পক্ষগতো দুঃখাকারং মনোহংসং প্রতি বদন্ তৎকৃপাদৃষ্ট্যাশয়ৈব স্থাতব্যমিত্যাশয়েনাহ অধীরেতি হে মন ত্বং দুনোষি উত্তপসে হা হন্ত হা হন্ত ইতি বীপ্সায়া খেদাতিশয়ঃ ধ্বন্যতে। অনেন কেনাপি নিমিত্তেন—অনেন ইতি ভাবনা-পরোক্ষীকৃত পরমাশ্চর্য্য সাম্রাজ্যেন ইত্যর্থঃ। কেনাপি কোট্যাংশেনাপি তৎ সাম্যমপ্যদৃষ্টেঃ দৃষ্টান্তদ্বারা বক্তুমশক্যত্বাৎ। কীদৃশেন অধীরেতি অধীরশ্চঞ্চলঃ অত প্রেমভরাৎ বেণুবাদন ক্রমাদ্ বা যো বিম্বতুল্যঃ অধরঃ তস্য বিভ্রমঃ বিলাসো যস্মিন্ তেন। পুনঃ কীদৃশেন হর্ষেণেতি হর্ষেণ আর্দ্রঃ সরসো যো বেণুস্তস্য যে স্বরাঃ ষড়্জাদয়ঃ তেষাং যা সম্পদঃ দ্বাবিংশতিশ্রুতিসম্বলিতত্বং—"শ্রুতিসম্বলিতাস্বরাঃ শ্রুতিভ্যঃ প্রভবন্তি চ। তত্র শ্রুতয়ঃ

ঊর্দ্ধে স্থিতায়াং হৃদি নাড়িকায়াং
নাড্যন্তিরশ্চ পবনাহতৌ যা

যাবিংশতি ভীরু জরাক্রমেণ
নাদাস্ত তাবৎ তাং তাং নয়ন্তী
ইতি তয়া চ বেণুবন্ সম্পদা মনোহারিণীতি ।৩৬ ॥

সম্প্রতি স্বাভীষ্টপদাপ্রাপ্তিদুঃখেন দৈন্যোৎসুক্যমাবিষ্কুর্ব্বন্নাহ যাবদিতি দ্বাভ্যাং হে বিভো দুঃখাতিশয়নিবারণ শ্রীকৃষ্ণ যাবৎ মম কোঽপি তাপো দুঃখবিশেষো মর্ম্মদৃঢ়াভিঘাতঃ—নিখিলানাং মর্ম্মাণাং দৃঢ়াভিশয়িতো অভিঘাতো যত্র তাদৃশং নিঃসন্ধিবন্ধনং নির্গতং সন্ধীনাং করশ্চরণাদিসন্ধীনাং বন্ধনং শ্লেষো যথা ভবতি তথা ন উপৈতি ন যাতি তাবন্মম চিত্তধারা চিত্তসন্ততিঃ চিত্তং ধারয়তি আত্মনি স্থাপয়তি ইতি। "ধৃতো ণ্যন্তাদ্ যন্" চিত্তমেব ধারা জলধারাক্রস্ততয়া প্রবাহরূপেণ প্রবাহকত্বাদিতি

"ধারাসৈন্যাগ্রিমস্কন্ধে তুরঙ্গ গতি পঞ্চকে ।
খড়্গাদি নিশিতাগ্রে চ জলাদীনামপি শ্রুতৌ ॥

ইতি ধরণী। তাবক বক্ত্রচন্দ্র চন্দ্রাতপদ্বিগুণিতা ভবতু। তাবকং ত্বদীয়ং বক্ত্রমেব চন্দ্রঃ তস্য যে চন্দ্রাতপাঃ চন্দ্রিকা স্তাভির্দ্বিগুণিতা পরমমহানন্দপ্রফুল্লসর্ব্বাঙ্গত্বাৎ অতিশয় স্ফীতাভবতু। ত্বন্মুখচন্দ্রস্য দ্বিগুণসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদিমত্তাৎ তথা মম স্ফুরতু ইত্যর্থঃ চন্দ্রাতপাদ্বিগুণিতেতি চিত্তস্য সমুদ্রত্বং ব্যঙ্গং "চন্দ্রাতপ চন্দ্রিকায়াং বিতানে স্বর্ণতেজসি" ইতি ব্যাড়িঃ। যথা তাবক বক্ত্রচন্দ্র এব চন্দ্রঃ কর্পূরঃ সুগন্ধিশীতলাহ্লাদকত্বাৎ। তস্য যঃ আতপঃ প্রকাশঃ তেন দ্বিগুণিতা প্রকাশদ্যুতয়ঃ। "অথ কর্পূর মস্ত্রিয়াম্। ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞঃশীতাভ্রহিম-বালুকা" ইত্যমরঃ।

প্রকাশ ধবল এবেতি কবিসম্প্রদায়ঃ। অথ হে বিভো কোঽপি তাপঃ যাবৎ নিখিলমর্ম্মদৃঢ়াভিঘাতং যথা ভবতি তথা বন্ধনং পরিপাকং ন উপৈতি কীদৃশং নিঃসন্ধি দৃঢ়গ্রন্থি সন্ধিবৈশৈথিল্যাৎ। মোচয়িতুমশক্যঃ। অন্যৎ সমানম্ ।৩৭॥

সঃ কোঽপি তাপঃ প্রাণান্ নাশয়তু নাম, কিন্তু ইয়মেব মে দুঃখশল্যং যদি মুখচন্দ্রচন্দ্রিকাচমৎকারেণ নাস্বাদিত ইতি প্রাপ্তি দৈন্যোৎসুক্যানি আবিষ্কুর্ব্বন্ নিজজীবিতশ্রীমুখেন্দুদর্শনমাশাস্তে যাবদিতি হে নবস্তবনীয় মে মম দশমী দশা কণ্ঠগত শ্বাসাস্থিরা। কুতোঽপি রন্ধ্রাৎ অবসরাৎ দূষণাৎ ইতি বা নিমিত্তাদিত্যর্থঃ। ইষ্টপ্রাপ্তি দুঃখাতিশয়াৎ অত্যন্তো যাবাদে যাবন্নোদেতি নায়াতি "রন্ধ্রং ছিদ্রেঽপ্যবসরে" ইতি "বিশ্বঃ রন্ধ্রং তু দূষণে ছিদ্রে" ইতি মেদিনী। কীদৃশে—তিমিরীকৃতা নিরস্তীকৃতা সর্ব্বভাবাঃ পদার্থাঃ যস্যাং সা। এতেন শব্দস্পর্শনাদিনাপি দর্শনং নিরস্তং। দশমী দশাতু মরণং। তথা চোক্তম্

অভিলাষশ্চিন্তনঞ্চ স্মৃতিশ্চ গুণ-কীর্ত্তনং
উদ্বেগশ্চ প্রলাপশ্চ উন্মাদো ব্যাধিরেবচ
জড়তা মরণঞ্চেতি দশ নাম দশাশ্রিতা!

ইতি নব দশা ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। তাবদেব তব মুখেন্দুবিম্বং লাবণ্যকেলিসদনং—লাবণ্যং মাধুর্য্যপরম্পরা তস্যাঃ ক্রীড়াগ্রহম্। যদ্বা লাবণ্যানাং সদনং কেলিনাঞ্চ সদনম্।

শ্রীকৃষ্ণমুখ-লাবণ্যমেব ভক্তৈর্লাবণ্যমিত্যুচ্যতে। তদনু-ভাবেন অন্য লাবণ্যে লাবণ্যবুদ্ধ্যভাবাৎ। পুনঃ কীদৃশং উৎকম্পিত-

বেণু উৎ উৎকৃষ্টং কণিতং যস্য তাদৃশে বেণু যত্র তৎ। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণবেণোঃ সর্ব্বমপি কণিতং উৎকৃষ্টং তথাপি পরমোৎকৃষ্ট প্রাধান্যার্থমিত্যুক্তিঃ ।৩৮।

ইদানীং দৈন্যোৎসুক্যমালম্যাবির্ভূতপরমকারুণিক শ্রীকৃষ্ণভূষণধ্বনিমাকর্ণয়ন্নাহ—আলোলেতি করুণাম্বুরাশেঃ কৃপা-সমুদ্রস্য অস্মৎদুঃখাসহিষ্ণুত্বাৎ এতাদৃশীং অবস্থাং দৃষ্ট্বা তৎ তৎক্ষণ-মেব আগতত্বাৎ করুণাম্বুরাশিত্বং। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মণিনূপুর-শিঞ্জিতানি মণিময়ৌ নূপুরৌ মঞ্জীরৌ তয়োঃ শিঞ্জিতানি ধ্বনি-বিশেষাৎ আকর্ণয়ানি শৃণুবানীতি আশংসায়াং লোট্। কীদৃশানি বেণু-নিনাদৈরার্দ্রাণি অন্যোন্যমিলনাৎ চরণচালনস্য নৃত্যবৎ তাল ভঙ্গীযুক্তং নূপুর-ধ্বনেশ্চ প্রতিনিয়তকালতা, বংশীবাদস্য তু গানম্যা-কত্বাৎ প্রকৃতমেব তালাদিমত্ত্বং তেন অন্যোন্যমিলনেন তৌর্য্য-ত্রিকং জাতম্। চরণয়োর্নৃত্যং নূপুরস্য বাদ্যং মুরল্যাগানমিতি "গীতং বাদ্যং তথানৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে" ইতি সঙ্গীতরত্নাকারঃ। কীদৃশৈ-র্নিনাদৈঃ প্রতিনাদপূরৈঃ প্রতিনাদং প্রতিধ্বনি স্বং পূরয়তি ইতি তৈঃ প্রতিনাদৈ রিতস্ততঃ প্রদেশং পূরয়তি বা। প্রতিনাদ এব পূরণং ধ্বনিবিশেষো যেষু তৈরিতি বা। পুনঃ কীদৃশৈঃ আলোলেত্যাদি আ সমাস্তাৎ লোকেয়ো চঞ্চলয়ো র্লোচনয়োর্বদ্বিলোকনং ইতস্ততঃ অপাঙ্গক্ষ্ণাবলোকনং তথা কেলিধারা ক্রীড়ায়াঃ আবৃত্তিস্তয়া নীরা-জিতৌ নিরাজনং আরত্রিকং তদ্বৎ পূজিতৌ নিঃশেষেণ রাজিতৌ দীপিতৌ বা অগ্রচরণৌ চরণাগ্রং যেষু। এতেন বংশীবাদন-সময়ে পদাগ্রে দৃষ্টির্ভবেদিবেতি। তৎ সময়ো ধ্বন্যতে। যথা যথা মুরলী-

পারতি তথা তথা চরণয়োরপি চালনং তথা নূপুরস্যাপি ধ্বনিত্বেন জাতকৌতুকতয়া বংশীনাদ সময়ে এব চরণাগ্রং প্রতি নিম্নতাং দৃষ্টিং করোতি তেন স্বচ্ছয়োঃ শ্রীলোচনয়ো র্নানাবর্ণতরঙ্গছটায়া এব ধারাত্বেন নিরূপণমিতি ভাবঃ। অত্র কান্তাদৃষ্টি র্জাতিব্যা তল্লক্ষণং পূর্ব্বমেবোক্তমিতি। ৩৯॥

হে কৃপাসমুদ্র পশ্চাৎ গতোঽসি তদাকথং মন্নেত্রয়োঃ পাত্রং ন যাসি ইতি দর্শনোৎকণ্ঠামাহ। হে দেব ইতি দীব্যতি ক্রীড়তি মোদতে বিজিগীষতি দ্যোততে ইতি নিরন্তরক্রীড়াপরেত্যর্থঃ। মে মম নু বিতর্কে দৃশোঃ নেত্রয়োঃ পদং স্থানং কদা ভবিতাসি ভবিষ্যসি। হা হেতি প্রীত্যা খেদে। যদ্ বা কদা মে দৃশোঃ পদং চিহ্নং অনুভবিতাসি স্বকেলিধারং মধুররসাঞ্জনং করিষ্যসি ইত্যর্থঃ। অতি প্রীত্যাধিক্যেনাহ হে দয়িত অতিপ্রিয় সপ্তাদয়িতেতি বা। দয়া শব্দাদিতি চ। দয়া তাবৎ মম ক দৃষ্টা ইত্যতঃ আহ হে ভুবনৈকবন্ধো ভুবনেষু একোঽনন্যবন্ধুঃ হিতকারী সর্ব্ববন্ধুকৃতাং ঘযোঽস্তীতি ভাবঃ। পরস্পরাবিসদৃশানাং ভুবনজনানাং দুর্ঘটমিদং অতঃ আহ হে কৃষ্ণ কর্ষতি আকর্ষতি সর্ব্বান্ ইতি কৃষেঃ ঔণাদিকঃ। যদ্ব কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দঃ

"কৃষি র্ভূবাচকশব্দঃ ণশ্চনির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

হে চপল নিরন্তর ভক্তানুসন্ধানপর তথাচোক্তং ভারতে—

ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়াৎ নাপসর্পতি।
যদ্ গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্॥

ইত্যাদি সমস্তদুঃখপরিজিহীর্ষুর্ব্বমাহ—হে করুণৈকসিন্ধো অস্মদ্দুঃখপ্রহাণকরাণাং করুণানাং ত্বং একঃ এব সিন্ধুঃ সমর্থত্বাৎ অন্যেষাং করুণস্বভাবানাং দুঃখ-প্রহাণেচ্ছারূপ করুণাসত্ত্বেঽপি নিষ্প্রয়োজনত্বাৎ ন সদা করুণা উচ্যতে। যতো "দয়ালোরসমর্থস্য দুঃখায়ৈব দয়ালুতা"। প্রার্থককাম-পূরকত্ব-মাহ—হে নাথ বাঞ্ছাপূরক সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিরাজমান "নাধৃ নাথৃ যাচঞোপ তাপৈশ্বর্য্যাশীঃষু চেতি" ধাতোঃ হে রমণ রময়া ক্রীড়য়তি চিত্তমিতি রমণঃ অতস্তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষামাহ—হে নয়নাভিরাম—অভি-রাম অভিরমণীয়ত্বেন নেত্রতাপহারকত্বাৎ নয়নয়ো গোচরত্বং স তু অস্মাকং জীবনমিত্যাভিপ্রায়ঃ। ৪০ ॥

সম্প্রতি প্রারব্ধক্ষয়-বিলম্বমপ্যসহমানঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্ত্তি-ভরেণ কাতরস্তং প্রত্যাহ—অমূমতি হে হরে দুঃখ-পুরণশীল, ত্বমেব অস্মদ্দুঃখহর্ত্তা ইতি ভাবঃ। তদালোকনং তদ্দর্শনমন্তরেণ বিনা অমূনি আগামিনি দিনান্তরাণি মধ্যাণি কথং কেনাবলম্বনে হা হন্ত হা হন্ত ইতি খেদে বীপ্সা যামি গময়ামি। যতঃ অধন্যানি অভদ্রাণি অতি দুঃখপ্রদত্বাৎ। পূর্ব্বাণিতু কথঞ্চিৎ ধ্যান-রসেন গমিতানি। প্রতিপদং উৎকণ্ঠয়া প্রতিবর্দ্ধমানত্বাৎ—"ক্রটির্যুগায়তে" ইত্যাদি বচনমপি দিনান্তরবৎ প্রতিভাতি। আয়াস্যন্তি অন্যান্যেব মহাঘোরাণি দিনানিতু কথৎ গময়িতুং শক্যতে ইতি ভাবঃ। অতি দুঃখিতবদাহ—হে অনাথবন্ধো, মদ্বিধানন্যনাথস্য ত্বমেব বন্ধুঃ। মদ্বিধে অনন্যনিবর্ত্তনীয়ে দুঃখে ত্বমেব পূর্ব্বকৃপাকর্ত্তা নান্য ইত্যর্থঃ। হে করুণৈকসিন্ধো, কৃপাসমুদ্র, অতঃ প্রারব্ধক্ষয়বিলম্বং পরিহৃত্য

দর্শনং দেহীতি ভাবঃ। অথবা এবং যোজনা—হে অনাথবন্ধো, তদিতি অব্যয়ং তদ্‌গতেন অন্তয়েন অন্তরাত্মনা আলোকনং সমন্তাৎ অন্তর্দৃষ্টিমাত্রদর্শনং। হরেঙ্করিঃ দূরীকরোসি কিন্তু হে করুণৈক-সিন্ধো অমূনি অধন্যানি দিনান্তরাণি কথং নয়ামি নেষ্য ইতি বর্ত্তমান সামীপ্যে বর্ত্তমানবৎ ইতি লট্। ৪১॥

সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদিতৃষ্ণাং অতিদুর্নিবারামাহ কিমিহেতি ইহ প্রবলতরায়াঃ তৃষ্ণায়াঃ সত্যাম্ কিং কৃণুমঃ কিং হন্তুমিচ্ছামঃ ইতি কৃধিজিঘাংসায়ামিতি ধাতুঃ যদ্বা, কিং কৃণুমঃ কিং কুর্ম্ম ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ যথা "কৃণু কুচেষু নঃ" ইত্যাদি শ্রীভাগবতীয় পদ্যে,। অলভ্যপদানুসন্ধানরহিতত্বাৎ কস্য ক্রমঃ কস্যাপি কৃতিনঃ তত্র ন প্রভুত্বম্। কস্যেতি কর্ম্মবিশেষবিবক্ষিতায়াং ষষ্ঠী। যয়াত্র দৃঢ়তরা তৃষ্ণা জাতা। কথং তৎপ্রাপ্তিরিতি পরমহাস্যাস্পদত্বাদাহ ইতি। সচমৎকৃতে খেদে অত্র তাদৃশ্যা আশয়া কৃতং তদ্ব্যর্থমেব কেনাপি…মাক্রীড়তামিতি। কস্যাগ্রে কৃতং ক্রম ইতি বা ইতি তূষ্ণীম্ভাবঃ। শ্রেয়ানিতি। যত সর্ব্বৈরেবেদানীং মে প্রতিকূলাঃ। তদ্বৈমুখ্যে সতি সর্ব্বস্যৈব বৈগুণ্যাৎ। উক্তঞ্চ মাৎস্যে

প্রতিকূলতা মুপগতে হি বিধৌ
বিফলত্বমিতি বহু সাধনতা
অবলম্বনায় দিনভর্ত্তুরভূদ্
ন পতিষ্যতঃ করসহস্রমপি।

হৃদয়ে শেতে ইতি হৃদয়ে শয়ঃশয় বাসবসিষ্বকালাদিতি সপ্তম্যালুক্। হৃদয়েশং যাতি প্রাপ্নোতি ইতি বা হৃদয়েশং। হৃদয়ে … যোঃ

মনোরাগ (?)। অত্রাচ কামপি তৎ সম্বন্ধিনীং অস্যাং প্রাণধনকরীং কথাং কথয়ন্তুঃ ইতি আশীষি লোট্‌, যয়া সুখং তিষ্ঠামিতিশেষঃ। তদপি ন সংগচ্ছতে ইত্যাহ চিত্তস্থিতবাঞ্ছা কৃষ্ণে সর্ব্বাকর্ষকে চিরং প্রতিক্ষণং লষত্তে স্রংসতে। সর্ব্বতঃ স্রুতাপি তস্মিন্নেব স্রস্তা ভবতীত্যর্থঃ। বৃক্ষাদের্গলিতং পত্রাদি পুনঃ তত্র পূর্ব্ববৎ লগতি। তদ্বৎ তৃষ্ণা কীদৃশী কৃপণকৃপণেতি অতি দরিদ্রা। যথা যথা পূর্ত্তির্ভবতি তথা তথা বর্দ্ধনঃ ইত্যর্থঃ। কৃষ্ণং বিশিনষ্টি মধুরেতি মধুরাদপি মধুরঃ স্মেরঃ ঈষদ্ধাস্যঃ তদ্যুক্তঃ অতীব রসা-বেশাহ্লাসবিশেষং প্রাপ্ত ইতি বা আকারঃ আকৃতি র্যস্য তস্মিন্। যদ্বা মধুর-মধুরঃ অতিশয় মধুরঃ যঃ স্মেরঃ স এব আ সমন্তাৎ 'কারা' বন্ধন-গৃহং যস্মিন্। পুনর্বিশিনষ্টি মনোনয়নোৎসবে মননয়নয়োর্মূর্ত্তি-মান্ উৎসবো যতো যস্মিন বা ইতি। ৫২॥

পূর্ণ মধুর- মধুর-স্মেরাকারশ্চক্ষুভ্যামালিঙ্গিত সম্প্রতি তদ্ভাগ্যং নাস্তীত্যাহ আভ্যামিতি আভ্যাং বিলোচনাভ্যাং অম্বুরুহবিলোচনং অম্বুরুহং কমলং তদ্বৎ ঈষদরুণকোমলগুণযুক্তে লোচনে যস্য তং বালং সুকুমারং পরিরব্ধং আলিঙ্গিতুং দর্শনানন্দাতিলালসয়া তত্রৈব বর্ত্তুং হন্ত খেদে মম দৈবসামগ্রী ভাবরূপসামগ্রী অদূরে সমীপে ন দৃশ্যতে ইত্যর্থঃ। তাদৃশভাগ্যস্যাসম্ভবাৎ। খেদবাহুল্যাৎ ক্রিয়াপদস্য বক্তুমশকত্বাৎ আভ্যাং দ্বাভ্যামপীতি ইদমিতি সর্ব্ব-নাম্নো দ্বিবাচকশব্দস্যায়ং ভাবঃ—নয়নয়োরেকস্মিন্ রুদ্ধমানে অন্তরানন্দাশ্রুসংবলিতেষেন তথৈব স্থিতে ইতি দ্বাভ্যামপি ইতি অধিক্ষেপোক্তিঃ।৪৩॥

অথ অতিশয়পূর্ব্বমাধুরীচমৎকারভরং বিভ্রৎশ্রীকৃষ্ণমুখাম্বুজং দ্রষ্টুমাশাস্তে। অপ্রান্তেতি—স্ম ইতি পৃচ্ছায়াং ভো নাথ কদা তব বদনাম্বুজং কমলংচন্দ্রং বা "অব্জ জৈবাত্রিকঃ সোম" ইত্যমরঃ। বীক্ষে বিশেষণ দ্রক্ষ্যামি। ঈদৃশং অপ্রান্তস্মিতং অপ্রান্তমনবরতং স্মিতং যত্র তৎ। অতিশয়ানন্দোদয়াৎ। পুনঃ কীদৃশং অরুণেতি, অরুণাদপ্যরুণমত্যরুণমিতি বীপ্সায়াং দ্বির্ভাবঃ। ওষ্ঠাধরং অধরৌষ্ঠং যস্য তৎ। অরুণবৎ অরুণং: বা "অরুণোঽব্যক্তরাগেঽর্কে সন্ধ্যারাগেঽর্কেঽর্কসারথাবিতি মেদিনী। পুনঃ কীদৃশং হর্ষার্দ্রদ্বিগুণেতি হর্ষেণ আর্দ্রং স্নিগ্ধমতএবদ্বিগুণং মনোজ্ঞং মনোহরং বেণুগীতং বংশীরব-বিরচিতং বিবিধ গানং যদ্ তৎ। যদ্বা হর্ষেণ আর্দ্রঃ স্বেদঃ সাত্ত্বিক ভাবাৎ তত এব দ্বিগুণ মনোজ্ঞো যঃ তস্য বেণুগীতং যস্মিন্ তৎ। পুনঃ কীদৃশং বিভ্রামেতি বিভ্রামতঃ বৈদগ্ধীপূর্ব্বং ভ্রমতঃ বিপুলায়া বিশালায়া বিশিষ্টলোচনয়োর্যদর্দ্ধং তস্মুগ্ধং মনোহরং বিলোচনার্দ্ধং ইতি পাঠে বিভ্রামভ্যাং বিপুলাভ্যাং বিলোচনাভ্যাম্ আর্দ্রঞ্চ তন্মুগ্ধঞ্চেতি। আর্দ্রেতি পুনরুক্তি-র্ন দোষঃ ঔৎসুক্যাৎ।৪৪॥

সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণস্যাবলোকন-বিশেষমাশাস্তে লীলায়িতাভ্যামিতি কিশোরঃ কিশোরাবস্থঃ নয়নাম্বুজাভ্যাং কদা কস্মিন্ কালে সময়ে আলোকয়েৎ আলোকয়িষ্যতীতি। কারুণিকো যদ্দুঃখাসহিষ্ণু কারুণিকত্বাৎ দর্শনসম্ভবাৎ ঔৎসুক্যম্। পুনঃ কীদৃশাভ্যাং লীলায়িতাভ্যাং লীলা শৃঙ্গারভাবজ ক্রিয়া তয়া আয়িতং গতং যয়োঃ তাভ্যাং অত্যাশ্চর্য্যলাবণ্যযুক্তাভ্যামিত্যর্থঃ। "হেলা

লীলেত্যমী হাবক্রিয়াশৃঙ্গারভাবজঃ” ইত্যমরঃ। রসশীতলাভ্যাং রসেন শৃঙ্গারাদি শীতলভ্যাং স্নিগ্ধাভ্যাং নীলারুণাভ্যাং মধ্যোহধঃ নীলং প্রান্ততোহরুণঞ্চ যয়োস্তাভ্যাং তারকানীলিমসহজারুণিম-মিশ্রিত মদোদ্ভূতারুণগুণযুক্তাভ্যামিত্যর্থঃ। অদ্ভুতবিভ্রমাভ্যাং অদ্ভুতো বিলাসো বিভ্রামণং বা যয়ো স্তাভ্যাং বিভ্রমৌ ভ্রান্তি-হারয়োরিতি মেদিনী। যদ্বা অদ্ভুতো বিভ্রমো ভূষাস্থানবিপর্য্যয়ো যাভ্যাং যল্লাবণ্য নিরীক্ষণেন সর্ব্বেষাং সর্ব্বমেব বিস্মৃতং ভবতীতি। “অস্থানে ভূষণাদীনাং বিন্যাসো বিভ্রমো মতঃ” ইতি মেদিনী। এতেন নয়নয়োঃ সুকুমোলত্বং অতি দীর্ঘত্বং লীলারসময়ত্বঞ্চ সূচিতম্।॥৫॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য বিগ্রহাবলোকনং বিচারয়ন্ তদভিলষতি-বহুলেতি মে মম নয়নং মুরারেঃ মুর বেষ্টনে ধাতুঃ। মুরয়তি বেষ্টয়তি দর্শনপ্রতিবন্ধকরূপলজ্জাভয়াদিরূপ শত্রুরিঃ নহি শ্রীকৃষ্ণস্য রূপে মুরলীনাদে বা সকৃদনুভূতেল'জ্জাগর্গলো তিষ্ঠতি (?) তস্য মুগ্ধবেশং মুগ্ধং সুন্দরং অতএব'বেশং ভূষণরূপং 'ভূষণভূষণাঙ্গ'-মিত্যুক্তেঃ। মৃগয়তি অন্বেষয়তি, কথং দর্শনং স্যাৎ ইতি বিচা-রয়তি ইত্যর্থঃ। মৃগ অন্বেষণে ধাতুঃ। মৃগ্যতে ইতি মৃগঃ। মৃগং করোতীতি মৃগয়তি। বেশং বিশিনষ্টি—বহুলেতি বহুল কেশ-কৌশলেন চিকুরানাং কেশানাং ভারো যস্মিন্ তং পুষ্পমালাল-লঙ্কৃতত্বাদ্ ভার-নিরূপণং। বদ্ধপিচ্ছাবতংসং—বদ্ধঃ রচনাসৌন্দর্য্য-বিশেষণ সম্মর্জিতঃ পিচ্ছানাং অবতংসঃ শিরোভূষণং যস্মিন্ তং চপল-চপল নেত্রং যদ্যপি স্বভাবত এব চপলনেত্রতা, তত্রাপি বেশা-বলোকনেন সর্ব্বতশ্চকিতদৃষ্টি-সঞ্চারণেচ চপলনেত্রে তং,

প্রতিপদং চাপল্যবৃদ্ধেঃ। 'চারুবিম্বে'তি স্বভাবত এব চারুমনোহরং বিম্বপ্রায়মধরোষ্ঠং যস্য তং। মধুরেতি মধুরো মাধুর্য্যরসপ্রদো মৃদুং লাতি আদত্তে মৃদুলঃ এতাদৃশো হাসো হাসং যস্য তং। এতেন স্মিতহাসো ধ্বনিতঃ তল্লক্ষণশ্লোকং পূর্ব্বমেব। পুনঃ কীদৃশং মন্দরেতি মন্দরঃ কল্পতরুস্তৎ প্রায়াঃ মন্দরাঃ বহুলা বা নানাবিধাঃ উদারাঃ বহুরস-প্রদা লীলা যস্য তং। যদ্বা মন্দরা মন্দরপর্ব্বতপ্রায়া উদারা মহতী লীলা যস্যেতি বা। যথা-অমৃতোৎপাদনায় সর্ব্বে মিলিত্বা মন্দরানয়ন প্রযত্নং কৃতবন্তঃ তথা শ্রীবিগ্রহদর্শনানন্দামৃত প্রাপ্ত্যর্থং মন্দররূপলীলানিরূপণমিত্যর্থঃ। "মন্দরস্তু পুমান্ মন্দে শৈলে মন্দার পাদপে" বা চ যদ্ বহুলে ইতি বিশ্বঃ।৪৬॥

নয়নং তাবৎ পূর্ব্ববর্ত্তি মেব মৃগয়িতুং শক্নোতি হা হন্ত কিং কুর্ম্ম ইত্যাহ বহুলেতি—বয়ং কিমপি অনির্ব্বচনীয়ং জগন্মধুরিমা-পরিপাকোদ্রেকং জগৎস্থ মধুরিমা তস্য পরিপাকো বৃদ্ধিঃ তস্য উদ্রেকঃ পরমপূর্ণতমমাধুর্য্যমিত্যর্থঃ মৃগয়ামহে। কেনোপায়েন পশ্যামঃ ইতি বিচারয়ামহে তদ্বিধস্ত কেবলং ভাবাভ্যাসমেব উপায়মুপদিশতি, স্বতোদুর্ঘট ইতি ভাবঃ। কীদৃশং বহুলেতি বহুল জলদঃ সান্দ্রমেঘঃ চ্ছায়া কান্তিঃ তস্যা চৌরঃ যস্তস্য যদ্বপুঃ প্রতিবিম্বকান্তিং চোরয়ত্বা মুদা গর্জ্জতি ইত্যর্থঃ। যয়া চ্ছায়ায়াঃ প্রতিবিম্বো যতো দৃশ্যতে শ্যামিকাভাসাদি তত্র কিঞ্চিৎ হত্তুং চোরবৎ ভবতি তত্রাপি কিমপি প্রাপ্নোতি প্রত্যুত ধিক্করণীয় এব। বিলাসভরালসং—বিলাসভরেণালসং। মদেতি: মদানাং

মত্তানাং শিখিনো যা শিখা চূড়া তস্যাঃ যা লীলা তৎ উত্তংসং নানাপুষ্পগুম্ফিতশিরোভূষণং যস্য তং। মনোজ্ঞেতি— মনোজ্ঞং পরমাশ্চর্য্যং মনোহরং মুগ্ধাম্বুজং যত্র তং। কমলেতি— কং কৃষ্ণ প্রেম-সুখং তেন অলতি পর্য্যাপ্নোতি ভূশাস্ত্যর্থে বা যোজ্যঃ কমলা শ্রীরাধা তস্যাঃ অপাঙ্গো নেত্রান্তঃ তস্য উদগ্রং উৎকৃষ্টাগ্রভাগো তস্য প্রকৃষ্টসঙ্গেন জড়ং সগজ্জস্মিতমুখভঙ্গী-বিশেষপূর্ব্বকাবলোকনস্তম্ভ সাত্ত্বিক-ভাবলক্ষিতমিত্যর্থঃ।৪৭॥

অহো শ্রীকৃষ্ণদর্শনং অতি দুর্ল্লভং যতোদৃষ্টেঽপি দৃষ্টবৎ প্রতীত্য-ভাবাৎ কদামি দ্রক্ষ্যামি ইতিওৎসুক্যোনাহ—পরামৃশ্যমিতি দীব্যতি দ্যোতত ইতি দেব স্তং অসাধারণ দৃষ্টিক্রীড়াদিযুক্তং কদা কাস্মিন্ সময়ে দরীদৃশ্যে পুনঃ পুনঃ দ্রক্ষ্যামীত্যর্থঃ। কীদৃশং দেবং মুনীনাং মননশীলানাং যঃ যঃ পন্থা তত্রতত্র দূরে দূরতঃ পরামৃশ্যং বিচারণীয়ং দুবিতর্ক্যামিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ তত্রতত্র মুনয়ো বিচারয়ন্তি, নতু যাথার্থ্যেন নিশ্চিন্বন্তি। শুদ্ধ প্রেম-রসবর্ত্মনি কস্যাপ্যপ্রবেশাৎ। পুনঃ কীদৃশং ত্রিভুবনেতি ত্রিভুবনং বিতর্কয়েদ্ যন্মনঃ তদপি হর্তুং-শীল যস্য তাদৃশবদনং যস্য তং অতঃ শশ্বৎ নিত্যং দৃশ্যং দ্রষ্টুং যোগ্যং সর্ব্বাতিশয়সৌন্দর্য্যচমৎকারত্বাৎ। যদ্বা, শশ্বৎ নিত্যং ত্রিভুবনস্য মনো যত্র হরতি সর্ব্বস্য দৃষ্টিং হরতি তাদৃশ বদনং যস্য। পুনঃ কীদৃশং দরেতি দরঙ্গীষৎ দলিতং বিকাশিতং যৎ নীলোৎপলং তস্মাদপি নিতরাং ভাতি ইতি নিভং "দরোভয়ে দরোগর্ত্তে কিঞ্চিদর্থে দরোঽব্যয়ম্" ইতি। নীলঞ্চ তৎ উৎপলঞ্চেতি নীলসুগন্ধি-সুকুমারগুণযুক্তং বা। শৃঙ্গার রসমাধুর্য্য পরমোৎকর্ষচমৎকারাৎ

নীলোৎপলদলমিতি · পাঠে দশৈব দশা নীলস্নগ্ধিস্নকুমারদশা ইতি সামান্যত এব নির্দ্দিষ্টং বিশেষানির্দ্দেশিতমিতি (?) চেৎ তত্রাহ—অনিশং নিরন্তরং উদয়ঃ প্রকাশো যাসাং নিত্যানামপি বাচাং শ্রুতীনাং অনামৃশ্যং অস্পৃশ্যমেতাদৃশমতিদুর্ল্লভমপি দেবং কদা তৎ কৃপয়া অপরোক্ষতো জ্ঞাত্বা দরীদৃশ্যে কলয়ামি তৎকৃপয়া ন দৃশ্য ইত্যাহ ব্রজবধূনাং শ্রীরাধাদিব্রজসুন্দরীনাং দৃশা চক্ষুষা হেতুভূতেন দৃশ্যং। তাসাং কৃপয়া তথাবিহরমাণং সর্ব্বে পশ্যন্তি ইতি ভাবঃ। অথবা এবং যোজনা—ত্রিভুবনমনোহারিণঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বদনং দেবং দীপ্তিমৎ কদা দরীদৃশ্যে। অন্যৎসমানমিতি। ৪৮॥

সম্প্রতি যদি ত্বমবলোকয়স্তমবলোকয়ামি তদা মহৎ কৌতুকমিতি হর্ষোৎসুক্যেনাহ লীলেতি—দয়িতং সঞ্জাতদয়ং বহুদাতারং বা দেবং দ্যোতমানং কদা ব্যতিলোকয়িষ্যে ক্রিয়াব্যতিহারে ব্যতি। পশ্যন্তং তং দ্রক্ষ্যামি ইত্যর্থঃ। যদ্বা অনুদয়িতং অনুকুলা অনুগতা বা দয়িতা বল্লভা যস্মিন তং দেবং ক্রীড়ন্তং রাস-বিহারিণমিত্যর্থঃ কীদৃশং দেবং লীলাননাম্বুজং লীলা শৃঙ্গারভাবজা। ক্রিয়া তদযুক্তং আননাম্বুজং যস্য তং পুনঃ কীদৃশং অধীরং চঞ্চলং যস্মা ন বিদ্যতে ধীর্যত্র সঃ অধী মোহঃ তং রাতি দদাতি ইতি অধীরং যথা ভবতি তথা। উদীক্ষমাণং উৎ উৎকৃষ্টং ঈক্ষামাস্য পশ্যন্তং। পুনঃ কীদৃশং বেণুবিবরেষু বেণোশ্ছিদ্রেষু নর্ম্মাণি পরিহাসোক্তিং নিবেশয়ন্তং অর্পয়ন্তং বেণুবাদনেন স্মর-পরিহাসং কুর্ব্বন্তমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং—দোলায়মাননয়নং দোলায়মানে ঘূর্ণায়মানে নয়নে যস্য তং। অতো অভিরামং সুন্দরমিতি। ৪৯॥

ইদানীং তস্য বাল্যং মনসি লগ্নং তৎ পুনঃ কদানুভাবিতব্য-মিতি হর্ষোজ্জৃম্ভিতেন স্মরন্নাহ—লগ্নমিতি মুকুন্দস্য স্মৃতিমাত্রেণাপি মুক্তিং দদাতি ইতি মুকুন্দং তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বাল্যং চাপল্যং মুহুর্ম্মুহুর্ব্বারং বারং মনসি লগ্নং কদাপি মনস্তোষং নাপৈয়তি। তদ্বৎ সাম্মুখ্যানন্দ-স্থাপি বিস্মৃতেঃ কীদৃশে মনসি—লম্পটসম্প্রদায়লেখাবলেহনি লম্পটঃ প্রকৃতেঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়লীলারসাস্বাদনায় লম্পটঃ স্বভাবর্ত্তমানো যঃ সম্প্রদায়ঃ পরম্পরাগত স্বজাতীয়সমূহঃ তস্য লেখো দেবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তং অবলেঢ়ুং আস্বাদয়িতুং শীলং যস্য তস্মিন্‌। যদ্বা কৃষ্ণবিষয়মধুর প্রীতিরসলম্পটসম্প্রদায় তত্র লিখ্যন্তে যে তদ্রসাস্বাদনে লেখাঃ লিপয়ঃ শ্রেণ্যঃ তানি চিত্তপ্রকারাঃ তান্‌ অবলেঢ়ুং শীলং যস্য তস্মিন্‌। "লেখো লেখ্যেচ দেবেচ লেখা শ্রেণ্যো লিপাবপি" ইতি মেদিনী কীদৃশং মুকুন্দবাল্যং রসজ্ঞেতি রসং জানাতি ইতি রসজ্ঞঃ তেষাং মনোজ্ঞ বেশমিতি ইতি। ৫০॥

অথ তস্য চাপল্যাদি সর্ব্বমেব মধুর-মধুরং তস্মাদ্‌ মধুরিম শব্দবাচ্য এবায়ম অতোহমত্রৈব বিলীয় তিষ্ঠামীত্যুৎসুক্যেনাহ—অহিমকরেতি ত্রিভিঃ দেবে লীয়তি স্তোতব্র ইতি দেবঃ তস্মিন্‌ অহং লীয়ে লীনোভবামি। শ্রীকৃষ্ণে এবং রসাবিষ্টে বিহরতি সতি অহং তত্রৈব লীনোভূত্বা পশ্যামিত্যর্থঃ। কীদৃশে অহিমেতি অহিমকরঃ সূর্য্যঃ ন হিমাশীতলা করাঃ কিরণাঃ যস্য শীতা ন ভবন্তি তাবৎ নতু উষ্ণা ইতি অহিম পদাৎ প্রাপ্যতে তস্য করনিকরেণ কিরণ-সমূহেন কৃতা মৃদুঃ মৃদ্বী কোমলা মিশ্রেতি যাবৎ মুদিতা হৃষ্টা স্ফীতা চ যা লক্ষ্মী শোভনতয়া সরসতরং অতি-

সরসং কমলং তৎসাদৃশৌ দৃশৌ যস্য তস্মিন্। মধ্যাহ্নকালীনতীক্ষ্ণ সূর্য্যরশ্মি সম্বন্ধস্তুহি অন্তর্মকরন্দেঽপি বহিঃশুষ্কতা স্যাৎ অতঃ কার্কশ্য মস্তি। যদি চ প্রাতঃকালীনঃ সূর্য্যকরসংযোগ স্তর্হি ন বিকাশ বাহুল্যং অতঃ নাতিপ্রচণ্ড সূর্য্যকরনিকরেণ রবেঃ স্নিগ্ধতা বিকাশ-বাহুল্যঞ্চ যস্য কমলস্য তদ্বৎ নয়নশালিত্বং সূচিতম্। পুনঃ কীদৃশে ব্রজযুবতীতি—ব্রজস্থা যুবতয়ঃ গোপাঙ্গনাঃ তাসাং রতি-বিষয়ে যঃ কলহো দৃঢ়ালিঙ্গন হারত্রোটন-চুম্বন-লীলাকমলতাড়নাদিরূপঃ তত্র যো বিজয়ঃ তত্র বা নিজলীলাশৃঙ্গার ভাবজা তয়া যো মদঃ হর্ষঃ-তেন মুদিতোবদনশশী ইত্যুক্তম্। তত্র যো মধুরিমা অপূর্ব্ব কোঽপি মাধুর্য্য-চমৎকারঃ যস্য তস্মিন্ যথা তথা তাসাং মৃদঙ্গিনাং গাঢ়-শ্লেষাদিরূপ ক্রিয়া তথা তথা সরসত্বং মাধুর্য্যাতিশয়শ্চোক্তম্। অতশ্চ সমাসবাহুল্যং পৌনরুক্ত্যঞ্চ ন দোষঃ। তদনু স্মরণেন তদা-কারান্তঃকরণবৃত্তিত্বাৎ। ৫১॥

পুনরপি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে সর্ব্বাত্মনা চিত্তলয়মেবাধ্যবস্যতি। করকমলেতি-দেবেলীয় ইতি পূর্ব্ববদন্বয়ঃ। কীদৃশে দেবে 'করে' ইত্যাদৌ। সরসীতি অত্রঃ কর করকমলদলং যদ্বা করএব কমলং তস্য দলানি পত্রাণি অঙ্গুলয়ঃ তৈঃ কলিতাকৃতা ললিতয়া অতি ললিতা বা বংশী তস্যাঃ কলনিনাদা বেণুবিগলদমৃতানি তেভ্যো গলন্তি অমৃতানি ইতি বা তাদৃশে যমসরসি নীবিড়তরাগে তেষাং যস্য নীবিড়ং সরসঃ ইব সরসঃ তস্মিন্ ইতি বা। এতেন বংশী-বাদন-সময়ো ব্যজ্যতে, অত্র শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহস্যামৃত-স্বরূপতা, করয়োঃ কমলত্বং বংশীবাদনস্য মকরন্দামৃত রূপঞ্চ ধ্বনিতম্

পুনঃ কীদৃশে সহজরসেতি সহজঃ স্বভাবো যো রসো মাধুর্য্যং তস্য ভাবো অতিশয় স্তেন ভরিতং পুষ্টং মন্দ মন্দহসিতং ঈষদ্ধাস্যং তস্য বীথী—পরম্পরাতয়া নিমিত্তভূতয়া সততং নিরন্তরং বহন্ প্রবাহরূপেণ স্ফুরন্ যো অধরঃ স এব মণিঃ অত্যুজ্জ্বলত্বাৎ পদ্মরাগঃ তস্য মধুরিমা মাধুরীবিশেষো যস্মিন্। অয়মভিপ্রায়ঃ পূর্ব্বশ্লোকে রতিকলহ-বিজয়েত্যাদিনা জিগীষুনৈব স্থিতম্। তত্র বিজয়ে জাতে বংশীং বাদয়িত্বা স্থিতম্। তত্র চ পরাজয়ে সতি ব্রজযুবতীনাং প্রেমকোপং জাতং তেন হাস্যং জাতম্।৫৩।

কিঞ্চ দেবে লীয় ইতি কীদৃশে কুসুমেতি কুসুমশরঃ কামঃ তস্য শরাঃ কচগ্রহণ-পূর্ব্বক চুম্বনাধরনখক্ষতাদিরূপা স্তৈর্যা পরস্পরং সংগ্রামঃ তত্র কুপিতানাং মদানাং প্রেম-রসমত্তানাং গোপীনাং কুচকলসয়োঃ ঘুসৃণরসঃ কুঙ্কুমরস স্তেন লসৎ শোভমানং উরু যস্য তস্য ঘুসৃণস্য প্রস্বেদ জলেনাশোষণার্দ্র সা অবস্থৈব ইতি রসেত্যুক্তিঃ গোপীনাং অনুরাগো বা মূর্ত্ত ইব তেন। পুনঃ কীদৃশে মদমুদিতেতি মদেন হর্ষেণ মুদিতং স্ফীতং মৃদু সরসং যৎ হসিতং তেন মুষিতা চোরিতাঃ বা শশিনঃ চন্দ্রস্য শোভা কান্তিঃ তয়া মুহুরধিকঃ সন্ ততঃ উদ্রিক্তঃ মুখকমল-মধুরিমা যস্য তস্মিন্। যদ্বা মুখকমল-বিশেষণং মদ-মুদিতং মৃদু হসিতং মুষিতঃ শ্চোরিতঃ শশী যেন তৎমুষিতশশি-শোভাভিঃ মুহুরধিকং পূর্ব্বক্ষণগত শোভাতঃ উত্তরক্ষণ শোভায়াঃ অধিকত্বাৎ তস্মিন্ মধুরিমা যস্য তস্মিন্।৫৪।

বংশীং বাদয়তঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীমূর্ত্তিং দ্রষ্টুং সমুৎকণ্ঠাতঃ ইত্যাহ—আনম্রামিতি মম লোচনং (কর্ত্তৃ) ব্রজপতেঃ ব্রজপালকস্য জগন্মোহিনীং জগন্তি মোহিতুং শীলং যস্যাঃ সা। তাং মূর্ত্তিং শ্রীবিগ্রহং দ্রষ্টুমাশাস্তে। ব্রজশিশুরিতি পাঠে ব্রজ শিশুঃ-রিব চেষ্টা ইতি ব্রজশিশুঃ তস্য কৃষ্ণস্যেতি কীদৃশীং মূর্ত্তিং অসিতয়োঃ শ্যাময়ো র্ভ্রুবোঃ আনম্রাং ঈষন্নম্রাং তেন চ ঈষন্নম্রতয়া অত্যপূর্ব্বকং দর্পকাম্মুকাকৃতিনা সমস্ত মোহনং যুক্তমেব। পুনঃ কীদৃশীং অক্ষীণ পক্ষ্মাঙ্কুরেষু উপচিতাং ঘনীভূতাং অক্ষীণ ইতি অন্নতয়া অভাবমাত্রমুক্তং। উপচিতে ইতি বৃদ্ধিঃ। পুনঃ কীদৃশীং অনুরাগিনো র্নয়নয়ো আলোলাং সমন্ততশ্চপলাং—

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবপ্রিয়ং
রাগোভবন্নবনব সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে ॥"

পুনঃ কীদৃশীং মৃদুসহজসুকুমারাক্ষয়ে জল্পিতে আর্দ্রাং স্নিগ্ধাং মন্মথরসনর্ম্মময়ত্বাদতিসরসমিতার্থঃ। কীদৃশীং অধর এব অমৃতং ঘনীভূতং তস্মিন্। আতাম্রাং সর্ব্বতো অরুণাং। পুনঃ অম্লানেতি অম্লানা অন্তর্হর্ষাবেশাৎ নানামাধুর্য্যাদিরূপা যে বংশীস্বনাঃ তেষু মদ-কলাং হর্ষব্যাপ্তাং আনম্রোপচয়া লোলা তাম্রত্বে মদকলাদিনা অসিতভাবাদীনাং মাধুরীচমৎকার-বিশেষেণ অাং মোহকত্বং উক্তমিতি ।৫৪॥

অথ কিশোরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণস্য তৎতৎ মাধুরীচমৎকার পরমোৎকর্ষসীমত্বং স্বানুভাবেন শপথপূর্ব্বকং বদন্ বিদুষাং চেতসি বিশ্বাসমুন্নময়তি। তৎ কৈশোরমিতি তৎ প্রসিদ্ধং কৈশোরকং

লোকে তাবৎ কৈশোরং বয় এব চিত্তাকর্ষকং তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণগত-মুক্তনাম্নপি চিত্তহরং কৈশোরে চ তদিতি অদ্ভুতং বক্ত্রারবিন্দং মুখকমলং নয়নাধরগণ্ডভ্রূবিলাসাদিমাধুরী বিলাসবৎ তৎকারুণ্যং জীবনপ্রদকরুণা, তদিতি নিরুপাধিতে চ লীলা কটাক্ষাঃ তে ইতি করুণাশালিনঃ লীলাপ্রধানাঃ চাপলভ্রূভঙ্গীযুতদৃষ্টিরূপা তন্মাধুর্য্যমধুরিমা সা চ অলৌকিকী সান্দ্রস্মিতশ্রীঃ গহনস্মিতকান্তিঃ এতৎ সর্ব্বং দৈবতোঽপি দেব এব দেবতা স্বার্থে তল্ তৎ সমূহো দৈবতং তস্য সমূহ ইত্যর্থঃ। তস্মিন্নপি দুর্লভং ন পুংসকাৎ পুংস-কয়ো ন পুংসক মেকবদ্বেতি দুর্লভমিতি ন পুংসকম্। যথা দৈবতে দেবা ঈশ্বরাঃ অবতার্য্যবতাররূপা তাং তাং তায়তে বিস্তারায়তে স্বেচ্ছয়া আবির্ভাবয়তি স দেবতা শ্রীকৃষ্ণঃ স্বার্থেঽপি দৈবতঃ তস্মিন্নপি দুর্লভং "বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গ" মিত্যুক্তেঃ। এতৎ সত্যং সত্যং শপথপূর্ব্বকং প্রতি-জান ইত্যর্থঃ।৫৫॥

তৎ কৈশরাদিকং দৈবতেঽপি দুর্লভমিত্যুক্তং। সম্প্রতি তচ্চাপল বিশেষ-দর্শনমনুভবন্নাহ—বিশ্বোপপ্লবেতি মুরারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শৈশবং চাপল্যং পথি পথি বীথ্যাং বীথ্যাং পশ্যামঃ, অনুভবামঃ দৃশোর্জ্ঞানবচনত্বাৎ। অনেন তারুণ্যোপকারি-কত্বেন চাপল্যস্যাতিমধুময়ত্বমুক্তং। কীদৃশং বিশ্বাসেতি— বিশ্বাসৈঃ প্রত্যয়ৈঃ স্তবকিতানি 'পরমকারুণিকঃ শ্রীকৃষ্ণোঽয়'মিতি স্তুপপ্রায়াণি চেতাংসি যেষাং তেষাং জনানাং বিশ্বাস্য সমস্তস্য উপপ্লবস্য শমনায় শান্তয়ৈব বদ্ধা গৃহীতা একা মুখ্যা দীক্ষা যেন-

ন্তং। পুনঃ কীদৃশং প্রশ্যামেতি প্রশ্যামা প্রকৃষ্টশ্যামা বা প্রতিনবং প্রতিক্ষণং নবা নব্যা কান্তিঃ তস্যা কন্দলঃ উদ্ভেদঃ তেন আর্দ্রং সরসং যদ্বা প্রশ্যামপ্রতিনবকান্তিকন্দলেন আর্দ্রয়তি তৎ যথা। ৫৬॥

অথ দৃঢ়ভাবন-ভাবিতান্তঃকরণঃ পুরতঃ স্ফুরন্তং শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহং বর্ণয়তি—অয়ে অহো স্বয়মেব সম্বোধয়তি। ক এষঃ মথুরাবীথী মথুরা গম্যতে যায়তাং (বীথীবর্ত্ম্য) ন তু মথুরাস্থা বীথী। মিথোরহসি গাহতে অবগাহতে লীলাবিশেষৈঃ পরি-চক্রামতীত্যর্থঃ।

"মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্ যস্যা মথুরা সা নিগদ্যতে॥"

ইতি শ্রীগোপালোত্তরতাপনী-প্রসিদ্ধিঃ। কিঞ্চিন্নিকটং গতে সম্ভ্রমাদাহ—মৌলীতি—চন্দ্রিকাঞ্চিত চূড় ইত্যর্থঃ বপুর্গাত্রং মরকত-স্তম্ভাদপি অভিরামং সুন্দরম্। বস্তুতস্তু ইন্দ্রনীলমণিতুল্যম্। তত্রাপি সুবর্ণালঙ্কৃতিব্যাপ্তত্বাৎ মরকতস্তম্ভতুল্যং অতিসন্নিহিতং দৃষ্ট্বাহ বক্ত্রং মুখং চিত্রং বিমুগ্ধেতি চিত্রং পরমাশ্চর্য্যং বিমুগ্ধং বিশেষেণ মুগ্ধঃ সুন্দরং যথা স্যাৎ তথা হাসেন মধুরং মূর্ত্তিমান্ মধুররস ইব। কিঞ্চ বালে কোমলে বিলোলে সহজ চপলে দৃশৌ নেত্রে কিঞ্চিদ্ বদতি সতি নীচৈরাহ, বাচ ইতি শৈশবং সৌকুমার্য্যং তেন শীতলা স্নিগ্ধা। কুঞ্জাদন্তঃ কোঽপি নায়ং নিশ্চিত্যাহ বিলাসেতি বিলাসস্য স্থিতিঃ তৎতদঙ্গ-চালনের ক্রীড়া-মর্য্যাদা মদগজ শ্লাঘ্যা মদঃ মত্তঃ যো গজস্তেন তস্মাদ্ বা

শ্লাঘ্য শ্লাঘনীয়ার্থঃ যথা—একচরোঃ গজঃ বনমধ্যে তিষ্ঠন্ মন্দং মন্দং ভ্রমতি, তথা তথা যাতি ইতি ভাবঃ। ৫৭ ॥

অথ অতিমধুরভাবেন শ্রীকৃষ্ণং ভাবয়ন্ মনসি স্ফুরমানঃ তদ্রূপমনুভূয় অত্যাশ্চর্য্যেন বিতর্কয়তি পাদা'বতি। কিমেতৎ অত্যাশ্চর্য্যং বালং সুকুমারং মহঃ জ্যোতিঃ কিঞ্চ অবিশুদ্ধসত্ত্বময়ং? কিম্বা ব্রহ্মজ্যোতিঃ? নৈকমপি সম্ভবতীত্যাহ মহ স্তাবং নিরবয়বং। অস্য তাবৎ পাদৌ পাদেতি পাদেন বিনির্জ্জিতং অম্বুজবনং যাভ্যাং পাদাদিমত্ত্বাৎ ব্রহ্মজ্যোতিঃ নিরস্তং। অম্বুজবনে পদ্মোবর্ত্ততে। কমলস্য বিনির্জ্জিতত্বমাহ পদ্মালয়েতি পদ্মালয়া লক্ষ্মীঃ তয়া আশ্রিতৌ আশ্রিতৌ। কমলবনং হিত্বা তত্রৈব বসতি ইতি ভাবঃ। পাণী হস্তৌ, বেণু ইতি বেণুবেণোবিনোদনে প্রণয়িনৌ সকৌতুকৌ "পর্য্যাপ্ত-শিল্পাশ্রয়ৌ"—পর্য্যাপ্তঃ পর্যবসানপ্রাপ্তঃ শিল্পাশ্রয়ঃ যাভ্যাং তৌ সমস্ত শিল্পকলাকুশলাবিত্যর্থঃ বহুমৃগদৃশাং ব্রজসুন্দরীনাং দোহদভাজনং দোহদস্য প্রেয়োমনোরথস্য বা ভাজনং পাত্রং। মাধুর্য্যধারেতি মাধুর্য্যধারাং কিরতঃ ইতি তথা তৌ (কিপি)। সর্ব্বাঙ্গনানাং যথা কথঞ্চিৎ নিরূপণং কৃতম্। বক্তুং হি নিরূপিতুমশক্য-মিত্যাশয়েনাহ বক্তে্রতি বাচাং বিষয়ো অধিকারঃ তং লঙ্ঘয়তীতি তথা তৎ বাগগোচরমাধুর্য্যমিতি। ৫৮ ॥

সম্প্রতি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্যাতিমধুরভাবেন নিত্যমনু ধ্যায়ন্ তত্রাপি বিশেষতঃ শ্রীমুখারবিন্দমেব নির্ভরভাবনাভাব্যমানং প্রতিপদমধিকাধিকসৌন্দর্য্যবত্তয়া সম্যগনুভবতি। বোভূয়মানচমৎকারমাহ, এত দিতি অহো চিত্রং মহঃ সর্ব্বতঃ পরমাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ কীদৃশং মহঃ চিত্রং

নানাবর্ণ-ব্যতিকর-সম্বলিতং পুনঃ কীদৃশং চিত্রং—নয়নাধরাদিষু তত্রাপি পুনঃ অহো বিচিত্রং দৃগভঙ্গাদিষু বিবিধং চিত্রং মিশ্রিত মেবেত্যর্থঃ। এবং চিত্ত-চমৎকারপরমাবধিমুক্ত্বা স্ফুটতরং সবিশেষেমাহ—যদ্যপি তস্য সর্ব্বাঙ্গাণি স্বতোভূষণানি তথাপি এতদেব ভূষণং নাম প্রকাশে বহুমতং বহূনাং সম্মতং জ্ঞায়তে তৎ কিং বক্তুমিতি বেশায় বেশার্থং শৈবৈঃ শিল্পৈ স্তিলকরচনাদিচাতুর্য্য-বিশেষৈঃ অলং পর্য্যাপ্তম্। বেশেন বিনৈবেত্যর্থঃ শোভমানত্বাৎ। পুনঃ কীদৃশৈঃ শিল্পৈঃ অস্মদ্ধিয়াং অগম্যবিভবৈঃ অগম্যো বিভবো বিস্তোৎপত্তীষেষাং তৈঃ। কীদৃশং বক্তুং দ্বিত্রিতি দ্বয়ো স্ত্রয়ানাং বা বিশেষা যত্র সা চাসৌ কান্তী-লহরী চ তস্যাঃ বিলাসেন ধন্যোরম্যো ঽধরো যত্র তৎ। অয়ং ভাবঃ দ্বয়োঃ,—বংশীস্মিতয়ো স্ত্রয়াণাং দৃগ্‌ভ্যো নর্ম্মতামিতি। "চিত্র বিশেষ-কান্তিলহরী-বিন্যাস-ধন্যাধরং" ইতি পাঠে চিত্র বিশেষেষু বক্তুবর্ত্তিষু যঃ কান্তি-লহরী-বিন্যাসঃ তেন ধন্যো অধরঃ যত্র তৎ। যদ্বা চিত্রং বিচিত্রং যদ্বিশেষকং তিলকং তস্যাস্তিমা বা লহরী রেখা তস্যা বিন্যাসেন ধন্যানি বস্তূনি অধরয়তীতি তৎ। পুনঃ কীদৃশং শৃঙ্গারভঙ্গীময়ং দৃগভ্যো স্মিতনর্ম্মবেণুগীত-গতি-বিলাস-প্রচুরমিত্যর্থঃ। অথবা অহো মহঃ পরমতেজোময়মিদং বপুঃ চিত্রং এতাদৃশং শ্রীকৃষ্ণস্য বহুতরং দীপ্তিময়ং মহঃ ময়া কদাপি ন দৃষ্টম্। কেনাপি ভাগ্য-বিশেষেণাদ্য মে ফলিতমিত্যর্থঃ। অহো চিত্রং ইত্যাদরে বীপ্সা। অহহো অদ্ভুতে। বিচিত্রং বিবিধানি চিত্রানি তিলক-রচনাদি যস্মিন তৎ। দৃষ্টিনা অঙ্গান্-চেষ্টৈঃ বিশেষেণ চিত্রং শেষং পূর্ব্ববৎ।৫৯॥

অহো বিচিত্রং চিত্রমিত্যাদি—অনুভবসুখমনুভূয় তাদৃশ-শ্রীকৃষ্ণমপরোক্ষমিবান্তর্বহি সর্ব্বত্র পশ্যন্ শ্রীকৃষ্ণ-শক্তিং পরমানু-গ্রহময়ীং প্রতীত্য ত্বৎপ্রসাদাৎ মমৈবং জাতং ইতি নিবেদয়তি। অগ্রে ইতি। অথ মাতঃ শ্রীকৃষ্ণরসময়োপলালন কর্তৃত্বাদনুগ্রহশক্তেঃ ভবত এব প্রসাদাৎ সম্প্রতি জগৎত্রয়ং যে মম আশা কিশোরময়ং আশাময়ঃ কিশোরঃ তং ভবৎস্বরূপেণ পরিণতং বিপরিণমনে ময়ট্ স্বরূপতঃ স্ফূরণমাত্রং ন; কিন্তু কেলি-বিশিষ্টময় ইত্যত আহ অগ্র ইতি অগ্রে পুরতঃ হি অন্যাসু সর্ব্বদিক্ষু অপি দিশাসু সম্পূর্ণমিতি ইত্যর্থঃ। অত্র প্রমাণং কিম্? প্রত্যক্ষমেব মেং মম বিলোচনে এব সাক্ষী। তর্হি কথং খিদ্যতে? তত্রাহ—হা হন্তেতি খেদে। অহো হস্তপথদূর হস্তপথাতঃ দূরং কিমেতৎ কিমিদমিতে বিতর্কেন নানানীতিশেষঃ। ৬০॥

এবং যদি হস্তপথদূরে তথা কথমভিলাষঃ? অপশ্যতাম ইতি স্বপ্রাণ-নাথ নিভৃতসেবামাশাস্তে। চিকুরমিত্যাদি বিভো-শ্রীকৃষ্ণস্বামি ইতি বিতর্কপ্রশ্নেবা কদা বহুলং সমৃদ্ধং চিকুরং বালং বিচিত্র শিখি-পুচ্ছ-কুসুম-বচনাদিনা রচয়ামি। বিভোরত্যুক্তকেলিস্ফুরণ-রস-বৈবশ্যাৎ ক্রিয়াপদে ক্তভাবঃ। ইদমিদমঙ্গং ইত্থমিত্থং সেবিষ্যে ইতি মনোরথ-পরম্পরা কথমেকক্রিয়য়া স্ফুটীভবিষ্যতীতি ইতি ক্রিয়া-পদোক্তোভাবো বা। তত্র কেশ-কুসুম-লোভেন আয়াস্তি ভ্রমরাঃ॥ বাধাঃ অনুস্বাহ-বিরলং বিরলীভূয় বর্ত্তমানং ভ্রমরং সৌগন্ধ-লোভেন মুখাম্বুজে পতন্তং কদা সমুৎসারয়ামি ইত্যর্থ্য। তন্নিরসনার্থং মৃদুলবচনং কদা শ্রোষ্যামি। ন কেবলং বাদান্ কিন্তু অত্রাক্ষ-

যেনৈতদস্মৃষ্বাহ বিপুলং মহৎ নয়নং সদ্যঃ সমুজ্জলিত মহানন্দাম্বুধি-কল্লোলান্দোলিতং কদা কদা অদ্রাক্ষমিত্যর্থঃ মৃদুলবচনসানুরাগ-দর্শনান্তরং স্নেহ-রসেন যো—মধুরং অধরং কদা বংশীসহিতং অবলোকয়িষ্যামি বদনং দৃষ্টিং বাগ্মাধুর্য্যং নিঃশেষবস্তুয়া কদা দ্রক্ষ্যামি ইতি তদনুগতচপলচরিতঞ্চ তচ্চেতি। এবমুক্ত্বা দীর্ঘ-নিঃশ্বস্য চ তথৈবাশয়স্থিতমিতি ভাবঃ। ৬১ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ-ভাব-বর্ত্মনি সঞ্চরন্ উৎসুক্যমাবিষ্কয়োতি পরিপালয়েতি বিভুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ নো আস্মাকং ইতি বক্ষ্যমাণং অসকৃদ্-বারং জল্পিতং বচনং মুরলীমৃদুল স্বনান্তরে মুরল্যামৃদুলস্বনস্য অন্তরং ছিদ্রং উপরতি যত্র তস্মিন্ কালে কদা আকর্ণয়ানিতা আকর্ণয়িষ্যতি শ্রোষ্যতীত্যর্থঃ। যদ্যপি বেণুবাদনানন্দরসমগ্নস্য অন্যত্র কুত্রাপি নেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ সম্ভবতি তথাপ্যতিদুঃখিতস্য দুঃখ-খণ্ডনায় ভক্তবচঃ শ্রবণে প্রবৃত্তমানাৎ তৎশ্রবণসম্ভবঃ অতো মুরলী-বাদনাবসর এব বিভুত্বাৎ মদ্বচঃ শ্রবণ সমর্থোসি ইতি ভাবঃ। যতো হি আর্ত্তানাং বান্ধবঃ তৎ কিং? হে কৃপাময় কৃপানিধে নো অস্মান্ দর্শনানন্দদানে পরিপালয়। যথা সফলং জীবামঃ তথা কুরু ইত্যর্থঃ। ৬২ ॥

অহো মুরলীবাদনব্যাবৃত্তেনৈব তেন স্থীয়তে। তেনৈব অস্মাকং পরিদেবনং ন শ্রূয়তে ইতি সর্ব্বোত্তম-ভাব-বর্ত্মনি সততং সঞ্চরন্ অত্যুৎসুকেন মুক্তকণ্ঠঞ্চ ক্রন্দন্নাহ কদান্বিতি তু বিতর্কে কৈশোরগন্ধিঃ কিশোরস্য অল্পগন্ধঃ যস্য স অল্পাভ্যায়মিতি গন্ধিঃ স্যাৎ। "আদ্যং মধ্যং তথা শেষং কৈশোরং ত্রিবিধং ভবেৎ" ইত্যুক্তেঃ প্রথম কৈশোরমিত্যর্থঃ। কদা-নু প্রশ্নে। নো অস্মান্ রস-

শীতলাভ্যাং রসেন রাগেন স্নিগ্ধাভ্যাং বিলোচনাভ্যাং অবিলোকয়িষ্যন্ বিষয়ী করোতি করিষ্যতি। বিপুলায়তাভ্যাং ইতি পাঠে বিপুলেন আয়তেচেতি তাভ্যাং বিপদ্দশায়মিতি চেৎ তাদৃশী চ বিপদ্দশা কদা ভবিষ্যতি ইতঃপরং তদর্শনরূপা বিপদ্দশা নাস্ত্যেব ইতি ভাবঃ। আলোকনং সম্ভবতি চ যতঃ করুণাম্বুধিঃ কৃপাসমুদ্রঃ।

(অতপরং মদ্দৃষ্টে পাণ্ডুলিপিদ্বয়ে এব বিকটা পাঠ-বিকৃতির্দৃশ্যতে। নিম্নলিখিতরূপেণ তদ্‌ভাবমবলম্ব্য ময়াভিনবপাঠঃ সন্নিবিষ্টস্তদ্‌যথা :—)

যতস্ত্বমেব করুণাম্বুধিঃ করুণাসমুদ্রঃ পরমকরুণাময়ঃ, অহন্তু শোচ্যতমশ্চেতি। নহি যথা ত্বৎপরঃ কশ্চিৎ পরমকারুণিকঃ, তথা নাস্ত্যেব মৎপরঃ কশ্চিদধমঃ ইতি বিচিন্ত্য যদুচিতং তৎকুর্ব্বিতি তৎ করিষ্যসীতি ভাবঃ তথাচোক্তম্—

মদ্বিধোনাস্তিপাপাত্মা ত্বৎসমোনাস্তিপাপহা

ইতি বিচিন্ত্য গোবিন্দ যথাযুক্তং তথাকুরু॥ অন্যত্রৈব—

মত্তুল্যোনাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।

পরিহারোঽপি লজ্জামে কিংব্রুবে পুরুষোত্তম ইতি। ৬৩॥

অথ পরমভাবেন শ্রীকৃষ্ণং ভাবয়িতুং পুরতঃ স্ফুরমানমভিলষতি। মধুরমিতি—মরকতমণিনীলং মরকতমণিরিব শ্যামং বালং সুকুমারং অনু অনুবৃত্তিপূর্ব্বকং অনুক্ষণং বা আলোকয়ে পশ্যামি। কীদৃশং অধরবিম্বে মধুরং মধুর-রস-রূপং। পুনঃ কীদৃশং মন্দহাস্যে ঈষৎহাস্যে মঞ্জুলং মনোহরং। পুনঃ দৃষ্টিপাতে দৃষ্টীনাং দৃষ্টি-ভেদানাং পাতে শীতলং ভবতাপ-শঙ্কায়াঃ অপি নাশকং হিমকর-নিকরবৎ তাপজ্বালাশমনং শিশির-শীতলয়োরয়ং ভেদঃ

শিশিরপতদবস্থায়াং হিমকণাদন্ত স্তোকত্বাৎ স্নিগ্ধত্বাচ্চ তথাত্বং শীতলং কঠিনাশ্রয়মপি ভবতি। তেন দৃষ্টিপাতস্ত কঠিনত্বাৎ কঠিনমপি শ্রয়তি মর্ম্ম স্পৃশতি চ শীতলত্বাদাপ্যায়কত্বং। পুনঃ কীদৃশং অরুণে নেত্রে অরুণে চ তৎনেত্রে চ তস্মিন্ জাতাবেক-বচনং বিপুলং বিস্তীর্ণং। পুনঃ কীদৃশং বেণুবাদে বিশ্রুতং খ্যাতং। বাংশিকঃ কোঽপি নেত্তাদৃশ ইতি। ৬৪ ॥

কিঞ্চ মাধুর্য্যাদিতি মন্মথতাতস্ত কামজনকস্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত মন্মথস্ত ততো বিস্তারো যস্মাদ্ বা মন্মথতা সাক্ষান্মথত্বং অততি প্রাপ্নোতি মন্মথতাততস্যেতি বা। এতেন সৌন্দর্য্যাধিক্যং ধ্বনিতম্। কিমপি অনির্ব্বাচ্যং কৈশোরং (কর্তৃবৎ) বিস্ময়ে চেতঃ (কর্ম্ম) হরতি চৌরয়তি। চেতশ্চেৎ হরতি তদা প্রতিকারং কর্ত্তুমুচিতং ইত্যাহ কিং কুর্ম্মঃ করণশক্ত্যভাবাৎ তচ্চরণৈকান্তিকীং পরম-নিভৃতনথাপদব্যাশাং নৈব ত্যক্তুং শক্নুমঃ ইত্যর্থঃ এবং চাপল্যং। যদ্বা তস্ত কৈশোরমেব মন্মথতা মন্মথস্বরূপং সমস্তপরমরস-চমৎকারধারিণীতিভাবঃ। কীদৃশং কৈশোরং মাধুর্য্যাদপি মধুরং সর্ব্বাবস্থাবিশেষেষু মাধুর্য্যভাববিশেষঃ তস্মাদপি মধুরং সমস্তমাধুর্য্য-বিলক্ষণ মাধুর্য্যমিত্যর্থঃ এবং চাপল্যং ভাববিশেষঃ তস্মাদপি চপলমিতি। ৬৫ ॥

অথ দৃঢ়ভাবনাভাবিতান্তঃকরণোঽগ্রতঃস্ফুরদ্রূপনিশ্চয়কস্তা-মনুভবন্ আশাস্তে নু ইতি প্রশ্নে। বিলাস-নিধিং বালং কদা আলোকয়ে ইত্যন্বয়ঃ। বিলাসো নিধীয়তে অস্মিন্ ইতি তং বালং প্রকটপুরুষং। যদ্বা বালাশব্দোঽস্ত্রীবিশেষপরঃ। তদ্ যথাত্রাপি

বলতে ইতি কর্ত্তরি স্তচ কদা কস্মিন্ সময়ে আলোকয়ে স্বভাবত স্তদাকৃষ্টচেতা আলোকয়িষ্যামি। কীদৃশং বালং বক্ষঃস্থলেচ নয়নোৎপলে চ বিপুলং মহত্তরং, মন্দস্মিতে চ মদ-জল্পিতে চ মদেন যৎ জল্পিতং তস্মিন্। মৃদুলং মৃদুলাতি গৃহ্লাতি ইতি তথান্তঃবিম্বাধরে চ মুরলীরবে চ মধুরং মধুররসপ্রদানেন শ্রবণয়োরমৃতবর্ষীতার্থঃ। অতএব তৎতৎস্থানে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্যাধিক্য-সূচনার্থং সমুচ্চয়ঃ ইতি। ৬৬॥

অহো তদ্দর্শনমতিদুর্ল্লভং যে কৃতপুণ্যপুঞ্জা স্তে এবং পশ্যন্তি ইত্যাহ-আর্দ্রেতি কৃতানাং পুণ্যানাং পুঞ্জা রাশয়ো যৈ তৈস্তে কৃতং করণং প্রশস্তং সর্ব্বতোভাবনিষ্ঠারূপং যেষাং অস্তি তে কৃতিনঃ আদ্যং পুমাংসং পুরুষোত্তমং আলোকয়ন্তি সম্যক্‌পশ্যন্তি। তর্হি কিং নারায়ণ-স্বরূপং? নেত্যাহ—অবতংসিতবর্হিণং অবতংসিতানি-কৃতোত্তংসানি বর্হিবর্হাণি ময়ূরপিঞ্ছানি যেন তং সহজ গোপবেশমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং আর্দ্রেতি—আর্দ্রং সরসং স্নিগ্ধমিতিযাবৎ। যদ্‌বা অবলোকিতং তস্য ধূর্ত্তাবতয়া পরিনদ্ধানি বশীকৃতানি জগন্মাত্রস্য নেত্রানি যেন তং। যস্য, আর্দ্রাঃ সরসাঃ শ্রীরাধাদ্যাঃ গোপ্যঃ তাসাং যদবলোকিতং তস্য ধুরা তদতিশয়েন পরিনদ্ধৈঃ শৃঙ্খলাভিরিব তাস্যেব বদ্ধনেত্রে যস্য তং। পুনঃ কীদৃশং আবিষ্কৃতেতি—আবিষ্কৃতা ভঙ্গ্যা প্রকটীকৃতা যা স্মিতসুধা তয়া মধুরং অধরোষ্ঠং যত্র তং যদ্‌বা স্মিতসুধয়া মধুরাণি অধরমস্তি তাদৃশং ওষ্ঠং যস্য তং। ৬৭॥

সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণচরণৈকান্তিকভক্তিমেব বর্দ্ধয়ন্ তদুৎকণ্ঠাতিশয়েন পুরঃ স্ফুরন্তমিব তং বীক্ষ্যোন্মত্ত ইব বিবিধং বিতর্কয়ন্ আহ

অয়ং পুরোবর্ত্তিবালঃ সুকুমারঃ মম লোচনাভ্যাং নিমিত্তভূতাভ্যাং অভ্যুদয়তে অভি সর্ব্বতো উদয়তে প্রকাশতে। অম্বুদয়তে ইতি পাঠে অম্বুদ ইব আচরতি। অম্বুদায়তে কথং মমৈবায়ং ভ্রমঃ ইতি বিবিধবিতর্কমাহ—স্বয়ং নু মারঃ কিং? নহি নহি মধুরদ্যুতিশ্চন্দ্র মণ্ডলং কিং? নু নহি নহি চন্দ্রস্তাবৎ কলঙ্কিতঃ তন্মণ্ডলে চ কান্তি মাধুর্য্যমাত্রং; ইদন্তু পরমমাধুর্য্যমেব ঘনীভূতং দিব্যতমাকারং তর্হি মাধুর্য্যমেব নু কিং? নহি নহি তদমূর্ত্তং তর্হি মনোনয়নামৃতং কিং? নু নহি নহি অমৃতং তু দ্রবপ্রায়ং; ইদন্তু যাবদেব অমৃতং নামাস্তি তৎ সর্ব্ববীজভূতম্। পুনরপি নিপুণং বিচার্য্য ব্রজসুন্দরীরমণ এবায়ং ইত্যাহ বেণীমৃজোঽবতি মাষ্টীতি মৃজঃ ইগুপধঃ কঃ বেণীমার্জ্জনকর্ত্তা ব্রজসুন্দরী কেশপ্রসাধক ইত্যর্থঃ "বেণীমৃজা মহানীলমণৌ কেশপ্রসাধক" ইতি বিশ্বঃ। যদ্বা বেণ্যাঃ মৃজা মার্জ্জনং যস্মা গোপ্যঃ শ্রীবৃন্দাবনাদাগতস্ত সবেণীভিঃ পাদমার্জ্জনং কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ। মম জীবিতবল্লভো নু? নু অত্র প্রশ্নে। জীবিতাদপি বল্লভঃ যস্মা নিমিষার্দ্ধবিরহাৎ প্রাণা ন তিষ্ঠন্তি স কোঽপি অনিরূপ্যরসময়ো বস্তুবিশেষঃ আশ্চর্য্যতমরূপকান্তিমাধুর্য্য-মনোনয়নাপ্যায়নপরমানন্দ-সাম্রাজ্য-চমৎকাররূপবস্ত্বাদিত্যর্থঃ। ৬৮॥

কিঞ্চ মদীয়নেত্রোৎসবং পূরয়ন্ আয়াতি ইত্যাহ—বালোঽয়-মিতি অয়ং বালঃ সুকুমারঃ স্বয়মিত্যাকূল্যা নির্দ্দিশতি—মুগ্ধেন মনোহরেণ বক্ত্রেণ বেশেন চ নোঽস্মাকং নয়নোৎসবং দুগ্ধে (দুহিরু-ভয়পদীধাতুঃ) প্রপূরয়তি ইত্যর্থঃ। নো অস্মান্ নয়নোৎসবং দুগ্ধে। হি কর্ম্মকর্ত্তা বা ততো দোহন্ত পাণিনৈব। অয়ন্ত বক্ত্রেণ

আলোল বিলোলিতেন আলোলং চঞ্চলং বিলোকিতং দর্শনং যস্মিন্ তেন। কীদৃশেন বেশেন—ঘোষোচিত ভূষণেন ঘোষঃ আভীর-নিবাসঃ তদুচিতং ভূষণং শিখি-পিচ্ছগুঞ্জাধাতুরাগপল্লবাঙ্গলক্ষৃতি-র্যত্র তেন। পুনঃ কীদৃশেন বক্তেন-বেশেন চিত্রীকৃতদিঙ্মুখেন চিত্রীকৃতং দিঙ্মুখং যেন তেন। তে চ চিকুরাণাং শ্যামিম্না চ নয়নয়োরুরুণিম্না গুঞ্জাধাতুরাগপল্লবানাং বিচিত্রিম্না সর্ব্বমেব দিঙ্মুখং চিত্রীকৃতমিতি। কেশ-চ্ছবি-তিলকচ্ছবি নয়নচ্ছবি-সুস্মিতচ্ছবি-অধরচ্ছবি-বহুরত্নাচিতকাঞ্চন-কুণ্ডলচ্ছবিভিঃ পরমসুচিক্কণকৃষ্ণা-দিকবর্ণাদিভিঃ দিশশ্চিত্রা কুর্ব্বদতিমোহনং শ্রীমুখ-বিম্বং স্মরতরাধিক বক্তোরিতি।৬৯॥

অথ কয়াপি লীলয়া পরিস্ফুরন্ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপমনুভূয়মান আহ আন্দোলিতেতি 'বিলোচন রসায়নং' বিলোচনয়োঃ রসায়নং রসাস্বাদপাত্রং রসয়তে অনুভূয়তে অনেন ইতি রসায়নং। কিমপি অভ্যুপৈতি অভি সর্ব্বতঃ উপৈতি আয়াতি। কীদৃশং শীতং পরম শীতলং সর্ব্বেন্দ্রিয়গতমহাসন্তাপ-শমনং। পুনঃ আন্দোলিতাগ্রভুজেতি আন্দোলিতৌ অগ্রভুজৌ ভুজাগ্রং যত্র তৎ। অত্র লতাকারৌ হস্তৌ জ্ঞাতব্যৌ। তল্লক্ষণঞ্চ যথা সঙ্গীতরত্নাকরে—

> পতাকৌ দোলিতৌ তির্য্যক্ প্রসৃতৌ তৌ লতাকরৌ।
> তর্জ্জনীমূলসংলগ্নকুঞ্চিতাঙ্গুষ্ঠকো ভবেৎ॥

পতাকঃ সংহতাকারঃ প্রসারিতাঙ্গুলিঃ। পুনঃ কীদৃশং আকুল লোলনেত্রং আকুলয়তি জগতি ব্যাকুলয়তি ইত্যাকুলে লোলেচ চপলে নেত্রে যৎ তৎ পুনঃ কীদৃশং আর্দ্রেতি—আর্দ্রং স্নিগ্ধং যৎস্মিতং তেন

আর্দ্রং সরসং বদনমেবাম্বুজং কমলং চন্দ্রবিম্বং বা যত্র তৎ। যয়োরেব সাধর্ম্যাদার্দ্রাম্বুজবিম্বাদি শব্দাঃ শাতমিত্যন্তহেতবঃ। যদ্বা আর্দ্রং সরসং স্মিতং যাসাং তাঃ রাধাদ্যাঃ গোপ্যঃ তাভিঃ কৃতঃ আর্দ্রং রসভরেণ স্তিমিতং যদ্বদনং তদেব অম্বুজং চন্দ্রবিম্বং বা যত্র। তৎপুনঃ কীদৃশং শিঞ্জানেতি—শিঞ্জানৈঃ স্বনং কুর্ব্বদ্ভির্ভূষণৈঃ নূপুরকঙ্কণ-কেয়ুরাদিভিঃ চিতং ব্যাপ্তং। পুনঃ কীদৃশং শিখিপিঞ্ছেতি চূড়াক্ষপসংযতবিচিত্রকুসুম-শোভিত কেশ-কলাপঃ যস্য তৎ। পুনং কীদৃশং শিখিপিঞ্ছযুক্তঃ মৌলি কিরীটং যত্র বা তৎ। এতেন গোপবেশ-মাধুর্য্যং সূচিতমিতি।৭০॥

সম্প্রতি পরমভাবমভ্যস্তং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেণ স্বহৃদয়াক্রমণং অভিলষতি ইত্যাহ পশুপালেতি—এবং অপরোক্ষতয়া স্ফুরন্ শিশুঃ সুকুমারঃ মৃদুলস্মিতার্দ্রবদনেন্দু-সম্পদা মদয়ন্, মৃদুলং স্মিতং তেনার্দ্রং সরসং যৎ বদনং তদেবেন্দুঃ তস্য যা সম্পূর্ণ লাবণ্য-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্য-সৌরভ্যরূপা—সম্পত্তি তয়া মদয়ন্ হর্ষয়ন্ মদীয়ং হৃদয়ং বিগাহতে, বিশেষেণ আক্রমতি স্বায়ত্তী করোতি ইত্যর্থঃ। কীদৃশঃ পশুপালেতি পশুপালবালানাং গোপ-শিশূনাং শ্রীদামসুদামাদীনাং পরিষদং সভাং বিভূষয়ত সঃ। যদ্বা পশুপালানাং গোপালানাং বালাঃ রমণ্যঃ যস্যাং সা চাসৌ পরিষচ্চ তাং বিশেষেণ ভূষয়তি মণ্ডয়তীতি সঃ। পুনঃ কীদৃশঃ শীতলেতি শীতলে পরম শান্তিপ্রদে বিলোলে চঞ্চলে বিশিষ্টে হাব-ভাব-কটাক্ষে নানাদৃষ্টিযুক্তে লোচনে যস্য সঃ ইতি।৭১॥

অসৌ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য পরমপ্রেমাবির্ভাবকত্বেন পরমচর্ব্বণক-

বদন্ স্বস্ত পরম-মহাপ্রীতিভক্তি-বিশেষনিষ্ঠোক্ত্যা দৌর্লভ্যভাবং সূচয়তি কিমিদমিতি কিমিদং অত্যাশ্চর্য্যং যাবৎ সুখ-বিশেষরূপং বস্তু ততো বিলক্ষণমিদমনুভূয়মানত্বাৎ নো অস্মাকং নয়নয়োঃ কামপি অনির্ব্বচনীয়াং প্রেমধারাং প্রেমোধারাং কিরতি বর্ষতি। কীদৃশং অধরেতি অধরবীথ্যাং বিশেষ-উল্লাসরূপায়াং কম্প্রা রচিতো বংশী-নিনাদো যত্র তৎ বিনাপি বংশীং উন্মদমনুকুর্ব্বন্ পরিবর্ত্ততে (?) ইতি। যদ্বা অধর-বীথ্যাং অধরপুটে কম্প্রাং পরং ন তু সম্যক্ যোজিতা দন্তফুৎকারা বা যা বংশী সা, নিনাদা নিতরাং নাদবতী যত্র তৎ। আ সমন্তাৎ নো অস্মাকং দৈবতং একান্তভক্তিভাবতঃ সমারাধ্যং ন কেবলং দৈবতং জীবিতঞ্চ জীবনবৎ পরমপ্রেমাস্পদং। যৎ দৈবতং তজ্জীবিতং; ন যৎ জীবিতং তৎ দৈবতং ন ভবতি। ইদন্তদ্বয়মেবেকরূপম্(?)। অতঃ ত্রিভুবনেষু কমনীয়ং মনোহরং। পুনঃ কীদৃশং অমরেতি অমরাণাং দেবানাং বীথী। পংক্তিঃ তস্যাঃ বল্লভং প্রিয়ং তেষাং অমৃত-পানেন অমরত্বম্। কিন্তু তদ্বল্লভত্বয়েত্যর্থঃ। যদ্বা প্রসিদ্ধামৃতং তুচ্ছীকৃত্বা ভগবৎকথামৃতপানপরত্বাৎ অমরা জীবন্মুক্তাঃ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরস-নিমগ্না তৎ বীথ্যাং তৎ পংক্তৌ বল্লভং প্রিয়মিতি ।৭২॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপং সন্ততবর্দ্ধিষ্ণু প্রেম্না নিরীক্ষ্যমানঃ ক্ষণমপি তিরোধানেনাকুলচিত্তঃ পূর্ব্ববৎ শ্লোকোক্তিমেব দৃঢ়ীকরোতি ইত্যাহ তদিদমিতি তৎ ইদং যঃ মহাভাবঃ তং ইদ-মেত্য পরোক্ষতয়া মে মম জীবিতং জীবিত-রূপং উপনতং প্রাপ্তং উপগতং বা মনোগতং বা মনাগপ্রকাশতয়া (?) মেব স্বাদিতিভাবঃ

কথমবগতং তমাল নীলং তমালবৃক্ষাৎ নীলো শ্যামোবর্ণো যস্য তং শৃঙ্গাররসরূপমিত্যর্থঃ। ন কেবলং তথা তরলবিলোচনযুক্তে যে তারকে নয়ন-কণিকে তাভ্যাং অভিহিতঃ সর্ব্বতোভাবেন রময়-তীতি তৎ পুনঃ কীদৃশং মুদিতেতি মুদিতমুদিতে তু অতিশয়ার্থং বীপ্সা। যদ্বা মুদিতং যথা স্যাৎ তথা উদিতং উদয়ং প্রাপ্তঃ বক্ত্র-চন্দ্রবিম্বো যস্য তৎ। পুনঃ কীদৃশং মুখরিতেতি মুখরিতোবেণুঃ যাভ্যো গোপীভ্যোনিমিত্তভূতাভ্যঃ তাভি সহ বিলাসীতি।৭৩॥

সম্প্রতি পুরঃস্ফূর্ত্তিমৎ তদ্রূপমনুভবন্ অভিনয়ন্ এব আহ চাপল্যসীমেতি—ভদিদং পুরোবর্ত্তিব্রজভাগ্যসীমঃ ব্রজজনানাং ভাগ্যস্যৈব সীমা যস্মিন্ তং কীদৃশং চাপল্যসীমং মহাদুল্লভ-পদ নিমিত্তমুত্তরলতা ভাবনা-বিনিবেশবলাৎ প্রাপ্তামীত্যেবং রূপং তস্য সীমা যত্র তদ্ বিচারেণ চাপল্যং দুরীকুরু ইতি চেৎ ন। আশ্বাসপ্রাপ্তা তদতিবৃদ্ধিরিত্যাহ—চপলেতি চপলস্য মম অনু-ভবানাং একা সীমা যত্র। স্বানু-ভবেনৈব কথয়ামীত্যভিপ্রায়ং পুনঃ কীদৃশং অনুভবাকারং এবাহ চাতুর্য্যসীমা যস্মিন্ তদনুভবেন মম চাতুর্য্যমপি স্ফুরতি ইত্যর্থঃ কীদৃশং চতুরাননেতি চতুরাননো ব্রহ্মা তৎ শিল্পস্য রচনায়াং সীমা যত্র তদ্ব্যতিরেকেন তস্য সৃষ্টিসামর্থ্যা-ভাবাৎ। তন্মূর্ত্তের্বিধাতৃসৃজ্যত্বাভাবেঽপি লোকদৃষ্টিরিয়মুক্তা। যদ্বা চতুরা বিচিত্রা আননশিল্পস্য ত্রিলোকাদিরচনায়াঃ সীমা যত্র তৎ। চতুরা প্রেমাতিশয় গোষ্ঠী তস্যা আননে যৎ শিল্পং বিচিত্র কবিত্বাদি কৌশলং তস্য সীমা যত্রেতি বা, তথা সৌরভ্যস্য সৌগন্ধস্য সীমা যত্র তৎ। তথা সকলাদ্ভুত কেলীনাং সীমা যত্র তৎ। কলাভিঃ

সহিতাশ্চ তা অদ্ভুত-কেলয়শ্চ আশ্চর্য্যক্রীড়াস্তাসাং সীমা মর্য্যাদা যত্র ইতি বা তথা সৌভাগ্যস্য সীমা যত্র তৎ ।৭৪॥

ইদানীং ভাবনাপরিপাকতঃ অতি আশ্চর্য্যরূপং স্বভাগ্যমাহ মাধুর্য্যেতি অহো বিস্ময়ে মৎপুণ্যানাং পরিণতিঃ পরিণামঃ ফলমিতি যাবৎ নেত্রয়োঃ সন্নিধত্তে সন্নিহিতা ভবতি। ঈদৃক্ ফলং শাস্ত্রেঽপি দুর্লভমিত্যাহ বংশীতি বংশীবীথ্যাঃ সকাশাৎ বিগলিতামৃতস্য স্রোতসা প্রবাহেন মদবাণীনাং মদ বাচাং বিহরণপদং ক্রীড়াস্থানং সেচয়ন্তী যথা যথা তদনুভববিশেষো ভবতি তথা তথা তদ্বর্ণয়ন্তী বাক্যরসে মগ্না ভবতীত্যর্থঃ। কীদৃশানাং তৎ রসেন মত্তং যৎ সৌভাগ্যং তৎ ভজন্তীতি তা স্তাসাং মত্তাশ্চ তা সৌভাগ্যভাজশ্চেতি সর্ব্বস্যৈব অত্যন্ত চিত্তহারিণীনাং ইত্যর্থঃ। কীদৃশী পরিণতিঃ মাধুর্য্যেণ মধুরিম্না দ্বিগুণং শিশিরং সুখবিশেষো যত্র বাণীনাং নেত্রয়োশ্চ মাধুর্য্যেন দ্বিগুণশিশিরমিতি বা তাদৃশং বক্তচন্দ্রং বহন্তী ধারয়ন্তীতি ।৭৫॥

অথ শ্রীরাধা-রস-মগ্নস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বতঃ পরমোৎকর্ষং বর্ণয়ন পরমভাবেন নমস্করোতি তেজসঃ ইতি তেজোরূপায় নমঃ তৎ বিনা অস্মাকং বিশ্বস্য চান্ধকারময়ত্বাৎ। তর্হি কিং নির্গুণং ব্রহ্ম ইত্যাহ—লোকানাং পালকায় গোপালায় চেত্যর্থঃ লোকপালভূম্না ধেনুপাল ইত্যহো তব বৈদগ্ধ্যং। তথা রাধায়াঃ পয়ধরয়োঃ উৎসঙ্গে চ শয়িতুং শীলমস্য ইতি তস্মৈ তথা শেষঃ শ্রীবলভদ্রঃ তদুৎসঙ্গে শয়িতুং শীলমস্য তস্মৈ। তদুৎসঙ্গে শায়য়িতুং শীলমস্য ইতি বা ।৭৬॥

বল্লবী সৌভাগ্যোৎকর্ষং বর্ণয়ন্ হর্ষেণ ভূয়ো ভূয়ো নমস্করোতি। ধেনুপালেতি ব্রহ্মরাশিরূপং মহস্তেজো যস্য যদ্বা ব্রহ্মসুখরাশীনাং মহঃ উৎসবো যস্মাৎ ব্রহ্মানামিতি শেষঃ। তস্মৈ গোপালরূপিণে শ্রীকৃষ্ণায় নমোনমঃ ইত্যাদরে বীপ্সা গোপালরূপত্বাৎ বিশেষো যথাহ ধেনু ইতি ধেনুপালঃ গোপস্তেষাং দয়িতাঃ গোপ্যঃ। যদ্বা ধেনুপালশ্চ ধেনুপাল্যশ্চ ইত্যেকশেষঃ তেষাং দয়িতা পরম প্রেমাস্পদীভূতা রাধা তস্যাঃ স্তনস্থলী অকৃত্রিমভূমিঃ সহজসৌভাগ্যবতী তত্র বর্ত্তমানং যৎ ধন্যং কুঙ্কুমং তেন সনাথা সৈশ্বর্য্যা কান্তির্যস্যা রাধাস্তনবিষয়ে সনাথা সোপতাপা কান্তিরিচ্ছা যস্যা ইতি বা তস্মৈ তথা বেণুনা গীতং তস্য গতয়ো গমকাদিপ্রকারঃ তাসাং মূলবেধসে আদিবেধসে যাবদীশমারভ্য বেণুগীতগতিস্রষ্টারঃ তেষামপি মূ্লভূতবেধসে বেণুগীতক্রমা স্তত এব যাতা ইত্যর্থঃ। মহাকর্ষণঃ মোহনাদিশক্তিমৎ বেণুগীতায় ইত্যর্থঃ। ৭৭ ॥

অথ কবির্ভাবনাপরিপাকতঃ সাক্ষদিব পুরবিলাসবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গমনং বর্ণয়তি। মৃদ্বিতি মে জীবিতমায়াতি কীদৃশং জীবিতং বালেন কোমলেন পাদাম্বুজ-পল্লবেন মৃদু যথাতথা কণতা নূপুরেণ মন্দরং যৎ তেন চাত্র গৃহীত কেলি বালেন কোমলেন পাদাম্বুজ-পল্লবেন যেন তৎ। এতেন নানাগতং রূপং নৃত্যং ধ্বন্যতে। কিং কুর্ব্বৎ মঞ্জুলং মনোহরং যদ্ বেণুগীতং তদনুস্মরন্ স্বৈর্গচ্ছতা নূপুরেণ তথা ক্বণিতং যথা বেণুধ্বনিঃ শ্রূয়তেইতি যদ্বা অণুকণং স্মরৎ স্মরবৎ আচরণ্ মঞ্জুলং বেণুগীতং যস্য ইত্যেকপদম্। ৭৮ ॥

পুনরপি তদাগমনং বর্ণয়ন্ ক্রমবিশেষমাহ য এতাবৎ কালং

পরোক্ষরূপঃ আসীৎ সোঽয়ম্ ইদানীং অগ্র সাক্ষাৎ বিগুতে। অন্তঃ শ্রীকৃষ্ণাৎ বিনা বন্ধুর্যস্তস্য মে মম নয়নবন্ধুঃ নেত্রসন্তাপহারী নয়নেন ভাতি স্বপ্রকটীকরোতি ইতি বা আয়াতি মাং সুখয়িতুমিতি শেষঃ। অহো মে মহাভাগ্যপরম্পরা। কীদৃশঃ স্বপ্ররোহতৈয়েক-লক্ষ্যাগতাগতিবিশ্রান্তি লক্ষ্মীঃ শোভা যত্র সঃ ন কেবলং রূপলীলায়াঃ চক্ষুষা পরোক্ষবৎ ভানং অপিতু শব্দস্যাপি শ্রবণপ্রত্যক্ষপ্রায়তামাহ বিলাসীতি বিলাসনিমিত্তভূতা বিলাসযুক্তা বা যা মুরলী তস্য নিনাদ এব অমৃতং তেনেদং চিত্তমুৎসুকং শ্রবণ-নিবেশনেন উন্নমিতং বা। গোলোকেন্দ্রিয়য়োরভেদারোপাদেবমুক্তিঃ। ইদং মদীয়ং কর্ণযুগ্মং মাস্তৎ কর্ণযুগলং সিঞ্চন্ আপ্যায়ন্ ইতি। ৭৯ ॥

সম্প্রতি স দূরাৎ বিলোকয়ন্ তং শ্রীকৃষ্ণং সাক্ষাৎ নিরীক্ষ্য-মানঃ আহ দূরাদিতি দীব্যতি ক্রীড়তি দ্যোততে বা দেবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ দূরাৎ বিলোকিতেন বিশিষ্টদৃষ্ট্যা বিলোকয়তি মামিতি শেষঃ। কীদৃশেন বিলোকিতেন রাধায়াঃ কটাক্ষৈঃ ভরিতেন। এতেন যুগপৎ দ্বয়োর্মদবলোকনং অহো মদ্ভাগ্যমহিমেতি ভাবঃ। ধারেতি পাঠে ধারারূপাঃ যে কটাক্ষাঃ তৈ ভরিতেন পূর্ণেন। কীদৃশাদেব করণবৎ গজবৎ কেলিপূর্ব্বকঃ আগমঃ গমনং যস্য স মন্দগামীত্যর্থঃ। ক্ষণান্তরে নিকট মাগচ্ছন্তমালক্ষ্য আহ—হৃদয়ঙ্গমো মনোহরো যো বেণুনাদ স্তস্য বেণুপ্রবাহস্তদ্যুক্তমুখেন উপলক্ষিতঃ। উপলক্ষণে তৃতীয়া। আরান্নিকটমুপৈতি মুপসর্পতি। কীদৃশেন দশনাং অশ্রূনাং ভরো যস্মিন্ তেন। এতেন স্মিতং ব্যজ্যতে। যথা দশনাশ্রুভরেণ মুখেন বিশিষ্টঃ। কিন্তুতঃ হৃদয়ঙ্গমবেণুনাদঃ?

বিনয়িতুং বাদয়িতুং শীলং যস্য সঃ। বিন্থস্থবনিশামন-বাদিত্রাদান-গমন-জ্ঞানচিন্তাসু ধাতুরিতি। ৮০॥

অথ পুনশ্চক্ষুর্গোচরমিব নিকটং নিকটমায়াস্তং শ্রীকৃষ্ণং বিচিত্র-লীলাবেশাদিবিশিষ্টং অনুভবন্নাহ ত্রিভুবনেতি! দেবঃ অসাধারণঃ ক্রীড়াবিশেষযুক্তঃ শ্রীকৃষ্ণোঽহয়ম্—অয়ম্ সম্ভ্রমাৎ দ্বিরক্তিঃ। অনু-কূজন্ বেণুর্যস্য সঃ বেণুং বাদয়ন্ আয়াতি। কাভ্যাং আয়াতি অদ্ভুতাভ্যাং পদাভ্যাং; নতু যানাদিনা। অহো মদ্ভাগ্যমহিমা—স্বচরণকমলং দর্শয়ন্ আয়াতি ইত্যর্থঃ। পদাভ্যামুপলক্ষিত ইতি বা। কীদৃশাভ্যাম্ ত্রিভুবনেষু সরসাভ্যাং রসঃ পরমানন্দস্তদ্বদ্ভ্যাং। ত্রিভুবন মিত্যুপলক্ষণমন্যেষামপি। অতঃপরং কুত্রাপি সরসতা নাস্তি ইত্যর্থঃ। মধুররস-চমৎকারাণামৈব পরমাতিশয়ত্বাৎ। যদ্বা ত্রিভুবনং সরসং স্বান্তরঙ্গং যয়োঃ তথা দিব্যানাং গতিলীলানাং কুলং সমূহো যয়োঃ। যদ্বা দিব্য লীলা যাসাং তাঃ গোপ্যঃ তাভিঃ নিমিত্ত-ভূতাভিঃ আকুলাভ্যাং অতএব দিশি দিশি তরলাভ্যাং যস্তু দিশি তা গচ্ছন্তি তাসাং আনয়নার্থং চঞ্চলাভ্যামিত্যর্থঃ তথা দৃপ্তা উদ্দৃপ্তা নাদদীপ্তবিষয়া ভূষানূপুরঅঙ্গদাদিরূপা তথা আদরাভ্যাং ধরাভ্যাং ইতি পাঠে দৃপ্তায়াঃ ভূষায়াঃ অলঙ্কৃতধরাভ্যাং পোষকাভ্যাং "দৃপ্তভূষাধরাধোরয়োরিতিবা ধ্বজবজ্রাদি চিহ্নবত্তয়া তথা অশরণানাং অস্মাকং শরণভ্যাং যেষাং অন্যৎ শরণং নাস্তি স্বাভীষ্টাশ্রয়তো অসিদ্ধে, তেষাং রক্ষিতৃভ্যামিত্যর্থঃ। শরণং গৃহ-রক্ষিত্রো ইত্যমরঃ। ৮১॥

সম্প্রতি পুরঃস্ফুরৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপমবলোকয়ন্ আহ সোঽয়-

ামস্তি স যাদৃশো মহদ্ভিঃ উপবর্ণিতঃ শ্রুতিযুক্তিভিশ্চ নির্দ্ধারিত শ্চিরং চ ভাবতঃ তাদৃশঃ এবায়ং মমেদং মদীয়ং হৃদয়মেবানুরুংং শ্রীকৃষ্ণ প্রেমমকরন্দস ঃভৃতত্বাৎ তস্তাপহারী সর্ব্বাত্মনা মদ্বৃত্তেঃ স্বৈকনিষ্ঠত্ব-কারী ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ যঃ পরমনিজরসময়পদবীবিশ্রান্তিপর্যান্ত-বিচারপ্রদঃ স এবায়ং মুনীনাং সর্ব্বেষাং যে ইন্দ্রাঃ পরমপদবীস্থানীয়াঃ শ্রীভগবতঃ স্বরূপবিনিশ্চয়াৎ ত এব জনা (?) তেষাং মানসতাপং অনিশ্চয়জং হরতি ইতি সঃ। কিঞ্চ মদানাং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-রস-মত্তানাং ব্রজবধূনাং যো বসনস্তাপহারী অপহর্ত্তা সোঽয়ং তৃতীয় ভুবনেশ্বরস্ত ইন্দ্রস্ত দর্পং গোবর্দ্ধনধারণেন হৃতবান্ স এবায়ং অয়ং ভাবঃ। মুনীনামন্তরানুভবেন অজ্ঞান-নাশকত্বমাত্রং নতু অনুভব-বিশেষঃ। ব্রজবধূনাং বসনাপহারেণ সম্ভোগসুখমাত্রত্বং, ইন্দ্রদর্পহরণেন ব্রজস্ত পালনমাত্রত্বং, মমতু সর্ব্বতঃ পরমং সর্ব্বং কৃতং, যেন মম মহাভাগ্যং ইতি। অথবা মুনীন্দ্রানাং মানস-তাপমেব হরতি, গোপীনাং বসনমেব, ইন্দ্রাদীনাং দর্পমেব, নতু মনোহৃতবান্ অস্মাকন্তু মনো হরতি ইতি মহান্ বিশেষঃ প্রোচ্য। উক্ত এব। ৮২ ॥

অথ পরমানন্দসাম্রাজ্যপরমসীমামনুভবন্ অভিলষতি সর্ব্বজ্ঞত্ব ইতি। ইদং পুরস্ফুরৎ শ্রীকৃষ্ণাখ্যাং মহঃ সর্ব্বোজ্জ্বলং জ্যোতিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বে যোগ্যো চ সার্ব্বভৌমচক্রবর্ত্তি সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ কদাচিৎ সর্ব্বজ্ঞোমুগ্ধশ্চ ভবতি লীলা-রসময়ত্বাৎ। হস্তেতি হর্ষে তন্মহো নয়নং নির্ব্বিশৎ নয়নগোচরীভবৎ। নির্ব্বাণপদং নির্ব্বাণানাং সর্ব্বনিবৃত্তীনাং মধুরানন্দ-রসানাং চ পরং মধুরানন্দসাম্রাজ্যমগ্ন তে-

আপ্নোতি। যদ্বা তন্মহঃ (কর্ম্ম) নির্ব্বিশন্ নয়নং (কর্ত্তৃ) নির্ব্বাণ-পদং পরমানন্দং অশ্নুতে আস্বাদয়তীতার্থঃ। ৮৩॥

সম্প্রতি অতিমধুরবিলাস-প্রসক্তরূপেণ সাক্ষাৎ চক্ষুর্ভ্যাং পেপীয়মান ইব পরিস্ফুরতি প্রতিপদং পরমানন্দ-রস-বর্ষিণ্যপি শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রেনৈব তৃষ্ণা-শান্তি র্ন ভবতি প্রত্যুত কোটিগুণং বর্দ্ধতে ইত্যাহ পুষ্ণানমিতি মুখেন্দোরুদয়াৎ প্রাদুর্ভাবাৎ উৎকেতরা অংশবো যস্য চন্দ্রস্য অনুরুক্তশোভাং পুষ্ণানং পোষয়ন্তং কৃষ্ণঃ ইতি আহ্বানং নাম যস্য তৎ কিঞ্চন জীবিতং ততোঽপ্যতিপ্রিয়তমে-জীবনকোটিমধ্যেক-নখচ্ছবি মে মম তৃষ্ণৈবাম্বুরাশিঃ সমুদ্রস্তং দ্বিগুণীকরোতি বর্দ্ধয়-তীত্যর্থঃ। অম্বুরাশিবর্দ্ধনং তু চন্দ্রোদয়েনৈব প্রসিদ্ধং। তন্মুখং চন্দ্রাদপ্যধিকং তেন তৃষ্ণাম্বুরাশের্দ্বিগুণভাবো ন চিত্রমিতি ভাবঃ। অথবা এবং যোজনা—মুখেন্দোরুদয়াৎ মে তৃষ্ণাম্বুরাশিং দ্বিগুণী কুর্ব্বতে এব বর্দ্ধতে। প্রথমে দ্বিগুণীকৃতং পুনঃ দ্বিগুণীকরোতি ইত্থং দ্বৈগুণ্যধারা। চন্দ্রান্তরাপেক্ষয়া অস্য বিশেষমাহ—উৎকে-তরাংশো শচন্দ্রস্য এতদুদয়ে তত্র শৈত্যস্বভাবাৎ। এতেন মুখেন্দুনা কৃতা যা তস্য পুনরুক্ত শোভাধিকা দীপ্তিঃ প্রকাশকার্য্যস্য এতৎ চন্দ্রিকয়ৈব কৃতত্বাৎ তাং পুষ্ণানং স্বমুখচন্দ্রিকাভিঃ পুষ্টিং কুর্ব্বদিতি "যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি শ্রুতেঃ। ৮৪॥

সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণমুখাম্বুজং সাক্ষাদ্বীক্ষ্যমানঃ আহ তদিদিতি-তদেতৎ দৃশ্যমানমেব মুরারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মুখাম্বুজং (কর্ম্ম) মে মম মানসঃ (কর্ত্তৃ) মুহুর্বারং বারং চুম্বতি, স্বায়ত্তীকরোতি। যদ্বা তৎ সংলগ্নং সৎচুম্বন সুখমনুভবতীত্যর্থঃ। গোপীতাদাত্ম্যভাব-

নয়েতি ভাবঃ। কীদৃশং মুখং আতাম্রেতি আতাম্রয়োঃ সর্ব্বতো অরুণয়োঃ বিলোচনয়োঃ কান্ত্যা সম্ভাবিতঃ সম্পাদিতঃ অশেষানাং বিনম্রানাং ভক্তানাং গর্ব্বোঘেন তৎ তথা মধুর-মধুরৌষ্ঠং যত্র তৎ। যদ্বা মধুরং বস্তু অধরয়তীতি তদোষ্ঠং যত্র তৎ। ৮৫ ॥

আপুরস্ফুরতি শ্রীকৃষ্ণে প্রবৃদ্ধলালসঃ আহ করাবিতি—হে বিলোচন অহো আশ্চর্য্যং অমৃতং অমৃতস্বরূপং শৈশবং সৌকুমার্য্যং মহঃ উৎসবরূপং বপুঃ। যদ্বা মহঃ শৈশবং মহসাং শৈশবং সুকুমারতাং বিলোকয় পশ্য ইতি প্রার্থয় প্রার্থনায়াং লোট্। ইদমেব ত্বয়া বিলোকনীয়ং স্বপ্নেঽপি নান্যত্রদৃষ্টির্দেয়া ইত্যর্থঃ। যস্য করৌ শরদি জাতানি যান্যম্বুজানি তেষু ক্রমঃ স্তেন ভবন্তি যে বিলাসাঃ শোভাঃ বিবিধবিলাসানি শোভা শৈত্য-সৌকুমার্য্য-সৌগন্ধ্যাদি-রূপা তাসু শিক্ষাগুরুঃ। যদ্বা শারদিজানাং অম্বুজানাং ক্রমঃ পরিপাটিঃ তস্যা বিলাসশিক্ষাগুরুঃ। তথা বিবিধানাং দেবানাং পাদং যস্য কল্পদ্রুমস্য প্রথমো যঃ পল্লবাঙ্কুরঃ তং উল্লঙ্ঘয়িতুং শীলং যয়ো স্তৌ ততোঽপ্যধিকতারুণ্যং সৌকুমার্য্যাদিমত্বাৎ। যস্য দৃশৌ দৃষ্টী দলিতানি বিখ্যাতানি দুর্ম্মদাদীনি সমস্তদিগ্‌বিজয়াৎ প্রাপ্তমদানি যানি ভুবনস্থানি উপমানানি মৃগ-মীন-খং-জল-চকোর-চঞ্চরীক-কুবলয়াদীনি তেষাং শ্রীযাভ্যাং তে ইতি। ৮৬॥

অথ ব্রজসুন্দরীস্তনটীমাশ্লিষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যথানুভবমনুবর্ণয়তি—আচিন্বান ইতি আনন্দং ব্রহ্ম নিত্যপরমানন্দভূয়স্ত্ববৎ (ভূষার্থশ-আচ্ছু) উজ্জৃম্ভতে প্রকাশতে মনসি স্ফুরতি ইত্যর্থঃ তর্হি কিং

নিগু´ণং ? ন। ব্রজেতি ব্রজসুন্দরীস্তনতট্যা সাম্রাজ্যং পরমমহানন্দাধিক সমৃদ্ধিৰ্যস্য তৎ। যদ্বা ব্রজসুন্দরীস্তনতট্যাং সাম্রাজ্যং চক্রবর্ত্তিত্বং তৎকর্ত্তৃ আনন্দং যথা তথা উজ্জ্বলে স্তুতে। কীদৃশং অহন্যহনি দিনে দিনে সাকারানাকারসহিতান্বিহার (?) ক্রমান্বিতা সপরিপাটী সঞ্চিষানং সঞ্চিতং কুর্ব্বৎ প্রতিপদং অঙ্গঃ এব আকারঃ অনেনৈব বিহারঃ বিহারপরিপাটীপূর্ব্বাধিকচমৎকারবন্মাধুরী ভূদিত্যর্থঃ যং যং আকারং গৃহীত্বা যাং যাং ক্রীড়াং করোতি সা সৈব মূর্ত্তিঃ বিস্ফুরতি ইতি ভাবঃ। অতএব আর্দ্রং সরসং যৎ স্মিতং তেন আর্দ্রস্মিগ্ধা যা শ্রীশোভা তয়া অরুদ্ধত্যা স্থির চিত্তা যা হৃদয়মপি আরুদ্ধানাং রুদ্ধত্যা অধীনীকুর্ব্বৎ ইত্যর্থঃ। এতেন জগন্মোহনত্বমুক্তম্। অতি চমৎকারঃ সহজঃ সাধ্বী-ধৈর্য্যব্রত-হানেঃ। পুনঃ অনর্ঘ্যাং অমূল্যাং সর্ব্বপূজ্যাং বা "মূল্যে পূজা বিধাবর্ঘো" ইত্যমরঃ। দৃশাং আকারং সৌন্দর্য্যবিশেষঃ আ সমন্তাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গেষু তন্বানং তন্বৎ বিস্তারয়ৎ দশাং বিশিনষ্টি—অনন্নামস্মাকং জগৎ মননয়নয়োঃ শ্লাঘার্হাঃ। যদ্বা অনঙ্গজন্মকাম স্তস্যাপি নয়নশ্লাঘ্যম্। ৮৭॥

ইদানীং তস্যৈব সর্ব্বোৎকর্ষং চানুভবেন বর্ণয়তি সমুচ্ছসিতেতি—মমেদং মামকং জীবিতং জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কীদৃশং সমন্তাৎ অঙ্গদৃক্ বাগ্ গত্যাদিসু উচ্ছ্বসিতমভিব্যক্তং যৌবনং যস্য তৎ তথা তরলেন গচ্ছতা শৈশবেন অলঙ্কৃতং। যদ্বা তরলয়তীতি চেতাংসি তাদৃশেন তারুণ্যমাত্রকারি (?) শৈশবমিশ্রিতযোগমিত্যর্থঃ। তথা মদো গর্ব্ব স্তেন ছুরিতে তারুণ্যঘূর্ণমানাস্বাদীনা ব্যাপ্তে লোচনে যস্য তৎ। তথা মদনেন মুগ্ধং মনোহরং হাসামৃতাং

যস্য। মদনোঽপি মুগ্ধং যেন তাদৃক্ হাস্যং যস্যেতি বা। তথা প্রতিক্ষণং বিলোলয়তীতি বিশেষেণ লোভজনকমিত্যর্থঃ। তথা প্রণয়িণঃ প্রেম্না পীতং বংশ্যাঃ রন্ধ্ররূপং মুখং যেন। প্রণয়েন পীতং কৃষ্ণাধররসপানবতী বংশী মুখে যস্য ইতি বা। তথা জগৎত্রয়স্য মনোহরতি ইতি তৎ। ৮৮॥

সম্প্রতি দেবজীবিতমাশ্চর্য্যরূপত্বেন বর্ণয়তি চিত্রমিতি—তদেতচ্চরণারবিন্দং ধ্বজবজ্রযবাঙ্কুশাদিযুক্তং, চিত্রমাশ্চর্য্যম্। তদেবেতি, যন্মুনিভিশ্চিন্ত্যতে পরন্তু দৃশ্যতে এতদতি স্থলতং যদস্মৎ অনুগ্রহদৃষ্ট্যা প্রত্যক্ষীকৃতং অতএব চিত্রং এবং নয়নাদিষ্বপি যোজ্যং তদেবেতৎ নয়নারবিন্দং হাবভাব-বিবিধ দৃষ্টিযুতং তদেবেতৎ বদনারবিন্দং মহাশ্চর্য্যং সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যলাবণ্যাদিমৎ অস্য ইতি অত্যাশ্চর্য্যে। তদেতৎ বপুশ্চিত্রম্ আশ্চর্য্যমিতি। স্নিগ্ধঘনেন্দীবরমরকত-কান্তিচ্ছটা পরাভাবক-মিত্যর্থঃ। ৮৯॥

সম্প্রতি রাধারতি-বিহারপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে স্বসন্নিষ্ঠামাহ অখিলেতি তং বন্দে স্তৌমি নৌ মিচ। কীদৃশং অখিলভুবনৈক মেব ভূষণং অলঙ্কৃতিং যস্মাৎ। অখিলভুবনেষু পরমানন্দরসময় পর্য্যন্তেষু একং মুখ্যং শ্রীবৃন্দাবনং তস্য ভূষণমেব স্বরূপং যস্য তং তথা অধি অধিকং ভূষিতৌ কস্তূরীমকরী বিলোচনাদিনা। জলধিরিব জলধিঃ শ্রীকৃষ্ণৈকান্তিকস্নেহসমুদ্রঃ শ্রীবৃষভানুনামা গোপ তস্য দুহিতা শ্রীরাধা তস্যাঃ কুচ কুম্ভৌ ভূষিতৌ যেন তং। তথা ব্রজ-যুবতীনাং হারাবলী হারলতা তস্যাং মরকতময়ঃ নায়কঃ

মধ্যগতঃ মহামণিরিব মণিগুং তাসামুরসি নরন্তরং তিষ্ঠন্নপি রাধয়া সহ বিহরতি ইতি ভাবঃ ।৯০॥

সম্প্রতি রাধয়া সহ সংগত্য বিহরন্তং শ্রীকৃষ্ণং বর্ণয়ন্নাহ কান্তেতি-দীব্যতি ক্রীড়তি মাদ্যতে মোদতে ইতি দেবঃ। কৃষ্ণশ্চাসৌ দেবশ্চেতি কিমপি গুম্ফতি অর্থাৎক্রুটিতান্ বেণীহারবসনাদীন্ গ্রন্থাতীত্যর্থঃ। ক্রীড়ারসাবিষ্টতয়া সম্যক্ গুম্ফনাৎ কিমপি ইত্যুক্তম্ কীদৃশো দেবঃ কান্তেতি কান্তায়াঃ রাধায়াঃ কচগ্রহণে কেশপ্রসাধনে যো বিগ্রহঃ রতি-কলহঃ নখদন্তক্ষতাদিরূপ স্তেন লুব্ধা লক্ষ্মী শোভা যেন সঃ তথা কলহেন খণ্ডো যো অঙ্গরাগঃ তস্য লবেন রঞ্জিতা অতএব মঞ্জুল শ্রীর্যস্য সঃ তথা গণ্ডস্থলমেব মুকুরমণ্ডলঃ দর্পণং তত্র খেলমানাঃ ঘর্ম্মাঙ্কুরাঃ যস্য সঃ। শ্রীরাধাকেশ-প্রসাধন-সময়ে কেনচিৎ সুখ-বিশেষেণ রতি-কলহে জাতে হারাদীনাং ক্রুটি স্বস্যপরিশ্রমাৎ স্বেদ-জল কণাপি জাতা স্তেন অঙ্গরাগোঽপি খণ্ডীভূতঃ পশ্চাৎ তস্য হারোঽপি গ্রথিতঃ ইতি সমুদয়ার্থঃ ।৯১॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রতিক্ষণমস্তোক্তমাধুরী বিশেষ মনুভবন্নাহ—মধুরমিতি অস্যপুরঃ স্ফুরত বিভোর্বিবিধং ভবতীত্যেবং অনন্তরূপস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মধুরং সহজরমণীয়মপি বপুঃ পুনর্মধুরং রাধয়া সহ কেলিকলা-রসেন অতি রমণীয়মিত্যর্থঃ। মধুরং বপুরিতি সামান্যেনোক্তাবয়বং বর্ণয়তি,—বদনং সহজকান্তি-বিশেষোদয়েন মধুরমপি মধুরম্। দৃষ্টিঃ বাক্‌বিলাসাদি-চিহ্নেনাপি মধুরমিত্যর্থঃ অহো আশ্চর্য্যমেতৎ মৃদুস্মিতং মধুরং মহামধুরমপি পুনর্মধুরম্ ততোঽপি পুনর্মধুরং ততোঽপি পুনর্মধুরমিতি মাধুরী-প্রবাহ-

র্বাদতি। তত্র হেতুঃ মধুগন্ধি মৃদুস্মিতং মধুনি চ গন্ধাঃ সৌরভানি চ ভূয়াংশি সন্ত্যত্র। এতাদৃশং মৃদুস্মিতং যত্র তৎ। ৯২॥

সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপং পরমমাশ্রয়তমং কল্পয়ন্ বা আশ্রয়ণীয়ত্বমেবাহ শৃঙ্গারেতি ভুবনানাং তদ্বর্ত্তিনাং চ আশ্রয়ং আধারং শ্রীকৃষ্ণং আশ্রয়ে সম্যক্ সেবে। কিং ভুবনাশ্রয়ত্বেন তদাশ্রয়ত্বং প্রার্থ্যতে? নেত্যাহ—শৃঙ্গার-রস-সর্ব্বস্বং যস্মিন্ তং। অনেনৈব যৌবনাদিমাধুরীবিশেষঃ সূচিতঃ। তথা শিখিপিঞ্ছরূপং বিশিষ্ট-গোপত্বব্যঞ্জকং ভূষণং অসাধারণং যস্য তং। তস্য স্বতো ভূষণরূপস্য হার-নূপুরাদিনা ভূষণং ন সম্ভবতি। তথাপি ময়ূরাশ্চ পরম মহামেঘবুদ্ধ্যা প্রেমাতিশয়েন নৃত্যন্তি তদা পতন্তি পিঞ্ছানি ভূষণতাং প্রাপ্নুবন্তীতিভাবঃ। তথা সর্ব্বাভিঃ পরমমহাশক্তিভিঃ সেব্যমানোঽপি অঙ্গীকৃতঃ স্বীকৃদত্ত নরস্যৈব অতি পরম মহাবৈদগ্ধ্যবান্ আকারো যেন নরাকৃতিপরব্রহ্মেতি স্মরণাৎ।৯৩॥

সম্প্রতি বিস্ময়গর্ব্বহর্ষাতিরেকপূর্ব্বকং স্বস্য শ্রীকৃষ্ণ-কৃপাতিশয়পরমকাষ্ঠামাহ—নাস্তাপীতি ভোঃ স্বামিন্ সর্ব্বোত্তমঃ স এব স ত্বম্ বিশুদ্ধপূর্ব্বমধুররসমূর্ত্তিরপি কৃপয়া মম অনয়োর্নয়নয়োঃ পদব্যাং চিরং চিরকালং সন্নিধৎসে সন্নিহিতো ভবসি। নৈতৎ তর্কয়িতুং শক্নোমি। তব কৃপয়া তব জনা ত্বাং জানন্তি নান্যথা ইত্যাহ। যস্তাং সুদৃশাং শোভনাখ্যানানাং উপনিষদাং বেদ-রহস্য-ভাগানাং সহস্রং অদ্যাপি কদাপি বা চিত্তে বিষয়-নিদর্শনায় দৃষ্টান্তায় হেতবে ন পশ্যতি যাদৃক্ স্বরূপং তাদৃক্ নানুভবতি "নেতি নেতি" নিষেধরূপত্বাৎ—যমতু নয়নপদবীং যাতোঽসি। অহো তে কৃপা-

মহিমা। "উপনীয় তমাত্মানং ব্রহ্মাপাস্তদ্বয়ং যতঃ। নির্হন্ত্যবিদ্যাং তজ্জঞ্চ তস্মাদুপনিষন্তবেৎ ইতি।৯৪॥

অথ শৃঙ্গার-রস-সর্ব্বস্বমূর্ত্তেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সাক্ষাদিব অনুভূয়মানাং শ্রীমুখেন্দোঃ শোভাং বেশং চ বর্ণয়ন্ আহ-কেয়মিতি হে কেশব প্রশস্তা কেশা অস্যতি "কেশাদ্বোঽন্যতরস্যামিতি সূত্রেণ বঃ (৫-২-১০৯) কশ্চ অশ্চ ঈশশ্চ তে কেশাঃ গুণাবতারাঃ তান্ বাতি স্বীকরোতি ইতি বা কেশব। ত্বন্মুখেন্দোঃ তব মুখচন্দ্রস্যৈব কান্তিঃ কা অতি অপূর্ব্বা। চন্দ্রপদ্মাদীনাং কান্তিং নিরূপয়িতুং শক্যতে ইয়ন্তু বক্তুমশক্যং। কান্তিস্তাবদাস্তাং—অয়ং বেশস্তিলকরচনাদিকং কো বক্তুং শক্যঃ ইত্যর্থ। কান্তিবেশৌ কথং বক্তুমশক্যৌ? তত্রাহ বাচাং কাপ্যভূমিরবিষয়ঃ অনির্ব্বচনীয়স্বাদত্বাৎ তদেবাহ সেয়ং কান্তিঃ সোঽয়ং বেশঃ স্বাদতাম্ স্বয়মেব আস্বাদ্যো ভবতাং অস্মাকং আস্বাদ্যো ন স্তঃ। তর্হি তদাশয়া কিং? তত্রাহ তে তুভ্যং অঞ্জলিঃ প্রার্থনারূপঃ তৎপ্রতিবন্ধকাজ্ঞানাবরণনিরাকরণার্থং ভূয়ো ভূয়ো ভূয়শঃ বাহুল্যার্থং ত্রিস্বপু ত্বামেব নমামি তত্রোপায়া ন্তরাভাবাৎ। যদ্বা স্যেয়ং সোঽয়ং স্বাদতাং চক্ষুষা সমাস্বাদ্যৌ ভবতঃ মদ্বিধানাং মহাতুরন্তদাশানাং তাদৃশ সৌভাগ্যং ত্বৎকৃপাং বিনা ন ঘটতে ইতি ভাবঃ।৯৫॥

অথ চন্দ্রমাত্রে শ্রীকৃষ্ণমুখেন্দুকান্তিলেশোঽপি নাস্তি ইতি নির্দ্ধারিতবান্ অপি রাসাবসারোদিতচন্দ্রস্য কিঞ্চিৎ সংভাবয়ন্ কৃষ্ণকৃপা-বিলাসিতং তত্র মন্বানঃ বিস্মিতমিব হসন্ আহ বদনেতি—হে দেব ক্রীড়াপর শশী খল্বশ্চন্দ্র স্তব বদনেন্দুনা বিনির্জ্জিতঃ সন্

তে তব পদং চরণং দশপ্রকারেণ প্রপদা নখচন্দ্রদশকস্য তাদাত্ম্যং ভাবয়ন্ অধিকাং শ্রিয়ং শোভাং অশ্নুতেতরাং অধিকাঽধিকাদি শ্রিয়ং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ। তব কারণ্য-বিজৃম্ভিতঃ কৃপোদ্রেকঃ কিয়-দেতৎ? ত্বৎকৃপয়া ইতোঽপি মহৎপদং প্রাপ্যতে ইতি ভাবঃ। যদ্বা যদেতৎ কিং পারিমাণমিতি ন বিদ্মঃ। নির্জ্জিতস্তুতিশ্রীক এব ভবতি। অয়ন্তু অধিকামেব শ্রিয়ং লেভে। একোঽপি অনেকো বভূব। অতঃপরং কিং তে কারুণ্যমিতি ভাবঃ।৯৬॥

সম্প্রতি আশ্চর্যোন রূপেণ স্ফুরৎ শ্রীকৃষ্ণমুখং পুনর্বর্ণয়তি তদিতি।—নমু হে বিভো শ্রীকৃষ্ণ ত্বন্মুখং কথমিবাম্বুজতুল্যকল্পং পদ্মসদৃশং নিত্যবিকশিতত্বাৎ। তর্হি চন্দ্রতুল্যং ভবতু। নেত্যাহ ইন্দো যৎ পর্ব্বণি পর্ব্বণি সৌভাগ্যং ইতি শেষঃ নতু সর্ব্বদা। তচ্চ বাচামবাচি বাচামধঃ অবাঙ্মনমবাক্ (?) সপদাদিত্বাৎ ক্বিপ্। বক্তুং শক্যং ইদন্তু তথা। তথাপি তস্য পর্ব্বণি পর্ব্বণি এব পূর্ণতা ইদন্তু সর্ব্বদৈব পূর্ণমিতি। যদ্বা মুখং বিশিনষ্টি—পর্ব্বণি পর্ব্বণি ইন্দোঃ বাচাং ইন্দুপ্রতিপাদকবচসাং অবাচি বাচয়িতুং শীলমস্য বচনবাচি ইন্দৌ (?) নাম কশ্চিদস্তি ইতি ইন্দু শব্দোঽপি কাপি ন(?) প্রযুক্তঃ ইত্যর্থ। অথবা ইন্দোঃ পর্ব্বণি পর্ব্বণি অমাবস্যায়াং যৎ যৎ অবাচি অবাচিতুং শীলমস্য তৎ তস্মাৎ কিং ব্রুবে কথয়ামি। ন কিমপি ব্রুয়ং পদে পদে তদস্য ভুবনৈককান্তবেণু ভুবনেষু এক সুখ-সীমা বেণুবক্ত্র তৎ যদপরং তদাননং। অনেন ত্বন্মুখেন সমং ন স্যাৎ এতাদৃশং ত্বন্মুখম্। অথবা এবং যোজ্যং—ভুবনৈক কান্তবেণু তাদৃশং, অনেন সমমপরং যদাননং কিং স্যাৎ? তস্মাদেব বেণুযুতং শ্রীমুখং

শ্রীবৃন্দাবনগোচরস্য সদৃশমিতি ভাবঃ। ননু অপরং সম্মুখমেব এত-মুখতুল্যম্ স্যাদিতি চেৎ? অতঃ আহ ত্বদাননং কিং ভবতএব নাপরস্য ভবাবতারস্য ইতিভাবঃ।৯৭॥

অথ শ্রীকৃষ্ণং প্রতিএব স্বকৃতাং তন্মুখোদ্মু-বর্ণনামাহ শুশ্রূষসে ইতি হে বিভো যদি শুশ্রূষসে শ্রোতুমিচ্ছসি তদা প্রণিধানপূর্ব্বকং অবধানপূর্ব্বকং শৃণু পূর্ব্বৈঃ প্রাচীনৈঃ অপূর্ব্ব অদ্ভুতাঃ যে কবয় তৈ র্যৎ ন কটাক্ষিতং অল্পমপি ন দৃষ্টং কিং তৎ ইত্যাহ শশিপ্রদীপৌ ভবতস্তব আননেন্দোঃ আনন চন্দ্রস্য নিরাজনস্য আরত্রিকস্য ক্রমে অনুক্রমে ধুরাং মুখ্যত্বং আরত্রিকপরিপাটীভাবং নির্ব্যাজং নিষ্কপটং চিরায় চিরমহর্তি যোগ্যোভবতি। চন্দ্র স্তব বদনস্য উপমানং নার্হত্যেব কিন্তু নিরাজনার্থং প্রদীপবৎ এব অর্হতি ইত্যর্থঃ। অত্র প্রদীপেন নানাহ্লাদকেন শ্রীকৃষ্ণমুখনিরাজনস্য অনৌচিত্যাৎ শ্রীকৃষ্ণমুখেন্দৌ বিভ্রাজমানে চিদচিল্লোকপ্লাবিপরমানন্দ-সুধা-রস-শিশির-চন্দ্রিকাম্বুনিধিবর্ষিণি অন্যচন্দ্রস্য প্রয়োজনাভাবাৎ ইতি ভাবঃ। ৯৮ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণপরমমহানন্দ-রস-সাম্রাজ্যাবির্ভাব-স্ফূর্ত্তিসমুল্লসিতং আহ অখণ্ডেতি হে কৃষ্ণ তব শীতানি পরমাহ্লাদকানি স্মিতানি জয়ন্তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তন্তে। কীদৃশানি অখণ্ডো ন বিদ্যতে কেনাপি খণ্ডনং যেষাং এবম্বিধা যে নির্ব্বাণ-রসা পরমানন্দরসা স্তেষাং প্রবাহৈঃ অখণ্ডাশ্চ তে নির্ব্বাণ-রস-প্রবাহাশ্চ তৈ র্বা বিশেষেণ খণ্ডিতানি অশেষাণি রসান্তরাণি যেষু যৈর্ব্বা তানি। তথা অযন্ত্রিতং অনর্গলং যথাতথোদ্বান্তা উৎকৃষ্টতয়া উদ্গার্ণ সুধার্ণবাঃ

প্রেমমূর্দ্ধেয়ৈ তানি কিমমৃতং বা চন্দ্র ইতি কিম্ কেবলং হি তৎ স্মিতানি মহাবিরহ-সন্তাপ-শান্তিজনকানি ইত্যর্থঃ। ৯৯॥

অথ স্বানুভবেন শ্রীকৃষ্ণরহস্যং পরমং নির্দ্ধার্য্য তদ্রসাস্বাদলালসচেতা শপথপূর্ব্বকং স্বানুভূতমেবার্থমাহ—কামমিতি সারস্য স্থিরাংশস্য ধৌরেয়কা ধুরিণঃ যদ্বা সারস্ত সমরসতা তস্য ধৌরেয়কা যুক্তিভাবৈঃ সারনির্দ্ধারকা ইত্যর্থঃ। কামং যথেষ্টং কতিপয়ে সংপ্রশ্নঃ সন্তু কামং বা কমনীয়তা বা পরিমলপ্রসর স্তস্য স্বারাজ্যং পরমোৎকর্ষ স্তত্র বয়ং ব্রতং নিয়মো বৈ তাদৃশাঃ অপি সহস্রশঃ সন্তু। হে দেব সর্ব্বদা মোদমান, এবং তে তথা বিবদন্তে প্রিয়ং চ বদন্তি। তথা বয়ং নৈব বিবদামহে বিবত্যা বিবাদঃ নচ প্রিয়ং ব্রূমহে, নচ পরমতখণ্ডনার্থং নচ স্বগোষ্ঠীপ্রিয়ার্থমিত্যর্থঃ। অয়ং ভাব—তত্র কতিপয়ৈব গোপীজনবিনোদী শুদ্ধগোপালঃ কিশোররূপ এব উপাস্য ইতি সারভারং বহন্তঃ সারাগ্রহং দূরয়ন্তঃ প্রগাঢ় যুক্তিভিমতমিদং স্থাপয়ন্তি। অপরেতু বৃন্দাবনা স্মিন্নেব মধুরগুদ্ধরসময়ে বিলাসবতি কমনীয়তায়াঃ পরমোৎকর্ষং প্রকটয়ন্তি। অন্যেতু প্রতিভানং বদন্তি। তত্র বয়ং ন প্রতিপদ্যামহে ইতি তর্হিযূয়ং কিং ব্রূথ? যৎ সত্যং তদেব বয়ং শপথপূর্ব্বকং ব্রূমঃ। কিন্তৎ রমনীয়তায়াঃ পরিণতিরুৎকর্ষ স্তস্যা এব পারং গতা রমনীয়তা-পরমোৎকর্ষ ত্বয়ি এব।১০০।

সম্প্রতি পরমমহানন্দসুধারসাভিবর্ষিণং শ্রীকৃষ্ণদেবস্য সর্ব্বজনমঙ্গলতাং বর্ণয়ন্ আহ গলদিতি, হে কৃষ্ণত্বয়ি জাতে প্রাপ্তে চপলং তড়িৎমেব জন্মপ্রাকট্যং সফলং দধতি ধারয়ন্তি। সফলং

চপলং তূর্ণমিত্যমরঃ। যৎপ্রাপ্ত্যনন্তরমেব পরমানন্দপ্রাপ্তিসাফল্যং স্যাৎ ইত্যর্থঃ। তৎস্থানযুক্তে স্থান ইত্যন্বয়ঃ। স্থানে ক্রীড়াস্থলে বৃন্দাবনাদিতি বা তেকে ইত্যতঃ আহ গলন্তি ব্রীড়ালজ্জাত্যঃ অতএব লোলাশ্চঞ্চলা সতৃষ্ণা বা মদেন কামেন বিশেষেণ নম্রো মদনো-বিনীতো যাভ্যঃ ইতি বা। তথাভূতাঃ গোপবনিতাঃ। মদেন স্মরমদেন স্ফীতং সমৃদ্ধং বীতং বিবিধং বিশিষ্টং বা ইতস্ততঃ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমার্থং গমনং জ্ঞানং বা মহারসোল্লাসযুতদৃগ্‌বাগাদচেষ্টিত-বিশেষাণাং। যদ্বা বীণাং শ্রীবৃন্দাবনপক্ষীণাং ইতং গতং। মদেন হর্ষেণ স্ফীতং। কিমপ্যত্যাশ্চর্য্যরূপা মধুরমধুরা স্থন্দরা চপল-ধুরা স্মর-চাপল্যভাবা। যদ্বা মধুরা সাদৃশস্য তৎপরিবারস্য গিরাং গুম্ফারচনা সমুজ্জৃম্ভা সম্যক্ উজ্জৃম্ভণং উল্লাসো যাসাং তাসাং গিরাং কীদৃশীনাং মধুরিমানং কিরন্তি বর্ষন্তি যাঃ গিররসদেকপদৈঃ (?) রসবিশেষোল্লাসিভিঃ তাসাং ত্বয়ি স্থানে শ্রীবৃন্দাবননিকুঞ্জপুঞ্জ-রূপে প্রাপ্তে সতি গোপীগতিচাপল্যবাগ্‌গুম্ফনাদীনি প্রাকট্যং সফলং দধতি ইতি সমুদয়ার্থঃ।১০১॥

অথ বিশুদ্ধপূর্ণমধুর প্রেমরসময়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্বরূপমাত্রোৎ-কর্ষং বর্ণয়িতুং তদন্তত্র যস্য। চিত্র বোধ্যভাবমাহ ভুবনমিতি। হে বিভো বিবিধোভবতীতি ত্রিভুবনং লোকত্রয়মেব ভবনং গৃহং শ্রীরেব বিলাসিনী স্ত্রী যস্য। তামরসং কমলমাসনং যস্য সঃ। "পঙ্কেরুহতামরসং সারসং সরসীরুহ" মিত্যমরঃ। ব্রহ্মা স্মরকামশ্চ তব তনয়ঃ পুত্রঃ। সুরেন্দ্রাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ পরিবারপরম্পরা সেবক-সমূহাঃ। তদপি যচ্চরিতং বিশুদ্ধ গোপালভাবেন কৃতম্। গোপী-

সহিতস্মর-বিনোদ-পর্য্যন্তং বিচিত্রং বিগতচিত্রং মম কুত্রাপি নাশ্চর্য্য-বুদ্ধিরিত্যর্থঃ। বিচিত্রমিতি নপুংসকমিত্যেকশেষঃ। অথবা হে বিভো পরিপূর্ণতমসমস্তস্বরূপাশ্রয় তদপি তচ্চরিতমেব বিচিত্রং অদ্ভুতং নতু মদ্বিধানাং মনোহরং কিং তদ্ ইত্যাহ ত্বদনং ত্বদনং ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।১০২॥

তদতীব মনোহরং বস্তু কীদৃক্ ইত্যতো আহ দেব ইতি দীব্যতি ক্রীড়তি মোদতে মাদ্যতে বা ইতি দেবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ জীয়াৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টস্বরূপো মম চক্ষুর্বিষয়তয়া প্রকটীভবতু ইত্যর্থঃ। কীদৃশঃ ত্রিলোকীতি ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ ত্রিলোকী ইত্যুপলক্ষণং সর্ব্বেষামিতি। সৈব নায়িকা তস্যাঃ সৌভাগ্য-প্রদঃ কস্তূরীমকরাঙ্কুরৈঃ পত্রাঙ্কুরৈ র্বা। যদ্বা ত্রিলোক্যাং সৌভাগ্যপ্রদঃ কস্তূরীমকরাঙ্কুরো যত্র। আলিঙ্গনেন দত্তত্বাৎ অতএব ব্রজাঙ্গনানাং অনঙ্গকেল্যা লালিতঃ পোষিতঃ বিভ্রমো বিলাসো যস্য সঃ।১০৩॥

সম্প্রতি সর্ব্বতোভাবেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্যৈব স্বাশ্রয়ণীয়ত্বমাহ—প্রেমদ ইতি হে দেব নাপরং ত্বদতিরিক্তং অপরং নাস্তীতি ভাবঃ। কীদৃগিত্যাহ প্রেমদঞ্চ মে ত্বত্তোঽপরং নাস্তি। নহি মদতিশিক্তং বিশুদ্ধং মধুরং প্রেমবিশেষং অন্যেন দাতুং শক্যং। কামদঞ্চ মে নাপরম্, মৎকামিতানন্দপ্রদত্বাভাবাৎ। বেদনং নিশ্চয়ং যৎ জ্ঞানং। নাপরং ত্বদতিরিক্তং ন জ্ঞানপ্রদমিতি ভাবঃ। বৈভবঞ্চ নাপরং নতু নিশ্চয়ং জ্ঞানং। নৈশ্চিত্যে সতি জ্ঞানা-ভ্যাসেন বিচারপরতায়াং স্যাৎ নতু অন্যথা। তত্রাহ বৈভবং

ত্বমেব—জ্ঞানবিচারসম্পৎ ত্বমেব ইত্যর্থঃ। নমু কেবলপ্রেম্না সকলজীবননির্ব্বাহঃ কথং স্যাৎ। তত্রাহ জীবনঞ্চ মে। জীব্যতে যেন উপায়েন তৎ ত্বমেব নাপরং। ত্বয়ৈব জীবিষ্যামীতি ভাবঃ। নমু তৎ কিং প্রাণধারণমিষ্টম্?—নেত্যাহ জীবিতঞ্চ মে। প্রাণধারণমপি ত্বমেব নাপরং। ত্বদর্থমেব প্রাণ-ধারণেচ্ছা, নান্যমেতি। ত্বৎ সেবাভাবে এব প্রাণা গচ্ছন্তি ইতি। কিঞ্চ দৈবতং ত্বমেবেষ্ট-দৈবতমেব। পরমমহাভক্তিসম্ভ্রমেন সেব্যঃ নাপরম্ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, দৈবতং দেবতাসমূহঃ সর্ব্বদেবকৃত্যং মম ত্বয্যেবাস্ত ইতি ভাবঃ "চৈ"রত্রানুক্ত সমুচ্চয়ঃ স্যিতি জ্ঞাতব্যঃ।১০৪॥

অথ হে বিভো কিং বহূক্তেন? মম তাদৃক্ বাক্সামর্থ্যং নাস্তি। যথা তব-রূপলাবণ্যমাধুর্য্যাদিসম্পৎ বর্ণ্যতে তথৈব মম বাক্ প্রসরঃ স্যাৎ। তথাপি ইদং প্রার্থ্যতে ইত্যাহ মাধুর্য্যেণেতি তব বৈভবে রূপ-লাবণ্য-সম্পত্তৌ মাধুর্য্যেণ সহ নঃ অস্মাকং বাচো বিবর্দ্ধন্তাং। তত্র সমর্থবতী ভবতু। তথা তব শৈশব চাপল্যং শিশু সম্বন্ধী তরুণিমা শৈশবং বা কৈশোরমিত্যর্থঃ। চাপল্যেন সহ নঃ অস্মাকং চিন্তাঃ অনুস্মৃতয়ো বিবর্দ্ধন্তাং তত্র অধৈর্য্যমাভূৎ ত্বচ্চাপল্যে অস্মাকমপি বাক্‌নেত্রশ্রুতি-চাপল্যং স্যাদিত্যর্থঃ।১০৫॥

অথ পরমমধুর শ্রীকৃষ্ণলীলানাং অবিচ্ছিন্নপ্রবাহ-রূপেণ স্ফূর্ত্তিং প্রার্থয়তে যানীতি যানি ধন্যাত্মনানাং সাক্ষাৎকারানুভব-বিরাজমান-মানসানাং তব চরিতমেব অমৃতানি রসনালেহ্যানি রসনাস্বাদাস্যাপন্নমনসা ভাবাবিষ্টেন স্বাদ্যানীত্যর্থঃ। যেন বা শিশু-সম্বন্ধী তরুণিমা শৈশবং কৈশোরং ত্বচ্চাপলঞ্চেতি তেন ব্যতিক্রিয়ন্তে

সম্বন্ধে চেষ্টা-বিশেষাঃ। রাধায়াঃ অবরোধাবরোধনং গ্রহণরূপং তত্র তদর্থং বা উন্মুখাঃ। যদ্বা রাধা এব অবরোধঃ প্রিয়া তস্যাং উন্মুখাঃ যা যা লীলাঃ। মুখাম্বুজান্তরে শ্রীমুখ-কমলে ভাবিতাঃ ভাবযুক্তা যাশ্চ বেণু গীতস্যাগতয়ঃ আগমকাদিরূপাঃ ইতি এতানি নাল্পেব মে হৃদয়ে ধারাবাহিকতয়া বহন্ত প্রবহন্ত স্ফুরন্ত ইত্যর্থঃ।১০৬॥

সম্প্রতি পূর্ণমধুররসময়শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপং সমস্তশক্তিগুণাদি পরমোৎকর্ষবিশ্রামস্থানং তদনুভবায় তদৈকান্তিকমহাভক্তি-মানপি ভগবাস্মাত্রে সাধনরূপং পরমাং ভক্তিং কুর্ব্বাণঃ আহ— ভক্তিরিতি হে ভগবন্ ভগবৎস্বরূপমাত্র যদি ত্বয়ি স্থিরতরা ভক্তিঃ স্যাৎ তর্হি দৈবেন ভাগ্যেন যথা দেবানাং সমূহঃ দৈবং মদভীষ্ট-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব রূপভেদানাং ভগবতাং শুভসম্বন্ধেনেত্যর্থঃ। দিব্যং অদ্ভুতং কিশোরং বপুরেব বেশোভূষণং যস্য সঃ ফলতি, অভিব্যক্তঃ সন্ মম দীর্ঘায়াঃ আশাবল্ল্যাঃ ফলতাং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ। নম্ন সর্ব্বতো বৈরাগ্যং চেৎ তর্হি অশেষনিকৃষ্টস্বাত্ম-সুখ-রূপাং মুক্তিং গৃহাণ নচেৎ বৈরাগ্যং তদ্ধর্মনিষ্ঠামাশ্রয়—অর্থান্ বা কামসুখং বা। নেত্যাহ—মুক্তিরিতি মুক্তিঃ—সালোক্যাদি-রূপা, শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণমাত্রমেব, স্বয়ং অপ্রার্থিতা এব মুকুলিতো-ঞ্জলির্যথা তথা নঃ অস্মান্ সেবতে। ধর্মার্থকাম-রূপা গতয়োঽপি সময়মবসরং প্রতীক্ষন্তে ইতি প্রতীক্ষা—কদা অস্মাসু কৃপাদৃষ্টিঃ স্যাৎ যথা বয়ং ভজামহে ইত্যর্থঃ।১০৭॥

অথ পরমমহাভক্তিসম্ভ্রমেণ শ্রীকৃষ্ণং স্তৌতি জয়জয়েতি হে জয়দেব জয়তি ইতি। দিব্যতি দেবঃ সমস্তভগবৎ-স্বরূপোৎকৃষ্ট-

ইত্যর্থঃ। হে দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং অপি দেবঃ আরাধ্যঃ তৎ সম্বুদ্ধৌ। জয়জয়েতি সম্ভ্রমে বীপ্সা। তথা ত্রিভুবনমঙ্গল-স্বরূপং দিব্যং অদ্ভুতং নামধেয়ং যস্য সঃ। তৎ সম্বুদ্ধৌ। পুনরাবৃত্ত্যা তদেব বদতি। হে জয়দেব হে কৃষ্ণদেব জয়জয়েতি। শ্রবণ-মনোনয়না-মৃতস্বরূপাবতারো যস্য। শ্রবণ-মনোনয়নেষু অমৃতস্য পরমানন্দ-বিশেষস্য অবতার ইতি বা। ১০৮॥

সংপ্রতি যথানুভবমনুবর্ণয়ন্ নমতি। তুভ্যমিতি। কস্মৈচিৎ অনির্ব্বচনীয় আয়তায় মহসে জ্যোতিষে অস্মৈ পুনঃ স্ফুরমাণায় তুভ্যং নমঃ। এতেন নিরাকারব্রহ্মজ্যোতিষঃ সর্ব্বতো বৈলক্ষণ্যতা উক্তা। বৈলক্ষণ্যং তু শাস্ত্রে প্রসিদ্ধমেব। কীদৃশায় তুভ্যং সুকৃতাং শোভনম্ একান্তভাবেন যৎপরিচরণরূপং কৃতং কর্ম্ম যৈঃ তেষাং ভাবেষু ভক্তিযুক্তান্তঃকরণেষু নিতরাং ভাসমানো স্ব প্রকাশমানঃ তস্মৈ ইতি যাবৎ। কীদৃশেষু নির্ভরাতিশয়ো যো হর্ষবর্ষঃ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনজোল্লাসরূপস্তেন বিবশঃ আয়ত্তঃ যঃ আবেশশ্চিত্তস্য কথমপি অনির্ব্বচনীয়-তীব্রতমবৃত্তি স্তেন স্ফুটং যথাতথা আবির্ভবৎ প্রকটী-ভবৎ ভূয়ঃ প্রচুরতরং যৎ চাপলং দর্শনায়ৈব তেন ভূষিতেষু অলঙ্কৃতেষু। পুনঃ কীদৃশম্ শ্রীমৎ পরমসম্পত্তিমৎ যৎ গোকুলং তস্য মণ্ডনায় ব্রজবাসিমাত্রে স্বপ্রেমানুসারেণ তত্র তত্র তদা আবির্ভবতে ইত্যর্থঃ। তথা মনসাং বাচাং চ দূরং স্ফুরন্ মাধুর্য্যস্য একোমুখ্যো মহার্ণবঃ তস্মৈ ইতি। ১০৯॥

এবং প্রেমরসোক্তিমনুকৃত্য সংপ্রতি শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থয়তে॥ ঈশানেতি হে কৃষ্ণদেব তব কর্ণয়োরমৃতরূপং লীলাশুকেন লীলা-।

শুকবৎ বক্ষ্যমাণেন ময়া হরিচরিতং যথানুভবগুণরূপলীলামাধুর্য্যাদি-বর্ণনরূপং সম্পাদিতং কল্পশতান্তরেঽপি অস্মিন্ কল্পে বা অস্মিন্নপি কল্পশতে বহতু। যথাভাবনয়া ময়া বর্ণিতং তথা ভাবব্যঞ্জকতয়া স্বৎকর্ণামৃতরূপেণৈব প্রবর্ত্ততাং। কীদৃশেন ঈশানদেবং দেবয়তি ক্রীড়য়তি, যদ্বা ঈশানঃ অস্তদেবঃ আরাধ্যঃ। ঈশানাঃ সর্ব্বে দীব্যন্তি দ্যোতন্তে যস্মাদিতি বা ঈশানদেবঃ শ্রীকৃষ্ণস্তৎচরণাবেবাভরণং যস্য তেন তথা নীবীতি নীবী মূলধনং প্রেমৈব। তদেব দামতে উৎ উচ্চৈর্নির্বর্ত্তি বশতাং প্রাপ্নোতি ইতি বা দামোদরঃ প্রেমৈকলভ্য স্তস্য যৎ স্থিরযশ স্তস্য স্তবকো বহুসঞ্চয়ঃ সমূহঃ ইতি যাবৎ তস্যোদ্ভবঃ আবির্ভাবো যস্মিন্ তেন। ১১০॥

এবং সংপ্রার্থ্য শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতস্বরূপং বদন্ স্তৌতি ধন্যানামিতি অহো রসিকা নঃ অস্মাকং বচসাং বিজৃম্ভিতং বিলাসরূপং শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতং শ্রীরাধায়াঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চ কর্ণয়োরমৃতবদাস্বাদ্যং অস্য মহিমা কথং বাচ্য ইত্যর্থঃ। কীদৃশাং ধন্যানাং শ্রীকৃষ্ণভক্তি-রহস্য-নিষ্ঠানাং কর্ণানাং বিবরেষু মুহুর্বারংবারং কামপি অনির্ব্বচনীয়াং সুধাবৃষ্টিং দুহানং প্রপূরয়ন্তং হৃদেকতৃপ্তপদিত্বাৎ। কীদৃশানাং ধন্যানাং সরস ইতি সরসঃ শ্রীকৃষ্ণবিলাস-প্রতিপাদকত্বাৎ যো অনুলাপো মুহুর্ভাষণং আস্বাদাতিশয়েন পুনঃ পুনঃ কথনং স এব সরণি বর্ত্ম তৎসম্বন্ধ তদভিব্যজ্যমানং যৎ সৌরভ্যং শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসানন্দঃ তং অভ্যস্যতাং পুনঃ পুনঃ আস্বাদ্যতাম্। অনুলাপো মুহুর্মুহুর্ভাষা। সরণিঃ পদ্ধতিঃ। পথাবর্ত্ম ন্যৈকপদীতাময়ঃ। কিঞ্চ ধন্যানাং সুদৃশাং শ্রীবৃন্দাবনোদ্ভব-বিলাসিনীনাং মনোনয়নয়োর্মরসা নো অস্মাকং-দেবসা

শ্রীকৃষ্ণস্য কর্ণানাং বিবরেষু সুধাবৃষ্টিং দুহানং ইত্যন্বয়ঃ। যদ্বা তাদাৎ তন্মনোনয়নয়োর্ম্মস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কর্ণানামিতি অন্তৎ সমানম্ ।১১১॥

অথৈবং উপসংহরন্ চাভীষ্টরূপলীলং শ্রীকৃষ্ণমনবরতং চক্ষুর্গোচরে স্ফুরন্তং প্রার্থয়তে অনুগ্রহেতি। হে কৃপাসিন্ধো ইদমেবাহং প্রার্থয়ে যতোযতো মে বিলোচনং প্রসরতি ততস্ততঃ তে তব সর্ব্ববৈভবং যয়োরূপ-লাবণ্যকেলি-মাধুর্য্যাদিমৎ শ্রীবিগ্রহ-রূপং স্ফুরতু প্রকাশতাম্ কিং কুর্ব্বৎ মৃদুনি সরসানি যানি মুরলী-রবাএব অমৃতানি তৈঃ সহ অনুস্মরৎ। যদা যদা মুরলীধ্বনির্ভবতি তদ তদা মামনুস্মরদিত্যর্থঃ। যদ্বা অনুস্মরদিতি লোচনবিশেষণং অনুস্মরৎ প্রাগ্ দৃষ্টমিতি শেষঃ। অতঃ কর্ণস্য লোচনতাদাত্ম্যা-পন্নত্বাৎ। তব মুরলীনাদামৃতানি তব বৈভবঞ্চ স্ফুরত্বিত্যর্থঃ। কীদৃশৈঃ অনুগ্রহেণ কৃপয়া দ্বিগুণ-বিশাললোচনে যেষু তৈরিতি।

কৃষ্ণকর্ণামৃতস্যৈষা টীকা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা।
রতিস্তনোত্ববিরতং শ্রীকৃষ্ণ-চরণাব্জয়োঃ॥

শ্রীমদ্দ্রাবিড়-নির্জ্জরঃ সুধি-বিধুঃ শ্রীমন্নৃসিংহোদ্ভবঃ
ভট্টশ্রীহরিবংশউত্তমগুণ প্রাবৈকভূস্তৎসুতঃ
তৎপুত্রস্য কৃতিস্ত্বিয়ং বিতনুতাং গোপালনাম্নো মুদং
গোপীনাথপদারবিন্দমকরন্দানন্দিচেতোঽলিনঃ॥

বল্লবীকেলি-কল্লোল-নবলাবণ্য-সাগরে।
রমতাং মন্মনোনিত্যং বৃন্দাবন-বিহারিণি॥

ইতি শ্রীমৎ দ্রাবিড়হরিবংশভট্টৈকচরণ-শরণ-
শ্রীগোপালভট্ট-বিরচিতা-শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-
টীকা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা সমাপ্তা।

ভট্টশ্রীবেঙ্কটাচার্য্যহরিবংশস্য ধীমতা
নাম্না গোপালভট্টেন পুত্রেণ রচিতা শুভা
কৃষ্ণকর্ণামৃতস্যেয়ং টীকা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা
সুদুর্লভাঽভবৎ প্রাক্তু চাসৎপ্রথমমুদ্রণাৎ
ব্যয়েন বহুলেনৈব ক্লেশেন বিবিধেন চ
সংপ্রাপ্তা মুদ্রিতাস্মাভির্ভক্তৈর্দৈহিতেচ্ছয়া
ভক্তানাং রসিকানাঞ্চ সাম্প্রতং পরিতুষ্টয়ে
বিদ্যাভূষণসংজ্ঞশ্রীরসিকমোহনাদিভিঃ।
পাণ্ডুলিপ্যন্তরং লব্ধ্বা শুদ্ধিপত্রমতঃপরম্।
দেয়ং প্রথমতোঽস্মাভি গ্রন্থস্য পরিশিষ্টকে ॥

শ্রীপাদ গোপালভট্ট কৃত গ্রন্থাবলী।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সংগৃহীত সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের তালিকায় গোপাল ভট্ট নামে অনেক গ্রন্থকারের নাম দৃষ্ট হয়। যথা গোপাল ভট্ট কৃত গোপাল পদ্ধতি, গোপাল রত্নাকর, চৈতন্য-চরিতামৃত, হরিভক্তিবিলাস, ভাবতী বা ভামতিটীকা, মীমাংসা, চন্দ্রিকা মিতাক্ষরা টীকা, সানন্দ গোবিন্দ নাটক, মৃতমার্জ্জন চন্দ্রিকা, সূর্য্যাষ্টক, ভক্তিচন্দ্রিকা মহিমা টীকা ইত্যাদি। গোপাল ভট্ট কৃত চৈতন্য-চরিতামৃতের উল্লেখ এসিয়াটিক সোসাইটীর কার্য্য-বিবরণীতে দৃষ্ট হয়। ইনি কোন্ গোপাল ভট্ট বলিতে পারি না।

দুর্গাদাসের পুত্র গোপাল ভট্ট ইং ১৬৭৮ সালে গীত গোবিন্দের অর্থাবলী নামে এক টীকা রচনা করেন। মেঘনাদ ভট্টের পুত্র অপর এক গোপাল ভট্ট মীমাংসা বিধিভূষণ গ্রন্থের প্রণেতা। হরিনাথের পুত্র গোপাল ভট্ট তন্ত্রদীক্ষা দীপিকা গ্রন্থের রচয়িতা। দ্রাবিড় দেশীয় হরিবংশের (যিনি বেঙ্কটাচার্য্য উপাধিতে সুপ্রসিদ্ধ) পুত্র আমাদের পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীপাদ গোপাল ভট্টের হরিভক্তি বিলাস ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের শ্রীকৃষ্ণবল্লভাটীকা অতি সুপ্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত ইহার রচিত কাল-কৌমুদী, রসতরঙ্গিনী (রুদ্র কৃত শৃঙ্গার তিলক টীকা) প্রভৃতি গ্রন্থের নামও শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীভাগবত সন্দর্ভ প্রথমতঃ ইহা দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়, শ্রীপাদ শ্রীজীব তাহা স্পষ্টতঃই স্বীকার করিয়াছেন। আমরা বেলগুড়ি নিবাসী এক বেঙ্কটাচার্য্যের পরিচয় পাই। বেদান্ত পরিভাষাকার ধর্ম্ম-রাজ অধ্বরীন্দ্র ইহার শিষ্য বা ছাত্র ছিলেন। বেদান্ত পরিভাষা মায়াবাদ পোষক গ্রন্থ। এই বেঙ্কটাচার্য্য বিশিষ্টদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব নহেন সুতরাং শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট এই বেঙ্কটাচার্য্যের পুত্র নহেন। তিনি যে হরিবংশ ভট্টের পুত্র এবং নৃসিংহের পৌত্র এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ফলতঃ আমি যতদূর জানিতে পারিলাম তাহাই লিখিলাম। কিন্তু এই সুলিখিত টীকাখানি যে সর্ব্বাংশে আমাদের সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত পূর্ণা, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীপাদলীলাশুকের জীবনী।

শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী তৎপ্রণীত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-গ্রন্থের টীকায় চিন্তামণি নাম্নী বারাঙ্গনার সহিত লীলাশুকের প্রসক্তি সম্বন্ধে চিরন্তন প্রবাদটীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রবাদ ভক্তমাল গ্রন্থেও বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। ভক্তমালের বর্ণনা অবলম্বনে এ দেশে বিল্বমঙ্গল নাটক পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে। শান্তিশতক রচয়িতা শিহ্লনমিশ্রের জীবনবৃত্তান্ত এইরূপ দেখিয়াই তাহাকেও আমি বিল্বমঙ্গল বলিয়াই মনে করি। কিন্তু শুনিতে পাই তিনি কাশ্মীরদেশীয়। বলা বাহুল্য বিল্বমঙ্গলের অপর নাম—লীলাশুক। বিল্বমঙ্গল দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভাও যথেষ্ট ছিল। কৃষ্ণবেণ্বানদীতটে তাহার আবাসপল্লী। তিনি শৈশবে পিতৃহারা হইয়াছিলেন, পৈতৃক সম্পত্তির আয় তাঁহার অসংযত চিত্তের বিলাস-বাসনায় সহায় হইয়াছিল। তরুণ যৌবনে তিনি বেশ্যাসক্ত হয়েন। কেবল পাশব ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগবাসনাই যে এই বেশ্যাসক্তির কারণ ছিল তাহা নহে। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যপ্রিয়তাই তাহাকে এই মোহগর্ত্তে নিমজ্জিত করিয়াছিল।

তিনি একদিবস পিতার তিথি শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। সে-দিন বাড়ীতে থাকিবেন বলিয়াই প্রথমতঃ স্থির করিয়াছিলেন কেন না তাহা শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু রাত্রির আন্ধার আসিতে

না আসিতেই তাঁহার হৃদয় অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল—তাঁহার প্রণয়িনী-দর্শন-লালসা এমন বলবতী হইয়া উঠিল, যে তিনি একবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। বার-বিলাসিনীর বাটী কৃষ্ণাবেণ্বা নদীর অপর পারে। বর্ষার ভরা নদীতে ভীষণ আবর্ত্ত ও খরস্রোত, তাহার উপরে আবার ঝড় বৃষ্টি। বিল্বমঙ্গলের আবেগময় হৃদয়ে কোন প্রতিবন্ধকই বাধা দিতে সমর্থ হইল না। তিনি উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল ভীষণ আবর্ত্ত-ময়ী নদীতে ঝাঁপ দিলেন। একটা মৃতদেহকে কাষ্ঠজ্ঞান করিয়া তদবলম্বনে পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। রজ্জুজ্ঞানে প্রাচীর রন্ধ্রস্থ সর্পের আশ্রয় করিয়া লম্ফ দিয়া প্রাঙ্গনে পতিত হইলেন। চিন্তা-মণির পরিচারিকাগণ সে শব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিল—দেখিল, আর্দ্রবস্ত্রে বিল্বমঙ্গল প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান—তাঁহার দেহে মৃতদেহের দুর্গন্ধ। চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া বিস্মিত হইল। কি প্রকারে তিনি এই ভীষণ আবর্ত্তময়ী নদী পার হইলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বিল্বমঙ্গল বলিলেন একটা কাষ্ঠ অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহা নদীর তীরে রাখিয়া আসিয়াছেন। চতুরা চিন্তা-মণি বুঝিয়া লইল, কাষ্ঠ নয়, মৃতদেহ। বিল্বমঙ্গলসহ নদীর ঘাটে গিয়াও তাহাই দেখিল। প্রাচীরে কোনও রজ্জু ছিল না, দেখিলেন সেখানে একটা সাপের খোলস পড়িয়া রহিয়াছে। চিন্তামণি বিস্মিতা ও স্তম্ভিতা হইল। বেশ্যা হইলেও সে অতি বুদ্ধিমতী ছিল, তাহার ধর্ম্মবুদ্ধিও ছিল। চিন্তামণি দুঃখিত হইয়া বলিল, ব্রাহ্মণকুমার, আমি বেশ্যা ও তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান। আমি তোমার

চরণ ধূলি স্পর্শেরও যোগ্যা নই। আর তুমি কিনা আমার জন্ত উন্মত্ত হইয়াছ, জ্ঞানহারা হইয়াছ। আমার জন্ত তোমার যে ব্যাকুলতা, তুমি যদি শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দলাভের জন্ত তার কোটি গুণের একগুণ ব্যাকুল হও, তবে তোমার জীবন সার্থক হইবে, এবং পরম আনন্দলাভ করিতে পারিবে।"

বিল্বমঙ্গল ধীর গম্ভীর ভাব চিন্তামণির এই উপদেশ শ্রবণ করিলেন, তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে চিন্তামণির কথার এক একটা ঝঙ্কার প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না কর্দ্দমাক্ত প্রাঙ্গনে মূর্চ্ছিতের ন্যায় পড়িয়া গেলেন। অনুতাপের আগুন জলিয়া উঠিল। চিন্তামণি তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন, তাঁহার দেহের কর্দ্দম প্রক্ষালন করিয়া সমাদরে আপন ঘরে লইবার জন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, বিল্বমঙ্গল বলিলেন—আর না। তোমার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য। তুমি আমার বর্ত্মোপদেশ গুরু। আমি শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে বাহির হইলাম।" এই বলিয়া তিনি উন্মত্তের ন্যায় নিক্রান্ত হইলেন।

কিছুদিন পরে সোমগিরি নামক একজন সাধুর নিকট তিনি কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ভজনে আসক্তি জন্মিল। উদাসী পথিক আপন মনে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে দিনরজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার এক দিন সহসা তাঁহাকে আবার বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিল।

তিনি একদিন একটা সরোবরের তটে এক বণিক্-পত্নীর সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সহসা বিচলিত হইয়া তাহার অনুগমন করিতে

লাগিলেন। বণিক পত্নী সাধুর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন। পুরুষদের এ সকল ভাব বুঝিতে রমণীদের পক্ষে বড় বিলম্ব হয় না। তিনি পতিব্রতা ও ধর্ম্মনিরতা। পতির নিকট সাধুর মনের ভাব জ্ঞাপন করিলেন। পতি বলিলেন সাধুকে ডাকিয়া আন। বৈষ্ণব-সেবাই পরম ধর্ম্ম। বণিক্ আপন পত্নীকে সাধুর সেবায় নিযুক্ত করিলেন। ইহা শ্রীভগবানের এক পরীক্ষা বই তো নয়। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যময় বিল্বমঙ্গল তখন সেই রমণীর সৌন্দর্য্য বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন :—

রক্তমাংস ক্লেদ বিষ্ঠা মূত্রময় দেহ।
ত্বক আচ্ছাদন মাত্র দরশ সুলেহ॥

এ'নে আবার কি সৌন্দর্য্য, কি মাধুর্য্য। ধিক্ এ সৌন্দর্য্যে!" এইরূপ বলিতে বলিতে রমণীকে বলিলেন, মা দয়া করিয়া আমাকে দুইটি সূচী দাও। রমণী বিল্বমঙ্গলের ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন, যন্ত্রবতার ন্যায় তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিলেন। বিল্বমঙ্গল তাহারই সম্মুখে দুইটী সূঁই দিয়া নিজ হস্তে নিজের ইন্দ্রিয়-লালসার দ্বার-স্বরূপ দুইটী চক্ষুকে বিনষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য অন্তশ্চক্ষুতে ধ্যান করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের পথে পথে এবং শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হওয়ার পরেও শ্রীকৃষ্ণে পরম মহাচমৎকার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যময় শ্লোক স্বতঃই তাঁহার শ্রীমুখে স্ফুরিত হইতেছিল। সেই সকল শ্লোকই শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত নামে প্রসিদ্ধ। তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থেই তাহাও অভিব্যক্ত। একদিন

তিনি সহসা শ্রীকৃষ্ণকে ধরিয়া ফেলিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জোড়পূর্ব্বক তাঁহার হাত ছাড়াইয়া পলাইলেন। তখন বিল্বমঙ্গল বলিলেন—

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতং।
হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥

অর্থাৎ কৃষ্ণ তুমি বলপূর্ব্বক আমার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতেছ ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি। কিন্তু আমার হৃদয় হইতে যদি পলাইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ বুঝিব।"

তা হওয়ার যো নাই "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।"

অতঃপরে তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপায় চিরতরে গোবিন্দের মধুময়ী লীলারাজ্যে প্রবিষ্ট হয়েন।

শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গলকৃত আরও অনেকগুলি গ্রন্থ আছে বলিয়া জানা যায় যথা:—

১। শ্রীকৃষ্ণবালচরিত্রম্
২। কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী
৩। গোবিন্দস্তোত্রম্
৪। বালকৃষ্ণক্রীড়াকাব্যম্
৫। বিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণস্তোত্রম্
৬। গোবিন্দদামোদর স্তোত্রম্ ইত্যাদি

সমাপ্ত।